اقوال الاخيار في مولد النبي المختار

আকওয়ালুল আখইয়ার ফি মাওলিদিন নাবিয়্যিল মুখতার

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

মীলাদ শরীফের ৩ শতাধিক দলীল

ইবনে মাহতাবুল হক

اقوال الاخيار في مولد النبي المختار

আকওয়ালুল আখইয়ার ফি মাওলিদিন নাবিয়্যিল মুখতার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মীলাদ শরীফের ৩ শতাধিক দলীল

নির্দেশনায়

মাওঃ আব্দুল আলীম

অধ্যক্ষ

মাথিউরা সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসা

মাওঃ তকি উদ্দীন

সহকারী অধ্যাপক

মাথিউরা সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসা

বিয়ানী বাজার -সিলেট

সংকলনে

মোঃ আবুল খায়ের ইবনে মাহতাবুল হক

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

PDF by (Masum Billah Sunny)

প্রকাশনায়

আল-আমিন প্রকাশন

জনতা মার্কেট -বিয়ানীবাজার -সিলেট

০১৭২২১১৫১৬১

আকওয়ালুল আখইয়ার ফি মাওলিদিন নাবিয়্যিল মুখতার
সংকলনে - মো. আবুল খায়ের ইবনে মাহতাবুল হক
মোবাইল ০১৭২২১১৫১৬১

প্রকাশনায়:
আল-আমিন প্রকাশন
জলতা মার্কেট, বিয়ানীবাজার, সিলেট।

প্রকাশ কাল: ডিসেম্বর ২০১৪ ইং

হাদিয়া: ৫৫০ (পাঁচ শত পঞ্চাশ টাকা)

কম্পিউটার কম্পোজ
মিডিয়া কেয়ার
কলেজ রোড, বিয়ানীবাজার, সিলেট

প্রচ্ছদ ঃ নুরুল লোদী

পরিবেশনায়
রশিদ বুক হাউজ - বাংলাবাজার
মুহাম্মদীয়া কুতুব খানা - চট্টগ্রাম
মাকতুবাতুন নাজাত - ডেমরা
রোমানিয়া লাইব্রেরী- সিলেট

AQWALUL AKHYAR FI MAWLIDIN NABIYIL MUKHTAR .BY, MD. ABUL KAHAYER IBNE MAHTABUL HOUQ.PUBLIS HED BY AL AMIN PROKATION BIANI BAZAR, SYLHET. DECEMBER 2014
PRICE: TK.550; US. DOLLAR $ 25.00 UK.F 20 PAUND

উৎস্বর্গ

শতাব্দীর শ্রেষ্ট আলেমে দ্বীন, রইসুল কুররা, শামসুল উলামা, আল্লামা আব্দুল লতীফ ফুলতলী (রহঃ)। যাকে দেখেছি সুন্নাহের পূর্ণাঙ্গ অনুসারী, যাকে পেয়েছি মুর্শীদ হিসাবে। সবচেয়ে বড় হল তিনি-ই ছিলেন আবুল মনসুর আল মাতুরদির সুযোগ্য উত্তরসুরী আমাদের-ই রাহবার।

Sunni-Encyclopedia.
blogspot.com
PDF by (Masum Billah
Sunny)

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

وَكُـلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ
الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ

রাসূলগণের সংবাদ মধ্যকার কিছু কাহিনী আমি আপনার নিকট বর্ণনা করেছি, যাতে করে আমি আপনার অন্তকরণ সুদৃঢ় করতে পারি।

প্রাপ্তি স্থান		
মুজাদ্দেদিয়া কুতুবখানা	বায়তুল মোকাররম	০১১৯৯৪৩৫৭৩৮
গাউছিয়া লাইব্রেরী-	বাংলা বাজার	
মাকতাবা দারুসসুন্নাত -	বাংলা বাজার	০১৯১২৩৩৪৮৯৩
কাদেরীয়া তৈয়বীয়া লাইব্রেরী-	মুহাম্মদপুর - ঢাকা	০১৭৪৯৩৯৫৯৯৫
তৈয়বী লাইব্রেরী-	মুহাম্মদপুর - ঢাকা	০১৭৪৫৮৩৯৯১৮
গাউসুল আযম মসজিদ,	শাহজাহানপুর-ঢাকা	০১৭১৬৫৭৫১৪৬০
হাশেমী দরবার শরীফ- -	চট্টগ্রাম	
ওনাকরকাটি দরবার শরীফ	সাতক্ষিরা	০১৭৪৯-২১১৩৩১
দারুসসুন্নাত লাইব্রেরী -	ছারছীনা	
ডোবরা দরবার শরীফ -	ফরিদপুর	
শাহজালাল লাইব্রেরী -	চট্টগ্রাম	০১৮১৪৩৬৩৩৬৫
আল মদীনা কুতুবখানা -	চট্টগ্রাম	০১৮১৯৫১৩১৬৩
রেজবী কুতুব খানা-	চট্টগ্রাম	
জাগরন ইন্টান্যাশনাল -	চট্টগ্রাম	০১৮১৯৮৬৩৫৭৬
হিজবুল্লা টোব -	চাদপুর	
বিসমিল্লা লাইব্রেরী-	কুমিল্লাহ	
ইসলামীয়া লাইব্রেরী -	রাজশাহী	০১১৯১৮৮৫৫০১
এমদাদিয়া লাইব্রেরী -	নাটোর	০১৭১৪৬০৩৯৩৭
আর্দশ লাইব্রেরী -	বগুড়া	০১৭১৮৪০৮২৬৯
নেছারীয়া লাইব্রেরী -	পটুয়াখালী	
সালেহীয়া লাইব্রেরী -	খুলনা	০১৭১১২১৭২৮৮
বই মেলা-	কুষ্টিয়া	০১৭১১৫৭৫৬০৬
দেওয়ান টোব -	টাঙ্গাইল	
সোলেমানিয়া লাইব্রেরী	বি বাড়িয়া	০১৯৩৬১৯৭৬৪৬
সিলেট		
আল ফারুক লাইব্রেরী -	সিলেট	০১৭১৬৫৬৭৫৬০
সানমুন লাইব্রেরী-	সিলেট	
নিউ আদর্শ লাইব্রেরী-	সিলেট	
নিউ এমদাদিয়া লাইব্রেরী-	সিলেট	
নিউ মাদানীয়া লাইব্রেরী-	সিলেট	
আশীক লাইব্রেরী-	শ্রীমঙ্গল	০১৭২৮৫৪৮৭৬২
তাবাসসুম লাইব্রেরী-	মৌলভী বাজার	০১৭১৩২৯২৬৮৪
মাছুম রেজা লাইব্রেরী-	হবিগঞ্জ	০১৭১০২২৬৫৮৮
জালালিয়া লাইব্রেরী-	বিয়ানী বাজার	০১৭১১৯৮৩৬১৬

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা ১৬
প্রচলিত মূল মীলাদ শরীফ ৩৮
বাদশাহ মুজাফ্ফর উদ্দিন বিন জয়নুদ্দিন এর মীলাদ মাহফিল ৩৮
বর্তমান প্রচলিত মীলাদ শরীফ ৩৮
কিয়'আমের আভিধানিক অর্থ ৩৯
নবীগনের মীলাদ শরীফ বা জন্ম বৃত্তান্তের গুরুত্ব ৪৭
হযরত আদম (আঃ) এর মীলাদ ৪৮
হযরত মুসা (আঃ) এর মীলাদ ৫০
হযরত মারিয়াম (আঃ) এর মীলাদ ৫৩
হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) এর মীলাদ ৫৬
হযরত ঈসা (আঃ) মীলাদ ৬০
হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মীলাদের আলোচনা ৬৪
আম্বিয়া (আঃ) মীলাদের আলোচনা হতে মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত একটি সমীক্ষা ৬৯
বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সৃষ্টির সূচনা ৭৩
নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম সৃষ্টি সম্পর্কে মুল্লা আলী কারী (রহঃ) এর বক্তব্য ৭৬
শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহঃ) এর বক্তব্য ৮৬
হযরত আদম (আঃ) এর পৃষ্ঠে নূর স্থাপন ৯০
হযরত আদম (আঃ) এর অসিয়ত ৯২
হুযূর পাক (দ.) এর নাম আল্লাহর নামের সাথে আরশে লিখিত ৯৫
আরশে, আসমানে হুযূর পাক (দ.) এর পবিত্র নাম মোবারক ১০২
নবীগণের কাছ থেকে ঈমানের অঙ্গীকার নেয়া ১০৫
হুযূর পাক (দ.) এর বংশগত পবিত্রতা ১০৮
[illegible] মীলাদের আলোচনা ১২২
হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমন প্রসঙ্গে

জিব্রাইল (আ.) এর আগাম ঘোষণা: ১৫৭
হযরত আমের (রা.) এর ইসলাম গ্রহণের বিস্ময়কর ঘটনা: ১৬৫

দ্বিতীয় আধ্যায়

করনে ছালাছার পর মীলাদ শরীফ ১৮০
হুজ্জাতুদ্দীন ইমাম মুহাম্মদ বিন যুফার আল মাক্কি (রহঃ) এর বক্তব্য ১৮১
ইবনে জুবাইর (রহ) এর বক্তব্য ১৮২
শাইখ ছালেহ উমর মাল্লা (রহ) এর বক্তব্য ১৮৩
ইমাম ইমাদুদ্দিন আবুল ফিদা ইসমাইল বিন কাছির (রহ) এর বক্তব্য ১৮৫
ইমাম আবুল খাত্তাব ইবনে দাহিয়্যাহ (রহ) এর বক্তব্য ১৯২
ইমাম ইবনুল জাওযী (রহ) এর বক্তব্য ১৯৪
আল্লামা ইবনে যাওযী (রহঃ) আর বক্তব্য
ইমাম নববীর উস্তাদ ইমাম আবু শামা (রহ) এর বক্তব্য ১৯৭
ইমাম জহির উদ্দিন জাফর আত্তাজামনুতী (রহ) এর বক্তব্য ১৯৯
ইবনে খাল্লিকান (রহ) এর বক্তব্য ২০০
ইমাম ইবনুল জাওজী (রহঃ) এর নাতী ছাবাত বিন জাওজি (রহ) এর বক্তব্য ২০১
ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (রহ) এর বক্তব্য ২০৩
শায়খুল ইসলাম হাফিজুল হাদীস আবুল ফজল আহমদ বিন হাজর আসকালানী (রহ) এর বক্তব্য ২০৫
পাশ্চাত্য দুই ফকীহ ঃ আবুল আব্বা (রহ) এর বক্তব্য ২০৮
আবুল কাছিম (রহ) এর বক্তব্য
ইমামুল কুররা আল হাফিজ আবুল খায়ের শামছ উদ্দিন বিন আব্দুল্লাহ আল জাজরী শাফেয়ী (রহ) এর বক্তব্য ২০৯ ২১০
হাফিজ শামছ উদ্দিন বিন নাসির উদ্দিন আদ দিমাস্কী (রহ) এর বক্তব্য ২১১
ইবনে বতুতা (রহ) এর বক্তব্য ২১৩
ইমাম ইবনে তাইমিয়া এর বক্তব্য ২১৬
ইমাম আবু যারআ আল ইরাকী (রহ) এর বক্তব্য ২১৭
সালাহ উদ্দীন সফাদী (রহ) এর বক্তব্য ২১৮

সিরাজুদ্দীন উদ্দীন ইবনে খতিব তিলমিছানী	২১৯
হাসান ওয়াজানী (রহ) এর বক্তব্য	২২০
মদিনা শরীফের ইতিহাস আত্-তুহফাতুল লতীফিয়া এর বক্তব্য	২২১
শায়খুল ইমাম আল্লামা সদরুদ্দীন মাওহুব ইবনে উমর	
শাফেয়ী (রহ) এর বক্তব্য	২২৩
আল্লামা ইবনে তুগরীল (রহ) এর বক্তব্য	২২৪
ইমাম কামাল আদফায়ী (রহ) এর বক্তব্য	২২৪
ইমাম শামসুদ্দিন আয-যাহাবি (রহ) এর বক্তব্য	২২৫
ইমাম বুরহানুদ্দীন বিন জুমায়া (রহ) এর বক্তব্য	২২৮
ইমাম আবু আব্দুল্লাহ বিন আলহাজ-	
আল -মালেকী (রহ) এর বক্তব্য	২২৮
ইমাম মুহাম্মদ বিন আবি ইসহাক বিন ইবাদ	
আন নাফিজি (রহ) এর বক্তব	২৬৩
শায়খুল ইসলাম সিরাজ উদ্দীন বালকিনি (রহ) এর বক্তব্য	২৩৮
ও রাজা বাদশাহের সময়ে মীলাদ শরীফ	২৪০
৭ম ও ৮ম শতাব্দীর চার মাযহাবের উলামায়ে কেরাম এর বক্তব্য	২৪০
আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ বিন উমর বাহরুক খাজরামী	
শাফী (রহ) এর বক্তব্য	২৪৩
ইমাম ইবনে কাইয়্যুম (রহ) এর বক্তব্য	২৪৪
ইউসুফ আশ শামী (রহ) এর বক্তব্য	২৪৫
ইমামুল আল্লামাহ নাসিরুদ্দীন মোবারক ইবনে বাতাহ (রহ) এর বক্তব্য	২৪৬
সুলতান সাইফুদ্দিন ঝকমক রেফায়েত বেগ এর যুগ	২৪৭
জামাল উদ্দীন আল কাতানী (রহ) এর বক্তব্য	২৪৯
ইমামুল আল্লামা জহীর উদ্দীন ইবনে জাফর (রহ) এর বক্তব্য	২৫০
শায়খ নাসীরুদ্দীন তায়ালিসী (রহ) এর বক্তব্য	২৫০
ইমাম ইবনে আবেদীন শামী (রহ) এর বক্তব্য	২৫২
ইমাম ইউসুফ বিন আলী বিন যুরাইক শামী (রহ) এর বক্তব্য	২৫৩
ইমাম সায়্যিদ আব্দুল বাকী যুরকানী (রহ) এর বক্তব্য	২৫৫

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ) এর বক্তব্য	২৫৭
মিসর ও সিরিয়া বাসীর মিলাদ	২৫৯
স্পেন ও পাশ্চাত্য দেশে মীলাদুন্নবী পালন	২৬১
মক্কা বাসীর মীলাদ মাহফীল	২৬১
মদীনা বাসীর মীলাদ মাহফীল অনারবে মীলাদ	২৬৪
ইমাম কস্তলানী (রহ) এর বক্তব্য	২৬৩
ইমাম নাসিরুদ্দীন ইবনুত তাবাখ (রহ) এর বক্তব্য	২৬৮
ইমাম জামালুদ্দীন কাত্তানী (রহ) এর বক্তব্য	২৬৮
ইমাম জহির উদ্দীন যাফর মিসরী (রহ) এর বক্তব্য	২৬৯
ইমাম মুহাম্মদ বিন ইউসুফ আস সালেহী আশ শামী (রহ) এর বক্তব্য	২৭০
ইমাম কুতুবুদ্দীন আল হানাফী (রহ) এর বক্তব্য	২৭০
আল্লামা জামাল উদ্দীন মুহাম্মদ যারাল্লাহ বিন নূর উদ্দীন	
ফারসী (রহ) এর বক্তব্য	২৭২
শায়খ ইসমাঈল হাক্কী (রহ) এর বক্তব্য	২৭৩
শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দীছে দেহলবী (রহ) এর বক্তব্য	২৭৪
শাহ ওলী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহ) এর বক্তব্য	২৭৫
হযরত শাহ আব্দুল আজিজ মোহাদ্দীসে দেহলবী (রহ) এর বক্তব্য	২৭৭
আল্লামা শহীদ হাসান আল বান্না (রহ) এর বক্তব্য	২৭৯
শায়খ আব্দুল হালীম মাহমুদ (রহ) এর বক্তব্য	২৮০
শায়খ হাসানাইন মুহাম্মদ মাখলুফ শায়খুল আযহার (রহ) এর বক্তব্য	২৮১
মাওঃ শায়খ ইসহাক (রহ) এর বক্তব্য	২৮৩
মুফতি মুহাম্মদ সাআদুল্লাহ (রহ) এর বক্তব্য	২৮৪
শাহ আহমদ সাঈদ মুজাদ্দেদী দেহলভী (রহ) এর বক্তব্য	২৮৫
হযরত মাওলানা শায়খ জামাল উদ্দিন ওরফে মির্জা হাসান	
মুহাদ্দিস লাক্ষ্মৌভী (রহ) এর বক্তব্য	২৮৬
পবিত্র মক্কা শরীফের হানাফী মাযহাবের মুফতী মাওলানা	
শায়খ জামাল (রহ) এর বক্তব্য	২৮৮
আবদুর রহমান সিরাজ (রহ) এর বক্তব্য	২৯০

মুফতী হযরত মাওলানা রহমাতুল্লাহ এর বক্তব্য ২৯২

পবিত্র মক্কা শরীফের শাফেঈ মাযহাবের মুফতী মুহাম্মদ সাঈদ ইবনে মুহাম্মদ আবসীল (রহ) এর বক্তব্য ২৯৩

পবিত্র মক্কা শরীফের বর্তমান হাম্বলী মাযহাবের মুফতী মাওলানা খালফ ইবনে ইবরাহীম (রহ) এর বক্তব্য ২৯৫

শাহ্ আবদুল গণী নকশবন্দী ও মুজাদ্দেদী (রহ) এর বক্তব্য ২৯৬

আব্দুল হক এলাহাবাদী (রহ) এর বক্তব্য ২৯৭

দারুল উলুম দেওবন্দের এর বক্তব্য ৩০১

মুফতী মোহাম্মদ এনায়েত আহমাদ কাকুরভী (রহ) এর বক্তব্য ৩১৪

নওয়াব সিদ্দিক খান ভূপালী (রহ) এর বক্তব্য ৩১৪

শাইখ আলী জামআ (রহ) এর বক্তব্য ৩১৫

ডঃ কারজাভী এর বক্তব্য ৩১৬

মোহাম্মদ মুতাওয়ালী শারাভী (রহ) এর বক্তব্য ৩১৯

মুহাম্মাদ আলাবী আল মালাকি (রহ) এর বক্তব্য ৩২০

মুহাম্মদ বিন আবদুল গফ্ফার (রহ) এর বক্তব্য ৩২০

আব্দুল মালিক আস সাইদ (রহ) এর বক্তব্য ৩২০

হাফিজ আব্দুর রহিম (রহ) এর বক্তব্য ৩২২

মীলাদ শরীফ ও কিয়াম সর্ম্পকে মাও: করামত আলী জৈনপুরী (রহ) এর বক্তব্য ৩২৩

মাওঃ আব্দুল হাই লাখনবী (রহ) এর বক্তব্য ৩২৯

পবিত্র মীলাদ ও কিয়াম সম্পর্কে হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজীরে মক্কী (রহঃ) এর বক্তব্য ৩৩৪

ইমামুল হারামাইন সাইয়্যিদ আলাবী আল মালেকী (রহঃ) এর দৃষ্টিতে মীলাদ মাহফিল বৈধ হওয়ার যুক্তি নির্ভরদলীল সমূহ ৩৩৯

তৃতীয় অধ্যায়

দিবস পালন ৩৪৯

মাওলানা আশরাফ আলী থানবী এর বক্তব্য ৩৪৯

ইমাম ইবনে জরীর তাবারী (রহ) এর বক্তব্য ৩৫০

ইমাম ইমাদুদ্দীন ইবনে কাছীর (রহ) এর বক্তব্য ৩৫০

আল্লামা ইসমাইল হাক্কী (রহ) এর বক্তব্য ৩৫০

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ) এর বক্তব্য ৩৫১

ইমাম ইমাদুদ্দীন ইবনে কাছীর (রহ) এর বক্তব্য ৩৫২

আল্লামা ইউসুফ বিন ইসমাইল নাবহানী (রহ) এর বক্তব্য ৩৫৩

নির্ধারিত দিনে আমল ও দিবস পালন ৩৫৫

ঈদে মীলাদুন্নবী ৩৫৮

মায়েদা অবতীর্ণের দিন ঈদের দিন ৩৫৯

জুমু'আ ও আরাফাতের দিন ঈদের দিন ৩৬০

হযরত রাসূল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম يوم ولادت ৩৬২

জন্ম দিন ঈদের দিন ৩৬২

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) এর বক্তব্য ৩৬৩

আল্লামা জারুল্লাহ জামাখশারী এর বক্তব্য ৩৬৪

আল্লামা তাবরাছি (রহ) এর বক্তব্য ৩৬৪

আল্লামা ইবনে জাওযী (রহ) এর বক্তব্য ৩৬৫

ইমাম নাছাফী(রহ) এর বক্তব্য ৩৬৫

ইমাম খাজেন (রহ) এর বক্তব্য ৩৬৬

আবু হাইয়্যান আন্দুলুসী (রহ) এর বক্তব্য ৩৬৬

ইমাম ইবনে কাছির (রহ) এর বক্তব্য ৩৬৭

ইমাম সুয়ুতী (রহ) এর বক্তব্য ৩৬৭

আল্লামা আলুসী (রহ) এর বক্তব্য ৩৬৭

শায়খ আহমদ মুস্তফা মুরাগী (রহ) এর বক্তব্য ৩৬৮

শায়খ তানতাভী জাওহারী (রহ) এর বক্তব্য ৩৬৮

তফসীর শাস্ত্রের ইমামদের দৃষ্টিতে এর অর্থ ও মর্ম ৩৬৯

আল্লামা ইবনে জাওযী (রহ) এর বক্তব্য ৩৭০

আল্লাহ আবু হাইয়্যান উন্দুলুসী (রহ) এর বক্তব্য ৩৭০

ইমাম সূয়ুতী (রহ) এর বক্তব্য ৩৭০

আল্লামা আলুসী (রহ) এর বক্তব্য ৩৭১
আল্লাহ তাবরাসী (রহ) এর বক্তব্য ৩৭২

চতুর্থ অধ্যায়

মীলাদ শরীফের ভিত্তিমূল নির্ধারণ ৩৭৪

পঞ্চম অধ্যায়

দরূদ শরীফ পাঠ ও ফজিলত ৩৯৯
দরূদ ও সালাম হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে সরাসরি পৌছে ৪০২
দরূদ ও সালাম সরাসরি হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শ্রবণ করেন: ৪০৬
হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালামের উত্তর দান করেন: ৪০৮
ফেরেশতা হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহান দরবারে সালাম পেশ করা: ৪০৯

ষষ্ট অধ্যায়

কিয়ামের দলীল ৪১০
প্রচলিত কিয়ামের ইতিহাস ৪১০
আল্লামা আবুল ওয়ালিদ ইবনে রুশদ (রহঃ) র দৃষ্টিতে কিয়ামের প্রকারভেদ ৪১৪
শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী'র দৃষ্টিতে কিয়াম ও তার প্রকারভেদ ৪১৫
আল্লামা মুস্তফা হামীদী এর দৃষ্টিতে মীলাদে কিয়াম ৪২৫
উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে মীলাদ শরীফের কিয়াম ৪৩৭
আল্লামা আলী ইবনে বুরহান উদ্দীন হালবী (রহ) এর বক্তব্য ৪৩৮
আল্লামা আব্দুর রহমান সুফুরী (রহ) এর বক্তব্য ৪৩৮
শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনে সিরাজ (রহ) এর বক্তব্য ৪৩৯
পবিত্র মক্কা শরীফের মুফতি শাইখ জামাল (রহ) এর বক্তব্য ৪৪০
আল্লামা আব্দুর রহমান সিরাজ (রহ) এর বক্তব্য

আল্লামা আবু বকর হাজী বাসাউনী (রহ) এর বক্তব্য ৪৪১
সাঈদ ইবনে মুহাম্মদ বিআবসীল (রহ) এর বক্তব্য ৪৪২
খালফ ইবনে ইবরাহীম (রহ) এর বক্তব্য ৪৪২
মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হামীদ (রহ) এর বক্তব্য ৪৪২
মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া (রহ) এর বক্তব্য ৪৪৫
মাওলানা হুসাইন ইবনে ইবরাহীম (রহ) এর বক্তব্য ৪৪৬
মাওলানা ওমর ইবনে আবু বকর (রহ.) এর ফতোয়া ৪৪৭
আল্লামা উসমান বিন হাসান দিময়াতি (রহ) এর বক্তব্য ৪৪৭
আল্লামা মাদলাকী (রহ) এর বক্তব্য ৪৫০
আল্লামা আহমদ যাইনি দাহলান মক্কী (রহ) এর বক্তব্য ৪৫০
আল্লামা আমিমুল ইহসান মুজাদ্দিদে বরকতি (রহ) এর বক্তব্য ৪৫১
আল্লামা সাইয়্যিদ ইজ্জদুদ্দীন মাযী আবুল আযায়েম আল মিসরী (রহ) এর বক্তব্য ৪৫১
মদীনা মনোওয়ারার আলেমদের ফতোয়া ৪৫২
মক্কা মুক্কারামার আলেমদের ফতোয়া ৪৫৩
জিদ্দার আলেমদের অভিমত ৪৫৫
মুফতী আব্বাস ইবনে জাফর ইবনে সিদ্দিক (রহ) এর বক্তব্য ৪৫৫
হাদীদার আলেমদের অভিমত ৪৫৬
আল্লামা আলী শামী (রহ) এর বক্তব্য ৪৫৬
আল্লামা আলী ইবনে আব্দুল্লাহ (রহ) এর বক্তব্য ৪৫৭
আল্লামা আলী তাহতান (রহ) এর বক্তব্য ৪৫৭
আল্লামা আব্দুর রহমান ইবনে আলী হাদরামী (রহ) এর বক্তব্য ৪৫৭
আল্লামা মুহাম্মদ ছালেহ (রহ) এর বক্তব্য ৪৫৮
মাওঃ আশরাফ আলী থানবী সাহেব ৪৫৮
রশীদ আহমদ গাংগুহী সাহেব এর বক্তব্য ৪৬০
আল্লামা আব্দুল হাই লাখনবী (রহ) এর বক্তব্য ৪৬১
আল্লামা সালামাতুল্লাহ কানপুরী (রহ) এর বক্তব্য ৪৬১
আল্লামা ফয়জুল হাছান ছাহারানপুরী এর বক্তব্য ৪৬২

সপ্তম অধ্যায়

পবিত্র মীলাদ মাহফীলে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আগমন হয় কি? ৪৬৩

আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী (রহ) এর বক্তব্য ৪৬৪

ইমাম শা'রানী (রহ) এর বক্তব্য ৪৬৪

ইমাম আবুবকর ইবনুল আরাবী মালাকী (রহ) ৪৬৫

তাজউদ্দিন ইবনে আতাউলা সিকন্দরী (রহ) এর বক্তব্য ৪৬৬

তাজউদ্দিন ইবনে আতাউলা সিকন্দরী (রহ) এর বক্তব্য ৪৬৭

সিরাজ উদ্দিন ইবনে মিলকন (রহ) এর বক্তব্য ৪৬৮

আল্লামা আলুছী (রহ) এর বক্তব্য ৪৬৯

একই মুহূর্তে বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত মীলাদ মাহফিল খতমে কুরআনসহ অন্যান্য দ্বীনী মজলিসে নূর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও অলীগণের রূহানী ভাবে হাজির হওয়া ৪৭১

ইবনুল কাইয়ূম আল জাওজী (রহ) এর বক্তব্য ৪৭১

ইসলামি বিশ্বকোশ-মাওলিদ ৪৭৩

মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপলক্ষে যারা গ্রন্থ লিখেন - উলামায়ে কেরামের জন্য আর কিছু কউল ৪৯৬

সংক্ষিপ্ত মীলাদ শরীফ ৫৫৮

ভূমিকা

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

আমি মহান আল্লাহ পাকের নিকট বিতাড়িত শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

بسم الله الرحمن الرحيم

আমি মহান আল্লাহ পাকের নামে আরম্ভ করতেছি, যিনি পরম করুণাময় অসীম দয়ালু।

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

নিশ্চয় তোমাদের নিজেদের মধ্যে হতে তোমাদের নিকট এমনি একজন রাসূল আগমন করেছেন যার নিকট তোমাদের বিপদাপন্ন হওয়া বড়ই অসহ্য তিনি তোমাদের অতিশয় হিতাকাঙ্খী। বিশ্বাসীগণের প্রতি অত্যাধিক স্নেহশীল করুণা পরায়ণ।

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً

নিশ্চয় মহান আল্লাহ পাক ও তাঁর ফেরেস্তাগণ হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি রহমত করতেছেন। হে মুমিনগণ তোমরাও হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি দুরূদ পড় এবং যথাযথ ভাবে সালাম জানাও।

اللهم صل على محمد و على اله وسلم-

হে আল্লাহ! হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর বংশধরের উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন।

হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মীলাদ বলতে ওই সকল ঘটনাবলীর আলোচনা ও বয়ান বুঝায়, যা রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মর্যাদাপূর্ণ বেলাদতের পূর্ববর্তী সময়ে এবং বেলাদতের সময়ে প্রকাশ পেয়েছে। নূরে মোহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আদম (আঃ) হতে শুরু করে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) পর্যন্ত কিভাবে পবিত্র পৃষ্টদেশসমূহ হতে পবিত্র রেহেমসমূহে স্থানান্তরিত হয়েছে তাঁর বেলাদতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা বিশ্ব মানবতার ওপর কি কি এহসানাত প্রদর্শন করেছেন। আশেকানে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনিতেই তো সারা বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মহব্বতে সানা ও প্রশংসা করতে থাকে। কিন্তু যখনই পবিত্র মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম রবিউল আউয়াল মাস আগমন করে তখন তাদের মহব্বতে নতুন মাত্রা যোগ হয় এবং নবীপ্রেম ভালোবাসার আগুনে জোঁশ এসে যায়। তারা তাদের প্রাণপ্রিয় মাহবুব পিয়ারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর মর্যাদাপূর্ণ বেলাদতের সুন্দর ও মনোহর আলোচনার দ্বারা নিজেদের দেহ, মন ও অন্তরকে মুনাওয়ার করে তোলে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মহব্বতের পয়গাম সাধারণ্যে প্রচার করার লক্ষে নির্দিষ্টভাবে মাহফিলে মীলাদের আয়োজন করে এবং মুহিব্বানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বতঃস্ফুর্তভাবে উক্ত মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন। ইহা একটি ঈমান আফরোজ পরিবেশ। এই পর্যায় কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চুল মোবারক, চেহারা মোবারকের বিবরণ পেশ করে, আবার কেউ সবুজ গম্বুজের প্রাণস্পর্শী দৃশ্য তুলে ধরে, আবার কেউ রওজায়ে আকদাসের সোনালী ঝালরগুলোর বর্ণনা পেপশ করে, আবার কেউ মদীনা মানাওয়ারা শহরেরর অলি গলির কথা বর্ণনা করে। আবার কেউ সাইয়্যেদাহ আমেনা (রাঃ)-এর গৃহখানির কথা আলোচনা করে। আবার কেউ হযরত হালিমা সাদিয়া (রাঃ) এর মক্কা শহরে আগমন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে সাথে নিয়ে প্রত্যাবর্তনের কথার বিবরণ দেয়। আবার কেউ পিয়ারা নবী মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর বাল্যকালের কথা বিবৃত করে, আবার কেউ কৈশোরের কথার বিবরণ দেয় এবং কেউ চৌদ্দশ বছর পেছনে প্রত্যাবর্তন করে মক্কা শহরের উপত্যকায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর আনন্দ-চঞ্চল সৌন্দর্যের কথা বর্ণনা করে। মোট কথা, এই মাসে শুধু কেবল নবী প্রেমের প্রশস্তি ও প্রশস্তি চারদিকে গুঞ্জরিত হতে থাকে; প্রেম নিবেদনের মোহনীয় তারানা চলতে থাকে। মর্যাদাপূর্ণ বেলাদত ও জীবনাদর্শের প্রচার হতে থাকে। এতসব আয়োজন ও এতসব ভালোবাসার গুঞ্জরন এ জন্যই করা হয় যেন রাসুল প্রেমের এই আহ্বান শ্রবণ করে ঈমানদারদের অন্তরে রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি নব অনুরাগের আকর্ষণ সৃষ্টি হয় এবং নব উদ্যামে পেরণা অনুরণিত হয়।

পবিত্র কুরআনুল করীমের আলোকে আম্বিয়া (আঃ)-এর মীলাদের বর্ণনার দ্বারা এই প্রশ্নের অসারতা প্রতিপন্ন হয়ে যায় যে, মীলাদে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর বেলাদত কিভাবে হয়েছে ইত্যাদি। বস্তুতঃ কুরআনুল কারীমে উল্লিখিত আম্বিয়ায়ে কেরামের মীলাদের অবস্থা ও ঘটনাবলী এবং বেলাদতের কাহিনী পাঠ করার পরও কেউ যদি চিন্তা করে যে, ওই সকল বিষয় বা বস্তু আলোচনা করার কোন প্রয়োজন নেই, তাহলে এই অভিযোগকারীর কুরআনুল কারীমের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ সম্পর্কে মূর্খতা, জ্ঞানহীনতা, হটধর্মিতা ও বিরুদ্ধবাদিতাই প্রকাশ পাবে এবং সে কোনক্রমেই ঈমানদারদের দলে শামিল হতে পারবে না।

পবিত্র কুরআনুল কারীমের দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিশেষত্বটি তুলে ধরাই আমাদের উদ্দেশ্য যে, আম্বিয়ায়ে কেরামের মীলাদের আলোচনা, বেলাদতের ঘটনাবলী, কামালাত ও বারাকাত এবং তাঁদের ওপর বর্ষিত আল্লাহ পাকের দান ও অনুগ্রহের কথা আলোচনা করা আল্লাহ পাকের সুন্নাত বা রীতি। এই সকল বিষয়াদি কুরআনুল কারীমে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত বারবার উল্লেখ করেছেন এবং বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

সুতরাং এই নিরিখে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর বেলাদতের আলোচনা করাও সুন্নাতে ইলাহীয়ার আওতায় আসে, যা কেয়ামত পর্যন্ত আগত মুহিব্বানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদযাপন করতে থাকবে। এই আলোচনা ও যিকির কিভাবে হবে? এ যিকিরের তরীকা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা বুঝিয়ে দিয়েছেন। যখন আমরা মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর হালাত ও ঘটনাবলীর কথা স্মরণ করি বা উল্লেখ করি, তবে ইহাও পূর্ববর্তী আম্বিয়া উম্মাহর সকল সচেতন মুমিনদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করছি ।

আমিনা বিনতে ওহ্ব যুহরিয়ার সঙ্গে পুত্র আব্দুল্লাহ্র বিবাহ

পবিত্র হাদীস ও সিরাতের আলোকে উপস্তাপিত রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিতার বৈবাহিক অবস্থান এমনই পবিত্র ছিল যা-ইবনে ইসহাক বলেন, ঐতিহাসিকদের মতে, অতঃপর আব্দুল মুত্তালিব পুত্র আব্দুল্লাহর হাত ধরে বনি আসাদ ইবনে আব্দুল উযযা ইবনে কুসাই এর এক মহিলার নিকট গমন করেন। মহিলাটি হলো ওয়ারাকা ইবনে নওফলের বোন। তাঁর নাম ছিল উম্মে কিতাল। সে সময়ে সে কা'বার নিকট অবস্থান করছিল। আব্দুল্লাহকে দেখে সে বলল, আব্দুল্লাহ! তুমি যাচ্ছ কোথায়? আব্দুল্লাহ বললেন, আমি আমার আব্বার সঙ্গে যাচ্ছি। মহিলাটি বলল, যদি তুমি এই মুহূর্তে আমার সাথে মিলিত হতে সম্মত হও তা হলে আমি তোমার বদলে যে সংখ্যক উট জবাই করা হয়েছে, সে সংখ্যক উট তোমাকে দেব। জবাবে আব্দুল্লাহ বললেন, আমি আমার আব্বার সঙ্গে আছি। তাঁকে ছেড়ে অন্যত্র যাওয়া বা তাঁর মতের বাইরে কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আব্দুল্লাহকে নিয়ে আব্দুল মুত্তালিব ওহাব ইবনে আবদে মানাফ, ইবনে যুহরা ইবনে কিলাব ইবনে মুররা ইবনে কা'ব ইবনে লুওয়াই ইবনে গালিব ইবনে ফিহর এর নিকট যান। ওহাব ইবনে আবদে মানাফ তখন বয়স ও মর্যাদায় বনু যুহরার সর্দার ছিলেন। আলাপ-আলোচনার পর তাঁর কন্যা আমিনার সঙ্গে আব্দুল্লাহর বাসর হয়। তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর গর্ভে আসেন।

অতঃপর আব্দুল্লাহ পুনরায় বনু আসাদে উল্লিখিত মহিলার নিকট যান। কিন্তু মহিলাটি এবার তাঁকে কিছুই বলল না। আব্দুল্লাহ বললেন, কী ব্যাপার, আজ যে কোন প্রস্তাবই

করছ না, যেমনটি গতকাল করেছিলে? মহিলাটি বলল, গতকাল তোমার সঙ্গে যে নূর ছিল, এখন আর তা নেই। তোমাকে এখন আর আমার প্রয়োজন নেই। উল্লেখ্য যে, এই মহিলা তার ভাই ওয়ারাকা ইবনে নওফলের নিকট শুনেছিল যে, এই উম্মতের মধ্যে একজন নবী আগমন করবেন। তাই তার আকাঙ্খা ছিল যে, সেই নবী তারই গর্ভ থেকে জন্মলাভ করুন। কিন্তু আল্লাহ তাঁকে সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত ও পবিত্র বংশে প্রেরণ করেছেন। যেমনঃ এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ الله أعلم حيث يجعل رسالته "আল্লাহ রিসালাতের ভার কার উপর অর্পণ করবেন, তা তিনিই ভাল জানেন।" [১]

উম্মে কিতাল, বিনতে নওফেল তার ব্যর্থতার জন্যে অনুতাপ প্রকাশ করতে গিয়ে নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো আবৃত্তি করেছিলেন। ইবনে ইসহাক সূত্রে বর্ণিত বায়হাকীর বর্ণনা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

عليك بآل زهرة حيث كانوا * وآمنة التي حملت غلاما

ترى المهدي حين نزا عليها * ونورا قد تقدمه أماما

فكل الخلق يرجوه جميعا * سود الناس مهتديا إماما

براه الله من نور صفاه * فأذهب نوره عنا الظلاما

وذلك صنع ربك إذ حباه * إذا ما سار يوما أو أقاما

فيهدي أهل مكة بعد كفر * ويفرض بعد ذلكم الصياما

শোন, তুমি যুহরার বংশধরদের আঁকড়ে ধরে রাখবে তারা যেখানেই থাকুক। আর আমিনা যে একজন বালককে গর্ভে ধারণ করেছে। হেদায়াতের অগ্রপথিককে দেখতে পাবে যখন সে তার উপর উপগত হবে আর ঐ নূরকে যা তার সম্মুখে পথ প্রদর্শক হিসাবে চলে। সব মানুষ তাঁকে কামনা করে। তিনি হিদায়াত প্রাপ্ত ও ইমাম হয়ে মানুষের সরদার হবেন। আল্লাহ তাঁকে পরিচ্ছন্ন নির্মল নূর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তারপর তাঁর নূর আমাদের থেকে অন্ধকার দূরীভূত করেছে।

---

[১] ৬ঃ১২৪

তা আল্লাহর সৃষ্টি। তিনি তা দান করেছেন। দিনের বেলা যখন তিনি চলমান থাকেন অথবা স্বস্থানে অবস্থান করেন।

কুফরীর পর তিনি মক্কাবাসীদের হেদায়ত দান করবেন। তারপর তিনি তাদের উপর জিহাদ সাধনা ফরয করবেন। আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে জাফর ইবনে সাহল আল খারায়েত্বী ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, বিবাহ করানোর উদ্দেশ্যে আব্দুল মুত্তালিব যখন পুত্র আব্দুল্লাহকে নিয়ে রওয়ানা হন তখন তিনি তাবালা'র এক ইহুদী গণক ঠাকুরণীর নিকট যান। এই মহিলাটি বিভিন্ন কিতাব পড়াশুনা করেছিল। তার নাম ছিল ফাতেমা বিনতে মুর আল খাস'আমিয়া। মহিলাটি আব্দুল্লাহর চেহারায় নবুয়তের নূর দেখতে পেয়ে বলে উঠল, ওহে যুবক! তুমি কি এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে মিলিত হতে পার? তবে তোমাকে আমি একশত উট প্রদান করব। জবাবে আব্দুল্লাহ বললেনঃ

أما الحرام فالممات دونه * والحل لا حل فأستبينه

فكيف بالامر الذي تبغينه * يحمي الكريم عرضه ودينه

এতো হারাম! আর হারামের পরিণতি হচ্ছে ধ্বংস। আমি তো বৈধ পরিণয়ের সন্ধান করছি। কী করে আমি তোমার আহ্বানে সাড়া দিই? সম্ভ্রান্ত মানুষ তো নিজের মান মর্যাদা ও দীন-ঈমান রক্ষা করে চলে!

আব্দুল্লাহ পিতার সঙ্গে চলে যান। পিতা আমিনা বিনতে ওহাবের সঙ্গে তাঁকে বিবাহ দিলেন। আব্দুল্লাহ আমিনার নিকট তিন দিন অবস্থান করেন। অতঃপর এক সময়ে গণক ঠাকুরণীর নিকট গেলে মহিলাটি জিজ্ঞাসা করল, আমার নিকট থেকে গিয়ে তুমি কী করলে? আব্দুল্লাহ তাকে বিবাহের সংবাদ শুনালেন। শুনে মহিলাটি বলল, আমি চরিত্রহীনা নারী নই। তবে তোমার চেহারায় বিশেষ নূর দেখে চেয়েছিলাম যে, তা আমার মধ্যে আসুক। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল অন্যরকম। এই বলে মহিলাটি কয়েকটি পংক্তি আবৃত্তি করেন।

إني رأيت مخيلة لمعت * فتلالأت بحناتم القطر

فلمأتها نورا يضئ له * ما حوله كإضاءة البدر

ورجوتها فخرا أبوء به * ما كل قادح زنده يوري

لله ما زهرية سلبت * ثوبيك ما استلبت وما تدري

আমি একটি মেঘখণ্ডকে আলোকময় হতে দেখেছি। ফলে মেঘমালা আলোকিত হয়ে উঠেছে। আমি তাকে এমন একটি নূর মনে করলাম। যার কারণে পূর্ণিমার চাঁদের আলোকিত করার ন্যায় তার পার্শ্ববর্তী সবকিছু আলোকিত হয়ে গেল।

আমি তাকে এমন গর্বের বস্তু হিসেবে বরণ করে নিলাম, যাকে আমি নিয়েই আসব। প্রত্যেক চকমকি প্রজ্জ্বলিতকারী তা প্রজ্জ্বলিত করতে পারে না।

بني هاشم قد غادرت من أخيكم * أمينة إذ للباه يعتركان :

كما غادر المصباح عند خموده * فتائل قد ميثت له بدهان

وما كل ما يحوي الفتى من تلاده * بحزم ولا ما فاته لتواني

فأجمل إذا طالبت أمرا فانه * سيكفيكه جدا ان يعتلجان

سيكفيكه إما يد مقفلة * وإما يد مبسوطة نبنان

ولما حوت منه أمينة ما حوت * حوت منه فخرا ما لذلك ثان

আল্লাহর শপথ, যুহরিয়া গোত্রের নারী তোমার সাধারণ কোন বস্ত্র ছিনিয়ে নেয়নি অথচ তুমি তা জান না। ফাতেমা আরো বলে-

হে বনূ হাশিম! আমিনা তোমাদের ভাইকে ধারণ করেছে যখন তারা মধুযামিনী উদযাপন করেছে। যেমনি ভাবে প্রদীপের আলো নির্বাপিত হওয়ার সময় তৈল মিশ্রিত সলতেকে ধারণ করে।

যুবক যা অর্জন করে তার সবটুকু পৈত্রিক সম্পত্তি নয়। আর যা সে নষ্ট করে তা সে উদাসীনতার কারণে নষ্ট করে না। তুমি সৌজন্যমূলক আচরণ করতে থাক যদি তুমি নেতৃত্ব চাও। কারণ তোমার বহু সন্তান-সন্ততির অধিকারী দাদা আর নানাই তোমার নেতৃত্বের জন্য যথেষ্ট। তোমার নেতৃত্বের জন্য যথেষ্ট হবে তুমি কৃপণ হও অথবা দাতাই হও। আমিনা তার থেকে এক মহান সন্তান ধারণ করেছে। তিনি এমন এক গৌরবময় সন্তান ধারণ করেছেন যার তুলনা নাই।

ইমাম আবু মু'আয়ম তার দালায়িলুন নবুওয়াতে বর্ণনা করেন যে, ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আব্দুল মুত্তালিব এক শীতের সফরে ইয়ামানে যান। সেখানে তিনি এক ইহুদী পণ্ডিতের সাথে সাক্ষাৎ করেন। আব্দুল মুত্তালিবের ভাষায়, তখন জনৈক আহলে কিতাব আমাকে বলল, আপনার অনুমতি পেলে আমি আপনার শরীরের কিছু অংশ দেখতে চাই। আমি বললাম, হ্যাঁ, দেখতে পার, যদি তা গোপন অঙ্গ না হয়। আব্দুল মুত্তালিব বলেন, অনুমতি পেয়ে লোকটি এক এক করে উভয় নাকের ভিতরে খুঁটিয়ে দেখল। অতঃপর বলে উঠল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তোমার দু'হাতের এক হাতে রাজত্ব আর অপর হাতে রয়েছে নবুওত। আর আমি তা বনূ যুহরায় দেখতে পাচ্ছি। এ কেমন করে হলো? আমি বললাম তা আমি জানি না। লোকটি বলল, তোমার কি 'শাগাহ' আছে? আমি বললাম, 'শাগাহ' আবার কী? লোকটি বলল, মানে স্ত্রী। আমি বললাম, বর্তমানে নেই। লোকটি বলল, তাহলে ফিরে গিয়ে যুহ্‌রা গোত্রে একটা বিয়ে করে নেবেন।

আব্দুল মুত্তালিব দেশে ফিরে গেলেন এবং হালা বিনতে ওহাব ইবনে আবদে মানাফ ইবনে যাহরাকে বিয়ে করলেন। হালার গর্ভে হামযা ও সাফিয়্যা জন্মগ্রহণ করলেন। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব আমিনা বিনতে ওহাবকে বিবাহ করেন। আমিনার গর্ভে জন্মলাভ করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুল্লাহ আমিনাকে বিয়ে করার পর কুরাইশরা বলাবলি করতে শুরু করে যে, আব্দুল্লাহ তার পিতা আব্দুল মুত্তালিবকে সাত করে দিয়েছে।

নিজ ও নিজ বংশ সম্পর্কে আলোচনা

বায়হাকী.....আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট সংবাদ এলো যে, কিনদাহ গোত্রের কতিপয় লোক মনে করে যে, তারা আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একই বংশোদ্ভূত। এ সংবাদ শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ 'আব্বাস এবং আবু সুফিয়ান ইবনে হারবও এরূপ বলত এবং নিরাপত্তা লাভ করত। আর আমরা নিজেদের বংশধারা অস্বীকার করি না। আমরা নাযর ইবনে কিনানা এর বংশধর।' বর্ণনাকারী বলেন, এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবা দান করেন। তাতে তিনি বলেনঃ

আমি মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম ইবনে আবদে মানাফ ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব ইবনে মুররা ইবনে কা'ব ইবনে লুওয়াই ইবনে গালিব ইবনে ফিহর ইবনে মালিক ইবনে নাযর ইবনে কিনানাহ ইবনে খুযায়মা ইবনে মুদরিকা ইবনে ইলিয়াস ইবনে মুযার ইবনে নিযার। মানুষের গোত্রে যেখানেই বিভক্ত হয়েছে সেখানেই আল্লাহ আমাকে উত্তম ভাগে স্থান দিয়েছেন। যেমনঃ আমি পিতা

মাতা থেকে বৈধভাবে জন্মলাভ করেছি, জাহিলিয়াতের ব্যভিচার আমার বংশলতিকাকে স্পর্শ করতে পারেনি। আমার জন্ম বৈবাহিক সম্পর্ক থেকে, অবৈধ সম্পর্ক থেকে নয়। এই পবিত্রতার ধারা আদম থেকে আমার আব্বা-আম্মা পর্যন্ত অব্যাহতভাবে চলে এসেছে। অতএব ব্যক্তির দিক থেকেও আমি তোমাদের মধ্যে সেরা; বংশের দিক থেকেও। আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেন যে, আবু জা'ফর আল-বাকির পবিত্র কুরআনের لقد جاءكم رسول من أنفسكم এই আয়াতের ব্যাখ্যা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জাহিলী যুগের সন্তান জন্মের কোন অবৈধ উপায় স্পর্শ করেনি। তিনি আরও বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে বলেছেনঃ " إني خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح "– অবৈধ সম্পর্ক থেকে নয়-আমি বৈবাহিক বন্ধন থেকে জন্মলাভ করেছি। এটি একটি উত্তম মুরসাল রিওয়ায়ত।

বায়হাকী ..... মুহাম্মদ (র) এর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ নিশ্চয় আল্লাহ আমাকে বৈবাহিক বন্ধন থেকে নির্গত করেছেন-অবৈধ সম্পর্ক থেকে নয়। উমর (রাঃ) আলী ইবনে আবু তালিব থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

" إن الله أخرجني من النكاح ولم يخرجني من السفاح "

অবৈধ সম্পর্ক থেকে নয়, বৈবাহিক সম্বন্ধ থেকে আমি নির্গত হয়েছি। আদম থেকে আমার আব্বা-আম্মা আমাকে জন্ম দেওয়া পর্যন্ত আমার বংশধারায় এই পবিত্রতা অব্যাহত ছিল। আমার জন্মে জাহিলিয়াতের কোন অপকর্ম আমাকে স্পর্শ করতে পারেনি।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ " ما ولدني من نكاح أهل الجاهلية شيئ " জাহিলী যুগের লোকদের কোন বিবাহ আমাকে জন্ম দেয়নি। যে বিবাহ থেকে আমার জন্ম তা ইসলামের বিবাহ। মুহাম্মদ ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন, হযরত আয়েশা (রা:) এর বরাতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনে আসাকির ইবনে আব্বাস (রাঃ) সূত্রে وتقلبك في الساجدين (সিজদাকারীদের সঙ্গে তোমার উঠা-বসা দেখেন।[২] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ অর্থাৎ এক নবীর পরে আরেক নবী আসেন। এক পর্যায়ে আমিও নবীরূপে আবির্ভূত হয়েছি। ইবনে সা'দ মুহাম্মদ কালবীর পিতার সূত্রে বলেন, তিনি বলেছেন, আমি

[২] ২৬ঃ ২১৯

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মায়ের বংশধারার পাঁচশত মহিলার তালিকা সংকলন করেছি। তাঁদের কোন একজনকে না ব্যাভিচারী পেয়েছি, না জাহিলিয়াতের কোন অনাচারে সম্পৃক্ত পেয়েছি। বুখারী শরীফে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন –

" بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه ".

মানব ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা উত্তম যুগে আমি প্রেরিত হয়েছি। এক এক করে বহু যুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পর এই যুগে এসে আমার আবির্ভাব হয়েছে।

সহীহ মুসলিমে ওয়াছিলা ইবনে আসকা' থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ ইবরাহীমের বংশ থেকে ইসমাঈলকে, ইসলামঈলের বংশ থেকে বনু কিনানাকে, বনু কিনানা থেকে কুরায়শকে এবং কুরায়শ থেকে বনু হাশিমকে নির্বাচিত করেছেন। আর আমাকে নির্বাচিত করেছেন হাশিম থেকে।

ইমাম আহমদ--- মুত্তালিব ইবনে আবু ওয়াদাআহ আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একদা লোকেরা কানা ঘুষা শুরু করলে সে খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কানে আসে। ফলে তিনি মিম্বরে উঠে বললেনঃ আমি কে? জনতা জবাব দিল, আপনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়া সাল্লাম । নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ আমি আব্দুল মুত্তালিব এর পুত্র আব্দুল্লাহর সন্তান মুহাম্মদ। আল্লাহ জগত সৃষ্টি করে আমাকে সৃষ্টির সেরা বানিয়েছেন। সকল মানুষকে দুইটি দলে বিভক্ত করে আমাকে শ্রেষ্ঠ দলে স্থান দিয়েছেন। আবার বিভিন্ন গোত্র সৃষ্টি করে আমাকে সেরা গোত্রে রেখেছেন। অতঃপর সব গোত্রকে বিভিন্ন পরিবারে বিভক্ত করে আমাকে তাদের শ্রেষ্ঠ পরিবারের সদস্য করেছেন। ফলে আমি পরিবারের দিক থেকেও তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং ব্যক্তিগত দিক থেকেও তোমাদের মধ্যে সেরা।'

ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান------আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একদিন বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কুরাইশরা যখন নিজেরা পরস্পরে মিলিত হত, তখন হাসিমুখে মিলিত হয়। আর আমাদের সঙ্গে সাক্ষাত হলে তাদের চেহারায় বৈরীভাব ফুটে ওঠে। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। তারপর বললেনঃ

والذي نفس محمد بيده لا يدخل قلب رجل الايمان حتى يحبكم الله ولرسوله

যাঁর মুঠোয় মুহাম্মদের জীবন, আমি তাঁর শপথ করে বলছি, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন মানুষের হৃদয়ে ঈমান প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তোমাদের ভালোবাসবে।' আব্বাস (রাঃ) বলেন, একথা শুনে আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! কুরাইশরা একদিন বসে তাদের বংশধারা নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলো। তাতে আপনাকে তারা কোন এক উষর ভূমিতে অবস্থিত খেজুর গাছের সঙ্গে তুলনা করল। শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ "আল্লাহ বিশ্বজগত সৃষ্টি করে আমাকে সৃষ্টির সেরা দলের অন্তর্ভূক্ত করলেন। অতঃপর সৃষ্টির সব মানুষকে বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করলেন, তাতে গোত্র হিসেবেও আমাকে সকলের শ্রেষ্ঠ গোত্রে রাখলেন। অঃপর যখন মানুষগুলোকে ভিন্ন করলেন, তখনও পরিবারে দিক থেকেও আমাকে সকলের শ্রেষ্ঠ পরিবারভূক্ত করলেন। অতএব আমি ব্যক্তি হিসাবেও সৃষ্টির সেরা পরিবার হিসাবেও সকলের শ্রেষ্ঠ।"

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "আল্লাহ সৃষ্টির সকল মানুষকে দু'ভাগে বিভক্ত করেন। তাতে দু'ভাগের মধ্যে যে ভাগ শ্রেষ্ঠ, আমাকে তার অন্তর্ভূক্ত করেন। কুরআনের আয়াত واصحاب اليمين واصحابالشمال এর এটাই তাৎপর্য। আমি اصحاب اليمين তথা ডানের লোকদের অন্তর্ভূক্ত। আবার আমি اصحاب اليمين এর সকলের সেরা। এই দুই ভাগকে আবার তিনভাগে ভাগ করেন। আমাকে তার মধ্যকার শ্রেষ্ঠ ভাগে রাখেন। পবিত্র কুরআনের আয়াত والسابقون السابقون واصحاب الميمنة এ একথাই বলা হয়েছে। আমি আইে سابقون বা অগ্রগামীর সেরা। অতঃপর এই তিন দলকে বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করেছেন। আমাকে বানিয়েছেন সবচেয়ে শ্রেষ্ঠে গোত্রের মানুষ ঃ

وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ {১৩}

(আমি তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পার। তোমাদের যে যত মুত্তাকী, আল্লাহর নিকট সে তত

মর্যাদাবান। আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞাতা। [৩]আয়াতের এটাই অর্থ। আমি আদমের সন্তানদের সর্বাপেক্ষা মুত্তাকী এবং আল্লাহর নিকট সবচাইতে মর্যাদাসম্পন্ন। কথাটা গর্ব নয়। অতঃপর গোত্রগুলোকে বিভিন্ন পরিবারে বিভক্ত করেন এবং আমাকে শ্রেষ্ঠ পরিবারে অন্তর্ভুক্ত করেন। আল্লাহর বাণীঃ

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا {৩৩}

(হে আহলে বায়ত!) আল্লাহ তোমাদের থেকে পঙ্কিলতা দূর করে তোমাদেরকে সর্বোতভাবে পবিত্র করতে চান।) আয়াতে এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। ফলে আমি ও আমার পরিবার যাবতীয় পাপ-পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র। হাকিম ও বায়হাকী..ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঘরের আঙ্গিনায় বসা ছিলাম। এ সময় এক মহিলা সে স্থান দিয়ে অতিক্রম করেন। দেখে একজন বলল, ইনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কন্যা। ঠিক তখন আবু সুফিয়ান বলল, হাশিম গোত্রে মুহাম্মদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে গোবরে পদ্মফুলের মতো। মহিলাটি চলে গেলেন এবং কথাটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কানে দিলেন। শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট আসলেন। তাঁর চেহারায় তখন অসন্তোষ স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছিল। এসে তিনি বললেনঃ 'ব্যাপার কি, আমি কী সব কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছি? আল্লাহ সাত আকাশ সৃষ্টি করে তার উর্ধ্বলোকে যাদেরকে ইচ্ছা স্থান দিলেন। অতঃপর তাঁর সৃষ্টির মধ্যে বনী আদমকে মনোনীত করলেন। বনী আদমের মধ্য থেকে মনোনীত করলেন আরবদেরকে আর আরবদের মধ্য থেকে মনোনীত করলেন মুযারকে। মুযার-এর থেকে মনোনীত করলেন কুরাইশকে, কুরাইশ থেকে বনু হাশিমকে, আর বনু হাশিম থেকে আমাকে। অতএব আমি সেরার সেরা। ফলে যে ব্যক্তি আরবদেরকে ভালোবাসল, সে আমার খাতিরেই তাদেরকে ভালোবাসল। আর যে ব্যক্তি আরবদের সঙ্গে বিদ্বেষ পোষণ করল, আমার সঙ্গে বিদ্বেষ থাকার কারণেই তাদের সঙ্গে সে বিদ্বেষ পোষণ করল।"

তবে সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر

[৩] ৪র্থ ১৩

'আমি কিয়ামতের দিন আদম সন্তানদের সরদার রূপে থাকবো। এতে কোন অহংকার নয়।

হাকিম ও বায়হাকী.....আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ 'জিবরাঈল আমাকে বললেন যে, আমি পৃথিবীটা পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত তন্ন তন্ন করে দেখলাম, মুহাম্মাদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কাউকে পেলাম না। আবার পৃথিবীটা পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত উলট-পালট করলা; কিন্তু হাশিমের গোত্র অপেক্ষা উত্তম কোন গোত্রের খোঁজ পেলাম না।" বায়হাকী মন্তব্য করেন যে, বর্ণনাগুলোতে দুর্বলতা থাকলেও একটি অপরটির সমর্থক হওয়ায় গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ঠিক এই মর্মে আবু তালিব নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়া সাল্লামা - এর প্রশংসায় বলতেনঃ

إذا اجتمعت يوما قريش لمفخر * فعبد مناف سرها وصميمها

فان حملت أشراف عبد منافها * ففي هاشم أشرافها وقديمها

وإن فخرت يوما فإن محمدا * هو المصطفى من سرها وكريمها

تداعت قريش غثها وسمينها * علينا فلم تظفر وطاشت حلومها

وكنا قديما لا نقر ظلامة * إذا ما ثنوا صعر الخدود نقيمها

ونحمي حماها كل يوم كريهة * ونضرب عن أحجارها من يرومها

بنا انتعش العود الذواء وإنما * بأكنافنا تندى وتنمى أرومها

কুরায়শ যদি কখনো গৌরব করার জন্য সমবেত হয়, তো আবদে মানাফ-ই সেই মহান ব্যক্তি, যাকে নিয়ে কুরাইশ গর্ব করতে পারে। আবার আবদে মানাফের সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত ব্যক্তিদের খুঁজে পেতে চাইলে তাদেরকে হাশিম গোত্রেই খুঁজতে হবে। তারা যদি আরো গৌরব করতে চায়, তাহলে মুহাম্মদকে নিয়েই তা করতে হবে। কেননা মুহাম্মদই হলেন তাদের মধ্যে মহান ব্যক্তিদের বাছাই করা ব্যক্তি।

তারা যদি আর গৌরব করতে চায় তা হলে মুহাম্মদকে নিয়ে তা করতে হবে। কেননা মুহাম্মদই হলেন তাদের মধ্যে মহান ব্যক্তিদের বাচাই করা ব্যক্তি।

কুরাইশের শীর্ষ মোটা সকলে আমাদের বিরুদ্ধে লড়তে চেয়েছিল। কিন্তু তাতে তারা সফল হয়নি এবং তাদের বুদ্ধির বিভ্রাট ঘটেছে।

অতীতে আমরা অত্যাচার স্বীকার করতাম না। লোকে অবজ্ঞা ভরে মুখ ফিরিয়ে নিলে আমরা তা সোজা করে দিতাম। যে কোন দুর্দিনে আমরা তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করতাম আর বিরুদ্ধবাদীদের প্রতিরোধ করতাম। আমাদের উসিলায় নেতিয়ে পড়া কাঠ সোজা হয়ে দাঁড়াত এবং আমাদের এই সহযোগিতায় তা সজীব হতো এবং বৃদ্ধি লাভ করত।

আবুস সাকান খারীম ইবনে আউস সূত্রে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুক থেকে ফিরে আসা কালে আমি তাঁর দরবারে হাজির হলাম, তখন আমি ইসলাম গ্রহণ করি। তখন শুনতে পেলাম, আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব বলছেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার প্রশংসা করতে চাই। জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আচ্ছা বল, আল্লাহ তোমার মুখে ফুল চন্দন ফুটান! অনুমতি পেয়ে বলতে শুরু করলেনঃ

من قبلها طبت في الظلال وفي • مستودع حيث يخصف الورق

ثم هبطت البلاد لا بشر أن • ت ولا مضغة ولا علق

بل نطفة تركب السفين وقد • ألجم نسرا وأهله الغرق

تنقل من صلب إلى رحم • إذا مضى عالم بدا طبق

حتى احتوى بيتك المهيمن من • خندف علياء تحتها النطق

وأنت لما ولدت أشرقت الارض • وضاءت بنورك الافق

فنحن في ذلك الضياء وفي ال • نور وسبل الرشاد نخترق

এক সময়ে আপনি অবস্থান করেছেন, ছায়াময় এবং সংরক্ষিত স্থানে। তারপর আপনি ধরায় অবতরণ করলেন। তখন আপনি না পূর্ণাঙ্গ মানব, না গোশতের টুকরা,

না রক্তপিণ্ড। বরং এক ফোঁটা বীর্য কিশতিতে আরোহণ করে আসলেন। অথচ, তখনকার সব জনপদ ভেসে গিয়েছিল প্লাবনের পানিতে। তারপর আপনি পিতার মেরুদণ্ড থেকে মায়ের গর্ভে স্থানান্তরিত হলেন এবং ধীরে ধীরে একজন পূর্ণাঙ্গ মানবের রূপ ধারণ করলেন। নিজ ঘরের শোভা হয়ে এক সময়ে ভূমিষ্ঠ হলেন পৃথিবীতে। আপনি যখন জন্মগ্রহণ করলেন, তখন আপনার আলোতে আলোকিত হল সমগ্র পৃথিবী। এখন সেই আলোতে আমরা পথ চলি।

এই কবিতাগুলো হাস্‌সান ইবনে সাবিত (রাঃ)- এর নামেও বর্ণিত হয়েছে। যেমনঃ ইবনে আসাকির ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর বরাতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলে, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার আব্বা-আম্মা আপনার জন্য কুরবান হোন। বলুন তো, আদম (আ) যখন জান্নাতে, আপনি তখন কোথায় ছিলেন? ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমার এ প্রশ্ন শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেসে উঠলেন। এমনকি তাঁর সামনের ক'টি দাঁত দেখা গেল। তারপর তিনি বললেনঃ আমি আদমের মেরুদণ্ডে ছিলাম। আমার পিতৃপুরুষ নূহ (আঃ) তাঁর মেরুদণ্ডে করে আমাকে নিয়ে কিশতিতে আরোহণ করেন। তারপর আমাকে আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীমের মেরুদণ্ডে করে (অগ্নিকুণ্ডে) নিক্ষেপ করা হয় আমার বংশ লতিকার কোন পিতা-মাতাই জীবনে কখনো ব্যভিচারে সম্পৃক্ত হননি। আল্লাহ আমাকে কুরীন মেরুদণ্ড থেকে পূত-পবিত্র জরায়ুতে স্থানান্তরিত করতে থাকেন। আমার পরিচয় হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত। যখনই মানুষ ভালো-মন্দ দু'দলে বিভক্ত হয়, আমি ভালো ও শ্রেষ্ঠ দলে থাকি। আল্লাহ নবুওত দ্বারা আমার অঙ্কীকার এবং ইসলাম দ্বারা আমা প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন। তাওরাত ও ইনজীলে আমার সুসংবাদ প্রকাশ করেছেন এবং প্রত্যেক নবীকে আমার বিস্তারিত পরিচয় জানিয়েছেন। আমার নূরে বিশ্বজগত এবং আমার মুখমণ্ডলে মেঘমালা আলোকিত হয়। আল্লাহ আমাকে তার কিতাব শিক্ষা দিয়েছেন এবং তার নামে আমার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। আল্লাহ তাঁর নিজের নাম থেকে বের করে আমার নাম রেখেছেন। ফলে আরশের অধিপতি হলেন মাহমুদ আর আমি হলাম মুহাম্মদ ও আহমদ। আল্লাহ আমাকে হাউযে কাওছার দিয়ে ধন্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং আমাকে সর্বপ্রথম সুপারিশকারী এবং সর্বপ্রথম সুপারিশ মঞ্জুরকৃত ব্যক্তিরূপে মনোনীত করেছেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের জন্য শ্রেষ্ঠ যুগে আমার আবির্ভাব ঘটিয়েছেন। আমার উম্মত অত্যধিক প্রশংসাকারী। তারা সৎকাজের আদেশ করে এবং অন্যায় কাজ থেকে বারণ করে।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, তখন হাসসান ইবনে সাবিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শানে পূর্বোক্ত পংক্তিগুলো আবৃত্তি করেন যাতে বলা হয়েছে-

قبلها طبت في الظلال وفي • مستودع حيث يخصف الورق .....

শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ হাসসানের প্রতি রহমত করুন। তৎক্ষণাৎ আলী ইবনে আবু তালিব বলে উঠলেন, কা'বার প্রভুর শপথ, হাসসানের জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। ইবনে আসকির এ বর্ণনাটিকে গরীব বলেছেন।

কাজী ইয়ায তাঁর আশ-শিফা' গ্রন্থে বলেছেন, বিভিন্ন আসমানী কিতাবে যে আহমদের কথা বলা হয়েছে এবং বিভিন্ন নবীকে যাঁর সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, তাঁর নামে যেন কারও নামকরণ করা না হয় এবং তাঁ আর্বিভাবের আগে কেউ যেন নিজেকে আহমদ বলে দাবি না করে, কৌশলে আল্লাহ তার পথ রুদ্ধ করে দেন। যাতে দুর্বলমনা লোকদের মধ্যে কোন রকম বিভ্রান্তি বা সন্দেহ সৃষ্টি হতে না পারে। তদ্রূপ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আবির্ভাবের পূর্বে আরব-অনারবের কারও মুহাম্মদ নামকরণ করা হয়নি। কেবল মুহাম্মদ নামের একজন নবীর আবির্ভাব হবে- একথাটা ব্যাপক প্রচার লাভ করার পর আরবে গুটিকতেক লোক তাদের ছেলেদের মুহাম্মদ নামে নামকরণ করেছিল এই আশায় যে, এই ছেলেই সেই মুহাম্মদ হয় কিনা। তারা হলো, মুহাম্মদ ইবনে উহায়হা ইবনে জাল্লাহ আল-আওসী, মুহাম্মদ ইবনে সালাম আনসারী, মুহাম্মদ ইবনে বারা আল-কিনদী, মুহাম্মদ ইবনে সুফিয়ান ইবনে মুজাশি, মুহাম্মদ ইবনে হামরান আল জু'ফী ও মুহাম্মদ ইবনে খুযায়ী আস-সুলাম। ব্যস, এ পর্যন্তই। কোন সপ্তম ব্যক্তি এ নামে নেই। কারও কারও মতে সর্বপ্রথম যার মুহাম্মদ নামকরণ করা হছিল, সে হলো মুহাম্মদ ইবনে সুফিয়ান ইবনে মুজাশি। ইয়ামানীদের মতে আযদ এর মুহাম্মদ ইবনে লিয়াহমুদই এই নামের প্রথম ব্যক্তি ..... কিন্তু আল্লাহ এদের প্রত্যেককে নবুওতের দাবী করা, অন্য কেই এদেরকে নবী বলে স্বীকার করা কিংবা নবুওতের কোন লক্ষন এদের মধ্যে প্রকাশ পাওয়া থেকে নিবৃত রাখেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মীলাদের বিবরণ

আব্দুল মুত্তালিব পুত্র আবদুল্লাহকে যবেহ করার মান্নত করে পরে আল্লাহরই ইচ্ছায় তার পরিবর্তে একশত উট যবেহ করেন। কারণ, মহান আল্লাহর তা'আলা নির্ধারণ মোতাবেক আব্দুল্লাহর ঔরসে সমগ্র আদম সন্তানের সরদার সর্বশেষ রাসূল ও উম্মী নবীর আর্বিভাব পূর্বেই নির্ধারিত করে রেখেছিলেন। এরপর আব্দুল মুত্তালিব তাঁকে কুরাইশের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে বুদ্ধিমতী বিচক্ষণ কন্যা আমিনা বিনতে ওহাব (ইবন আবদে মানাফ ইবন যাহরা)-এর সঙ্গে বিবাহ দেন। তাঁদের মিলনের পর রাসূলুল্লা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামআমিনার গর্ভে আসেন। বলাবাহুল্য, ওরাকা আব্দুল্লাহর ললাটে নূর দেখতে পেয়েছিলেন। ফলে তিনি উক্ত নূরের ছোঁয়া লাভ

করতে উদগ্রীব হয়ে পড়েন। কারণ তিনি তার ভাই-এর নিকট শুনতে পেয়েছিলেন যে, মুহাম্মদ নামক একজন নবী আবির্ভূত হবেন এবং সে সময়টি আসন্ন। তাই তিনি আবদুল্লাহর সাথে মিলনের জন্য, মতান্তরে বিবাহের জন্য নিজেকে পেশ করেন। বিবাহের প্রস্তাবের কথাই সমধিক প্রসিদ্ধ। কিন্তু আবদুল্লাহ সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। পরবর্তীতে সেই নূর আমিনার মধ্যে স্থানান্তরিত হলে ওরাকা ইবন নওফলের বোনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার জন্য আবদুল্লাহ অনেকটা বিব্রত বোধ করেন। এবার তিনি নিজে অনুরূপ প্রস্তাব দিলে মহিলাটি বলে এখন আর তোমাকে দিয়ে আমার কোন প্রয়োজন নেই। তখন সে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ায় আক্ষেপ করে এবং অত্যন্ত উঁচুমানের কয়েকটি পংক্তি আবৃত্তি করে। উল্লেখ যে, এভাবে চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর কারণেই ঘটেছিল, আব্দুল্লাহর জন্য নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ الله اعلم حيث يجعل رسالته

"রাসূল কাকে বানাবেন, আল্লাহ নিজেই তা ভালো জানেন।" ইতিপূর্বে এ মর্মে একটি হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামবলেছেন যে, অবৈধ মিলনে নয় বৈবাহিক বন্ধন থেকেই তিনি জন্মলাভ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামমাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় তার পিতা আবদুল্লাহ ইন্তিকাল করেন। এটাই প্রসিদ্ধ অভিমত। মুহাম্মদ ইবন সা'দ বর্ণনা করেন যে, আইয়ূব বলেন, আবদুল্লাহ ইবন আব্দুল মুত্তালিব কুরায়শ-এর এক বণিক কাফেলার সঙ্গে সিরিয়ার গাজা অঞ্চলে যান। বাণিজ্য শেষে ফেরার পথে মদীনা পৌছলে আবদুল্লাহ অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে তিনি তাঁর মাতুগোষ্ঠী বনী আদী ইবন নাজ্জার এর কাছে থেকে যান এবং তাদের নিকট অসুস্থ অবস্থায় একমাস অবস্থান করেন। সঙ্গীরা মক্কা পৌছলে আব্দুল মুত্তালিব পুত্রের কথা জানতে চাইলে তারা বলে তাঁকে অসুস্থ অবস্থায় তাঁর মাতুলালয়ে রেখে এসেছি। খবর শুনে আব্দুল মুত্তালিব তাঁর বড় ছেলে হারিছকে প্রেরণ করেন। হারিছ মদীনায় গিয়ে দেখেন, আব্দুল্লাহর ইন্তিকাল হয়েছে এবং দারুন্নাবিগায় তাঁকে দাফন করা হয়েছে। তখন তিনি ফিরে এসে পিতাকে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেন। সংবাদ শুনে পিতা আব্দুল মুত্তালিব ও আব্দুল্লাহর ভাই-বোনেরা শোকাহত হয়ে পড়েন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন মায়ের গর্ভে। মৃত্যুকালে আব্দুল্লাহর বয়স ছিল পঁচিশ বছর।

ওয়াকিদী বলেন, আমাদের দৃষ্টিতে আব্দুল্লাহর মৃত্যুর ব্যাপারে এটিই সর্বাপেক্ষা সঠিক অভিমত। তিনি বর্ণনা করেন যে, আব্দুল মুত্তালিব আব্দুল্লাহকে খেজুর আনবার জন্য মদীনা প্রেরণ করেছিলেন। সেখানে তিনি ইন্তিকাল করেন।

মুহাম্মদ ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বয়স যখন আটাশ মাস, তখন তাঁর পিতা আব্দুল্লাহর মৃত্যু হয়। কারও কারও মতে,

তখন তাঁর বয়স ছিল সাত মাস। তবে মুহাম্মদ ইবনে সা'দ এর নিজের অভিমত হলো, আব্দুল্লাহ মৃত্যুকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাতৃগর্ভে ছিলেন। যুবায়র ইবনে বাক্কার-এর বর্ণনা মতে পিতার মৃত্যুকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন দুই মাসের শিশু। মায়ের মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল বার বছর আর যখন তাঁর দাদার মৃত্যু হয়, তখন তিনি আট বছরের কিশোর। মৃত্যুকালে দাদা আব্দুল মুত্তালিব চাচা আবু তালিবের হাতে তাঁর লালন-পালনের ভার অর্পণ করে যান। ওয়াকিদী ও তাঁর লিপিকার (ইবনে সা'দ) পিতার মৃত্যুর সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মায়ের গর্ভে ছিলেন। এটিই এতীমত্বের উর্ধ্বতন স্তর। এমর্মে হাদীছ পূর্বেই উদ্ধৃত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি গর্বে থাকাবস্থায় আমার মা স্বপ্নে দেখেন যে, যেন তাঁর মধ্য থেকে একটি নূর বের হয়ে সিরিয়ার রাজপ্রাসাদসমূহ আলোকিত কের ফেলেছে। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেন, আমিনা বিনতে ওহাব নিজে বলতেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার গর্ভে থাকাকালে স্বপ্নেকে যেন তাকে বলে যায়, তুমি এই উম্মতের সরদারকে গর্ভে ধারণ করেছ। তিনি ভূমিষ্ঠ হলে তুমি বলবে, এঁকে আমি সকল হিংসুকের অনিষ্ট ও যাবতীয় বিপদাপদ থেকে এক আল্লাহর আশ্রয়ে সোপর্দ করছি। কারণ প্রশংসার্হ আল্লাহর নিকট তিনি মর্যাদাবান। তাঁর সঙ্গে এমন একটি নূর বের হবে, যা সিরিয়ার রাজপ্রাসাদ সমূহকে আলোকিত করে ফেলবে। ভূমিষ্ঠ হলে তুমি তার নাম রাখবে মুহাম্মদ, তাওরাতে তাঁর নাম আহমদ। আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীরা তাঁর প্রশংসা করে। ইনজীলেও তাঁর নাম আহমদ আর কুরআনে তাঁর নাম মুহাম্মদ।

আমিনার স্বপ্ন সম্পর্কিত এই দু'টি হাদীস প্রমাণ করে, তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন যেন তাঁর মধ্য হতে এমন একটি নূর বের হয়েছিল, যাতে সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ আলোকিত হয়ে যায়। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মের পর তিনি এই স্বপ্নের বাস্তবরূপ প্রত্যক্ষ করেন।

মুহাম্মদ ইবনে সা'দ (র) ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমিনা বিনতে ওহাব বলেছেন- মুহাম্মদ আমার গর্ভে থাকাবস্থায় প্রসব পর্যন্ত তাঁর জন্য আমি বিন্দুমাত্র কষ্ট অনুভব করিনি। প্রসবের সময় তাঁর সঙ্গে একটি নূর বের হয়, যা পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সব আলোকিত করে তোলে। আমার গর্ভ থেকে বের হওয়াকালে তিনি উভয় হাতে মাটিতে ভর দেন। অতঃপর হাতে এক মুঠো মাটি নিয়ে আসমানের দিকে উঁচু করেন। কারো কারো মতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই হাঁটুতে ভর করে হামাগুড়িরত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হন। আর তাঁর সঙ্গে এমন একটি আলো নির্গত হয় যে, তার আলোতে সিরিয়ার রাজপ্রাসাদ ও হাট-বাজার সব আলোকিত হয়ে যায়। আমিনা বলেন, সেই আলোতে বসরার উটের

ঘাড়সমূহ দৃশ্যমান হয়ে উঠে। তখন শিশু নবীর মাথা আসমানের দিকে উত্থিত ছিল। বায়হাকী উছমান ইবনে আবুল 'আস থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমার মা আমাকে বলেন যে, আমিনা বিনতে ওহাব শিশু নবীকে প্রসবের সময় তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, সে রাতে আমিনার ঘরে আমি নূর ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাইনি। আমি দেখতে পেলাম, আকাশের তারকাগুলো যেন এসে আমার গায়ের ওপর পড়ছে। কাজী ইয়ায আবদুর রহমান ইবনে আওফ এর মা শিফা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই হাতে ভর করে ভূমিষ্ঠ হয়ে কেঁদে ওঠেন। তখন আমি শুনতে পেলাম, কেউ একজন বলে উঠলেনঃ আল্লাহ আপনাকে রহম করুন। আর তার সঙ্গে এমন এক আলো উদ্ভাসিত হয় যে, তাতে রোমের রাজপ্রাসাদসমূহ দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর আমিনা তাঁর দাসী মারফত আব্দুল মুত্তালিবের নিকট খবর পাঠান। স্বামী আব্দুল্লাহ তো আমিনার অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায়ই মারা গিয়েছিলেন । কথিত আছে যে, আব্দুল্লাহ যখন মৃত্যুবরণ করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন আটাশ মাসের শিশু। তবে কোনটা সঠিক, তা আল্লাহই ভালো জানেন।

দাসী গিয়ে আব্দুল মুত্তালিবকে বলে যে, দেখে আসুন, আপনার একটি নাতি হয়েছে। আব্দুল মুত্তালিব আমিনার নিকট আসলে আমিনা সব ঘটনা খুলে বলেন। এই সন্তানের ব্যাপারে তিনি স্বপ্নে কি দেখেছিলেন এবং তার কি নাম রাখতে আদিষ্ট হয়েছেন, তাও তিনি ব্যক্ত করেন। সব শুনে আব্দুল মুত্তালিব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে নিয়ে কা'বায় গিয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর জন্য দোয়া করেন এবং মহান আল্লাহর সমীপে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে বলেনঃ

الحمد لله الذي أعطاني • هذا الغلام الطيب الاردان

قد ساد في المهد على الغلمان • أعيذه بالبيت ذي الاركان

حتى يكون بلغة الفتيان • حتى أراه بالغ البنيان

أعيذه من كل ذي شنان • من حاسد مضطرب العنان

ذي همة ليس له عينان • حتى أراه رافع اللسان

أنت الذي سميت في القرآن • في كتب ثابتة المثاني

• أحمد مكتوب على اللسان •

সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি আমাকে পবিত্র আস্তিন এর অধিকারী এই শিশুটি দান করেছেন। আমার বাসনা, দোলনায় বসেই এই শিশু আর সব শিশুর ওপর কর্তৃত্ব করবে। রুকন বিশিষ্ট ঘরের নিকট আমি এর জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এই শিশুকে আমি যুবকদের আদর্শরূপে পরিণত বয়সে দেখতে চাই। সকল অনিষ্ট ও হিংসুকের বিদ্বেষ থেকে এর জন্য আমি আশ্রয় চাই। আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি উদ্ধত ফণাবিশিষ্ট চক্ষুবিহীন সর্প থেকে তুমিই (হে আমার প্রিয় নাতি!) কুরআনে-মহান গ্রন্থসমূহে আহমদ নামে আখ্যায়িত এবং লোকজনের রসনায় তোমার নামটি লিপিবদ্ধ রয়েছে।

বায়হাকী বর্ণনা করেন, ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁর পিতা আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খতনাকৃত ও নাড়ি কর্তিত জন্মগ্রহণ করেন দেখে তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব মুগ্ধ হয়ে যান এবং বলেন, উত্তরকালে আমার এই সন্তানটি যশস্বী হবে। বাস্তবেও তাই হয়েছে। এর বিশুদ্ধতা সন্দেহমুক্ত নয়। ইবনে আসাকির বর্ণনা করেন যে, আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "আল্লাহর নিকট আমার মর্যাদার একটি হলো এই যে, আমি খতনাকৃত অবস্থায় জন্মলাভ করেছি এবং আমার লজ্জা স্থান কেউ দেখতে পায়নি।"

হাফিজ ইবনে আসাকির আবু বাকরাহ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, জিবরীল (আ) যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বক্ষ বিদারণ (সীনা চাক) করেন, তখন তিনি তাঁর খতনাও করেন। এটা নিতান্ত 'গরীব' পর্যায়ের। অন্য এক সূত্রে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাদা আব্দুল মুত্তালিব তার খাতনা করেন এবং সেই উপলক্ষে কুরাইশদেরকে দাওয়াত দিয়ে আপ্যায়িত করেন।

বায়হাকী আবুল হাকাম তানুখী থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেছেন, কুরাইশদের সমাজে নিয়ম ছিল যে, কোন সন্তান জন্ম হলে তারা নবজাতককে পরবর্তী ভোর পর্যন্ত কতিপয় কুরাইশ মহিলাদের নিকট দিয়ে রাখত। শিশুটিকে তারা পাথর নির্মিত ডেগ দিয়ে ঢেকে রাখতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভূমিষ্ঠ হলে নিয়ম অনুযায়ী আব্দুল মুত্তালিব তাঁকেও সেই মহিলাদের হাতে অর্পণ করেন। মহিলারা তাকেও ডেগ ফেটে দ্বিখন্ডিত হয়ে আছে আর শিশু মুহাম্মদ দুচোখ খুলে বিস্ফারিত নয়নে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন। মহিলারা দৌড়ে আব্দুল মুত্তালিবের নিকট এসে বলে, কি আশ্চর্য, এরূপ নবজাতক তো আমরা কখনও দেখিনি। ভোরে এসে আমরা দেখতে পেলাম যে, ডেগ ফেটে দ্বিখন্ডিত হয়ে আছে আর সে চোখ দুটো খুলে বিস্ফারিত নয়নে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে! শুনে আব্দুল মুত্তালিব বললেন, তাকে তোমরা হেফাজত কর, আমি আশা করি, ভবিষ্যতে

এই শিশু যশস্বী হবে কিংবা বললেন, সে প্রচুর কল্যাণের অধিকারী হবে। সপ্তম দিনে আব্দুল মুত্তালিব তাঁর আকীকা করেন এবং কুরাইশদেরকে দাওয়াত করেন। আহার শেষে মেহমানরা বলল, আব্দুল মুত্তালিব! যে সন্তানের উপলক্ষে আজকের এই নিমন্ত্রণের আয়োজন, তার নাম কি রাখলে? আব্দুল মুত্তালিব বললেন, আমি তার নাম মুহাম্মদ রেখেছি। শুনে তারা বলল, পরিবারের অন্যদের নামের সঙ্গে মিল রেখে নাম রাখলেন না যে! আব্দুল মুত্তালিব বললেন, আমার ইচ্ছা, আসমানে স্বয়ং আল্লাহ আর যমীনে তাঁর সৃষ্টিকূল তাঁর প্রশংসা করবেন। ভাষাবিদগণ বলেন, মুহাম্মাদ কেবল তাঁকেই বলা হয়ে থাকে, যিনি যাবতীয় মহৎ গুণের ধারক। যেমনঃ কবি বলেন–

إليك – أبيت اللعن – أعملت ناقتي * إلى الماجد القرم الكريم المحمد

দূর হয়ে যাও, তুমি অভিশাপকে অস্বীকার করেছে। আমি আমার উষ্ট্রীকে সর্বগুণে প্রশংসিত, সম্মানিত, আদরে লালিত মর্যাদাবান মুহম্মাদের উদ্দেশ্যে পরিচালিত করেছি।

কোন কোন আলিম বলেন, আল্লাহ ইলহাম করেছিলেন যে, তোমরা এর নাম রাখ মুহাম্মদ। কারণ, এই শিশুর মধ্যে যাবতীয় মহৎ গুণ বিদ্যমান। যাতে নামে ও কাজে মিল হয় এবং যাতে নাম ও নামকরণ আকারে ও তাৎপর্যে সাযুজ্যপূর্ণ হয়। যেমন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাচা আবু তালিব বলেনঃ

وشق له من اسمه ليجله * فذو العرش محمود وهذا محمد

মর্যাদা দানের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাঁর জন্য নিজের নাম থেকে নাম বের করে এনেছেন। আরশের অধিপতি আল্লাহর নাম 'মাহমুদ' আর ইনি মুহাম্মদ।

কারও কারও মতে এই পংক্তিটি হাসসান ইবনে সাবিত--এর রচিত।

বায়হাকী আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি একদিন বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার নবুওতের একটি আলামত আমাকে আপনার দীন কবুল করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। দোলনায় থাকতে আমি আপনাকে দেখেছি যে, আপনি চাঁদের সঙ্গে কথা বলছেন এবং নিজের আঙ্গুল দিয়ে চাঁদের প্রতি ইংগিত করছেন। আপনি যেদিকে ইশারা করতেন চাঁদ সেদিকেই ঝুঁকে পড়তো। জবাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আমি তখন চাঁদের সঙ্গে কথা বলতাম এবং চাঁদ আমার সঙ্গে কথা বলতো এবং আমার কান্না ভুলিতে দিত। আর আমি আরশের নিচে চাঁদের সিজদা করা কালে তার পতনের শব্দ শুনতে পেতাম।"

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এসকল আলোচনা শুনতে কারও মন না চায় । আর এ আলোচনাইতো আমাদের মীলাদ মাহফীল । বিস্তৃত এ তথ্য উপাত্ত উপস্থাপনায় যারা আমাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা ও নির্দেশনা প্রদান করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন বিশিষ্ট গবেষক অধ্যক্ষ মাওঃ আব্দুল আলীম, বিশিষ্ট গবেষক, কলামিষ্ট, বাংলা পিডিয়ার অন্যতম লেখক মুহতারাম অধ্যক্ষ মাওঃ আব্দুল আব্দুল হাকীম, বিশিষ্ট গবেষক "আল কাউলুছ ছাবিত ফিদ দোয়াউ লিল মাইয়্যিত" ও "আল কাউলুছ ছামীন ফি মাসআলাতিন নাবীয়্যিল আমীন"এর লেখক মুহতারাম মাওঃ তকি উদ্দীন,

অনুপ্রেরনা যোগিয়েছেন মাওঃ মিজানুর রহমান জাহিরী মাওঃ দেলওয়ার হুসেন, মাওঃ কামাল উদ্দীন, মাওঃ মাহমুদুল মান্নান তারিফ, মাওঃ ফারুক আহমদ, মাওঃ মিসবাহ উদ্দীন, মাওঃ নুরুদ্দীন, রশিদ বুক সত্ত্বাধীকারী রব ভাই।

চূড়ান্ত কারেকশন প্রিন্টের পর একান্ত অনুরুধ আসে, সকল তথ্যের কিতাবের নাম লেখকের নাম পৃষ্ঠার নাম্বার ও প্রকাশনীর নাম উল্লেখিত যেন হয়। যাতে করে বইটি রেফারেন্স যুগ্য, গবেষকদের জন্য সহজ হয়। এ সময় অনুরোধ রক্ষা করা যে কত কঠিন যা অনুসন্দিতসু গবেষকরাই ভাল কারে জানেন। চেষ্টা করেছি তাদের অনুরুধ রক্ষা করার। যথার্ত ভাবে পারিনি তবে দ্বিতীয় সংস্করনে পূর্ণ ভাবে চেষ্টা করব।

এ কাজে যে সহযোগিতা মিডিয়া ফেয়ার (কম্পোজ প্রতিষ্ঠান) করেছে তা অতুলনীয়। গ্রন্থের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অতন্ত্য ধর্য্য ধরে সহযোগিতা করেছেন স্নেহপদ মোঃ নুরুল ইসলাম লোদী ও মোঃ এনামুল হক। তাদেরকে আল্লাহ খায়ের ও জাযা দান করুক।

পরিশেষে জ্ঞানের সল্পতার কারনে অনেক বিষয় উল্লেখ করতে পারিনি এবং খেয়াল হীনতায় কারেকশন জনিত কোন ভুল থেকে যায় আর কার নিকট ধরা পড়ে তবে জ্ঞাত করলে উকৃত হব।

হে আল্লাহ! এই গ্রন্থ রচনার জন্য যদি দয়া করে আমাকে কোন ছওয়াব দেয়া আপনার মর্জি হয় তবে এই গোলামের তরফ থেকে সেই ছওয়াব আপনার প্রিয় হাবীব সাইয়্যিদুল মুরছালীন খাতামুন নাবিয়্যিন নূরে মুজাস্সাম হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দিন এবং এই দিনহীন গোলামকে তাঁর সাফায়াত নছীব করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আ'লামীন।

মোঃ আবুল খায়ের ইবনে মাহতাবুল হক

০১৭২২১১৫১৬১

ইটাউরী, বড়লেখা,মৌলভীবাজার

প্রচলিত মূল মীলাদ শরীফ

১। কুরআন মাজিদ থেকে আয়াত বা সুরা তেলাওয়াত করা।

২। দুরুদ ও ইসতেগফার পাঠ করা।

৩। হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম, জন্ম সময়ের অবস্থার অলৌকিক ঘঠনাবলীর আলোচনা করা।

৪। নাত, সালাত ও সালাম পড়া

৫। অতপর মহান আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করা।

৬। আহারের ব্যবস্থা করা।

বাদশাহ মুজাফ্ফর উদ্দিন বিন জয়নুদ্দিন এর মীলাদ মাহফিল

৮, ও ১২ বা ১ রবিউল আউয়াল থেকে সপ্তাহ বা দশদিন ব্যপি মজলিসের আয়োজন করে তথায় হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম, জন্ম সময়ের অবস্থার অলৌকিক ঘঠনাবলীর দ্বীনি মাসআলা মাসাইল ওয়াজ, নছিহত দুরুদ ও ইসতেগফার নাত, সালাত ও সালাম, সামা গান আহারের ব্যবস্থা হাদিয়া পুরুস্কার দান ইত্যাদি।

ইতিহাস গ্রন্থে সামা গানের সাথে বাজনা উল্লেখ রয়েছে। বাজনা থাকার কারনে সকল আলেম বাজনাকে অপছন্দ করেছেন।

বর্তমান প্রচলিত মীলাদ শরীফ

১। কিছু লোক সমবেত হয়ে কুরআন মাজিদ থেকে যথাসম্ভব আয়াত বা সুরা তেলাওয়াত করা।

২। দুরুদ ও ইসতেগফার করা।

৩। হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম সময়ের অবস্থার অলৌকিক ঘঠনাবলীর আলোচনা করা।

৪। নাত, সালাত ও সালাম দাড়িয়ে পড়া

৫। অতপর মহান আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করা। এবং সম্ভব হলে আহারের ব্যবস্থা করা। এ হল বর্তমান প্রচলিত মীলাদ শরীফ। যার প্রতিটি বিষয় পৃথক পৃথক ভাবে কোরআন শরীফ ও হাদীস শরীফে অকাট্য ভাবে বিদ্যমান রয়েছে।

বিদ'আত

বিদ'আতের আভিধানিক অর্থ

বিদ'আত (بدعة) শব্দটি فعلة -এর ওযনে اسم نوع (ক্রিয়ার প্রকৃতিজ্ঞাপক বিশেষ্য)। এটি بدع ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর দুটি মূল আভিধানিক অর্থ রয়েছে। একটি হল- পূর্ব নমুনা ব্যতিরেকে নতুনভাবে কোনো বস্তু বা বিষয় উদ্ভাবন করা। যেমন বলা হয়- بدع الشيئ يبدعه بدعا و ابتدعة অর্থাৎ সে নতুনভাবে বস্তুটি উদ্ভাবন করল। আর এ অর্থের নিরিখেই নতুনভাবে খননকৃত কূপকে বলা হয় ركي بديع । এ অর্থেই আল্লাহ তা'আলার একটি গুণবাচক নাম হল بديع অর্থাৎ অপূর্ব সৃষ্টিকারী। আল্লাহ তা'আলাও পবিত্র কুর'আনে নিজের সম্পর্কে বলেন: بديع السماوات والأرض (পূর্ব নমুনা ব্যতিরেকে) আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকারী। অন্য একটি আয়াতে এ ধাতু থেকে উদ্ভূত আরো একটি শব্দ এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন-

ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا ها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله-

"আর বৈরাগ্য, সে তো তারা নিজেরাই নতুনভাবে উদ্ভাবন করেছে। আমি এটা তাদের ওপর ফারয করিনি; কিন্তু তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে এটা অবলম্বন করেছে। এ ছাড়া প্রত্যেক কিছুর মধ্যে যেটি প্রথম ও নতুন তাকেও بدع বলা হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী قل ما كنت بدعا من الرسل (অর্থাৎ আপনি বলুন, আমি নতুন ও সর্বপ্রথম রাসূল নই।) এর মধ্যে بدع শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয় যে, ابتدع فلان بدعة "সে এমন একটি পথের সূত্রপাত করল, যে পথ দিয়ে তার পূর্বে আর কেউ বিচরন করেনি।" অতি সুন্দর ও অভিধান বিষয়কেও أمر بديع বলা হয়, যেন এর পূর্বে এ ধরনের কোনো বিষয় আদৌ অস্তিত্ব লাভ করেনি।

বিদ'আতের অপর আভিধানিক অর্থ হল- দুর্বল বা ক্লান্ত হওয়া (الكلال) এবং বিচ্ছিন্ন হওয়া (الانقطاع)। যেমন বলা হয়- أبدعت الابل অর্থাৎ, দুর্বলতা কিংবা কোনো রোগ অথবা ক্লান্তির কারনে উওলো পথিমধ্যে বসে গেল। হাদীস শারীফেও রয়েছে إني أبدع بي فاحملني অর্থাৎ "বাহন ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ফলে আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে

পড়েছি। অতএব আমার সওয়ারীর ব্যবস্থা করুন।" এ হাদীসে যেন সাফরের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে দ্রুত বেগে চলতে অসমর্থ হওয়াকে নিয়ম বহির্ভূত নতুন বিষয় হিসেবে পরিগণিত করা হয়েছে। ইবনে মানজুর"

মোট কথা, আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রচলিত এবং পরম্পরাগত নিয়ম-নীতি ভেঙ্গে নতুন কিছু উদ্ভাবন করাকে বলা হয় ابتداع। আর নতুন উদ্ভাবিত বিষয়ের প্রকৃতি ও স্বরূপকে বলা হয় بدعة। তবে মাছদার (ক্রিয়ামূল)কে ইসমে মাফ'উল (কর্মবাচক বিশেষ্য) অর্থে ব্যবহার করার যে নিয়ম 'আরাবী ভাষায় প্রচলিত রয়েছে সে অনুযায়ী কখনো بدعة দ্বারা নতুন উদ্ভাবিত বিষয়কেও বোঝানো হয়। আবার কখনো নতুন উদ্ভাবিত বিষয়ের আলোকে সম্পাদিত 'আমালকেও بدعة বলা হয়। এ অর্থের নিরিখে সেই 'আমালকেও بدعة বলা হয়, যে 'আমালের সমর্থনে কোনো দলীল নেই। বিশিষ্ট ভাষাবিদ আবুল ফাতহ আল-মুতাররিযী ৫৩৮-৬১০হি. (রাহ.) বলেন: بدعة শব্দটি ابتداع থেকে গৃহীত ইসমে মাছদার (ক্রিয়া বিশেষ্য), যেমন رفعة শব্দটি ارتفاع থেকে এবং خلفة শব্দটি اختلاف থেকে গৃহীত ইসমে মাছদার। অতএব ابتداع- এর মূল অর্থ নতুন উদ্ভাবন। চাই এ উদ্ভাবন 'ইবাদাতের ক্ষেত্রে হোক বা আচার-আচরণের ক্ষেত্রে হোক কিংবা জীবন নির্বাহের প্রয়োজনে উদ্ভাবিত আধুনিক যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ও পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে হোক। তবে পরবর্তী কালে ধর্মে নতুন সংযোজিত বিষয়ের জন্য এর ব্যবহার একচ্ছএভাবে প্রাধান্য লাভ করে। (খাদিমানী)

নিম্নে বিদ'আতের শার'ঈ সংজ্ঞা সম্পর্কে কয়েকজন বিশিষ্ট 'আলিমের ভাষ্য উল্লেখ করছি:

১. হাফিয বাদরুদ্দীন 'আঈনী ৭৬২-৮৫৫ হি. (রাহ.) বলেন:

البدعة فى الأصل إحدث أمر لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم-

"মূলত বিদ'আত হল এমন নতুন কিছু সৃষ্টি করা, যা আল্লাহর রাসূলের সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুগে ছিল না।"[৪]

[৪] ইমাম বদর উদ্দীন আইনি: উমদাতুল কারী ১১/১২৬

ইমাম নাবাবী (রাহ.) বলেন:

البدعة كل شيئ عمل على غير مثال سابق- "

কোন পূর্ব নমূনার অনুসরণ করা ছাড়া যে কোনো সম্পাদিত 'আমালকেই বিদ'আত বলা হয়।"

২. শায়খ মুহাম্মদ আর-রূমী আল-বিরকালী ৯৮১হি. (রাহ.) বলেন:

البدعة هي الزيادة في الدين أو النقصان منه الحدثان بعد الصحابة بغير إذن الشارع به لا قولا ولا فعلا ولا صريحا ولا إشارة-

" বিদ'আত হল সাহাবা কিরামের পর দীনের মধ্যে নতুনভাবে সৃষ্ট সংযোজন বা বিয়োজন, যে সম্পর্কে শারি' অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কোনো ধরনের অনুমতি নেই। না তাঁর বানীর মধ্যে, না তাঁর কর্মের মধ্যে, না স্পষ্টভাবে, না ইঙ্গিতাকারে।[৫]

শায়খ 'আবদুল গানী আন-নাবলূসী ১০৫০-১১৪৩ হি. (রাহ.) বিদআতের সংজ্ঞায় বলেন 'সাহাবা কিরামের যুগের পর' কথাটির সাথে 'তাবি'উন ও তাবা' তাবি'ঈনের যুগের পর দীনের মধ্যে নতুনভাবে কৃত সংযোজন বা বিয়োজনই হল বিদ'আত।

৩. ইমাম আবু ইসহাক আশ-শাতিবী মৃ.৭৯০ হি. (রাহ.) বিদ'আতের দুটি সংজ্ঞা উল্লেখ করেন:

البدعة هي عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد الله-

- ক. "বিদ'আত হল শার'ঈ বিধানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ যে কোনো নতুন উদ্ভাবিত ধর্মীয় রীতি, যা অনুসরণের পেছনে উদ্দেশ্য হয়ে থাকে আল্লাহ তা'আলার নিরতিশয় 'ইবাদাত করা।" [৬]

[৫] "আবু সাইদ খাদিমানী: আল বারিকাতুল মাহমুদিয়া ১/২৩৩
[৬] ইমাম শাতবী : ইয়তিছাম ১/৩৭

البدعة هي عبارة عن طريقة في الـدين مخترعـة تـضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية-

খ. "বিদ'আত হল শার'ঈ বিধানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ যে কোনো নতুন উদ্ভাবিত ধর্মীয় রীতি, যা অনুসরণের পেছনে তা-ই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, যা শার'ঈ বিধান পালনে হয়ে থাকে।"[৭]

৪. ইমাম রাগিব ইস্পাহানী ৫০২ হি. (রাহ.) বলেন:

البدعة في المذهب إيراد قول لم يـستن قائلهـا و فاعلهـا فيـه بصاحب الشريعة وأماثلها المتقدمة وأصولها المتقنة-

"দীনের ক্ষেত্রে বিদ'আত হল, নতুনভাবে কোনো মতের প্রবর্তন করা। প্রবর্তনকারী (প্রবক্তা ও 'আমালকারী) এ ক্ষেত্রে সাহেবে শারী'আত (রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম), সালাফে সালিহীন (সৎ পূর্বসূরীগণ) ও শারী'আতের সুদৃঢ় উৎসসমূহের কোনোটিরও অনুসরণ করেনি।"[৮]

৫. হাফিয ইবনু হাজার 'আসকালানী ৮৫২ হি. (রাহ.) বলেন:

البدعة هي اعتقاد ما أحادث على خلاف المعروف عن النبي لا بمعاندة بل بنوع شبهة-

"বিদ'আত বিষয়াদির বিপরীতে নতুনভাবে উদ্ভাবনকৃত বিষয়সমূহের প্রতি, বিশ্বাস স্থাপন করা; তবে তা কোনো ধরনের অবাধ্যতার বশবর্তী হয়ে নয়: বরং যে কোনো ধরনের সন্দেহে নিপতিত হয়ে উদ্ভাবন করা হয়।[৯]

৬. 'আল্লামা আবূ বাকর আল- জাযা'য়িরী রাহ. বলেন,

البدعة هي كل ما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليـه وسلم وعهد أصحابه دينا يعبد الله به' أو يتقرب بـه إليـه مـن

[৭] ইমাম শাতবী : ইতিসাম ১/৩৭

[৮] হুসাইন ইবন রাগীব ইস্পাহানী :আল মুফরাদাত ফি গারিবুল কোরআন ৩৯

[৯] ইবনে হাজার আসকালানী: নুখবাতুল ফিকার ৫৬

اعتقاد أو قول أوعمل مهما أضفي عليه من قداسة' وأحيط بـه من شارات الدين وسمات القربة والطاعة

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবা কিরাম (রা.)-এর যুগে আল্লাহ তা'আলার 'ইবাদাত কিংবা তাঁর নৈকট্য লাভের পদ্ধতি হিসেবে বিধিবদ্ধ ছিল না- এ ধরনের যে কোনো 'আকীদা, কথা বা কাজকে বিদ'আত বলা হয়। চাই তা যতই পবিত্র বলা হোক কিংবা তার সাথে ধর্ম ও 'ইবাদাতের লেবেল যুক্ত করা হোক।"[১০]

৭. আল্লামা আহমাদ আশ-শুমুন্নী ৮০১-৮৭২ হিঃ রাহ. বলেন:

البدعة ما أحادث على خلف الحـق المتلقـي عـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم من علم أو عمل أو حـال بنـوع شـبهة واستحسان وجعل دينا قوعيا وصراطا مستقيما-

"বিদ'আত হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে লব্ধ হাক্ব তথা তাঁর বিশ্বাস ও চিন্তাধারা বা তাঁর কর্ম অথবা তাঁর কর্মের প্রকৃতি ৪৩ পরিপন্থী নতুনভাবে উদ্ভাবনকৃত যে কোনো বিষয়, যাকে কোনো ধরনের সন্দেহ কিংবা উত্তম বিবেচনা পূর্বক উদ্ভাবন করে একটি শাশ্বত দীন ও সঠিক পথ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।"[১১]

৮. শাব্বীর 'আহমাদ 'উছমানী রাহ. বলেনঃ

إن البدعة الشرعية هي إحداث امر ليس لـه ثبـوت بـوا حـد من الاصول الأربعة زاعما انه مـن الـدين ومظنـة اللإثابـة من الله والتحسين-

"শার'ঈ বিদ'আত হল ধর্মীয় বিষয় মনে করে আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে ছাওয়াব ও কল্যাণ লাভের প্রত্যাশায় এমন কিছু নতুনভাবে উদ্ভাবন করা, যে ব্যাপারে দীনের চার মূল দলীলের কোনো একটিতেও কোনো প্রমাণ নেই।[১২]

[১০] আবূ বাকর আল- জাযা'য়িরী: আল ইনসাফ ১৮

[১১] ইবনে আবেদীন শামী : রদ্দুল মুহতার ১/৫৬০

[১২] বিদয়াত ১/৪৮

৯. সাইয়্যিদ আলাবী আল মালেকী

সাইয়্যিদ আলাবী আল মালেকী (রহ)ঃ বিদআত সম্পর্কে মুল্লা আলী কারী রচিত আল মাওরিদুর রাভী কিতাবের টিকায় লিখেন-

সলফে সালেহীনগণ যে কাজ করেননি বা যেটি ইসলামের প্রাথমিক যুগেও ছিলনা সেটা নিকৃষ্ট ও নিন্দনীয় বেদআত বটে। এ ধরনের কাজ করা সম্পুর্ণ হারাম বরং তাকে অস্বীকৃতি জানানোও অত্যাবশ্যক। আর যেগুলো শরঈ দলীলের উপর গঠিত হয়েছে তা মেনে নেয়া ওয়াজিব। যেমন ঃ কোন কোনটি ওয়াজিব। কোনটি হারাম, যা মাকরূহের উপর গঠিত তা মাকরূহ, যা মুবাহ তা মুবাহ, অথবা কোনটি মুস্তাহাব হলে মুস্তাহাব হিসেবে পরিগণিত হবে।

এরপর উলামায়ে কেরাম বেদআতকে মোট পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। যে গুলো হচ্ছে:

১। ওয়াজিব বেদআতঃ-যেমন : কোরআন হাদীস ও আরবী ভাষা জানার নিমিত্বে নাহু-ছরফ শিক্ষা করা বাতীল পন্থীদের দাঁতাভাঙ্গা জাওয়াব দেয়া।

২। মানদুব বেদআতঃ- যেমন : শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, গগন চুম্বী মিম্বারের উপর আযান দেয়া, উত্তম কাজ যা প্রথম যুগে সুচীত হয়নি।

৩। মাকরূহ বেদআত:- যেমন : মসজিদসমুহ সীমাতিরিক্ত কারুকার্য করা, কিতাব বাধাই করা। ইত্যাদি।

৪। মুবাহ বেদআত:- খাওয়া, পান করার প্রচুর্যতা প্রশান্ততা ও প্রসস্থ জায়গা তৈরী করা।

৫। হারাম বেদআত- যেমন : যা নতুন আবিস্কৃত কিন্তু কুরআন হাদীসের সমর্পূণ বিপরীত এবং সাধারণভাবে শরঈ দলীল তাকে গ্রহ্য করেনা যেহেতু তা শরয়ী আওতায় পড়েনি।

যে বিষয় ইসলামের প্রথম যুগে সমাজবদ্ধভাবে বিন্যস্ত ছিলনা কিন্তু এককভাবে তার অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল তা ও শরীয়তে গ্রাহ্য। কেননা শরীয়তের আওতায় যা প্রতিষ্টিত হয়ে যায়, তা এককভাবে হলেও মুলত: তা শরীয়ত কর্তৃক প্রবর্তীত। তা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট।

প্রত্যেক বেদআত আবার হারাম নয়। কেননা যদি সকল বেদআত হারাম হয়ে যায়, তবে হযরত আবু বকর, ওমর ও যায়েদ (রা:) গনের আমলে কুরআন মযীদ সংরক্ষণ

করা হারাম হয়ে যেতো, যখন সাহাবায়ে কেরামগনের মধ্যকার কিছু সংখ্যক হাফিজে কুরআন ওকারীগনের ইন্তেকালে কুরআনের অস্তিত্ব প্রায় বিলীন হওয়ার আশংকায় তা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। এবং হযরত ওমর (রা.) এর আমলে তিনি একই ইমামের পিছনে তারাবীহের ২০ রাকাত নিম্নোক্ত বাণী نعمت البدعة هذه (কতইনা উত্তম বেদআত) তা দ্বারা সুন্নাত সাব্যস্থ করেছিলেন তাও হারাম হয়ে যাবে। মানুষের সামগ্রীক ফায়দা সম্বলিত সমস্ত গ্রন্থ ভান্ডার সমুহ হারাম হয়ে যাবে, আর আমাদের উপর আবশ্যক হয়ে যেতো কাফেরদের সাথে তীর বর্শা দ্বারা যুদ্ধ করা আবার তারাও আমাদেরকে গুলি, কামান তোপ, যুদ্ধ ট্যাংক উড়োজাহাজ, ডুবোজাহাজ, সাবমেরিন ও নৌবহর দ্বারা হামলা করতো। এি ারার উপর আযান দেয়া হারাম হয়ে যাবে। এমনকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসা কেন্দ্র (ক্লিনিক) ত্রানসামগ্রী এতীম খানা লঙ্গর খানা জেলখান্ এগুলো সবই হারাম হয়ে যেতো।

এতএব, যে সমস্ত উলামায়ে কেরাম كل بدعت ضلالة (প্রত্যেক বেদআত গোমরাহী) দ্বারা বেদআত সাইয়্যিয়া উদ্দেশ্য নিয়েছেন এবং বলেছেন যে, সাহাবা ও তাবেঈনগনের আমলে যে সকল বিষয় আবিস্কৃত হয়েছে এবং তা রাসূলে পাকের আমলে বিদ্যমান ছিলনা বিধায় তা বেদআত। এর প্রতি উত্তরে আমরা বলবো আমরাতো বর্তমান যুগে এমন অনেক মাসআলাসমুহ উদগাঠন করেছি যা পূর্ববতী আমলে ছিলনা। যেমন : তারাবীহের নামাজের পর আমাদের দেশে শেষ রাত্রে তাহাজ্জুদের নামাজ জামাত বদ্ধ হয়ে আদায় করি উক্ত রাত্রে সমস্ত কুরআন খতম করা হয়, খতমে কুরআনের দোয়া দীর্ঘভাবে পাঠ করা হয়, হারামাইন শরীফাইনের ইমামদ্বয় কর্তৃক রামদ্বান শরীফের ২৭ তারিখ তথা লাইলাতুল কদরের রজনীতে খুতবা পরিবেশন করা, এবং তাহাজ্জুদের নামজের জন্যএকজন আহবানকারী কর্তৃক এ বলে আহবান করা صلاة الليل اثابكم الله ইত্যাদি। এগুলোর কোনটিই হুযূরে পাকের আমলে প্রচলিত ছিলনা এমনকি পরবর্তী সাহাবী যুগেও ছিলনা। তাহলে আমাদের ঐ ধারাবাহীক আমল বেদআত হয়ে যাবে কি? এবার বলতে হবে যে, এগুলো বেদআত কিন্তু বেদআতে হাসানাহ বা উত্তম বেদআত।

ইমাম শাফেয়ী (রা:) বলেন এমন কতগুলো বিষয় উদ্ভাবন হল, যা শরীয়তে মোটেই গ্রাহ্য নয় বা কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াসের সম্পূর্ণ বিপরীত, তা হবে বেদআতে দ্বালালাহ বা ভ্রান্ত বেদআত। আর যেগুলো সত্য ও কল্যানের উপর ভিত্তিকরে প্রবর্তীত হয় অথচ এগুলো শরীয়তের চারটি মূলনীতির বিরোধী নয় তবে তা সন্দেহাতীতভাবে শরীয়ত সিদ্ধ ও প্রশংসীত। ইমাম ইজদুদ্দীন বিন আব্দুস সালাম ও

ইমাম নববীরয় ও তাকে সর্মথন করেছেন এবং এ আমল সমূহ প্রবাহমান রেখেছেন। অনুরূপ ইমাম ইবনুল আছীর স্বীয় গ্রন্থে বিদআত অধ্যায়ে বেদআতে হাসানা বলে মন্তব্য করেছেন।

শরীয়ত বিরোধী উদ্ভাবনা ছাড়া যেগুলো শরীয়তের আওতায় পড়ে এবং জনগন তাতে অস্বীকার করেনা, প্রকৃত পক্ষে তা ধর্মের অর্ন্তভুক্ত।

কোন কোন গুড়াপন্থিরা বলে থাকে যে, পূর্ববর্তী আমলে যা ছিলনা বা যে কাজের সর্মতন ছিলনা থাকে কোন অবস্থাতেই দলীল হতে পারেনা বরং তা শরীয়তে অগ্রাজ্য ও তাদের এহেন যুক্তি সর্ম্পুণ অযৌতিক ও অবান্তার বৈই কিছুই নয়। কেননা হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রকৃত বেদআত উদ্গাঠনকারীকে সুন্নাত ও এর প্রচলনকারীকে প্রতিদানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন । যা নিম্নোক্ত বাণী দ্বারা প্রণিধান যোগ্য । হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমান-

من سن فى الاسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل اجر من عملبه – ولا ينقصى من احوهم مثى-

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি ইসলামে একটি উত্তম রীতি প্রর্বতন করতঃএর প্রতি আমল করবে তার আমল নামায় যারা এর প্রতি আমল করবে তাদের সমপরিমান প্রতিদান দান করা হবে । অথচ আমল কারীদের আমল নামা হতে সরিষা পরিমান সাওয়াব হ্রাস করা হবেনা। ইমাম ইযযুদ্দীন বিন আব্দুস সালাম ও ইমাম নববীদ্বয় ও তাকে সমর্থন করেছেন এবং এ আমল গুলো প্রবাহমান রেখেছেন । অনুরুপভাবে ইমাম ইবনুল আছির স্বীয় গ্রন্থের বেদয়াত অধ্যায়ে বেদআতে হাসানা বলে মন্তব্য করেছেন ।

নবীগনের মীলাদ শরীফ বা এর জন্ম বৃত্তান্তের গুরুত্ব

শাইখুল ইসলাম আল্লামা ড. তাহির আল কাদরী তাঁর "মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম" গ্রন্থের . লিখেন -

বেলাদত ও জন্মগ্রহণ প্রত্যেক মানুষের জন্যই খুশি ও আনন্দের পরিচায়ক হয়ে থাকে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে জন্মদিনের একটি নিদিষ্ট গুরুত্ব লক্ষ করা যায়। আর এই গুরুত্ব সে সময় আরো বেড়ে যায় যখন সেদিনগুলোর সম্পর্ক আম্বিয়া (আঃ)-এর সাথে হয়। আম্বিয়ায়ে কেরামের জন্ম আসলেই আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম নেয়ামত স্বরূপ। প্রত্যেক নবীর জন্ম নেয়ামতের ওসীলায় সংশ্লিষ্ট উম্মতগণ অন্য সকল নেয়ামত লাভের সৌভাগ্য অর্জন করে। হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সদকায় উম্মতে মুহাম্মদীর আবির্ভাব ও নবুওতে মুহাম্মাদী -এর আসমানী হেদায়েতের নেয়ামত, ওহীয়ে রাব্বানীর নেয়ামত, নুযুলে কুরআন ও মাহে রামাদ্বানের নেয়ামত, জুমাতুল মুবারক ও ঈদাইনের নেয়ামত, শরফ ও ফযিলত মূলতঃ সুন্নাত ও সীরাতে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এরই নেয়ামত। মোটকথা, যতসব নেয়ামত ক্রমাগতভাবে দান করা হয়েছে ঐ সকল নেয়ামতের মূল প্রতিপাদক এবং রবিউল আউয়ালের মূলকেন্দ্র হচ্ছে সেই পুরনুর আনন্দপূর্ণ ও প্রাণস্পর্শী বসন্তের সমুজ্জ্বল সুবহে সাদেক, যখন হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সৌভাগ্যময় বেলাদত হয়েছে এবং সেই বরকতপূর্ণ দিন যখন হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই পৃথিবীর পানি ও ফুলের পরিবেশে আগমন করেছিলেন। সুতরাং হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সৌভাগ্যপূর্ণ বেলাদতের উপর খূশি হওয়া ও আনন্দ প্রকাশ করা ঈমানের আলামত ও স্বীয় পথপ্রদর্শক হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপনের আয়না বিশেষ।

কুরআনুল কারীম কোন কোন আম্বিয়ায়ে কেরামের বেলাদতের দিনগুলোর উল্লেখ করে সেগুলোর গুরুত্ব, ফযিলত ও বরকতকে সমুদ্ভাসিত করেছে।

১। **হযরত ইয়াহইয়া** (আঃ) এর প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে -

وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا

আর ইয়াহইয়া (আঃ) এর উপর সালাম বর্ষিত হউক, তার মীলাদের দিন এবং তাঁর অফাতের দিন এবং যেদিন জীবিতাবস্থায় পুনরুত্থিত হবে।

২। হযরত ইসা (আঃ) এর প্রতি কথা বা কালামের সর্ম্পক উল্লেখ করত কোরআনুল করিমে এরশাদ হচ্ছে-

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا

এরশাদ হচ্ছে এবং আমার উপর সালাম বর্ষিত হোক আমার মীলাদের দিন এবং আমার মৃত্যুবরণের দিন এবং যেদিন আমাকে জীবিত করে উত্থিত করা হবে। [১৩]

৩। আল্লাহ তায়ালা স্বীয় হাবীবে মুকাররাম সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়া সাল্লামা এর বেলাদতের জিকির মোবারক শপতসহকারে বর্ণনা করেছেন, ইরশাদ হয়েছে–

أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ {১} وَأَنتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ {২} وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ

আমি এই শহরের (মক্কা) শপথ করছি, (হে হাবীবে মুকাররাম!) এজন্য যে এই শহরে আপনি তশরীফ আনয়ন করেছেন। হে হাবীবে মুকাররাম! আপনার পিতার (আদম (আঃ) অথবা ইব্রাহীম (আঃ) এর)এবং শপথ যারা জন্মগ্রহন করেছে। [১৪]

যদি শপথ বেলাদতের দিন ও জন্মদিন কুরআন ও সুন্নাত এবং শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে নির্দিষ্ট গুরুত্ব বহন না করত, তাহলে সেই দিনের উপর আল্লাহ পাকের বিশেষভাবে সালাত প্রেরণ এবং শপথ করার কি অর্থ হতে পারে? সুতরাং সেই গুরুত্বের প্রতি নজর রেখে আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজীদের বিভিন্ন সুরায় অনেক আম্বিয়ায়ে কেরামের মীলাদের বর্ণনা তুলে ধরেছেন। প্রমাণস্বরূপ নিম্নে কতিপয় জলিলুল কদর আম্বিয়ায়ে কেরামের মীলাদের বিবরণ উপস্থাপন করা হল।

১। হযরত আদম (আঃ) এর মীলাদ

আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত কুরআনুল কারীমে স্বীয় মাহবুব এবং বরগুজিদাহ বান্দাদের মধ্যে হতে সর্বপ্রথম আবুল বশার সাইয়্যিদোনা আদম (আঃ)-এর পয়দায়েশের কথা উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে–

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

এবং (সেই সময়ের কথা স্মরণ করুন) যখন আপনার পরওয়ারদিগার ফেরেশতাদের কছে বললেন যে, আমি পৃথিবীতে স্বীয় প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠিত করব।[15]

[১৩] সূরা মারয়ামঃ আয়াত-৩৩
[১৪] সূরা বালাদ আয়াত ১-৩
[15] সূরা বাকারাহ, আয়াত-৩০

আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত সাইয়্যিদোনা হযরত আদম (আঃ)-এর কথা তাঁর সৃষ্টির বহু পূর্বেই উল্লেখ করেছিলেন। এর অনেক পরেই প্রসঙ্গ উপরোল্লিখিত আয়াতে কারীমায় বিবৃত হয়েছে। তারপর যখন বিশ্বস্রষ্টা হযরত আদম (আঃ)-এর মানবকৃতি সৃষ্টি করলেন এবং সকল ফেরেশতাকে তাঁর সামনে সেজদাবনত হতে হুকুম করলেন, তখন ইবলিস নাফরমনী করল এবং জান্নাত হতে বিতাড়িত হল। হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টির এই গুরুত্বপূর্ণ কাহিনীকে কুরআন মাজীদে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা রয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ . فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ . فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ .إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ-

এবং (সেই ঘটনাকে স্মরণ করুন) যখন আপনার পরওয়ারদিগার ফেরেশতাদেরকে বললেন যে, আমি কালো কুচকুচে শব্দ উৎপাদনকারী কাদামটি দ্বারা এক মানব সৃষ্টি করতে চাই, তারপর যখন আমি তার (বাহ্যিক) আকৃতিকে পরিপূর্ণভাবে গঠন করব এবং তার (বাহ্যিক মানবাকৃতির অভ্যন্তরে) স্বীয় নূরানী রূহ ফুৎকার করব, তোমরা তাঁর সামনে সেজদাবনত হয়ে যাবে। সুতরাং (সেই মানবিক আকৃতির অভ্যন্তরে রব্বানী নূরের চেরাগ জ্বলতেই) সকল ফেরেশতা সেজদা করল। কিন্তু ইবলিস ছাড়া। সে সেজদাকারীদের অন্তর্ভূক্ত হতে অস্বীকার করল। [১৬]

কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে হযরত আদম (আঃ)–এর কথা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। শুধু জন্মবৃত্তান্তই নয়, বরং তাঁর পবিত্র জীবনের কয়েকটি দিকের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন-জান্নাতে তাঁর বসবাস, আদম সৃষ্টির ব্যাপারে ফেরেশতাদের মতামত, শয়তান মরদুদের অস্বীকৃতি ও আদমকে সিজদা না করার বিবরণ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষ সৃষ্টি সংক্রান্ত যতগুলো আয়াত রয়েছে, সেগুলোর প্রথম কেন্দ্রস্থল সাইয়্যিদোনা হযরত আদম (আঃ) যার ঘটনাবলীকে বিস্তারিতভাবে কুরআন মজীদের সৌন্দর্য বানানো হয়েছে। মূলতঃ এসবই হচ্ছে তাঁর জন্ম বৃত্তান্ত বা হযরত আদম (আঃ) এর মীলাদ।

[১৬] সূরা হিজরঃ আয়াতঃ ২৮-৩১

২। হযরত মূসা (আঃ) এর মীলাদ

সাইয়্যিদোনা মূসা (আঃ) জলিলুল কদর নবী ছিলেন। যিনি ফেরাউনের মত জালেম, অত্যাচারী ও বিরুদ্ধাচারী সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলেন, যে ফেরআউন খোদায়ীত্বের দাবীদার বনেছিল। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত মুসাকে প্রেরণের মাধ্যমে বনী ইসরাঈলকে ফেরাউনের জুলুম হতে নাজাত প্রদান করেছিলেন এবং ফেরাউনকে নদীতে ডুবিয়ে চিরকালের জন্য শান্তি নিদর্শন বানিয়ে দিয়েছেন।

হযরত মূসা (আঃ)-এর জন্মের পূর্বে ফেরাউন বনী ইসরাইলের উপর নানা রকম অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছিল। যখন তাকে শাহী নজুমীগণ বলল যে, বনী ইসরাঈল তোমাদের অধিনতা হতে মুক্ত হয়ে যাবে। একথার ফলে সে জুলুম ও নির্যাতনের পাহাড় তাদের উপর চাপিয়ে দিতে লাগল। বনী ইসরাঈলের ছেলে সন্তানদের হত্যা করা হতো এবং মেয়ে সন্তানদের জীবিত রাখা হতো। এই সময়ে সাইয়্যিদোনা মূসা (আঃ) এর জন্ম হল। যার কথা আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করছেন।

সূরা 'আল-কাসাস'-এর শুরু হয়েছে সাইয়্যিদোনা মূসা (আঃ) এবং ফেরাউনের কাহিনী দ্বারা। ৫০টি আয়াতে এই ঘটনা বিবৃত হয়েছে। প্রথম ৫টি রুকুতে ক্রমাগতভাগে হযরত মূসা (আঃ)-এর ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। আমরা হযরত মূসা (আঃ)- এর মীলাদ শিরোনামে সূরাতুল কাসাসর এর প্রথম ১৪টি আয়াতের তরজমা উপস্থাপন করছি। এতে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তালালা তাঁর জন্ম হতে শুরু করে যৌবনকাল পর্যন্ত সময়ের কথা অত্যন্ত প্রাঞ্জল বর্ণনার মাধ্যমে বয়ানকরতঃ উম্মতে মুসলিমাকে এই পয়গাম দিয়েছেন যে, আমার মাহবুব বান্দাহদের মীলাদ পাঠ করা আমার সুন্নাত। আল কুআনের ইরশাদ হয়েছে -

طسم {১} تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ {২} نَتْلُوا عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ {৩} إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ {৪} وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ {৫} وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي

فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ {৬} وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ {৭} فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ {৮} وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ {৯} وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغاً إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ {১০} وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ {১১} وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ {১২} فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ {১৩} وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ {১৪} -القصص، ২৮ : ১ – ১৪

ত্বা-সিন, মীম। ইহা রৌশন কিতাবের আয়াতসমূহ। (হে হাবীবে আকরাম) আমরা আপনার নিকট মূসা এবং ফেরাউনের অবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত ঘটনাবলীর কথা সেই লোকদের জন্য পাঠ করে শোনাচ্ছি যারা ঈমান রাখে। নিশ্চয়ই ফেরাউন পৃথিবীতে বিরুদ্ধবাদী অহঙ্কারী হয়ে গিয়েছিল এবং সে নিজ সাম্রাজ্যের বাসিন্দাদের বিভিন্ন দলে এবং শ্রেণীতে বিভক্ত করে দিয়েছিল। তাদের মধ্য হতে একটি শ্রেণীকে বনী ইসরাঈলের সাধারণ মানুষ দুর্বল করে দিয়েছিল এবং তাদের ছেলে সন্তানদের তাদের ভবিষ্যতের শক্তি নির্মূল করার জন্য যবেহ করে ফেলত এবং কন্যা সন্তানদের জীবিত রাখত যেন পুরুষহীন অবস্থায় তাদের সংখ্যা বেড়ে যায় এবং তাদের মধ্যে

নৈতিক পথভ্রষ্টতা বেড়ে যায়। নিশ্চয়ই সে অশান্তি সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভূক্ত ছিল। আর আমরা চাচ্ছিলাম যে, আমরা এমন লোকদের উপর এহসান করব যাদেরকে পৃথিবীতে অধিকার ও স্বাধীনতা না থাকার দরুন জুলুম ও নির্যাতনের শিকার করা হয়েছিল দুর্বল করে রাখা হয়েছিল এবং আমরা (মজলুম কাওমকে) পথপ্রদর্শক ও রাহবর বানিয়ে দেব এবং তাদেরকে (সাম্রাজ্যের সিংহাসন) উত্তরাধকারী করে দেব এবং আমরা তাদেরকে দেশে রাষ্ট্রক্ষমতা ও নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করব এবং ফেরাউন ও হামান এবং উভয়ের সেনাবাহিনীকে সেই বিপ্লব প্রত্যক্ষ করাব যাকে তারা ভয় করছিল। আর আমরা মূসার মায়ের অন্তরে এই আশ্বাসবাণী অর্পণ করেছিলাম যে, তুমি তাকে দুধপান করাতে থাক। অতঃপর যখন তুমি (তাঁকে হত্যা করে ফেলার) আশঙ্কা করবে, তখন তাকে সমুদ্রে ফেলে দেবে এবং না তুমি (এ অবস্থায়) ভীত-সন্ত্রস্ত হবে এবং না দুশ্চন্তাগ্রস্থ হবে। নিশ্চয়ই আমরা তাঁকে তোমার কছে ফিরিয়ে আনয়নকারী এবং তাঁকে রাসূলগণের মধ্যে শামিল করণেওয়ালা। তারপর ফেরাউনের গৃহবাসীগণ তাঁকে (সমুদ্র হতে) উঠিয়ে নিয়ে গেল, যেন সে আল্লাহর অভিপ্রায় মোতাবেক ফেরাউনের জন্য দশমন এবং চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। নিশ্চয়ই ফেরাউন, হামান এবং উভয়ের সেনাবাহিনী দুস্কর্মশীল ও পাপাচারী ছিল এবং ফেরাউনের স্ত্রী (মূসাকে দেখে) বলল যে, (এই বাচ্চা) আমার এবং তোমার জন্য চক্ষু শীতলকারী, তাকে হত্যা করো না। হয়ত সে আমাদের উপকার সাধন করবে অথবা আমরা তাঁকে ছেলে হিসেবে গ্রহণ করব এবং সে এই পরিকল্পনা ও শেষ পরিণাম সম্পর্কে বেখবর ছিল। আর মূসার মায়ের অন্তর অধৈর্য হয়ে গিয়েছিল। সম্ভবতঃ সে অস্থিরতার দরুন এই গোপন কথা প্রকাশ করেই ফেলত, যদি আমরা তার অন্তধৈর্য ও শান্তির শক্তি প্রদান না করতাম যেন সে আল্লাহর অঙ্গীকারের উপর বিশ্বাস স্তাপনকারীদের অন্তর্ভূক্ত থাকে। আর (মূসার মাতা) মূসার বোনকে বলল যে, (তার হাল জানার জন্য) তার পিছে পিছে গমন কর, সুতরাং সে তাকে দূর থেকে দেখতেছিল এবং সেসব লোকজন (বিলকুল) বেখবর ছিল এবং আমরা প্রথম থেকেই দাইদের দুধ মূসার জন্য হারাম করে দিয়েছিলাম, তাই (মূসার বোন– সে বলল, আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি গৃহের সন্ধান বলে দেব, যে তোমাদের জন্য এই (শিশুটির) প্রতিপালন করবে এবং সে এর শুভাকাঙ্খীও বটে সুতরাং আমরা মূসাকে এভাবেই তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম। যেন তার চোখ শীতল থাকে এবং সে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ না হয় এবং যেন সে নিশ্চতভাবে জেনে নেয় যে আল্লাহর অঙ্গীকার সত্য, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। আর মূসা যখন যৌবনে পদার্পন করল এবং সঠিক অবস্থানে উন্নীত হল, তখন আমরা তাকে নবুওত এবং

জ্ঞান ও মনীষা দ্বারা বিভূষিত করলাম আর আমরা এভাবেই পূণ্যবানদের বিনিময় প্রদান করে থাকি।[১৭]

এই ১৪টি সুস্পষ্ট আয়াতে সাইয়্যিদোনা মূসা (আঃ)-এর পয়দায়েশের পূর্ববর্তী অবস্থা, তাঁর পয়দায়েশ, আল্লাহর নির্দেশে তাঁকে সিন্ধুকে ভরে নদীতে ফেলে দেয়া, ফেরাউনের মহলে প্রতিপালিত হওয়া, দুধপানের জন্য মায়ের কোলে ফিরে যাওয়া, যৌবনপ্রাপ্ত হওয়া ও নবুওত লাভ করা অর্থাৎ প্রত্যেকটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটাই হচ্ছে হযরত মূসা (আঃ) এর মীলাদ যাকে আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারীমের সৌন্দর্য বানিয়েছেন।

৩। হযরত মারিয়াম (আঃ) এর মীলাদ

আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে হযরত মারিয়াম (আঃ)-এর মীলাদের বর্ণনা করেছেন, যিনি পয়গাম্বর নহেন কিন্তু এক বরগুজিদাহ পয়গাম্নব হযরত ঈসা (আঃ) এর মাতা এবং পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের অধিকারিণী ছিলেন। তাঁর মীলাদের বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম বিভিন্ন আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং তাঁদের বংশের ফযিলত বর্ণনা করেছন। ইরশাদ হয়েছে

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ◈ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ-

-নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা আদমকে এবং নূহকে এবং আলে ইমরানকে সকল বিশ্ববাসীর উপর (বুযুগীর ক্ষেত্রে) মনোনীত করেছেন। ইহা একই বংশ ধারা, তাদের মধ্যেএকে অন্যের সন্তান এবং আল্লাহপাক সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।[১৮]

এই ভূমিকার পরে হযরত মারিয়াম (আঃ)-এর মীলাদের আলোচনা শূরু। এখানে কেউ আপত্তি ও অভিযোগ উত্থাপন করতে পারে যে, কুরআনুল কারীম শুধু অতীতের ঘটনাবলী বর্ণনা করেছে। আপনি তাকে মীলাদের আলোচনা হিসেবে কিভাবে সাব্যস্থ করছেন? এই আপত্তি উত্থাপনকারীদের জানা উচিত যে, যে বস্তু শুধু তালীম ও তরবীয়ত এবং রুশদ ও হেদায়েতের উদ্দেশ্যে বয়ান করা হয় সেগুলোর সীমা ও শর্তাবলী রয়েছে। যে কথা যে সীমা পর্যন্ত আলোচ্য বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়, ঠিক ততখানিই বলা হয়ে থাকে। আর যে কথা সংশ্লিষ্টতা ও সম্পর্ক নির্দিষ্ট সীমা ও শর্তের সঙ্গে যুক্ত নয়, সেগুলোকে কম আজ কম কালামে ইলাহীতে স্থান দান করা এবং

---

[১৭] সূরা কাসাস: আয়াত ১-১৪
[১৮] সূরা আল ইমরান: আয়াত: ৩৩-৩৪

সহীফায়ে ইনকিলাবের বিষয়বস্তু বানানোর এখতিয়ার আল্লাহ পাকের আছে। হযরত মারিয়াম (আঃ)এর বেলাদত সংক্রান্ত নিম্নোলিখিত আয়াতহসমূহ ও এগুলোর অর্থের প্রতি লক্ষ করলে খোদবখোদ জানা যাবে যে, এ বিষয়গুলো কোন সীমা ও শর্ত যুক্ত তালীম ও তরবিয়ত এবং রুশধ ও হেদায়েতের জন্য নির্ধারিত নয়, বরং এগুলোতে শুধু বেলাদতের কাহিনীই বর্ণনা করা হচ্ছে। আর সেগুলোকেই আমরা বিভিন্ন স্থানে মীলাদ বলে নামকরণ করেছি। এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে-

إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

এমরানের স্ত্রী যখন বললো-হে আমার পালনকর্তা! আমার গর্ভে যা রয়েছে আমি তাকে তোমার নামে উৎসর্গ করলাম সবার কাছ থেকে মুক্ত রেখে। আমার পক্ষ থেকে তুমি তাকে কবুল করে নাও, নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞাত| অত:পর যখন তাকে প্রসব করলো বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমি একে কন্যা প্রসব করেছি। বস্তুত: কি সে প্রসব করেছে আল্লাহ্ তা ভালই জানেন। সেই কন্যার মত কোন পুত্রই যে নেই। আর আমি তার নাম রাখলাম মারইয়াম। আর আমি তাকে ও তার সন্তানদেরকে তোমার আশ্রয়ে সমর্পণ করছি। অভিশপ্ত শয়তানের কবল থেকে। [১৯]

ইহা হযরত মারিয়াম (আঃ)-এর বেলাদতের সুন্দর ঘটনা যা আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী আয়াতে তাঁর শৈশবকালীন বর্ণনা স্থান লাভ করেছে। যখন তিনি হযরত যাকারিয়া (আঃ)-এর স্নেহ-যত্নে প্রতিপালিত হচ্ছিলেন। সে সময় আল্লাল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত তাঁর প্রতি যে সকল দান ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছিলেন এবং বে মওসুমের ফলফলাদি তাঁকে দান করেছিলেন সেগুলোর কথা তুলে ধরেছেন। তাঁর অবস্থান স্থলকে ওসিলা বানিয়ে হযরত যাকারিয়া প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। আল্লাহ তায়ালা হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) এর খোশ খবরীও তাকে প্রদান করেছিলেন। আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে

[১৯] সূরা আল ইমরান: আয়াত-৩৫-৩৬

সুতরাং তাঁর পরওয়ারদিগার তাঁকে (মারিয়াম) উত্তম গ্রহণযোগ্যতার সাথে কবুল করেছিলেন এবং তাঁকে উত্তম প্রতিপালনের সাথে বর্ধিত করতে থাকেন এবং তাঁর দেখাশোনার দায়িত্ব যাকারিয়া (আঃ) কে সোপর্দ করেন। যখনই যাকারিয়া (আঃ) এবাদতগাহে তাঁর নিকট প্রবেশ করতে, তখন তার কাছে নতুন নতুন খাদ্যবস্তু দেখতে পেতেন। একদিন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে মারিয়াম ! তোমার জন্য এ সকল বস্তু কোথা হতে আসছে? সে উত্তর করল এই (রিজিক) আল্লাহ পাকের নিকট হতে এসেছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিজিক দান করেন। [২০]

উপরোল্লিখিত আয়াতে কারীমায় হযরত মারিয়াম (আঃ) এর শৈশবকালের অবস্থা এবং তার প্রতিপালন সংক্রান্ত অবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু কথা এর উপরই শেষ হয়ে যায়নি। বর আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত তাঁর আরও ফাযায়েল বর্ণনা করেছন। এমনকি সেই ছোট্ট কথাটিও বাদ দেননি, যা সেই গনকদের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। যখন তারা তার লালন-পালনের ভার গ্রহণ করবে এ বিষয়ে লটারির ব্যবস্থা করেছি। আল কুরআনের সুরা আলে ইমরানের ৪২, ৪৩ ও ৪৪নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ-

আর (ঐ সময়ের কথা স্মরণ করুন) যখন ফেরেশতাগণ বললেন হে মারিয়াম ! তুমি খুবই নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে স্বীয় প্রভুর বন্দেগী করতে থাক। সেজদাহ কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু আদায় কর। (হে প্রিয় মাহবুব) এগুলো হচ্ছে গায়েবের খবর, যা আমি আপনার নিকট ওহীযোগে প্রেরণ করেছি। অথচ আপনি তখন তাদের কাছে ছিলেন না, যখন তারা (লটারির ভিত্তিতে) নিজেদের কলম ছুঁড়ে মারছিল যে, তাদের মধ্যে হতে কে মারয়ামের লালন-পালন করবে (তা নির্ধারণ করার জন্য) আর আপনি তখনও তাদের সামনে উপস্থিত ছিলেন না, যখন তারা (এ বিষয়ে) পরস্পর ঝগড়া করছি। ২১

[২০] সূরা আল ইমরান: আয়াত-৩৭
[২১] সূরা আল আমরান: আয়াত ৪১-৪৪

এ সকল বিবরণ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে বিবৃত হযরত মারিয়াম (আঃ) এর মীলাদ। যেখানে ছোট ছোট কথাকেও বাদ দেয়া হয়নি, যেগুলোর বাহ্যিক সম্পর্ক তালীম ও তরবিয়াতের সাথে নেই। যেমন-একথা বলা যে, তারা লটারির ব্যবস্থা করেছিল, নিজেদের কলম পানিতে ছুঁড়ে ফেলেছিল এবং ঘটনাবলির বিস্তারিত ও আংশিক বয়ান করে এবং সৌভাগ্যপূর্ণ বেলাদতের সময়ের প্রকাশিত নিদর্শনাবলি ও বরকতসমূহ বয়ান করে, তবে তা সুন্নতে ইলাহীয়ার অনুসরণে শুধু কেবল দ্বীন ও ঈমানই প্রতিষ্ঠিত করবে না বরং তা আসল ঈমানরূপে প্রতিভাত হবে এবং এতে ঈমানের পূর্ণতার পথ সুগম হয়ে উঠবে। আহা কি ভালো হতো, যদি কেউ এতটুকু কথা বুঝতে পারত যে, যদি এক পবিত্র চরিত্রের অধিকারিণী মারয়ামের মীলাদের আলোচনা আল্লাহ পাকের কুরআনুল কারীমে বিবৃত হতে পারে, তাহলে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যিনি মাহবুবে রাব্বুল আলামীন, তাজদারে আম্বিয়া, রাহমাতুল্লিল আলামীন, তাঁর মীলাদের আলোচনা কেন বর্ণনা করা যাবে না? যারা হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মীলাদনামাকে 'বেদয়াত' বলে তারা নিজেরাই বেদায়াতের অর্থে সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। বস্তুতঃ হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম বৃত্তান্তের বর্ণনা মোটেই 'বিদায়াত' নয়, বরং তা ঈমানের অংশ, ঈমানের আসল মূল এবং সুস্পষ্ট তাওহীদের ভিত্তি ছাড়া কিছুই নয়।

৪। ইয়াহইয়া (আঃ) এর মীলাদ

আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারীমে হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-এর মীলাদের আলোচনা ও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। যখন তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা যাকারিয়া (আঃ) হযরত মারয়ামের প্রতিপালনের প্রাক্কালে 'তাওয়াচ্ছুলে মাকামী' করতঃ মারিয়াম (আঃ)-এর হুযরায় দাঁড়িয়ে দোয়া করেছিলেন এবং আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত সেই দৃশ্য এভাবে অঙ্কন করেছেন। সূরা আল ইমরানের ৩৮, ৩৯, ৪০ ও ৪১ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ {৩৮} فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ {৩৯} قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ

قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ {৪০} قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّيَ آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمْزًا وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ

সেখানেই যাকারিয়া তাঁর পালনকর্তার নিকট প্রার্থনা করলেন। বললেন, হে, আমার পালনকর্তা! তোমার নিকট থেকে আমাকে পুত-পবিত্র সন্তান দান কর-নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী। যখন তিনি কামরার ভেতরে নামাযে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন ফেরেশতারা তাঁকে ডেকে বললেন যে, আল্লাহ্ তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন ইয়াহইয়া সম্পর্কে, যিনি সাক্ষ্য দেবেন আল্লাহ্র নির্দেশের সত্যতা সম্পর্কে, যিনি সাইয়্যিদ হবেন এবং নারীদের সংস্পর্শে যাবেন না, তিনি অত্যন্ত সৎকর্মশীল নবী হবেন। তিনি বললেন হে পালনকর্তা! কেমন করে আমার পুত্র সন্তান হবে, আমার যে বার্ধক্য এসে গেছে, আমার স্ত্রীও যে বন্ধ্যা। বললেন, আল্লাহ্ এমনি ভাবেই যা ইচ্ছা করে থাকেন। তিনি বললেন, হে পালনকর্তা আমার জন্য কিছু নিদর্শন দাও। তিনি বললেন, তোমার জন্য নিদর্শন হলো এই যে, তুমি তিন দিন পর্যন্ত কারও সাথে কথা বলবে না। তবে ইশারা ইঙ্গিতে করতে পারবে এবং তোমার পালনকর্তাকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করবে আর সকাল-সন্ধ্যা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা করবে।[২২]

এ কথা স্মরণযোগ্য যে, তখনও হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-এর জন্ম হয়নি, শুধু দোয়া কবুল হয়েছে এবং আল্লাহ তায়ালা বেলাদতের পূর্বেই তাঁর কোন কোন ফযিলত বর্ণনা করেছেন। সামনের সূরা মারয়ামে তাঁর জন্মের পূর্ণ বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে। এই সূরার প্রথম রুকুতে ইয়াহইয়া (আঃ)-এর মীলাদের আলোচনা স্থান লাভ করেছে। কুরআনুল কারীমে বর্ণনাটি এভাবে শুরু হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে:

كٓهٰيٰعٓصٓ {১} ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا

কাফ-হা-ইয়া-আইন-সাদ । এটা আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর বান্দা যাকারিয়ার প্রতি।

এই আয়াতে কারীমার আলোকে বুঝা যে, পয়গাম্বরদের জন্মের আলোচনা (মীলাদনামা) কুরআন মজীদের শব্দাবলীর মধ্যে আল্লাহ তায়ালার রহমত স্বরূপ। যখন হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-এর আলোচনা অবশ্যই রহমত হিসেবে বরিত ও

[২২] সূরা আল ইমরান ৩৮-৪১

স্বীকৃত হবে। বেলাদতে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আলোচনা অবশ্যই রহমত হিসেবে চিহ্নিত হবে। সূরা মারয়ামের ৩নং আয়াত হতে ১৫ নং আয়াত পর্যন্ত ইয়াহইয়া (আঃ)-এর জন্মের কাহিনী ধারাবাহিকভাবে বিবৃত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে:

إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاء خَفِيّاً {৩} قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي
وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيّاً {৪} وَإِنِّي
خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِراً فَهَبْ لِي
مِن لَّدُنكَ وَلِيّاً {৫} يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ
رَبِّ رَضِيّاً {৬} يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ
نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيّاً {৭} قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ
وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِراً وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيّاً {৮} قَالَ
كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ
شَيْئاً }৯{ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ
ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيّاً {১০} فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ
فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيّاً{১১} { يَا يَحْيَى خُذِ
الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيّاً {১২} وَحَنَاناً مِّن لَّدُنَّا
وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيّاً {১৩} وَبَرّاً بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّاراً عَصِيّاً
{১৪} وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيّاً
}১৫{

যখন সে তাঁর পালনকর্তাকে আহবান করেছিল নিভৃতে। সে বলল: হে আমার পালনকর্তা আমার অস্থি বয়স-ভারাবনত হয়েছে; বার্ধক্যে মস্তক সুশুভ্র হয়েছে; হে আমার পালনকর্তা! আপনাকে ডেকে আমি কখনও বিফলমনোরথ হইনি।আমি ভয় করি আমার পর আমার স্বগোত্রকে এবং, আমার স্ত্রী বন্ধ্যা; কাজেই আপনি নিজের

পক্ষ থেকে আমাকে এক জন কর্তব্য পালনকারী দান করুন।সে আমার স্থলাভিষিক্ত হবে ইয়াকুব বংশের এবং হে আমার পালনকর্তা, তাকে করুন সন্তোষজনক।হে যাকারিয়া, আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম হবে ইয়াহইয়া। ইতিপূর্বে এই নামে আমি কারও নাম করণ করিনি।সে বলল: হে আমার পালনকর্তা কেমন করে আমার পুত্র হবে অথচ আমার স্ত্রী যে বন্ধ্যা, আর আমিও যে বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে উপনীত।তিনি বললেন: এমনিতেই হবে। তোমার পালনকর্তা বলে দিয়েছেন: এটা আমার পক্ষে সহজ। আমি তো পুর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি এবং তুমি কিছুই ছিলে না।সে বলল: হে আমার পালনকর্তা, আমাকে একটি নির্দশন দিন। তিনি বললেন তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি সুস্থ অবস্থায় তিন দিন মানুষের সাথে কথাবার্তা বলবে না।অত:পর সে কক্ষ থেকে বের হয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে এল এবং ইঙ্গিতে তাদেরকে সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহকে স্মরণ করতে বলল: হে ইয়াহইয়া দৃঢ়তার সাথে এই গ্রন্থ ধারণ কর। আমি তাকে শৈশবেই বিচারবুদ্ধি দান করেছিলাম। এবং নিজের পক্ষ থেকে আগ্রহ ও পবিত্রতা দিয়েছি। সে ছিল পরহেযগার। পিতা-মাতার অনুগত এবং সে উদ্ধত, নাফরমান ছিল না। তার প্রতি শান্তি-যেদিন সে জন্মগ্রহণ করে এবং যেদিন মৃত্যুবরণ করবে এবং যেদিন জীবিতাবস্থায় পুনরুত্থিত হবে।[২৩]

বস্তুতঃ সূরা মারয়ামের প্রথম রুকুটি হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) এর মীলাদের আলোচনা আখ্যানে ভরপুর রয়েছে। এতে প্রথমে তার মীলাদের কথা আলোচিত হয়েছে। কিভাবে তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা হযরত যাকারিয়া (আঃ) একান্ত বৃদ্ধ বয়সে স্বীয় উত্তরাধিকারীর জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, তারপর আল্লাহ তায়ালা তাঁকে হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-এর জন্মের শুভ সংবাদ দিলেন। যখন তিনি আশ্চর্যভাব প্রকাশ করলেন। তখন আল্লাহপাক স্বীয় কুদরতের বয়ান পেশ করলেন। মোট কথা, হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-এর রূহানী মাকামাত এবং তাঁর সীরাতের কতিপয় নির্দিষ্ট দিকে কথাও ব্যক্ত করা হয়েছে। হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-এর বেলাদতের শুরু হতে আরম্ভ করে তাঁর সীরাতের বিভিন্ন দিক বয়ান করার পর তাঁর জন্মদিন, মৃত্যুর দিন এবং পুনরুত্থানের দিনের (কেয়ামতের দিন উত্থিতকরণ) উপর শান্তি ও সালাম বর্ষণের মাধ্যমে পরিসমাপ্তি করা হয়েছে। কুরআনুল কারীমের এ সকল বিবরণ বয়ান করার উদ্দেশ্য কেবল একজন বরগুজিদাহ নবী হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-এর বেলাদতের গুরুত্বকে বিকশিত করা এবং পাঠকারীদের মনে একে স্থায়ী আসন দান করা। এটা ছিল ইয়াহইয়া (আঃ) এর মীলাদের আলোচনা যার ঘটনার কথা আল কুরআন তিলাওয়াত করা হয়।

[২৩] সূরা মারইয়াম

৫। হযরত ঈসা (আঃ) মীলাদ

হযরত মারিয়াম (আঃ) এর মীলাদের আলোচনার পর তাঁর ছেলে ঈসা (আঃ)এর মীলাদের আলোচনা ও কুরআন মাজীদে বর্ণনা করা হয়েছ। সূরা মারয়ামের পুরো একটি রুকু হযরত ঈসা (আঃ) মীলাদের আলোচনা সম্পর্কিত বিষয়ের আলোচনায় ভরপুর। এতে তাঁর বেলাদতের পূর্বে তাঁর স্নেহময়ী মাতাকে ছেলে সন্তান লাভের খোশখবরী প্রদান করা হয়েছে। কুরআন মজীদের সূরা আলে ইমরানের ৪৫ ও ৪৭ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاء الْعَالَمِينَ {৪২} يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ {৪৩} ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ {৪৪} إِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ {৪৫} وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَمِنَ الصَّالِحِينَ {৪৬} قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ {৪৭}

যখন ফেরেশতাগণ বললো, হে মারইয়াম আল্লাহ্ তোমাকে তাঁর এক বানীর সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার নাম হলো মসীহ-মারইয়াম-তনয় ঈসা, দুনিয়া ও আখেরাতে তিনি মহাসম্মানের অধিকারী এবং আল্লাহ্র ঘনিষ্ঠদের অন্তর্ভূক্ত।যখন তিনি মায়ের কোলে থাকবেন এবং পূর্ণ বয়স্ক হবেন তখন তিনি মানুষের সাথে কথা বলবেন। আর তিনি সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।তিনি বললেন, পরওয়ারদেগার! কেমন করে আমার সন্তান হবে; আমাকে তো কোন মানুষ স্পর্শ করেনি। বললেন এ ভাবেই আল্লাহ্ যা

ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যখন কোন কাজ করার জন্য ইচ্ছা করেন তখন বলেন যে, হয়ে যাও' অমনি তা হয়ে যায়। [২৪]

এরপর বিস্তারিতভাবে হযরত ঈসা (আঃ) এর জন্মের কথা উল্লেখ করে বেশকিছু ছোট ছোট বিষয়ও উল্লেখ করেছেন যে, কিভাবে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) আগমন করলেন এবং তিনি রূহ ফুঁৎকার করলেন, মারিয়াম (আঃ) গর্ভবতী হলে, প্রসবের সময় হযরত মারিয়াম (আঃ) এর কষ্ট হল, কুরআনুল কারীমে তাঁর কষ্টের কথাও উল্লেখ রয়েছে এবং তাঁর মেয়লীসুলভ লজ্জার কথাও তুলে ধরেছে। তারপর আল্লাহ পাকের হুকুমে যখন তিনি নির্জনতায় চলে গেলেন, সে কথার বর্ণনাও পেশ করেছে। তারপর এই বর্ণনাও উপস্থাপন করেছেন যে, কিভাবে কষ্ট দূর করার জন্য আল্লাহপাক ঝর্নার শীলত পানির ব্যবস্থা করলেন, তরতাজার খেজুর দান করলেন, যা ভক্ষণ করাতে কষ্ট দূর হয়ে গেল। এমনকি জন্ম মুহূর্তের কথাও উল্লেখ করেছেন। হযরত ঈসা (আঃ) এর জন্মের পর সদ্যপ্রসূত শিশুকে নিজের সম্প্রদায়ের নিকট নিয়ে গেলেন। কুরআনুল কারীম লোকজনদের নিন্দা ও কটু মন্তব্যের কথাও উল্লেখ করেছে এবং মাতৃক্রোড়ে হযরত ঈসা (আঃ) এর কথা বলার ঘটনাও বর্ণনা করেছেন। সূরা মারয়ামের ১৬নং আয়াত হতে ৩৫ নং আয়াত পর্যন্ত ইরশাদ হয়েছে:

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاناً شَرْقِيّاً {১৬} فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَاباً فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِيّاً {১৭} قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيّاً {১৮} قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلاَماً زَكِيّاً {১৯} قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيّاً {২০} قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْراً مَّقْضِيّاً {২১} فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَاناً قَصِيّاً {২২} فَأَجَاءهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْياً مَّنسِيّاً {২৩} فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيّاً

[২৪] সূরা আল ইমরানের ৪৫ ও ৪৭ নং আয়াতে

{২৪} وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيّاً
{২৫} فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْناً فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً
فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيّاً
{২৬} فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً
فَرِيّاً {২৭} يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا
كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيّاً {২৮} فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن
كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيّاً {২৯} قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ
وَجَعَلَنِي نَبِيّاً {৩০} وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي
بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً {৩১} وَبَرّاً بِوَالِدَتِي وَلَمْ
يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيّاً {৩২} وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ
أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيّاً {৩৩} ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ
الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ {৩৪} مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ
سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ {৩৫}

এই কিতাবে মারইয়ামের কথা বর্ণনা করুন, যখন সে তার পরিবারের লোকজন থেকে পৃথক হয়ে পূর্বদিকে এক স্থানে আশ্রয় নিল। অত:পর তাদের থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্যে সে পর্দা করলো। অত:পর আমি তার কাছে আমার রূহ প্রেরণ করলাম, সে তার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল। মারইয়াম বলল: আমি তোমা থেকে দয়াময়ের আশ্রয় প্রার্থনা করি যদি তুমি আল্লাহ্ভীরু হও। সে বলল: আমি তো শুধু তোমার পালনকর্তা প্রেরিত, যাতে তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করে যাব। মরিইয়াম বলল: কিরূপে আমার পুত্র হবে, যখন কোন মানব আমাকে স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণীও কখনও ছিলাম না ? সে বলল: এমনিতেই হবে। তোমার পালনকর্তা বলেছেন, এটা আমার জন্যে সহজ সাধ্য এবং আমি তাকে মানুষের জন্যে একটি নিদর্শন ও আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ স্বরূপ করতে চাই। এটা তো এক স্থিরকৃত ব্যাপার। অত:পর তিনি গর্ভে সন্তান ধারণ করলেন এবং তৎসহ এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেলেন। প্রসব বেদনা তাঁকে এক

খেজুর বৃক্ষ-মূলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। তিনি বললেন: হায়, আমি যদি কোনরূপে এর পূর্বে মরে যেতাম এবং মানুষের স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে, যেতাম! অত:পর ফেরেশতা তাকে নিম্নদিক থেকে আওয়ায দিলেন যে, তুমি দু:খ করো না। তোমার পালনকর্তা তোমার পায়ের তলায় একটি নহর জারি করেছেন। আর তুমি নিজের দিকে খেজুর গাছের কান্ডে নাড়া দাও, তা থেকে তোমার উপর সুপক্ক খেজুর পতিত হবে। যখন আহার কর, পান কর এবং চক্ষু শীতল কর। যদি মানুষের মধ্যে কাউকে তুমি দেখ, তবে বলে দিও: আমি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে রোযা মানত করছি। সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোন মানুষের সাথে কথা বলব না। অত:পর তিনি সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হলেন। তারা বলল: হে মারইয়াম, তুমি একটি অঘটন ঘটিয়ে বসেছ। হে হারূণ-ভাগিনী, তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না এবং তোমার মাতাও ছিল না ব্যভিচারিনী। অত:পর তিনি হাতে সন্তানের দিকে ইঙ্গিত করলেন। তারা বলল: যে কোলের শিশু তার সাথে আমরা কেমন করে কথা বলব? সন্তান বলল: আমি তো আল্লাহ্র বান্দাহ। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন। আমি যেখানেই থাকি, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন নামায ও যাকাত আদায় করতে। এবং জননীর অনুগত থাকতে এবং আমাকে তিনি উদ্ধত ও হতভাগ্য করেননি। আমার প্রতি সালাম যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন মৃত্যুবরণ করব এবং যেদিন পুনরুজ্জীবিত হয়ে উত্থিত হব। এই মারইয়ামের পুত্র ঈসা। সত্যকথা, যে সম্পর্কে লোকেরা বিতর্ক করে। আল্লাহ্ এমন নন যে, সন্তান গ্রহণ করবেন, তিনি পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা, তিনি যখন কোন কাজ করার সিদ্ধান্ত করেন, তখন একথাই বলেন: হও এবং তা হয়ে যায়। [২৫]

প্রসঙ্গতঃ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে এই যে, ইহুদী, খৃস্টান, মুশরিক ও সুস্পষ্ট মুনফিক শ্রেণীর একদল পন্ডিত বিশেষজ্ঞ, আল্লামা বা ওলামা নামধারী খ্যাতিমান পুরুষ, এমনকি কল্প কহিনীর লেখক ও গল্পকারও সদম্ভে বলে বেড়াচ্ছেন যে, খাতিমুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমাদ মুজতাবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম বৃত্তান্ত ও জীবনচরিত সম্পর্কে আল কুরআনে কিছুই বলা হয়নি। সুতরাং মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর বিষয়ে মাথা ঘামনোর কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। তাদের প্রতি আমদের একান্ত অনুরোধ এই যে, আপনারা এতসব জ্ঞানের শাখা-প্রশাখায় বিচরণ করেছেন, যার দরুন দুনিয়ার মানুষ আপনাদেরকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের নজরে দেখেছে এবং দেখবে। কিন্তু এতকিছুর পরও আপনারা জ্ঞানলাভের দৃষ্টিতে আল কুআনকে পাঠ করেননি কেন? আল কুরআনের

[২৫] সূরা মারইয়াম ১৬-৩৫ নং আয়াত

আল্লাহপাক তাঁর এবং তাঁর পিতা ও পিতৃপুরুষদের কসম খেয়ে আল কুরআনে ইরশাদ করেছেন:

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ {١}وَأَنتَ حِلٌّ بِهَـذَا الْبَلَـدِ {٢} وَوَالِـدٍ وَمَـا وَلَدَ

আমি এ শহরের শপথ করি। এবং এ শহরের আপনার উপর কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। শপথ জনকের ও যা জন্ম দেয়।[২৬]

আল্লাহ তাবরাকা ওয়া তায়ালা মক্কা শহরকে শপথ করার উপযোগী এ জন্য সাব্যস্ত করেননি যে, সেখানে বাইতুল্লাহ আছে, হাজরে আসওয়াত, মাতাফ, হাতীম, মুলতাজাম, মাকাকে ইব্রাহীম, যমযম কুয়া, সাফা মারওয়া, ময়দানে আরাফাত, মিনা এবং মুজদালেফা আছে। বরং শপথ করার কারণ কুরআনুল কারীমের দৃষ্টিকোন থেকে এই যে, এই শহর মাহবুবে রাব্বুল আলামী (সাঃ- এর বেলাদতের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা লাভের মর্যাদা লাভ করেছে। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা মক্কা শহরের শপথ এ জন্য কচ্ছেন যে, এই শহর পিয়ারা নবী হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সমস্ত পিতৃপুরুষদের শপথ করেছেন। এ পর্যায়ে এ কথাটি কতই চন্তার বিষয় যে, বরং তিনি কেবল একজন সত্তার জন্যই এতসব শপথ করেছেন, তিনি হচ্ছেন হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বরকতময় আবির্ভাবের কথা আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন স্থানে এভাবে ইরশাদ করেছেন:

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ

(১৫১)

যেমন, আমি পাঠিয়েছি তোমাদেরই মধ্য থেকে তোমাদের জন্যে একজন রসূল, যিনি তোমাদের নিকট আমার বাণীসমুহ পাঠ করবেন এবং তোমাদের পবিত্র করবেন; আর তোমাদের শিক্ষা দেবেন কিতাব ও তাঁর তত্ত্বজ্ঞান এবং শিক্ষা দেবেন এমন বিষয় যা কখনো তোমরা জানতে না।[২৭]

[২৬] সূরা বালাদ ১-৩
[২৭] সূরা আল বাকারা ১৫১

বাণীসমূহের হকীকতের সন্ধান করেননি কেন? কেন এ কথা অনুধাবন করার চেষ্টা করেননি যে, সমগ্র কুরআনে পিয়ারা নবী তাজদারে মদীনা হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনচরিত বিবৃত হয়েছে এবং অনেক আয়াতে কারীমায় তাঁর বেলাদত ও জন্ম বৃত্তান্ত বিধৃত আছে। প্রকৃত সত্যকে মিথ্যা বেড়াজালে আটকানোর এবং সত্য ছায়াতলে আশ্রয় নিতে প্রয়াসী হোন। অন্যথায় আপনাদের মিথ্যাচার ও দম্ভোক্তি আপনাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এর কোন ব্যত্যয় হবে না।

৬। হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মীলাদের আলোচনা

পূর্ববর্তী পৃষ্টাসমূহে আমরা আম্বিয়া (আঃ) মীলাদের আলোচনা শিরোনামে ওই সকল আম্বিয়াগণের মীলাদের আলোচনা বর্ণনা করেছি, যা মীলাদ পাঠকারী স্বয়ং আল্লাল্লাহু রাব্বুল ইজ্জত। কুরআনুল কারীমে সেই আম্বিয়ায়ে কেরামের মীলাদের আলোচনা করার উদ্দশ্য এই যে, আম্বিয়ায়ে কেরামের বেলাদতের ঘটনাবলী, তাদের কামালাত ও বারাকাত এবং তাদের উপর আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের এনায়াত, অনুগ্রহ বর্ণনা করা, সুন্নাতে ইলাহীয়া যা আল্লাহর বিধানের অন্তর্ভূক্ত এবং সেগুলোকে বারবার উল্লেখ করা কুরআনুল কারীমের লক্ষ। এ পর্যায়ে প্রশ্ন উত্থিত হতে পারে যে, হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পূববর্তী আম্বিয়া কেরামের উল্লেখ তো কুরআনুল কারীমে করা হয়েছে, তবে কি হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মের কথাও আল কুরআনে রয়েছে? এর উত্তর হ্যাঁ সূচক। কুরআনুল কারীমে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মের কথাও বিবৃত হয়েছে।

কুরআনুল কারীম গভীর দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করলে একথা সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত কুরআনুল কারীমে স্বীয় বরগুজিদাহ আম্বিয়া কেরামের বেলাদতের কথা উল্লেখ করে তাদের শান ও মর্যাদাকে বুলন্দ করেছেন। এগুলোই হচ্ছে আম্বিয়া (আঃ) মীলাদ। যদি কুরআনুল কারীমের আয়াতসমূহের অর্থের উপর চিন্তা করা হয়, গবেষণা করা হয়, তাহলে বুঝা যাবে যে, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত ইমামুল আম্বিয়া, রাহমাতুল্লিল আলামীন হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পূর্ববর্তী যতজন আম্বিয়া (আঃ) এর কথা উল্লখ করেছেন তা তাদের বেলাদতের কথা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু যখন হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা উল্লেখ করেছেন তা এতখানি শানে এমতিয়াজের সাথে করেছেন যে, তাঁর বেলাদতের সম্পর্কে কারণে শুধু কেবল তাঁর জন্মগ্রহণের শহরটিই সম্মানিত ও মর্যাদাবান হয়নি, বরং তাঁর পিতা ও দাদাদের মর্যাদাও বর্ধিত হয়েছে। তাইতো

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ

২। আল্লাহ্ ঈমানদারদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে নবী পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন। তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও কাজের কথা শিক্ষা দেন। বস্তুতঃ তারা ছিল পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট।[২৮]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَآمِنُواْ خَيْراً لَّكُمْ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً {١٧٠}

৩।হে মানবজাতি! তোমাদের পালনকর্তার যথার্থ বাণী নিয়ে তোমাদের নিকট রসূল এসেছেন, তোমরা তা মেনে নাও যাতে তোমাদের কল্যাণ হতে পারে। আর যদি তোমরা তা না মান, জেনে রাখ আসমানসমূহে ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সে সবকিছুই আল্লাহ্র। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন সর্বজ্ঞ, প্রাজ্ঞ। [২৯]

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ {١٥}

৪। হে আহলে-কিতাবগণ! তোমাদের কাছে আমার রাসূল আগমন করেছেন! কিতাবের যেসব বিষয় তোমরা গোপন করতে, তিনি তার মধ্য থেকে অনেক বিষয় প্রকাশ করেন এবং অনেক বিষয় মার্জনা করেন। তোমাদের কাছে একটি উজ্জল জ্যোতি এসেছে এবং একটি সমুজ্জল গ্রন্থ।[৩০]

---

[২৮] সূরা আল ইমরান
[২৯] সূরা নিসা ১৭০
[৩০] সূরা মায়েদা ১৫

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَاءنَا مِن بَشِيرٍ وَلاَ نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ {١٩}

৫। আহলে-কিতাবগণ! তোমাদের কাছে আমার রসূল আগমণ করেছেন, যিনি পয়গম্বরদের বিরতির পর তোমাদের কাছে পু□ খানুপু□ খ বর্ণনা করেন-যাতে তোমরা একথা বলতে না পার যে, আমাদের কাছে কোন সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শক আগমন করে নি। অতএব, তোমাদের কাছে সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শক আগমন করেননি। অতএব, তোমাদের কাছে সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শক এসে গেছেন। আল্লাহ সবকিছুর উপর শক্তিমান। [৩১]

قَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ {١٢٨}

৬। তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল। তোমাদের দু:খ-কষ্ট তার পক্ষে দু:সহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়। [৩২]

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ {١٠٧}

৭। আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি। [৩৩]

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

৮। তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তার আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত। [৩৪]

---

[৩১] সূরা মায়েদা ১৯
[৩২] সূরা তওবা ১২৮
[৩৩] সূরা আম্বিয়া ১০৭

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَاهِداً عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً {১৫}

৮। আমি তোমাদের কাছে একজন রসূলকে তোমাদের জন্যে সাক্ষী করে প্রেরণ করেছি, যেমন প্রেরণ করেছিলাম ফেরাউনের কাছে একজন রসূল। [৩৩]

উল্লিখিত আয়াতসমূহের মধ্যে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই রং ও গন্ধপূর্ণ পৃথিবীতে আগমনের বিবরণ মূলতঃ তার পবিত্র বেলাদতেরই আলোচনা বৈ কিছুই নয়। এই আয়াতসমূহের মর্মের প্রতি লক্ষ করলে অবশ্যই বুঝা যাবে যে, আল্লাহ পাক স্বীয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর বেলাদতের বর্ণনা সকল মানব জাতির জন্যই করেছেন। এতে সকল ঈমানদারদের ছাড়াও সকল আহলে কিতাব এবং কাফের ও শুকরিয়াও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। তাদের প্রত্যেককেই অবহিত কবা হয়েছে যে, হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাশরীফ এনেছেন। এবং তারপর তাঁর আগমনকে তামাম কায়েনাতের জন্য নেয়ামত ও রহমাত নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর আগমনের বিবরণ এতখনি সতর্কতা ও ধারাবাহিকতার সাথে করেছেন যে, কোন লোকের পক্ষেই এ কথা বলা সম্ভব নয় যে, ইহা সাধারণ বিবরণ ও আলোচনা।

এই পবিত্র আয়াতসমূহের দ্বারা আল্লাহ তায়ালা উম্মতে মুসলিমাকে এ কথা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, আমার মাহবুবের বেলাদতের আলোচনা কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মানব জাতির জন্য লাজেম বা আবশ্যক। সুতরাং এ কথা মনে করা যে, হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বেলাদতের আলোচনা করার ফায়দা কি? তবে তা হবে কুরআনুল কারীমের অসংখ্য আয়াতের নির্দেশ অস্বীকার করা এবং এমন ধারণা পোষণ করা একই রকম। কেননা আম্বিয়া (আঃ)-এর বেলাদতের আলোচনা করা এবং তাদের জন্মালোচনা কুরআনুল কারীমে বয়ান করে তা তিলাওয়াত করার হুকুম স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দিয়েছেন এবং এটাই আল্লাহ পাকের ইচ্ছা বা অভিপ্রায়। যখণ আমরা হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর আলোচনা মীলাদ শিরোনামে উদযাপন করি, তখন আমরা অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার হুকুম পালন করি এবং আল্লাহর সুন্নাতের ও সুন্নাতে নববীর উপর আমল করি। যদি আমরা এ সকল আয়াতে অর্থ ও মর্মের প্রতি লক্ষ করি, সেগুলোতে আল্লাহ তায়ালা স্বীয়

[৩৩] সূরা জুমুয়া- ১৫
[৩৪] সূরা মুজাম্মিল ১৫

মাহবুব এবং বরগুজিদাহ বান্দাহদের বেলাদতের ঘটনা বর্ণনা করেছেন, তাহলে আমরা অবশ্যই অনুধাবন করতে সক্ষম হব যে, এই আয়াতসমূহে বিবৃত ঘটনাবলীর সম্পর্ক সরাসরিভাবে উম্মতে মুসলিমার তা'লীম ও তরবিয়তের ফরযিয়াতের সথে নেই। তবে এতটুকু সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, এগুলোর উদ্দেশ্য ও মাকসুদ হচ্ছে আম্বিয়া (আঃ) এর মীলাদের আলোচনা করা ও সে সম্পর্কিত বিষয়াদি বয়ান করা।

৪। আম্বিয়া (আঃ) মীলাদের আলোচনা হতে মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত একটি সমীক্ষা

আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত স্বীয় বরগুজিদাহ আম্বিয়া (আঃ) বেলাদতের বর্ণনা এতখানি সচেতনতা ও পরিপাটি সহকারে করেছেন যে, এতে মানুষের মনে উদ্ভূত ধারণাগুলোকেও তুলে ধরেছেন। আল কুরআনে বর্ণিত হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) এর মীলাদনামা পাঠ করুন, তাহলে অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে, যখন তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা হযরত যাকারিয়া (আঃ) হযরত মারয়ামের জন্য নিমিত কামরায় প্রবেশ করলেন এবং তার নিকট বেমওসুমের ফলফলাদি দেখতে পেলেন, তখন সেখানে দাঁড়িয়েই নিজের সন্তান লাভর খোশখবরী লাভ করলেন, তখন তাঁর অন্তরে মানবসুলভ প্রত্যাশার আলোকে একটি খেয়াল পয়দা হলো যে, আমি এতখনি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি এবং আমার স্ত্রীও বন্ধা হয়ে গেছে, এমতাবস্থায় আমাদের ছেলে সন্তান কেমন করে হবে? এ খেলায় মনের কোনে উদয় হতেই আল্লাহ পাকের দরবারে আরজ করলেন, প্রশ্ন করলেন। কুরআনুল করীমে এই প্রশ্নের কথা, জিজ্ঞাসার কথা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে এবং খেয়ালের পরিণামে আগত প্রশ্নাবলীর উত্তরও প্রদান করা হয়েছে। একই সথে আল্লাহপাক হযরত যাকারিয়া (আঃ) এরপ্রশ্নের উত্তর খোলাখুলি ভাবে প্রদান করেছেন।

অনুরুপ ভাবে হযরত ইসা (আঃ) এর মীলাদের পর্যালোচনা বড়ই ঈমান আফরোজ এবং চিন্তা ও গবেষণার আকর হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। ইহার কোন কোন অংশ পাঠ করে মনের কোনে প্রশ্নের উদয় হতে পারে যে, এ সকল সাধারণ বস্তুসমূহের কথা বর্ণনা করার কি দরকার ছিল? কেন এগুলোর অবতারণা করা হয়েছে? উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, হযরত জিব্রাঈল (আঃ) হতে শুরু করে হযরত ঈসা (আঃ) এর বেলাদত পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্তের ঘটনাবলীর আলোচনা, প্রসবকালীন কথা ও বেদনার আলোচনা এবং পেরেশানীর হালতে হযরত মারিয়াম (আঃ) এর কথা বলা যে, আহা! কি ভাল হতো, যদি আমি আগেই মরে যেতাম. আমার কথা মানুষের মন হতে মুছে যেত ইত্যাদি। এ ধরনের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালা উম্মতে মুসলিমাকে এই অনুভূতি ও উপলব্ধি দান করেছেন যে, যেভাবে কুরআনুল কারীম

অন্য আম্বিয়াদের বেলাদত বিষয়ের সাথে অনেক ঘটনার কথা বয়ান করেছেন, ঠিক সেভাবেই হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথাও আলোচনা করেছেন এবং তাঁর বেলাদত সম্পর্কেও বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছেন। হযরত আদম (আঃ) হতে শুরু করে হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) পর্যন্ত এবং সাইয়্যেদাহ আমেনা (রাঃ)-এর কোল হতে শুরু করে হযরত হালিমা সাদিয়া (রাঃ)-এর গ্রাম পর্যন্ত সকল ঘটনা মীলাদুননবী (সাঃ- এর অনুষ্ঠানে ও মাহফিলে বর্ণণা করা হয়। আর যে সকল কামালাত ও বারাকাত তাঁর পবিত্র হায়াতে প্রত্যক্ষ করা গেছে সেগুলোর বর্ণনাও করা হয়। এটাই সুন্নাতে ইলাহিয়া এবং কুরআনুল কারীমের লক্ষ। অন্য আম্বিয়ায়ে কেরামের কথা ওহীয়ে ইলাহীর মাধ্যমে স্বয়ং হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা পরবর্তীতে আগমনকারী নবীরই বর্ণনা করার কথা ছিল। যেহেতু তিনি খাতামুন নবিয়্যিন, সেহেতু তার পর আর কোন নবীর আগমন ঘটবে না, যিনি তাঁর কথা উল্লেখ করবেন। এ জন্য তার কথা তার উম্মতগণ আলোচনা করবে, প্রচার করবে, এটাই স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার।

হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মীলাদ বলতে ওই সকল ঘটনাবলীর আলোচনা ও বয়ান বুঝায়, যা রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মর্যাদাপূর্ণ বেলাদতের পূর্ববর্তী সময়ে এবং বেলাদতের সময়ে প্রকাশ পেয়েছে। নূরে মোহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আদম (আঃ) হতে শুরু করে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) পর্যন্ত কিভাবে পবিত্র পৃষ্টদেশসমূহ হতে পবিত্র রেহেমসমূহে স্থানান্তরিত হয়েছে তাঁর বেলাদতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা বিশ্ব মানবতার ওপর কি কি এহসানাত প্রদর্শন করেছেন। আশেকানে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনিতেই তো সারা বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মহব্বতে সানা ও প্রশংসা করতে থাকে। কিন্তু যখনই পবিত্র মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রবিউল আউয়াল মাস আগমন করে তখন তাদের মহব্বতে নতুন মাত্রা যোগ হয় এবং নবীপ্রেম ভালোবাসার আগুনে জোঁশ এসে যায়। তারা তাদের প্রাণপ্রিয় মাহবুব পিয়ারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর মর্যাদাপূর্ণ বেলাদতের সুন্দর ও মনোহর আলোচনার দ্বারা নিজেদের দেহ, মন ও অন্তরকে মুনাওয়ার করে তোলে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মহব্বতের পয়গাম সাধারণ্যে প্রচার করার লক্ষে নির্দিষ্টভাবে মাহফিলে মীলাদের আয়োজন করে এবং মুহিব্বানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বতঃস্ফুর্তভাবে উক্ত মাহফিরে অংশগ্রহণ করেন। ইহা একটি ঈমান আফরোজ পরিবেশ। এই পর্যায় কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চুল মোবারক, চেহারা মোবারকের বিবরণ পেশ করে, আবার কেউ সবুজ গম্বুজের প্রাণস্পর্শী দৃশ্য তুলে ধরে, আবার কেউ রওজায়ে আকদাসের সোনালী ঝালরগুলোর বর্ণনা পেপশ করে,

আবার কেউ মদীনা মানাওয়ারা শহরেরর অলি গলির কথা বর্ণনা করে। আবার মদীনা মুনাওয়ারার অন্তর কাড়া আলাকোজ্জ্বল রওনকের কথা কেউ বয়ান করে। আবার কেউ সাইয়্যেদাহ আমেনা (রাঃ)-এর গৃহখানির কথা আলোচনা করে। কেউ হযরত হালিমা সাদিয়া (রাঃ) এর মক্কা শহরে আগমন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে সাথে নিয়ে প্রত্যাবর্তনের কথার বিবরণ দেয়। আবার কেউ পিয়ারা নবী মোহাম্মাদুল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর বাক্যকালের কথা বিবৃত করে, আবার কেউ কৈশোরের কথার বিবরণ দেয় এবং কেউ চৌদ্দশ বছর পেছনে প্রত্যাবর্তন করে মক্কা শহরের উপত্যকায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর আনন্দ-চঞ্চল সৌন্দর্যের কথা বর্ণনা করে। মোট কথা, এই মাসে শুধু কেবল নবী প্রেমের প্রশস্তি ও প্রশস্তি চারদিকে গুঞ্জরিত হতে থাকে; প্রেম নিবেদনের মোহনীয় তারানা চলতে থাকে। মর্যাদাপূর্ণ বেলাদত ও জীবনাদর্শের প্রচার হতে থাকে। এতসব আয়োজন ও এতসব ভালোবাসার গুঞ্জরন এ জন্যই করা হয় যেন রাসুল প্রেমের এই আহ্বান শ্রবণ করে ঈমানদারদের অন্তরে রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি নব অনুরাগের আকর্ষণ সৃষ্টি হয় এবং নব উদ্যামে পেরণা অনুরণিত হয়।

পূর্ববর্তী আলেচনায় কুরআনুল করীমের আলোকে আম্বিয়া (আঃ)-এর মীলাদের বর্ণনার দ্বারা এই প্রশ্নের অসারতা প্রতিপন্ন হয়ে যায় যে, মীলাদে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর বেলাদত কিভাবে হয়েছে ইত্যাদি। বস্তুতঃ কুরআনুল কারীমের উল্লিখিত আম্বিয়ায়ে কেরামের মীলাদের অবস্থা ও ঘটনাবলী এবং বেলাদতের কাহিনী পাঠ করার পরও কেউ যদি চিন্তা করে যে, ওই সকল বিষয় বা বস্তু আলোচনা করার কোন প্রয়োজন নেই, তাহলে এই অভিযোগকারীর কুরআনুল কারীমের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ সম্পর্কে মূর্খতা, জ্ঞানহীনতা, হটধর্মিতা ও বিরুদ্ধবাদিতাই প্রকাশ পাবে এবং সে কোনক্রমেই ঈমানদারদের দলে শামিল হতে পারবে না।

উপরোক্ত বিস্তারিত আলোচনার দ্বারা কুরআনুল কারীমের দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিশেষত্বটি তুলে ধরাই আমাদের উদ্দেশ্য যে, আম্বিয়ায়ে কেরামের মীলাদের আলোচনা, বেলাদতের ঘটনাবলী, কামালাত ও বারাকাত এবং তাঁদের ওপর বর্ষিত আল্লাহ পাকের দান ও অনুগ্রহের কথা আলোচনা করা আল্লাহ পাকের সুন্নাত বা রীতি। এই সকল বিষয়াদি কুরআনুল কারীমে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত বারবার উল্লেখ করেছেন এবং বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

সুতরাং এই নিরিখে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর বেলাদতের আলেচনা করাও সুন্নাতে ইলাহীয়ার আওতায় আসে, যা কেয়ামত পর্যন্ত আগত

মুহিব্বানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদযাপন করতে থাকবে। এই আলোচনা ও যিকির কিভাবে হবে? এ যিকিরের তরীকা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা বুঝিয়ে দিয়েছেন। যখন আমরা মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর হালাত ও ঘটনাবলীর কথা স্মরণ করি বা উল্লেখ করি, তবে ইহাও পূর্ববর্তী আম্বিয়া উম্মাহর সকল সচেতন মুমিনদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করছি

বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সৃষ্টির সূচনা

قال عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله الانصارى- قال قلت يا رسول الله بابى انت و امى. اخبرنى عن اول شئ خلقه الله تعالى قبل الاشياء نور نبيك من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى. ولم يكن فى ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة و لا نار و لا ملك و لا سماء و لا ارض ولا شمس و لا قمر ولا جن ولا انس.

فلما اراد الله ان يخلق الخلق قسم ذلك النور اربعة اجزاء. فخلق من الجزء الاول القلم و من الثانى اللوح و من الثالث العرش المعلى- ثم قسم الجزء الرابع اربعة اجزاء- فخلق من الجزء الاول حملة العرش و من الثانى الكرسى و من الثالث باقى الملائكة- ثم قسم الجزء الرابع اربعة اجزاء فخلق من الاول السموات و من الثانى الارضين و من الثالث الجنة والنار- ثم قسم الرابع اربعة اجزاء فخلق من الاول نور ابصار المؤمنين و من الثانى نور قلوبهم و هى المعرفة بالله تعالى – و من الثالث نور انسهم و هو التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله- الحديث-

। হযরত আব্দুর রাজ্জাক[৩১] মা"মার[৩৭] থেকে তিনি মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির[৩৮] থেকে

---

[৩৬] বৈরুত থেকে প্রকাশিত মুছান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক গ্রন্থটির প্রথম এগারটি হাদীস অসাবধানবশত বাদ পড়ে যায় । বাদ পড়ে যাওয়া এগারটি হাদীস "দুবাই" ইমাম মালিক শরীয়্যা ওয়াল ক্বানূন ডিপার্টমেন্টের সাবেক ডিন, এবং দুবাই দায়ইরাতুল আওক্বাফ ওয়াশ শুয়ূনিল ইসলামীয়্যার সাবেক চেয়ারম্যান ড. 'ঈসা ইবনে 'আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মানি' আল-হিমাইরী সাহেব সংগ্রহ করে ১৪২৫হি. / ২০০৫ খৃ. সালে الجزء المفقود من الجزء الاول من المصنف. আল-জুযউল মাফক্বূদ মিনাল জযয়য়িল আওয়াল মিনাল মুসান্নাফ নামে প্রকাশ করেছেন।

ইতিপূর্বে বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও 'আশিক্বে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমাম শিহাবুদ্দীন আবূল 'আব্বাস আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ক্বাসতুলানী রহ. 'মাওয়াহিবুল লাদুন্নীয়্যা গ্রন্থে, ইমাম ইবনে হাজর মক্কী রহ. 'আফদ্বালুল কুরা' গ্রন্থে, আল্লামা ফাসী রহ. 'মাত্বালিউল মুসাররাত' গ্রন্থে, 'আল্লামা যারক্বানী রহ. 'শারহুল মাওয়াহিব' গ্রন্থে, আল্লামা দিয়ারে বিকরী রহ. 'খামীস' গ্রন্থে, শায়খ 'আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রহ. 'মাদারিজুন নবুয়াত গ্রন্থসহ অসংখ্য মুহাদ্দিস, মুফাস্সির, ইসলামী চিন্তাবিদ হাদীসটি গৃহীত হাদীস' এর মর্যাদায় উপনীত হয়ে 'হাসান' স্তরে উন্নীত হয়েছে। আর এ স্তরে উন্নীত হাদীসের সনদ বর্ণনার প্রয়োজন পড়ে না। এমতাবস্থায় সনদ দ্ব'য়ীফ হলেও বিশ্বাস এবং আমল করতে কোন সমস্যা নেই।

সর্বোপরি 'আল্লামা, মুহাদ্দিস, 'আরিফ-বিল্লাহ সৈয়্যদ 'আবদুল গণী নাবলুসী রহ. ত্বরীক্বাতুল মুহাম্মদীয়া গ্রন্থের শরাহ, হাদীক্বায়ে নাদীয়্যা গ্রন্থেও 'নূর' সম্পর্কীয় হাদীস সমূহকে বিশুদ্ধ বলে অভিমত দিয়েছেন।

প্রকৃত সত্য হচ্ছে ঐ কিতাবটি বৈরুতের একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান প্রকাশ করেছে। এতে উক্ত কিতাবের বেশ কিছু পর্ব / বাব অসাবধানতা বশতঃ বাদ পড়তেই পারে, সে বাদ পড়া হাদীস গুলোর পাণ্ডুলিপি একত্র করেছেন দুবাই 'দাইরাতুল আওকাফ ওয়াশ শুউনিল ইসলামীয়্যাহ' এর জেনারেল সেক্রেটারী এবং দুবাই আল-ইমাম মালিক কলেজের আশ-শরী'য়া ওয়াল-ক্বানুন বিভাগের ডীন ড. 'ঈসা ইবনে 'আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মানি' আল-হিমাইরী সাহেব। তাঁর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য এবং দরুদ ও সালাম পরিপূর্ণ উপমা, পূর্ণ আলো, প্রারম্ভের ও সমাপ্তির প্রতি, আমাদের সরদার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি যাঁর মাধ্যমে স্থান ও কালের প্রকৃত রূপ প্রকাশ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মানব-দানবের সরদার বানিয়েছেন। অতঃপর হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসের বিশুদ্ধতা নিয়ে অত্যধিক মতবিরোধ, বাগ-বিতন্ডা পরিলক্ষিত হয়। অথচ অনেক ঐতিহাসিক, মুহাদ্দিস উক্ত হাদীসটি স্বীয় গ্রন্থে সন্নিবেশ করেছেন। তারা সকলে হাদীসটি হযরত ইমাম 'আবদুর রায্যাক ইবনে হুমাম (র.) -এর প্রতি সনদ বিষয়ে সম্পৃক্ত করেছেন। তাই হাদীসটির পাণ্ডুলিপির প্রত্যাশায় আমাদের সমকালীন মাওলানা, হাদীসুল 'আসর আহমদ ইবনে আস-সাদিক আল-গুমারী এবং 'আল্লামা আল-শায়খ 'উমর হামদান মুহাদ্দিসে হিজাজ রহ. ও ইয়ামন সফর করেছেন। যাতে তার মূল পাণ্ডুলিপি থেকে হাদীসটি শ্রবণ করা যায়। ঠিক মাওলার মনশা ছিল অন্যরকম। হাদীস গবেষকগণ ইয়ামানের সে দূর্লভ পাণ্ডুলিপিটি পাওয়ার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করলেন, এমনটি ইস্তাম্বুলের বিভিন্ন গ্রন্থগারেও তালাশ করেন। যা পেল তা অপূর্ণাঙ্গ। এটি ত্রুটি মুক্ত নয়। তবে বর্তমানে আল্লামা, মুহাক্কিক, শায়খ হাবীবুর রহমান আল-আ'যমী রহ. -এর বিশ্লেষণ সম্বলিত যে মুদ্রণটি রয়েছে সেখানে উক্ত পাণ্ডুলিপি গুলোর বর্ণনা বিদ্যমান আছে।

দিন এভাবে চলল, আমি এ বিষয়ে আল্লাহর প্রিয় হাবীবের সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নেক নযর ও দয়ার প্রত্যাশী হলাম। আল্লাহর সৎকর্মপরায়ন বান্দাদের রূহানী তাওয়াজ্জু ও তাঁদের মঙ্গল কামনা করলাম এবং সে মুহূর্তটির অপেক্ষায় রইলাম কখন সে অতীব দূর্লভ পাণ্ডুলিপিটি হস্তগত হবে। এমনি অবস্থায় আমি নূর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নূরানী রাওযায় ছিলাম আল্লাহ তা'আলা আমাকে সে পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে অবগত করালেন যে, মুসান্নাফে আবদুর রায্যাকের প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ডের পাণ্ডুলিপি ভারতবর্ষের অধিবাসী সৎকর্মশীল আল্লাহর বান্দা ড. আস-সৈয়দ মুহাম্মদ আমীন বারকাতী ক্বাদেরী আল্লাহ তাঁকে রহম করুন সাহেবের নিকট রয়েছে।

তিনি হযরত জাবের-বিন আব্দুল্লাহ আনসারী (রাদ্বিঃ) হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার পিতা মাতা আপনার জন্য কোরবান হয়ে যাক, আপনি আমাকে জানিয়ে দিন যে, আল্লাহ পাক সর্ব প্রথম কোন জিনিষ সৃষ্টি করেছেন? তিনি বলেন হে জাবের (রাদ্বিঃ) নিশ্চয় আল্লাহ পাক সব কিছুর পূর্বে তোমার নবীর নূর মোবারক সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ পাক এর প্রথম সৃষ্টি হচ্ছে নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। অতঃপর সেই নূর মোবারক আল্লাহ পাক এর ইচ্ছা অনুযায়ী কুদরতি ভাবে ঘুরছিল। আর সে সময় লৌহ, কলম, বেহেশত, দোযখ, ফেরেস্তা, আসমান, জমীন, চন্দ্র, সূর্য, মানুষ ও জ্বীন কিছুই ছিলনা। অতঃপর মহান আল্লাহ পাক মাখলুকাত সৃষ্টি করার ইচ্ছা পোষণ করলেন। তখন সেই নূর মোবারক থেকে একটা অংশ নিয়ে চারভাগ করলেন। প্রথম ভাগ দ্বারা ক্বলম, দ্বিতীয় ভাগ দ্বারা লওহে মাহফুজ, তৃতীয় ভাগ দ্বারা আরশ বহনকারী ফেরেস্তা, সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর চতুর্থ ভাগকে আবার চার ভাগে বিভক্ত করেন। প্রথম ভাগ দ্বারা আসমান, দ্বিতীয় ভাগ দ্বারা যমীন, আর তৃতীয় ভাগ দ্বারা বেহেস্ত ও দোযখ সৃষ্টি করেন। নূরের অবশিষ্ট এ চতুর্থ ভাগকে আবার চার ভাগ করেন। প্রথম ভাগ দ্বারা মুমিন বান্দাদের চোখের জ্যোতি, দ্বিতীয় ভাগ দ্বারা তাদের ক্বলবের জ্যোতি, আর

আল্লাহ তা'আলার অশেষ দয়ায় সে পাণ্ডুলিপিতে হযরত জাবির রা. -এর বহুল আলোচিত হাদীসটি পূর্ণাঙ্গ সনদসহ বিদ্যমান আছে। বাজারে মুদ্রিত আল-মুসান্নাফ হাদীসটি গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি সব মিলিয়ে দেখা হলো তখন আরো সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, মুদ্রিত গ্রন্থটিতে দশটি পর্ব বাদ পড়ে গেছে।
নূর তত্ত্ব, ড.আব্দুল হালিম

[৩৭] **মা'মার বিন রাশেদ (রহঃ) পরিচিতি :** নাম-মা'মার; কুনিয়াত আবু উরওয়া। পিতা-রাশেদ। তিনি ছিলেন ইয়ামনের অধিবাসী অন্যতম প্রসিদ্ধ আলেম। আয্দে শানুয়া গোত্রের লোকেরা তাঁকে খরিদ করে মুক্ত করেছেন।

রেওয়ায়েত : তিনি ইবনে শিহাব যুহ্রী রাঃ ও হুমাম থেকে হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। তাঁর থেকে সুফিয়ান সাওরী, সুফিয়ান বিন উয়ায়না প্রমুখ হাদীস বর্ণনা করেন। মুহাদ্দিস আবদুর রাজ্জাক (রহঃ) বলেছেন, "আমি মা'মার বিন রাশেদ রাঃ থেকে ১ হাজার হাদীস শ্রবণ করছি।ইন্তেকাল : এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর।

[৩৮] **মোহাম্মদ বিন মুনকাদির (রহঃ)**
পরিচিতি : নাম-মুহাম্মদ। পিতা-মুনকাদির। তিনি "তায়েম" গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন।

রেওয়ায়েত : হাদীসে নব্বীর এক বিরাট খেদ্মত আঞ্জাম দেন। তিনি হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রহঃ) আনাস বিন মালেক, আবদুল্লাহ্ বিন মালেক, আবদুল্লাহ্ বিন যুবায়ের ও রবীয়া থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। তাঁর থেকে এক জামায়াত রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) ও ইমাম মালেক (রহঃ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ওফাত ১৩০ হিঃ। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। তিনি ছিলেন জ্ঞানগরিমা, সাধুতা, সত্য নিষ্ঠা ও ইবাদতে অতুলনীয়।

তৃতীয় ভাগ দ্বারা মুমিনের উনসের নূর. لا اله الا الله محمدرسول الله অর্থাৎ তাওহীদের নূর সৃষ্টি করেন।[৩৯]

ইমাম ইবনুল আরাবী, ইমাম, ইবনে হাজার হাইতামী, ইমাম দিয়ারে বিকরী, ইমামুল হিন্দ শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহঃ) উক্ত হাদীস শরীফকে নিজ নিজ কিতাবে সহিহ বলে মন্তব্য করেছেন।

নুরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম সৃষ্টি সম্পর্কে মুল্লা আলী কারী (রহঃ) এর বক্তব্য

ইমাম নূরুদ্দীন আলী ইবনে সুলতান মিসরী হানাফী মুল্লা আলী কারী (রহ) ওফাত ১০১৪ হিজরী তাঁর আল মাওরিদুর রাবী কিতাবের ৪২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন- نور হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম নূরের সৃষ্টি প্রসঙ্গে লিখেন-

হযরত জাবের (র.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে নূরে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম নূর সাব্যস্থ করতে যেয়ে বিস্তারীত আলোচনা এসেছে। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো।

হযরত জাবের (রা.) কর্তৃক নূরে মুহাম্মাদী সংক্রান্ত হাদীস বিশুদ্ধ তাতে বিভ্রান্ত হবার কিছু নেই। তবে হাদীসের মতনের ব্যাপারে কিছু মতানৈক্য থাকলেও ইমাম তিরমীযী (র.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের ব্যাপারে কোন দ্বন্দ্ব নেই। হাদীসটি হচ্ছে اول ما خلق الله القلم (সর্ব প্রথম আল্লাহ পাক কলমকে সৃষ্টি করেছেন।) দুই হাদীসের মধ্যে একত্রিকরন এ ভাবে সম্ভব হয়েছে যে, নূরে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম এর সৃষ্টির পরবর্তী সৃষ্টি হচ্ছে কলম। আর সৃষ্টির ধারাবাহিকতা হিসাবে বলা হয়েছে যে, সর্ব প্রথম নূরে মুহাম্মাদীকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন: বর্ণিত আছে اول ما خلق الله من الانوار نورى (মহান আল্লাহ পাক সর্ব প্রথম সকল নুরের সর্বাগ্রে আমার নূরকে সৃষ্টি করেছেন।) অতএব, উক্ত নূরে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম প্রমাণিত হয়েছে আলী বিন হুসাইন কর্তৃক

বর্ণিত হাদীস দ্বারা। আর তা হচ্ছে যে,

[৩৯] মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, দালায়েলুন নবুওত, মাওয়াহেবে লাদুনিয়া, শরহে মাওয়াহেবে লাদুনিয়া, মাদারেজুন নবুওত, নশরুত্তীব

وفى احكام ابن القطان مما ذكره ابـــن مـــرزوق عـــن علـــى بن الحسين عن أبيـــه عـــن جـــده ان النبـــي صـــلى الله عليـــه وسلم قال كنت نورا بين يدي ربـــي قبـــل خلـــق ادم باربعـة عشر الف عام وفـــى الخبـــر لمـــا خلـــق الله ادم جعـــل ذلـــك النور في ظهره فكان يلمع فـــى جبينـــه فيغلـــب علـــى سـائر نوره ثم رفعه علـــى ســـرير مملكتـــه وحملـــه علـــى أكتـــاف ملائكته وأمر هم فطافوا بـــه فـــي الـــسموات ليـــرى عجائـــب ملوكوته قال جعفر بن محمـــد مكثـــب الـــروح فـــى رأس ادم مائة عام ثم علمه الله تعـــالى أســـماء جميـــع المخلوقـــات ثـــم أمر الملائكة بالسجود لادم ســـجود تعظـــيم وتحيـــة لا ســـجود عبادة الخ............

অর্থাৎ - ইবনুল ক্বাত্তানের আহকাম এ বর্ণিত, যা ইবনে মারযুক্ব হযরত আলী ইবনে হোসাইন হতে, তিনি তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে, (অর্থাৎ হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমান, হযরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করার ১৪ হাজার বছর পূর্বে আমি আমার রবের নিকট 'নূর' হিসেবে ছিলাম। হাদীস শরীফে আছে যে, আল্লাহ যখন হযরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করলেন, তখন এ 'নূর'কে তাঁর পৃষ্ঠদেশে রাখলেন। তা তাঁর কপাল মুবারকে চমকাতো। তা তাঁর সকল নূরের মধ্যে বেশী দেখা যেতো। অতঃপর সেটাকে তাঁর রাজ্যের সিংহাসনে সমুন্নত করেন এবং তা ফিরিশতাদে কাধের উপর বহন করিয়ে তাদেরকে তওয়াফের নির্দেশ দিলেন। অতঃপর ان সেটা নিয়ে আসমানসমূহে তওয়াফ করেন- সেটাকে ফিরিশতা জগতে والارض বিষয়াদি দেখানোর জন্য। হযরত জাফর ইবনে মুহাম্মদ (রাঃ) বলেন (আঃ) এর শীর মুবারকে একশ বছর স্থির ছিলো। তাঁর বুক মুবা كتب فى الذكر তাঁর বরকতময় গোছাযুগল ও বরকতময় পদযুগলে একশ আল্লাহ তাকে সমস্ত সৃষ্টির নাম শিক্ষা দিলেন। তারপর ... সৃজনের প্রায় ৫০ .। এ সময় তাঁর আরশ ছিল

(আঃ) কে সিজদা করার আদেশ দেন, যা ছিলো সম্মানসূচক ও অভিবাদন জ্ঞাপক সিজদা, ইবাদতের সিজদা নয়। [৪০]

উক্ত হাদীসটি ইমাম হাফিজ আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মাদ ইবনে ক্বাত্তান স্বীয় আহকামে ইবনে ক্বাত্তান স্বীয় নুক্বাদুর হাদীস আল মারুক্বীন গ্রন্থে আলোচনা করেন।

নিম্নোক্ত আয়াতে পাক দ্বারাও নূরে মুহাম্মাদী প্রমাণিত।

মহান আল্লাহর বাণী -

قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ

অর্থাৎ: তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ হতে অবশ্যই একজন এবং স্পষ্ট কিতাব এসেছে। বহু সংখ্যাক উলামা মুহাদ্দেসীনগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, আয়াতে বর্ণিত নূর দ্বারা নূরে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম এই উদ্দেশ্য। অনূরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়, তাফসীরে তাবারী, ইবনে আবী হাতীম ও তাফসীরে কুরতুবীতে।

হযরত কাতাদাহ (র.) ফরমান: আয়াতে বর্ণিত নূর সন্দেহাতীত ভাবে নূরে মুহাম্মাদীকে বুঝানো হয়েছে। [৪১]

তাছাড়া অন্যান্য হাদীসসমুহ দ্বারা বিশুদ্ধ পন্থায় নূরে মুহাম্মাদী এ ভাবে সাব্যস্ত হয়েছে যে, হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম বলেন: لماولد رأت امه نورا وخرج منه نور اضاءت له قصور الشام অর্থাৎ: তিনি যখন জন্ম লাভ করেন, তখন তাঁর মা জননী একটি নূর দেখতে পান এবং উক্ত নূর পাক থেকে একটি নূর বের হওয়া মাত্রই সমস্ত শাম প্রদেশ পর্যন্ত আলোকিত করে ফেলে। ইমাম ইবনে হাজার (র.) বলেন: এ হাদীসকে বিশুদ্ধ বলেছেন ইবনে হাব্বান ও হাকীম নিশাপুরী (র.) দ্বয়। [৪২]

নূরে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম প্রমাণিত হওয়ার জন্য ইমাম তাবারানী (র.) কর্তৃক বর্ণিত একখানা হাদীস রয়েছে। আর তা হচ্ছে এই, ورأيت كأن النور يخرج من فيه অর্থাৎ: আমরা হুযূর (সা:) মুখ মোবারক হতে নূর বের হতে দেখেছি।

---

[৪০] মাওয়াহেবুল লাদুন্নীয়া ১ / ১০
[৪১] তাফসীরে ইবনে জাওযী ২ / ৩১৭
[৪২] মাওয়াহেবুল লাদুন্নীয়া ১ / ২২

হযরত ইবনে আব্বাস (র.) হতে বর্ণিত: তিনি বলেন:

اذا تكلم رئى كالنور يخرج من بين ثناياه অর্থাৎ: হুযূর (সা:) যখন কথা বলতেন, তখন তাঁর ছানায়া নামক দাঁতের ফাক হতে নূর বের হতো। ইমাম যুরক্বানী (র.) ইমাম মুসলিম ও দারেমী দ্বয়ের(র.) বর্ণিত হাদীসকে সমর্থন করেন।

ইমাম তিরমীযী (র.) স্বীয় শামায়েলে হযরত ইবনে আবী হালাহ কর্তৃক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম এর ছিফত বর্ণনা প্রসঙ্গে একখানা হাদীস উল্লেখ করে বলেন له نور يعلوه অর্থাৎ: তাঁর নূর সকল নুরের উর্ধ্বে। সাইয়্যিদিনা হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত: তিনি বলেন: একদা আমি ঘরে বসা ছিলাম এমন সময় হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম ঘরে প্রবেশ করে স্বীয় জুতো মোবারক খুলতেছিলেন, তখন তাঁর পেশানী মোবারক হতে অবিরত ঘাম নির্গত হলো এবং একেকটি ঘামে একেকটি নূর বিচ্ছুরীত হচ্ছিল। তা দেখে আমি বললাম আমি বুঝতে পারছি। হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন তুমি বুঝেছো? আমি বললাম হে রাসুল আপনার ললাট হতে অবিরত ঘাম পড়ছে এবং একেকটি ঘামে এককটি নূর তৈরী হচ্ছে। আমার মনে হয় এই মুহুর্তে যদি আবু কবীর হুযালী আপনার এ অবস্থা দর্শন করতো, তবে অবশ্যই যে আপনাকে শ্রেষ্ট বলে জানতো।

যেমন: সে কবিতা আবৃত্তি করেছিল আপনার শানে এ ভাবে:

ومبرأ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل

وإذا نظرت إلى أسره وجهه برقت بروق العارض المتهلل

অর্থাৎ:-সর্ব প্রথম নূরে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম এর সৃষ্টি বিষয়ক দলীল পাওয়া যায় হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস রা.এর হাদীস থেকে। তিনি বলেন, হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমান:

ان الله عزوجل كتب مقادير الخلق قبل ان يخلق السموات والارض بخمسين الف سنة وكان عرشه على الماء ومن جملة ما كتب فى الذكر وهو ام الكتاب ان محمدا خاتم النبيين-

অর্থাৎ: নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ পাক সাত আসমান ও সাত জমীন সৃজনের প্রায় ৫০ হাজার বছর পূর্বে সৃষ্টি জীবের তাকদীর লিপিবদ্ধ করেন। এ সময় তাঁর আরশ ছিল

পানির উপর স্থীরকৃত কিতাবে বর্ণিত ছিল (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম হচ্ছেন সর্বশেষ নবী।) ইমাম মুসলিম (র.) এ হাদীস বর্ণনা করেন।

অন্য বর্ণনা এ ভাবে এসেছে:

انى عبد الله خاتم النبيين وان ادم لمنبحدل فى طينته অর্থাৎ: আমি অবশ্যই তখন হতে আল্লাহর বান্দাহ, সর্বশেষ নবী, যখন আদম (আ:) কাঁদা মাটির সংমিশ্রনে ছিলেন। [৪০]

হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

كنت نبيا ولا ادم ولاماء ولاطين (আমি তখন ও নবী ছিলাম, যখন আদম (আ:) সহ মাটি ও পানির কোন অস্তিত্ব ছিলনা। ইবনে হাজার (র.) এই বর্ণনাকে জঈফ বলেছেন তিনি পুর্বোক্ত হাদীসকে শক্তি শালী সনদ বলে মত দিয়েছেন।

ইমাম ইবনে সুদ্দী (র.) বহু সনদ সহকারে বর্ণনা করেন যে, মহান আল্লাহ পাক পানি সৃষ্টির পূর্বে কোন কিছু সৃষ্টি করেননি। অতএব, প্রতীয়মান হলো যে, সাধারন ভাবে সর্ব প্রথম মহান আল্লাহ পাক নূরে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লামকে সৃষ্টি করেন, তারপর পানি, তারপর সুবিশাল আরশে আযীম এবং সর্ব শেষ কুলম সৃষ্টি করেন। সুতরাং নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম ছাড়াও সর্ব প্রথম পানি, তারপর আরশ, তারপর কুলমের আলোচনা মুলত: আনুষঙ্গিক কথা মাত্র।

যেমন: হাদীসে এসেছে اول ما خلق الله للعرش সর্ব প্রথম আল্লাহ পাক আরশকে সৃষ্টি করেছেন একথা যেমন সত্য তেমনি সর্বপ্রথম পানি সৃষ্টি করেছেন একথাও মিথ্যা নয়। তবে তাহলে উভয়ের মধ্যকার সমাধান হবে এ ভাবে, মহান আল্লাহ পাক আরশকে প্রথমে সৃষ্টি করেছেন ঠিকই কিন্তু আরশকে পানির উপরে স্থীর রেখেছেন একথা ও ধ্রুব সত্য । তাই আরশকে সেথায় স্থাপন করার প্রয়োজন যে স্থান পূর্বে সৃষ্টি করার অতি প্রয়োজন বিধায় আরশের পূর্বে পানিকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ জন্য পানি সৃষ্টি হচ্ছে আরশ সৃষ্টি সবব বা মুল কারন এবং আরশ হচ্ছে মুছাব্বাব বা যাকে কেন্দ্র করা হয়েছে। তাই বলে একথা বলা যাবেনা যে, আরশের চেয়ে পানি অতি দামী।

যাই হোক মহান আল্লাহ পাক নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লামকে সৃষ্টি করে সেই নূরে পাককে হযরত আদম (আ:) এর পিষ্ট মোবারকে স্থাপন করে রাখেন,

[৪০] আহমদ, বাইহাকী

ফলে তাঁর ললাট মোবারক ঐ নূরে আলোকে চকচক করতে থাকে। অত:পর উক্ত নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লামকে মহান আল্লাহ পাক তাঁর সুবিশাল সাম্রাজ্যের বিশাল সিংহাসনে উঠিয়ে ফেরেস্তাকুলের স্কন্ধে বহন করত: সমগ্র পৃথিবীতে তাঁকে নিয়ে প্রদক্ষিণ করানোর জন্য ফেরেস্তাকুলকে নির্দেশ প্রদান করেন ফলে তাঁরা তাঁকে নিয়ে ৮০ হাজার জগত প্রদক্ষিণ করেন আল্লাহ পাকের সুবিশাল সাম্রাজের অদ্ভুদ বিষয় অবলোকন করার জন্যে।

ইমাম জাফর ইবনে মুহাম্মদ (র.) বলেন: আল্লাহ পাক হযরত আদম (আ:) এর রূহ মোবারক সৃষ্টি করার পর উক্ত রূহে পাক তাঁর মাথা মোবারকে একশত বছর অবস্থান করে, তারপর স্বীয় বক্ষে একশত বছর, স্বীয় পাদুকাদ্বয়ের নলায় একশত বছর, তার পর স্বীয় পাদুকাদ্বয়ে আরও একশত বছর অবস্থান করে।

এরপর মহান আল্লাহ পাক তাঁকে সমগ্র সৃষ্টি জীবের নাম সমূহ শিক্ষা দেন। এর পর তিনি হযরত আদম (আ:) কে তাযীমী ও অভিবাদানের সেজদাহ করার জন্য সকল ফেরেস্তাগণকে আদেশ দেন। উল্লেখ্য যে, সকল ফেরেস্তাগন কর্তৃক আদম (আ:) কে সেজদাহ করা মুলত: ইবাদতের মানসে করা হয়নি, যে ভাবে হযরত ইউসুফ (আ:) এর ভ্রাতাগণ কর্তৃক তাঁকে সেজদাহ করেছিল বরং এ সেজদাহ ছিল তা,যীমী সেজদাহ। বাস্তবে সেজদাহ করা হয়েছেল মহান আল্লাহ পাককে : যেহেতু তিনি হচ্ছেন মাসজুদ বা সেজদা পাওয়ার অধিকারী আর আদম (আ:) ছিলেন আল্লাহকে সেজদাহ করার ক্বিবলাহ মাত্র।

সাইয়্যিদিনা হযরত ইবনে আব্বাস (র.) হতে বর্ণিত: তিনি বলেন: ফেরেস্তা কর্তৃক হযরত আদম (আ:) কে সেজদাহ করনের সময় ছিল সুর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়ার সময় হতে আছর পর্যন্ত।

এরপর মহান আল্লাহ পাক হযরত আদম (আ:) কে ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁর জীবন সঙ্গীনী হিসেবে হযরত হাওয়া (আ:) কে তাঁর বাম পাজরের হাড্ডি থেকে সৃষ্টি করেন এবং তাঁর নাম করন করেন হাওয়া (আ:)। হাওয়া হিসেবে নাম করনের কারন যেহেতু তাঁকে প্রাণ শক্তি দিয়ে একেবারে বিনম্র ও লজ্জাশীলা করে সৃষ্টি করা হয়েছে।

হযরত আদম (আ:) ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে বিবি হাওয়াকে দেখা মাত্রই তাঁর পার্শ্বে যেয়ে অবস্থান করেন এবং অবশেষে তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করা মাত্রই ফেরেস্তারা তাঁকে সম্বোধন করে বললেন: ও হে আদম থাম! তিনি বললেন: কেন? ওকে তো আমারই জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাঁরা বললেন! ওর মহরানা আদায় না করা পর্যন্ত ওকে স্পর্শ করতে পারবে না। এবার তিনি বললেন: তাহলে বলুনতো ওর মহরানা হিসেবে কি দিতে পারি? ফেরেস্তারা বললেন: ওহে আদম (আ:) আপনি

সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ট নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি তিন বার দুরুদ পাঠ করুন, তবেই তাঁর মহরানা আদায় হয়ে যাবে।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম জাওযী (র.) এর মতে হযরত আদম (আ.) মা হাওয়া (আ:) এর নিকটবর্তী হতে চাইলে মা হাওয়া বললেন: আপনি মহর আদায় করুন। একথা শ্রবনে তিনি ফরিয়াদ করেন ওহে মাওলা! আমি হাওয়ার মহর হিসেবে কি দিতে পারি?

মহান আল্লাহ পাক বললেন: ওহে আদম! তুমি আমার প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি বিশ বার দরুদ পাঠ কর, তবেই তাঁর মহর আদায় হয়ে যাবে। আল্লাহ পাকের নির্দেশ মোতাবেক তিনি বিশ মরতবা দরুদ শরীফ পাঠ করেন।

আমি (মুল্লা আলী ক্বারী) বলবো আদম (আ:) কর্তৃক হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি তিন বার দরু শরীফ পাঠ করা ছিল মহরে মুরাজ্জাল বা তাৎক্ষনিক মহর এবং বিশ বার পাঠ করা ছিল মহরে মুহাজ্জাল বা বিলম্ব মহর।

সাইয়্যিদিনা হযরত ওমর ফারুক (রা.) বলেন: হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমান: হযরত আদম (আ:) কর্তৃক একটি ত্রুটি প্রকাশ পাওয়ায় তিনি সুদীর্ঘ তিন শত বছর ক্রন্দন করে একদা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম এর উসিলা নিয়ে এই বলে প্রার্থনা জানালেন:

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب اسألك بحق محمد لما غفرت لي فقال الله عز وجل يا آدم وكيف عرفت محمداً ولم أخلقه ؟ قال لأنك يارب لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوباً لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى إسمك إلا أحب الخلق إليك فقال الله عز وجل صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إليّ وإذ سألتني بحقه فقد غفرت

لك ولولا محمد ما خلقتك تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من هذا الوجه عنه وهو ضعيف والله أعلم

অর্থাৎ: হে রব! আমি আপনার দরগাহে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম এর উসিলা নিয়ে প্রার্থনা করছি অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করুন আল্লাহ পাক বললেন: ওহে আদম! কিভাবে তুমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লামকে পরিচয় করলে অথচ আমি তো তাঁকে এখন ও সৃষ্টি করিনি। তিনি বললেন: হে রব! যেহেতু আপনি আমাকে স্বীয় কুদরতী হাতে সৃষ্টি করে আমার ভেতরে রূহ প্রবেশ করানোর পর আমি আমার মাথা মোবারক আকাশের দিকে উত্তলন করে দেখি আরশের প্রতিটি পায়াতে লিখিত রয়েচে لا اله الا الله محمد رسول الله এই পবিত্র কালেমাটুকু।

তা দর্শনে আমি জানতে পরি যে, আপনি স্বীয় নামের সঙ্গে যে নাম মোবারক সংযুক্ত করে রেখেছেন তিনি হচ্ছেন আপনার নিকট সৃষ্টির শ্রেষ্ট ও প্রিয় মানব। এবার মহান আল্লাহ পাক তাঁকে বললেন: ওহে আদম! তুমি যা বললে সব কিছুই সত্য। কেননা বাস্তবিকই তিনি আমার নিকট সর্বশ্রেষ্ট ও মহাপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। তাই তুমি যখন আমার দরবারে তাঁর উসিলা নিয়ে প্রার্থনা করেছ, তখন আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। জেনে রাখ! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম যদি না হতেন, তবে আমি তোমাকেও সৃষ্টি করতামনা।

ইমাম বায়হাক্বী (র.) উক্ত হাদীসটি স্বীয় দালায়েলুন নুবুওয়তে হযরত আব্দুর রহমান বিন যায়েদ বিন আসলাম (র.) এর হাদীস হতে বর্ণনা করেন। ইমাম আবু আব্দুল্লাহ হাকীম নিশাপুরী রা.উক্ত হাদীসকে বর্ণনা করত: তাকে সহীহ বলে অভিমত পেশ করেছেন। ইমাম তাবারানী (র.) ও এ হাদীসটি বর্ণনা করেন। তবে তিনি হাদীসে وهو اخر الانبياء من ذريتك (তিনি আপনার বংশধরদের মধ্যকার সর্বশেষ নবী) কথাটি বর্ধিত করেন।

ইবনে আসাকীরের মতে সালমান ফারসী রা.এর হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন: হযরত জিব্রাঈল (আ:) হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে নিবেদন করেন হে আল্লাহর রাসুল! আপনার প্রতিপালক বলেছেন-

ان كنت اتخذت ابراهيم خليلا فقد اتخذتك حبيبا অর্থাৎ: যদিও আমি ইব্রাহীমকে খলীল হিসেবে গ্রহন করেছি, তবুও আপনাকে হাবীব হিসেবে গ্রহন করেছি। আর আমি আপনার চেয়ে অত্যাধিক সম্মানীত ওশ্রেষ্ট জীব আর কাউকেও সৃষ্টি করিনি।

আমি এই ভূমন্ডল ও নব মন্ডল সৃষ্টি করেছি এই উদ্দেশ্যে যে, যাতে করে তারা চিন্তে ও বুঝাতে পারে যে, আমার নিকট আপনার সম্মান ও মর্যাদা কতটুকু! আর যদি আপনি এ ধরাধামে না আসতেন তবে এই বিশ্বভ্রান্ডের কিছুই সৃষ্টি করা হতোনা।

যেমন: এ প্রসঙ্গে আমার সাইয়্যিদ আলী আল ওয়াফেদী চমৎকার একটি কবিতাবৃত্তি করেছেন।

بكى وافؤاد فمش هنيئا ياحبسد هذا النعيم هو النعيم الى الأبد

روح الوجود خيال من هو واحد لولاه مانم الوجود لمن وجد

عيسى وادم والصدور جميعهم- هم أعين هو نورها لما ورد-

১। অর্থাৎ ঃ যদি ইবলিশ শয়তান আদমের চেহারায় তাঁর নুরের আভা উদিত দেখতে পেতো, তবে সে হতো প্রথম সেজদাহকারীর অর্ন্তভূক্ত।

২। অথবা যদি পাষান্ড নমরুদ তাঁর সৌন্দর্যের নূর দেখতে পেতো, তবে খলীলের সঙ্গে জলীলের উপাসনা করতো, না হতো অবাধ্য।

৩। কিন্তু আল্লাহর সৌন্দর্য উম্মোচিত, তা দেখা যায় না। কেবল মাত্র তাঁর বিশেষ ব্যক্তিবর্গ ব্যতিত।

উল্লেখ্য যে, মহান আল্লাহ পাক বিবি হাওয়াকে (আঃ) সৃষ্টি করেছেন কেবল আদম (আঃ) এর সঙ্গে বসবাসের জন্য এবং আদম বিবি হাওয়ার নিকট গমনাগমনের জন্য। সুতরাং তিনি যখন হাওয়া (আঃ) এর সাথে মিশ্রিত হলেন ক্রমান্বয়ে তাঁর সমস্ত ফয়েজ ও বরকত বিবি হাওয়ার ভেতরে এসে উদগিত হলো। ফলে গর্বে বিশ জোড়ায় মোট চল্লিশ জন নারী পুরুষ জন্ম লাভ করে।

তন্মধ্যে তাঁর সন্তানদের মধ্যকার হযরত শীষ (আঃ) কে নবুওয়াতী আলো দিয়ে সম্মানীত করেন। আদম (আঃ) এর সন্তানদের মধ্যকার শীষ (আঃ) থেকে প্রথম নবুওয়তের সূর্য উদিত হয় এবং নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্রমান্বয়ে আগমন শুরু হয়। সুতরাং হযরত আদম (আঃ) এর ইন্তেকাল মুহুর্ত স্বীয় সন্তান হযরত শীষকে (আঃ) নূরে মুহাম্মাদী সংরক্ষণের অসীয়ত প্রদান করেন এবং শীষ (আঃ) ও স্বীয় পিতার অসীয়ত পুরন করেন। তাঁর তীরোধানের পূর্ব মুহুর্তে তিনি ও পিতার মতো পরবর্তী বংশধরকে নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হেফাজত করতঃ উক্ত নূর মোবারককে পবিত্রা রমনীদের গর্বে ধারনের অসীয়ত করে যান।

এভাবে ধারাবাহিক ও বিরতীহীন ভাবে উক্ত অসয়ীত মোবারক প্রবাহমান হয়ে এক যুগ হতে আরেক যুগ পর্যন্ত আসতে আসতে এক পর্যায়ে মহান আল্লাহ পাক উক্ত নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর দাদা খাজা আব্দুল মোত্তালেব (রাঃ) হয়ে পিতা আব্দুল্লাহ (রাঃ) এর ঔরসে স্থানান্তরিত করেন আনেন।

আর মহান আল্লাহ পাক নবী বংশকে যুগে যুগে জাহিলিয়্যাতের নির্বোদ্ধিতা হতে পবিত্র রাখেন। যেমন ঃ এ প্রসঙ্গে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমান ঃ

هذا النسبالشريف من سفح والجاهلية شى مولدنى الانكا الاسلام

অর্থাৎ ঃ জাহিলিয়্যাতের নির্বুদ্ধিতায় আমার জন্ম হয়নি বরং যুগে যুগে ইসলামী ধারার বিবাহ প্রথার মাধ্যমেই আমার আগমন ঘটেছে।

ইমাম ক্বাস্তালানী (রঃ) বলেন ঃ আরবী ভাষায় سفح শব্দটি সীনের নীচে যের যুগে অর্থ হবে যিনা বা ব্যভিচার। আর আক্ত আলোচনায় সিফাহ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, কোন কোন মহিলা পুরুষের সাথে অবৈধ যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হয় দীর্ঘ সময় এর পর চিহ্নিত হওয়ার পর সে ঐ মহিলাকে বিয়ে করে।

ঐতিহাসিক ইবেন সা'দ -ইবনে আসাকীয় হিসাম বিন মুহাম্মদ বিন সায়েব আল কালবী হতে তিনি স্বীয় দাদা হতে বর্ণনা করেন, তাঁর দাদা বলেনঃ আমি একেক করে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্ববতী (মা আমেনা (রাঃ) সহ প্রায় একশ জন মায়ের কথা লিপিবদ্ধ করেছি কিন্তু তাঁদের কারও মধ্যে পবিত্রতা ছাড়া জাহিলিয়্যাতের অবৈধ ও নির্বুদ্ধিতার চিহ্ন দেখতে পাইনি এমনকি জাহিলিয়্যাতের কোন নিকৃষ্ট কর্মকান্ড ও দেখতে পাইনি।

সাইয়্যিদিনা হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত ঃ তিনি বলেন ঃ হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমান ঃ আমি যুগে যুগে যাদের গর্বে স্থানান্তরীত হয়ে এসেছি, তাঁদের সবাই ছিলেন বিবাহিতা। এমনকি আমি বাবা আদম (আঃ) থেকে নিয়ে আমার পবিত্রা পিতা ও পবিত্রা মাতা পর্যন্ত জাহিলিয়্যাতের অবৈধ পন্থায় বের হয়ে আসিনি এবং জাহিলিয়্যাতের কোন নির্বুদ্ধিতা ও আমাকে স্পর্শ করেনি। এ হাদীসটি ইমাম তাবারানী স্বীয় আওসাত গ্রন্থে এবং আবু নাঈম ও ইবনে আসাকীর স্বীয় গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণনা করেন।

হযরত আবু নাঈম (র) ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে মারফু সূত্রে একখানা হাদীস বর্ণনা করেন, হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন ঃ

لم يلتق ابواى قط على سفح অর্থাৎ ঃ আমার মাতা-পিতাকে কখনও জাহিলিয়্যাতের নির্বুদ্ধিতা ও অভৈধতায় লিপ্ত হননি বরং ধারাবাহিকভাবে তিনি আমাকে পুতঃ পবিত্র পুরুষদের মেরুদন্ড হতে পুতঃ পবিত্রা রমনীদের রেহেম শরীফে স্থানান্তরীত করে স্বচ্ছ ধারায় আনেন ।

এর সমর্থনে পবিত্র কুরআনে পাকে আছে ঃ

وتقلبك فى الساجدين.যুগে যুগে আমি আপনাকে সেজদা দানকারীর মধ্যে স্থানান্তরীত করে এনেছি।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আয়াতের যথার্থ হচ্ছে ঃ এক নবী হতে অন্য নবী পর্যন্ত আমাকে স্থানান্তরীত করা হয়েছে এমনকি হে রাসুল! আমি আপনাকে শেষ নবী হিসেবে বের করে এনেছি।

ইমাম বাযযার ও আবু নাঈম অনূরূপ বর্ণনা করেছেন। এ ব্যাপারে জাতির সতর্কতার উদ্দেশ্যে বলা যায় যে, হুযুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত জাতীগণের মেরুদন্ড হতে স্থানান্তরীত হয়ে আসেন। তবে একথা বুঝানো হয়নি যে, তাঁর পূর্বপুরুষ সকলই নবী ছিলেন। কেননা এ কথা ইজমায়ে উম্মতের সম্পূর্ণ বিপরীত কথা। আর একথাও বলা যায় না যে, তাঁর পূর্ব পুরুষ সকলই মুসলমান ছিলেন বরং অধিকাংশরাই হানিফ তথা আহলে ফিৎরাতের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তন্মধ্যে খাজা আব্দুল মোত্তালেব (রাঃ) হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁর মাতা পিতা প্রমুখরা।

তাদের বিধানে সম্পর্কে আমি মুল্লা আলী (রাঃ) স্বতন্ত্র একটি রেসালাত পণয়ন করেছি এবং হুযূরে পাকের মাতা-পিতা সহ সকল আহলে ফিৎরাতের আলোচনা সম্বলিত ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতী (রঃ) কর্তৃক প্রণীত "রেসালায়ে ছালাছা" গ্রন্থের আলোকে বিস্তারিত দলীল সমূহ দ্বারা উপস্থাপন করছি।

শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহঃ)

শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহঃ) মাদারেজুন নবুওত কিতাবে নূরে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সৃষ্টি সম্পর্কে লিখেন-

در حدیث صحیح وارد شدکه اول ما خلق الله نوری

অর্থঃ সহীহ হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে সাইয়্যিদুল মুরছালিন হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন মহান আল্লাহ পাক সর্ব প্রথম আমার নূর মোবারক সৃষ্টি করেন। [৪৪]

عن على رضى الله عنه قلت يا رسول الله مم خلقت قال لما اوحى الى ربى ما اوحى قلت يارب مم خلقتنى قال عزتى وجلالى لولاك ما خلقت ارضا ولاسماء قلت يا رب مم خلقتنى قال يا محمد نظرت الى صفاء بياض نورى الذى خلقته بقدرتى وابدعته بحكمى و اضفته تشريفا الى عظمتى فستخرجت منه خزءا فقسمته ثلاثة اقسام فخلقتك واهل بيتك من القسم الاول وخلقت ازواجك و اصحابك من القسم الثانى و خلقت من احبك من القسم الثالث فاذا كان يوم القيامة رددت النور الى نورى ادخلتك واهل بيتك وازواجك واصحابك من ومن احبك جنتى برحمتى فاخبر هم بذلك عنى.

হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন- আমি সাইয়্যিদুল মুরছালিন হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি কোন বস্তু হতে সৃষ্টি হয়েছেন? জবাবে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- আমার প্রতিপালক আমার নিকট ওহী প্রেরণ করলেন, তখন বল্লাম হে আমার প্রতিপালক আপনি আমাকে কি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন? জবাবে আল্লাহ পাক বলেন, হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ইজ্জত ও জালালিয়াতের কসম, যদি আপনি না হতেন তাহলে আমি আসমান জমিন কিছুই সৃষ্টি করতাম না। পূণরায় আমি বললাম হে আল্লাহ পাক আমাকে কোন বস্তু হতে সৃষ্টি করেছেন? জবাবে মহান আল্লাপাক বলেন, হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমি আমার সাদা নূরের স্বচ্ছতা ও নির্মলতার প্রতি লক্ষ্য করলাম যে নূরকে আমি কুদরতের দ্বারা প্রথম হতে নতুন ভাবে অর্থাৎ আমার হুকুমে সৃষ্টি করে

[৪৪] মাদারেজুন নবুওত

রেখেছিলাম। আমি তার সম্মান প্রকাশার্থে তাকে আমার আজমতের দিকে সম্বোধন করলাম। এর পর উক্ত নূর হতে অংশ বের করে তাকে আবার তিন ভাগে ভাগ করে প্রথম ভাগ হতে আপনাকে ও আপনার আহলে বাইতকে সৃষ্টি করি দ্বিতীয় ভাগ দ্বারা আপনার স্ত্রী ও সাহাবীগণকে সৃষ্টি করি আর তৃতীয়ভাগ দ্বারা যারা আপনার প্রতি মুহব্বত রাখেন তাদেরকে সৃষ্টি করেছি। কিয়ামত দিবসে উক্ত নূর পুনরায় আমার দিকে ফিরিয়ে আনা হবে। আমার অনুগ্রহ আপনাকে ও আপনার আহলে বাইতকে এবং আপনার স্ত্রী সাহাবীগণকে আর যারা আপনাকে সর্বাধিক মুহব্বত করে তাদেরকে, আমার বেহেস্তে প্রবেশ করাব। অতএব আপনি আমার পক্ষ থেকে উল্লেখিত লোকদেরকে বেহেস্তে প্রবেশ হওয়ার সুসংবাদ জানিয়ে দিন। [৪৫]

قال فى نزهة المجالس وقال ابن عباس رضى الله عنهما لما اراد الله تعالى خلق المخلوقات وخفض الارض ورفع السموات قبض قبضة من نوره ثم قال لها كونى حبيبى محمدا فطاف نور محمد صلى الله تعالى بالعرش قبل ادم بخمس مائة عام وهو يقول الحمد لله فقال الله تعالى من اجل ذلك سميتك محمدا.

হযরত আব্বাস (রাদ্বিঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, মহান আল্লাহ পাক যখন সমস্ত মাখলুকাত সৃষ্টি এবং পৃথিবীকে নিচু ও আকাশকে উচু করার ইচ্ছা করলেন তখন তিনি তার সৃষ্টি করা নূরকে নিয়ে বললেন - كونى حبيبى محمد হে নূর! তুমি আমার হাবীব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হয়ে যাও। তখন "নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম" আল্লাহর হাবীব হয়ে আরশে মুয়াল্লাহ তওয়াফ করলেন। হযরত আদম (আঃ) সৃষ্টির পাঁচশত বছর পূর্বে এবং الحمد الله বলে মহান আল্লাহ পাক এর প্রশংসা করলেন, তখন আল্লাহ পাক বললেন এজন্যই আমি আপনার নাম মোবারক রেখেছি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। যার অর্থ হচ্ছে- চরম প্রশংসিত। [৪৬]

[৪৫] কারামত আলী জৈনপুরী (রহঃ) :বারাহিনুল কাতিয়াহ ফি মাওলিদি খাইরিল বারিয়াহ
[৪৬] কারামত আলী জৈনপুরী (রহঃ) বারাহিনুল কাতিয়াহ, আল্লামা ছুফুরী (রহঃ) :নুযহাতুল মাজালিস

اخرج البيهقي وابن عساكر عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله ادم اراه بنيه فجعل يرى فضائل بعضهم على بعض فراى نورا ساطعا فى اسفلهم فقال يارب من هذا؟ قال ابنك احمد وهو اول وهو اخر وهو اول شافع (يوم القيامة)

হযরত আবু হুরায়রা (রাদ্বিঃ) থেকে বর্ণিত, সাইয়্যিদুল মুরছালীন হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যখন মহান আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করলেন তখন তাকে তার সন্তানদের দেখালেন। অতঃপর সন্তানদের পস্পরের মধ্যে মর্যাদার তারতম্যটুকুও দেখাতে লাগলেন। অতঃপর তিনি তাদের মধ্যে শেষ প্রান্তে একটা উজ্জল নূর দেখতে পেলেনে। তখন তিনি বললেন , হে রব! ইনি কে? যাকে সবার মধ্যে প্রজ্জলিত নূর হিসাবে দেখতে পাচ্ছি। উত্তরে মহান আল্লাহ পাক বলেন, ইনি হলেন তোমার পুত্র সন্তান হযরত আহমদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি প্রথম, তিনি শেষ, তিনি হবেন আমার দরবারে প্রথম সুপারিশকারী। [৪৭]

وفيه عن كعب الاحبار قال لما اراد الله تعالى ان يخلق محمدا امر جبريل ان ياتيه بالطينة التى هى قلب الارض وبهاؤها ونورها قال فهبط جبريل فى ملائكة الفردوس وملائكة الرفيع الاعلى فقبض قبضة رسول الله صلى الله عليه وسلم من موضع قبره الشريف وهى بيضاء منيرة فعجنت بماء التسنيم فى معين انهار الجنة حتى صارت كالدرة البيضاء- لها شعاع عظيم ثم طافت بها الملائكة حول العرش والكرسى وفى السموات الارض والجبال

[৪৭] খাসায়েসুল কুবরা ১ম খন্ড ৩৯

البحار فعرفت الملائكة وجميع الخلق سيدنا محمدا وفضله قبل ان تعرف ادم عليهما السلام.

হযরত আদম (আঃ) এর পৃষ্ঠে নূর স্থাপন

ثم خلق نور ادم من نور محمد و خلق جسد محمد من طينة ادم ثم اسكن نور محمد فى ظهر ادم عليه السلام فصارت الملائكة تقف خلفه صفوفا ينظورن الى النور- فقال ادم يا رب مال هؤالاء الملائكة يقفون خلفى قال ينظرون الى نور محمد صلى الله عليه وسلم- قال يا رب اجعله فى مكان فى جبهتى فنقل الله تعالى ذالك النور الى جبهته فصارت الملائكة تقف امامه ثم قال ادم يا رب اجعله فى موضع اراه فجعله فى اصبعه المسبحة فرفعها ادم وقال اشهد ان الاالله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله- ثم قال ادم يا رب هل بقى من هذا النور شئ- قال نور اصحابه قال يا رب اجعله فى بقية اصابعى فجعل الله نور ابى بكر(رض) فى الوسضى و نور عمر (رض) فى البنصر ونورعثمان (رض) فى الخنصر ونورعلى (رض) فى الابهام- فلما هبط ادم عليه السلام الى الارض انتقلت الانوار الى ظهره اى كما كان اولا فى ظهره-

মহান আল্লাহ পাক তার প্রিয় হাবীব হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নূর হতে হযরত আদম (আঃ) এর নূর সৃষ্টি করেন এবং আদমের মাটি হতে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শরীর মোবারক সৃষ্টি করেন। অতঃপর হযরত আদম (আঃ) এর পিঠে নূরে মুহাম্মদী রেখে দেন। এ নূরকে দু'নয়নে দেখার জন্য আদমের পিছনে ফেরেশ্‌তাগণ কাতার বেঁধে দাড়িয়ে গেলেন এবং চোখ ভরে প্রিয় নবীর নূর মোবারক দেখতে লাগলেন। তা দেখে হযরত আদম (আঃ) বললেন হে আল্লাহ! ফেরেশ্‌তাদের কি হয়েছে তাঁরা কেন আমার পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে? মহান আল্লাহপাক বললেন হে আদম (আঃ) ফেরেশ্‌তরা আমার হাবীবের নূর মোবারক দেখতেছেন। তা শুনে হযরত আদম (আঃ) পুনরায় বললেন - হে প্রতিপালক! মেহেরবাণী করে উক্ত নূর মোবারক আমার ললাটে এনেদিন। তখন মহান আল্লাহপাক নূরে মুহাম্মদীকে আদমের পৃষ্ঠ হতে এনে কপালে রেখেদেন। এবার ফেরেশ্‌তদের কাতার আদম (আঃ) এর সম্মুখে দাঁড়াল। হযরত আদম (আঃ) নূরে মুহাম্মদীর আশেক হয়ে নিজে নূরে মুহাম্মদী দেখার অভিপ্রায় মহান আল্লাহপাকের নিকট আরজ করলেন,হে আমার প্রতিপালক। এ নূরে মুহাম্মদীকে দয়া করে এমন স্থানে রাখুন আমি যেন সে নূর মোবারক দেখে নিজেকে ধন্য করতে পারি। মহান আল্লাহপাক হযরত আদম (আঃ) এর দোয়া কবুল করে সে নূর মোবারককে আদম (আঃ) মুসাবা নামক আঙ্গুলে রেখে দিলেন।

হযরত আদম (আঃ) এই আঙ্গুলটি উপরের দিকে উঠিয়ে স্বচক্ষে নূর মোবারক দেখে নূরে মুহাম্মদীর উপর ঈমান এনে বললেন

اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله

আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং আর স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে হযরত মুহাম্মদ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসুল।

হযরত আদম (আঃ) আবার বিনয়ের সাথে আরজ করলেন, হে আল্লাহ- এ নূর হতে আর কিছু নূর অবশিষ্ট আছে কি? মহান আল্লাহ পাক বললেন - হ্যা আমার সাহাবাগণের নূর বাকী আছে। হযরত আদম (আঃ) বললেন - আয় আল্লাহ অবশিষ্ট নূরগুলিকে আমার বাকী আঙ্গুলে এনে সংস্থাপন করুন। সে সময় মহান আল্লাহ পাক হযরত আবু বকর (রাঃ) এর নূরকে মাধ্যম আঙ্গুলে হযরত ওমর (রাঃ) এর নূরকে অনামিকা আঙ্গুলে হযরত ওসমান (রাঃ) এর নূরকে কনিষ্ঠা আঙ্গুলে এবং হযরত আলী (রাঃ) এর নূরকে বৃদ্ধা আঙ্গুলে সংস্থাপন করে দিলেন।

অতঃপর হযরত আদম (আঃ) যখন পৃথিবীতে নেমে আসলেন তখন সে নূরগুলি পুনরায় আদমের পিঠে চলে গেল। প্রথমে যে ভাবে ছিল সে ভাবেই রয়ে গেল।

فلما قدر الله الاجتماع بين ادم و حواء على عرافات ارسل الله اليه نهرا من الجنة فاغتسل وغشى حواء فانتقلت الانوار اليها- ثم لم يزل نور محمد ينتقل من صلب الى صلب و من بطن الى. انتقل الى صلب ابراهم عليه السلام –

অবশেষে মহান আল্লাহ পাক তাকদীর অনুযায়ী হযরত আদম (আঃ) ও হযরত হাওয়া (আঃ) যখন আরাফাতের ময়দানে একত্রিত হলেন তখন মহান আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ) এর নিকট বেহেস্তের নহর পাঠিয়ে দিলেন। হযরত আদম (আঃ) সে নহরে গোসল করে হযরত হাওয়া (আঃ) এর সাথে আলিঙ্গন করলেন এবং এ সময় পবিত্র নূর মোবারক হযরত হাওয়া (আঃ) এর নিকট চলে গেল। অতঃপর নূরে মুহাম্মদী এক পুরুষের পৃষ্ঠ হতে অন্য পুরুষের পিঠে এক মহিলার রেহেম হতে অন্য মহিলার রেহেমে স্থানান্তরিত হয়ে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) পর্যন্ত এসে পৌছল।

হযরত আদম (আঃ) এর অসিয়ত

وفيه لما توفى ادم كان شيث عليه الصلاة و السلام و صيّا على ولده ثم اوص شيث ولده بوصية ادم ان لا يضع هذا النور الا فى المطهرات من النساء و لم تزل هذه الوصية-

جارية ينقل من قرن الي قرن الى ان ادى الله النور الى عبد المطلب و ولده عبد الله و طهر الله سبحانه هذا النسب الشريف من سفاح الجاهلية-

উক্ত মাওয়াহেবুল লাদুনিয়া কিতাবে আর লিখা আছে যে হযরত আদম (আঃ) এর ইন্তেকালের সময় তাঁর পুত্র শীস (আঃ) নিজ সন্তানদের উপর নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হেফাজতের ওসিয়ত করার জন্য হযরত আদম (আঃ) এর পক্ষ হতে ওছিয়ত প্রাপ্ত হয়েছেন। অতঃপর হযরত শীস (আঃ) তাঁর সন্তানদেরকে নূরে মুহাম্মদী হেফাজতের ওছিয়ত করে যান, যা তিনি তার পিতার নিকট হতে প্রাপ্ত হয়েছেন। হযরত আদম (আঃ) এর ওছিয়ত ছিল যে সাবধান! এই পবিত্র নূর মোবারক যেন পবিত্র নারীর মধ্যে রাখা হয়। হযরত আদম (আঃ) এর পবিত্র ওসিয়তটি যথাক্রমে এক যুগ হতে দ্বিতীয় যুগ দ্বিতীয় যুগ হতে তৃতীয় যুগ এভাবে শেষ পর্যন্ত চলে আসতে ছিল। কোন কালে বা কোন সময়ে বন্ধ ছিল না। অবশেষে মহান আল্লাহপাক এ পবিত্র নূর মোবারককে হযরত আব্দুল মুত্তালিব ও তাঁর পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ পর্যন্ত এনে পৌছে দিলেন। পবিত্রময় মহান আল্লাহপাক তাঁর প্রিয় হাবীব সাইয়্যিদুল মুরছালিন হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নসব শরীফ জাহিলিয়াতের জিনা ও ব্যভিচার হতে পবিত্র রেখে দিলেন।

وفيه عن كعب الاحبار قال لما اراد الله تعالى ان يخلق محمدا امر جبريل ان ياتيه بالطنية التى هى قلب الارض وبهاؤها ونورها قال فهبط جبريل فى ملائكة الفردوس وملائكة الرفيع الاعلى فقبض قبضة رسول الله صلى الله عليه وسلم من موضع قبره الشريف وهى بيضاء منيرة فعجنت بماء التسنيم فى معين انهار الجنة حتى صارت كالدرة البيضاء- لها شعاع عظيم ثم طافت بها الملائكة حول العرش والكرسى وفى السماوات الارض والجبال والبحار فعرفت الملائكة وجميع الخلق سيدنا محمدا وفضله قبل ان تعرف ادم عليهما السلام.

হযরত কাবুল আহবার হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহ তা'লা যখন সাইয়্যিদুল মুরছালীন হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলেন, তখন তিনি হযরত জিব্রাঈল (আঃ) কে পৃথিবীর এ মাটি নিয়ে আসার জন্য নির্দেশ দিলেন। যা হবে জমিনের দিল ও আলো এবং নূর ও জ্যোতি। হাদীস বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর হযরত জিব্রাঈল (আঃ) ফিরদাউসের ফেরেস্থা ও সর্বোচ্চ

মর্যাদাশালী অন্যান্য ফেরেস্থাসহ নীচে নেমে আসলেন এবং সায়্যিদুল মুরছালীন হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাটি তার পবিত্র কবর শরীফ থেকে আনলেন। ঐ মাটি সাদা ও জ্যোর্তিময় ছিল। উক্ত মাটি বেহেস্তের তাসনীম নামক নহরের পানির সহিত মিশ্রিত করা হলে তা সাদা মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে গেল। তার উজ্জ্বলতা অত্যাধিক প্রখর ছিল। অতঃপর ফেরেস্তাগণ তা নিয়ে আরশ ও কুরছির চতুর্দিকে এবং আসমান, পাহাড় ও সমুদ্রের মধ্যে প্রদক্ষিণ করে আনেন। তাতে সকল ফেরেস্তা ও সমস্ত সৃষ্টি জগত হযরত আদম (আঃ) সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়ার পূর্বে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এর পরিচয় পেয়ে গেল এবং তার বড়ত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে জ্ঞাত হল। [৪৮]

[৪৮] মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া

হুযুর পাক (দ.) এর নাম আল্লাহর নামের সাথে আরশে লিখিত

اخرج الحاكم والبيهقي والطبراني في الصغير وأبو نعيم وابن عساكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب بحق محمد لما غفرت لي قال وكيف عرفت محمدا قال لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت انك لم تضف إلى اسمك إلا احب الخلق إليك قال صدقت يا آدم ولولا محمد ما خلقتك

হযরত ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ হযরত আদম (আঃ) -এর প্রমাদ হয়ে গেলে আল্লাহ আমার উসিলায় মাগফেরাত করে দেন। এতে আল্লাহ পাক এরশাদ করলেনঃ হে আদম! তুমি আমার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কেমন করে চিনলে? হযরত আদম (আঃ) বললেনঃ যখন আপনি আমাকে আপনার পবিত্র হস্তে সৃষ্টি করে আমার মধ্যে রুহ ফুঁকে দিলেন, তখন আমি মাথা উত্তলন করে আরশের গায়ে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" লিখিত দেখলাম। এ থেকে অনুধাবন করতে পারি যে, তিনিই আপনার সর্বাধিক প্রিয় সত্তা। আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে আদম! তুমি সত্য বলেছ। মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম না হলে আমি তোমাকেও সৃষ্টি করতাম না। [৪৯]

واخرج ابن عساكر عن كعب الاحبار قال ان الله انزل على آدم عصيا بعدد الأنبياء والمرسلين ثم اقبل على ابنه

[৪৯] হাকেম বায়হাকী, তিবরানী আবূ নায়ীম ও ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ১৩

شيث فقال أي بني انت خليفتي من بعدي فخذها بعمارة التقوى والعروة الوثقى فكلما ذكرت الله فاذكر الى جنبه اسم محمد صلى الله عليه وسلم فإني رأيت اسمه مكتوبا على ساق العرش وأنا بين الروح والطين ثم إني طفت السموات فلم أر في السموات موضعا إلا رأيت اسم محمد مكتوبا عليه وأن ربي اسكنني الجنة فلم ار في الجنة قصرا ولا غرفة إلا اسم محمد مكتوبا عليه ولقد رأيت اسم محمد مكتوبا على نحور الحور العين وعلى ورق قصب آجام الجنة وعلى ورق شجرة طوبى وعلى ورق سدرة المنتهى وعلى أطراف الحجب وبين اعين الملائكة فأكثر ذكره فان الملائكة تذكره في كل ساعاتها.

হজরত কা'বে আহবার বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আঃ) -এর প্রতি নবীগনের সমসংখ্যক লাঠি নাযিল করেন। অতঃপর হযরত শীছ (আঃ) - কে সম্বোধন করে বললেনঃ প্রিয় বৎস! তুমি আমার পরে আমার খলিফা হবে। তুমি তাকওয়া (খোদাভীতি) অবলম্বন কর। তুমি যখনই আল্লাহর যিকির করবে, তার সাথে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম অবশ্যই উচ্চারণ করবে। কেননা, আমি তার নাম আরশের গায়ে লিখিত দেখেছি, যখন আমি রূহ ও মৃত্তিকার মধ্যবর্তী অবস্থায় ছিলাম। এরপর আমি সমগ্র আকাশমণ্ডল ভ্রমণ করেছি। আমি নভোমণ্ডলে এমন কোন জায়গা দেখিনি, যেখানে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম লিখিত নেই। আমার পরওয়ারদেগার আমাকে জান্নাতে রেখেছেন। আমি জান্নাতে কোন প্রসাদ ও বাগান এমন দেখিনি, যেখানে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম লিখিত নেই। আমি তাঁর নাম হুরদের বক্ষে, ফেরেশতাগণের চোখের ভ্রুতে, 'তুবা'র পত্র পল্লবে এবং সিদরাতুল -মুনতাহার

পাতাসমূহে লিখিত দেখেছি। তুমিও অধিক পরিমাণে তাঁর নাম স্মরণ করবে। কেননা, ফেরেশতাগণ সর্বক্ষণ তাঁর পূত নাম স্মরণ করতে থাকে। [৫০]

واخرج ابن عدي وابن عساكر، عن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لما عرج بي رأيت على ساق العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله أيدته بعلى.

واخرج ابن عساكر، عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري بي رأيت على العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمدا رسول الله أبو بكر الصديق عمر الفاروق عثمان ذو النورين

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে রাত্রে আমার মে'রাজ হয়, সে রাত্রে আমি আরশে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" লিখিত দেখেছি। এর সাথে আবূ বকর সিদ্দীক, ওমর ফারুক ও ওছমান যুননূরাইন (রাঃ) -এর নাম ও লিখিত ছিল। [৫১]

واخرج البزار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي إلى السماء ما مررت بسماء إلا وجدت اسمي فيها مكتوبا محمد رسول الله

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ মে'রাজ রাত্রে আমি যে আকাশেই গিয়েছি তথায় আমার নাম "মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ" লিখিত পেয়েছি। [৫২]

---

[৫০] ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ১১
[৫১] ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ১১
[৫২] বাযযার, ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) খাসায়েসুল কোবরা ১১ পৃষ্ঠা

واخرج الدارقطني في الافراد والخطيب وابن عساكر عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة أسري بي في العرش فرندة خضرة فيها مكتوب بنور أبيض لا إله إلا الله محمد رسول الله ابو بكر الصديق عمر الفاروق

হযরত আবূ দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আমি আরশে একটি সবুজ কাপড়ে শুভ্র নূর দ্বারা "মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" "আবূ বকর সিদ্দীক" এবং "ওমর ফারুক" লিখিত পেয়েছি।[৫৩]

واخرج ابن عساكر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب على باب الجنة لا اله إلا الله محمد رسول الله

হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন জান্নাতের প্রত্যেক দরজায় "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" লিখিত আছে।[৫৪]

واخرج أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في الجنة شجرة عليها ورقة إلا مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জান্নাতের কোন পাতা নেই, যাতে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" লিখিত নেই।[৫৫]

[৫৩] দারে-কুতনী, ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ১১
[৫৪] ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ১১
[৫৫] আবূ নয়ীম ইসপাহানী (রহঃ) হিলিয়া, ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ১২

وأخرج ابن عساكر من طريق أبي الزبير عن جابر قال بين كتفي آدم مكتوب محمد رسول الله خاتم النبيين

ইবনে আসাকির আবু যুবায়রের মধ্যস্থতায় হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আদম (আঃ) - এর উভয় কাঁধের মাঝখানে "মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ খাতেমুন্নবীয়্যীন" লিখিত ছিল।[৫৬]

أخرج البزار عن أبي ذر رفعه أن الكنز الذي ذكره الله في كتابه لوح من ذهب مصمت فيه بسم الله الرحمن الرحيم عجبت لمن أيقن بالقدر كيف ينصب عجبت ممن ذكر النار ثم يضحك عجبت ممن ذكر الموت ثم غفل لا إله إلا الله محمد رسول الله وورد مثله عن عمر وعلي أخرجهما البيهقي وعن ابن عباس أخرجه الخرائطي في كتاب قمع الحرص

হযরত আবূ যর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, কোরআনে যে কান্য (ধনভাণ্ডার) -এর উল্লেখ আছে, তা একটি স্বর্ণের ফালি, যাতে লিখিত আছে-"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" আমি সেই ব্যক্তির জন্যে বিস্মিত, যে তকদীরে বিশ্বাস রাখে না। আমি সেই ব্যক্তির জন্যে বিস্মিত, যে জাহান্নামের কথা জেনেও হাস্য করে। আমি সেই ব্যক্তির আচরণে অবাক, যে মৃত্যুকে স্মরণ করেও গাফেল থাকে। "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"। এমনি ধরনের রেওয়ায়েত হযরত ওমর ও হযরত আলী (রাঃ) থেকেও বর্ণিত আছে, যা বায়হাকী বর্ণনা করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকেও বর্ণনা আছে, যা খারায়েতী "কামউল হিরছ" গ্রন্থে) উল্লেখ করেছেন।[৫৭]

[৫৬] ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ১২
[৫৭] বায়হাকী, ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ১২

وأخرج الطبراني عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فص خاتم سليمان بن داود سماويا ألقي اليه فوضعه في خاتمه وكان نقشه أنا الله لا إله إلا أنا محمد عبدي ورسولي)

ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন- "হযরত দাউদ (আঃ) -এর আংটির মণিকাটি আকাশ থেকে প্রেরিত হয়েছিল। তিনি তা স্বীয় আংটিতে সংযুক্ত করে নেন। এতে "আমাকে ছাড়া কোন সৃষ্টিকর্তা নেই, মোহাম্মদ আমার বান্দা ও রসূল লিখিত ছিল। [৫৮]

واخرج العقيلي في الضعفاء وابن عدي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نقش خاتم سليمان بن داود لا إله إلا الله محمد رسول الله

واخرج ابن عساكر وابن النجار في تاريخيهما عن أبي الحسن علي بن عبد الله الهاشمي الرقي قال دخلت بلاد الهند فرأيت في بعض قراها شجرة ورد أسود ينفتح عن وردة كبيرة طيبة الرائحة سوداء عليها مكتوب بخط أبيض لا إله إلا الله محمد رسول الله أبو بكر الصديق عمر الفاروق فشككت في ذلك وقلت انه معمول فعمدت إلى حبة لم تفتح ففتحتها فرأيت فيها كما رأيت في سائر الورد وفي البلد منه شيء كثير وأهل تلك القرية يعبدون الحجارة لا يعرفون الله عز وجل

[৫৮] তিবরানী, ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ১২

ইবনে আসাকির ও ইবনে নাজ্জার স্ব-স্ব ইতিহাস গ্রন্থে আবুল হাসান আলী ইবনে আব্দুল্লাহ হাশেমী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি ভারতবর্ষের কোন এক এলাকায় পৌঁছে একটি কাল রঙ্গের গোলাপ গাছ দেখলাম। এর বড় কাল ফুলের সুগন্ধি অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর ছিল। ফুলের গায়ে সাদা হরফে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, আবূ বকর সিদ্দীক, ওমর ফারুক" লিখিত ছিল। আমার সন্দেহ হল যে, সম্ভবতঃ এটা কারও কাজ হবে। তাই আমি একটি বন্ধ কলি খুলে দেখলাম। আশ্চার্যের বিষয়, তাতেও এরূপ লিখিত ছিল। এ ধরণের গোলাপ গাছ সেখানে প্রচুর পরিমাণে ছিল। কিন্তু সেই গ্রামের লোকেরা খোদাকে চিনত না। তারা পাথরের পূজা করত। [৫৯]

[৫৯] ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড

আকাশে, আযানে হুযূর পাক (দ.) এর পবিত্র নাম মোবারক

أخرج أبو نعيم في (الحلية) وابن عساكر من طريق عطاء، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل آدم بالهند واستوحش، فنزل جبرئيل عليه السلام فنادى بالاذان الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا اله إلا الله مرتين أشهد ان محمدا رسول الله مرتين، قال آدم: من محمد؟ قال آخر ولدك من الأنبياء،

আবূ নয়ীম হিলইয়া গ্রন্থে এবং ইবনে আসাকির আতা থেকে, তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ হযরত আদম (আঃ) ভারতবর্ষে অবতরণ করেন। (১) অবতরণের পর বিমর্ষতা অনুভব করলে হযরত জিবরাঈল (আঃ) এসে আযান দেন- الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا اله إلا الله مرتين أشهد ان محمدا رسول الله আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (দু'বার), আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ (দু'বার)। আদম (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেনঃ এই মোহাম্মাদ কে? জিবরাঈল বললেন, তিনি আপনার সন্তানদের মধ্যে সর্বশেষ নবী। [৬০]

وأخرجا البزر عن علي: قال لما اراد الله ان يعلم رسوله الآذان أتاه جبرئيل عليه السلام بدابة يقال لها البراق، فذهب يركبها فاستصعبت، فقال لها جبرئيل: اسكني فوالله ما ركبك عبد اكرم على الله من محمد، فركبها حتى انتهى إلى الحجاب الذي يلي الرحمن، فبينما هو كذلك إذخرج ملك من الحجاب، فقال الملك : الله اكبر الله اكبر

[৬০] হিলিয়াতুল আউলিয়া ৮০৯ পৃষ্ঠা, ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ১৩

فقيل له من وراء الحجاب صدق عبدي انا، فقال الملك: وأشهد أن محمدا رسول الله، فقيل من وراء الحجاب: صدق عبدي لاإله إلا انا أرسلت محمدا:قال الملك: حي على الصلاة حي علي الفلاح قد قامت الصلاة ثم قال: الله اكبر الله اكبر، فقيل من وراء الحجاب: صدق عبدي أنا اكبر أنا اكبر، ثم قال لاإله إلا الله، فقيل من وراء الحجاب: صدق عبدي لاإله إلا أنا ثم اخذ الملك بيد محمد صلعم فقد مه، فأما اهل السموات فيهم آدم ونوح، فيو مئذ اكمل الله لمحمد الشرف علي اهل السموات والأرض.

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, যখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আযান শিক্ষা দেয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন জিবরাঈল (আঃ) বোরাকে চড়ে আগমন করলেন। তিনি হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বোরাকে আরোহণ করাতে চাইলে বোরাক ক্ষিপ্ত হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল। জিবরাঈল (আঃ) বললেনঃ থেমে যাও। আল্লাহর কাছে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেয়ে বেশী মনোনীত কোন বান্দা তোমার উপর কখনও আরোহণ হয়নি। অতঃপর হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরোহণ হয়ে গেলেন। যখন সেই পর্দা পর্যন্ত পৌছালেন, যা আল্লাহ তায়ালার মাঝখানে অন্তরায় ছিল, তখন এক ফেরেশতা আত্মপ্রকাশ করল। সে বলল, الله اكبر الله اكبر আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। পর্দার পিছন থেকে আওয়াজ এলঃ صدق عبدي আমার বান্দা ঠিকই বলেছে। আমিই সুমহান। ফেরেশতা বললঃ আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। পর্দার পিছন থেকে আওয়াজ এলঃ صدق عبدي আমার বান্দা ঠিক বলেছে। আমি ছাড়া কোন মাবূদ নাই। ফেরেশতা বললঃ وأشهد أن محمدا رسول الله আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রসূলুল্লাহ। পর্দার পিছন থেকে আওয়াজ এলঃ আমার বান্দা ঠিক বলেছে। আমিই মোহাম্মদকে নবী করে প্রেরণ করেছি। ফেরেশতা

বললঃ حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة হাইয়া আলাচ্ছালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ, কাদ কামাতিছ-ছালাহ, الله اكبر الله اكبر ثم قال: আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আবার আওয়াজ এলঃ আমার বান্দা ঠিক বলেছে। لا إله إلا الله আমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই।

এরপর ফেরেশতা হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাত ধরে ইমামতির জন্যে অগ্রে বাড়িয়ে দিল। তিনি সমগ্র আকাশবাসীর ইমাম হলেন। তাদের মধ্যে হযরত আদম ও নূহ (আঃ)ও ছিলেন। এভাবে আল্লাহ তায়ালা হুযূরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমস্ত নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করলেন।

হযরত আদম (আঃ) ভারতবর্ষের সরণদ্বীপে (শ্রীলংকা) অবতরণ করেন। সেখানে এক পাহাড়ে তাঁর পদচিহ্ন মৌজুদ আছে।[৬১]

[৬১] বাযার ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ১৩

নবীগণের কাছ থেকে ঈমানের অঙ্গীকার নেয়া

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন-

قال الله تعالي (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ)

আর আল্লাহ যখন নবীগণের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলেন যে, আমি যা কিছু তোমাদেরকে দান করেছি কিতাব ও জ্ঞান এবং অতঃপর তোমাদের নিকট যখন কোন নবী আসেন তোমাদের কিতাবের সত্যায়নের জন্যে, তখন সেই রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে। আল্লাহ বলেনঃ তোমরা কি এই শর্তে আমার প্রদত্ত অঙ্গীকার গ্রহণ করে নিয়েছে? তারা বললঃ আমরা স্বীকার করছি। আল্লাহ বললেনঃ তাহলে এবার সাক্ষী থাক, আর আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম।[৬২]

أخرج ابن أبي حاتم عن السدي في الآية قال لم يبعث نبي قط من لدن نوح إلا أخذ الله ميثاقه ليؤمنن بمحمد ولينصرنه إن خرج وهو حي وإلا أخذ على قومه أن يؤمنوا به وينصروه إن خرج وهم أحياء.

এই আয়াত সম্পর্কে ইবনে আবী হাতেম সুদ্দী (রাহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত নূহ (আঃ) -এর পর যে কোন নবী প্রেরণ করেছেন, তাঁর কাছ থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, তিনি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ঈমান আনবেন এবং তাঁর সাহায্য করবেন, যদি তিনি তাঁর যুগে আসেন। নতুবা আপন উম্মতের কাছ থেকে ঈমান আনা ও সাহায্য করার অঙ্গীকার নিবেন।

[৬২] সূরা আল-ইমরান আয়াত-৮১

واخرج ابن عساكر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب على باب الجنة لا اله إلا الله محمد رسول الله

ইবনে আসাকির হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ জান্নাতের প্রত্যেক দরজায় "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" লিখিত আছে। [৬৩]

واخرج أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في الجنة شجرة عليها ورقة إلا مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله..

আবূ নয়ীম স্বীয় গ্রন্থ "আল-হিলইয়া'য় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জান্নাতের কোন পাতা নেই, যাতে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" লিখিত নেই। [৬৪]

وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس قال أوحى الله إلى عيسى آمن بمحمد ومر من أدركه من أمتك ان يؤمنوا به فلولا محمد ما خلقت آدم ولا الجنة ولا النار ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب فكتبت عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله فسكن قال الذهبي في سنده عمرو بن أوس لا يدري من هو.

[৬৩] ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ১৩ পৃষ্ঠা
[৬৪] "আল-হিলইয়া, ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ১২ পৃষ্ঠা

হাকেম ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসা (আঃ) -এর প্রতি ওহী পাঠালেন, হযরত মোহাম্মদের প্রতি ঈমান আন এবং তোমার উম্মতের যে ব্যক্তিই তাঁর সময়কাল পাবে, তাকে তাঁর প্রতি ঈমান আনতে আদেশ কর। কেননা, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম না হলে আমি আদমকে সৃষ্টি করতাম না এবং জান্নাত ও দোযখও সৃষ্টি করতাম না। আমি আরশকে পানির পৃষ্ঠে সৃষ্টি করলাম। সে হেলতে দুলতে লাগল। এরপর যখন তাতে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" লিখে দিলাম, তখন নিথর হয়ে গেল। হাফেয যাহাবী (রহঃ) বলেনঃ এই বর্ণনায় সনদে আমর ইবনে আউস রয়েছে সে অজ্ঞাত [৬৫]

وأخرج ابن عساكر من طريق أبي الزبير عن جابر قال بين كتفي آدم مكتوب محمد رسول الله خاتم النبيين

ইবনে আসাকির আবু যুবায়রের মধ্যস্থতায় হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আদম (আঃ) এর উভয় কাঁধের মাঝখানে "মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ খাতেমুন্নবীয়্যীন" লিখিত ছিল। [৬৬]

[৬৫] হাকিম ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ১২ পৃষ্ঠা
[৬৬] ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ১২ পৃষ্ঠা

হুযুর পাক (স.) এর বংশগত পবিত্রতা

اخرج ابن سعد وابن عساكر عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من لدن آدم من نكاح غير سفاح.

ইবনে সা'দ ও ইবনে আসাকির হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমার বংশ তালিকায় হযরত আদম (আঃ) থেকে শুধুই বিবাহ রয়েছে কোন ব্যভিচার নেই। [৬৭]

وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ولدني من سفاح الجاهلية شيء وما ولدني إلا نكاح كنكاح الإسلام

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,আমি বৈবাহিক পন্থায় আর্ভিভূত হয়েছি আমার পুর্বপুরুষের মধ্যে ব্যভিচার সঙ্ঘটিত হয়নি । [৬৮]

واخرج ابن سعد وابن عساكر عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من نكاح غير سفاح

[৬৭] ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ৬৪ পৃষ্ঠা ,
আলি বিন বুরহানুদ্দীন হালবী (রহঃ): ইনসানুল উয়ূন ফি সিরাতে আমিনুল মাওমূন ১ম খন্ড ৫১.
সাইয়্যিদ আব্দুল বাকী (রহঃ) শরহে জুরকানী আলা মাওয়াহেবুল লাদুনিয়া বিল মানহিল মুহাম্মাদিয়া ১ম খন্ড ১২৬,
সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফি সিরাতে খাইরিল ইবাদ ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং ২৩৭
[৬৮] তাবারানী ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ৬৪ পৃষ্ঠা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার বংশ ধারায় সকলেরই বিবাহ হয়েছে এবং কোন অপকর্ম হয়নি। [৬৯]

وأخرج ابن سعد وابن ابي شيبة في المصنف عن محمد بن علي بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم لم يصبني من سفاح أهل الجاهلية شيء ولم اخرج إلا من طهرة

ইবনে সা'দ ও ইবনে আবী শায়বা মোহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমার বংশে হযরত আদম (আঃ) থেকে নিয়ে সকলেরই বিবাহ হয়েছে। কোথাও মূর্খতা যুগের বিয়ে নেই। আমার বংশ সর্বত্র পাক পবিত্র। [৭০]

وأخرج ابن سعد وابن عساكر عن الكلبي قال كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم خمسمائة عام فما وجدت فيهن سفاحا ولا شيئا مما كان من أمر الجاهلية

ইবনে সা'দ ও ইবনে আসাকির কলবী থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্যে 'কাযা ও কদরে' (আমার ভাগ্য লিখনে) ছয়'শ বছর

[৬৯] ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ৬৪ পৃষ্ঠা,
আলি বিন বুরহানুদ্দীন হালবী (রহঃ): ইনসানুল উয়ূন ফি সিরাতে আমিনুল মাওমূন ১ম খন্ড ৫১.
সাইয়্যিদ আব্দুল বাকী (রহঃ) শরহে জুরকানী আলা মাওয়াহেবুল লাদুনিয়া বিল মানহিল মুহাম্মাদিয়া ১ম খন্ড ১২৭,
সালেহী: সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফি সিরাতে খাইরিল ইবাদ ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং ২৩৬
[৭০] আবুবকর আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আবি শাইবা আব্বাসি কুফী ১৫৩-২৩৫হিঃ মুসান্নাফে আবি শাইবা হাদীস নং৩২২৯৮, ১১তম খন্ড ৪৩১ পৃষ্ঠা,
ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ৬৪ পৃষ্ঠা.
সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফি সিরাতে খাইরিল ইবাদ, ১ম খন্ড ২৩৮

এমন লিখা হয়েছে যে, এতে কোথাও ব্যভিচার নেই এবং কোথাও মূর্খতা যুগের অপকর্ম নেই। [৭১]

واخرج العدني في مسنده والطبراني في الأوسط وأبو نعيم وابن عساكر عن علي ابن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيء

হযরত আলী ইবনে আবূ তালেব (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হযরত আদম (আঃ) থেকে নিয়ে পিতা-মাতা কর্তৃক আমার জন্ম পর্যন্ত আমার বংশ ধারায় সকল জন্ম বিবাহের মাধ্যমে হয়েছে। কোথাও মূর্খতা যুগের কোন অপকর্ম নেই। [৭২]

وأخرج أبو نعيم من طرق عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلتق ابواي قط على سفاح لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة مصفى مهذبا لا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমার বংশে আমার পিতা-মাতা কখনও মূর্খতাসুলভ

[৭১] ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ৬৪ পৃষ্ঠা
[৭২] আদনী তবরানী আওসাত আবূ নয়ীম ইসপাহানী (রহঃ) ১ম খন্ড ২৪,
ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ৬৪ পৃষ্ঠা
আলি বিন বুরহানুদ্দীন হালবী (রহঃ): : ইনসানুল উয়ূন ফি সিরাতে আমিনুল মাওমূন ১ম খন্ড ৫১,
সাইয়্যিদ আব্দুল বাকী (রহঃ) শরহে জুরকানী আলা মাওয়াহেবুল লাদুনিয়া বিল মানহিল মুহাম্মাদিয়া ১ম খন্ড ১২৭,
সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফি সিরাতে খাইরিল ইবাদ ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং ২৩৭
তবাকাত ইবনে সাদ ১ম খন্ড ৩২
ইমাম বায়হাকি: দালায়েলুন নবুওয়াত ১৭৪

পদ্ধতিতে মিলিত হয়নি। আল্লাহ তায়ালা আমাকে সর্বদা পবিত্র ঔরস থেকে পবিত্র গর্ভাশয়ে স্থানান্তর করতে থাকেন। যেখানেই পরিবারে দু'টি শাখার উদ্ভব হয়েছে, সেখানেই আল্লাহ তায়ালা আমাকে সর্বোত্তম শাখায় রেখে দিয়েছেন। [৭৩]

وأخرج ابن سعد من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير العرب مضر وخير مضر بنو عبد مناف وخير بني عبد مناف بنو هاشم وخير بني هاشم بنو عبد المطلب والله ما افترق فرقتان منذ خلق الله آدم إلا كنت في خيرهما

সা'দ কলবী থেকে, তিনি আবূ ছালেহ্ থেকে এবং তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, আরববাসীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে মুযার। মুযারের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ট হচ্ছে আবদে মানাফ। আবদে মানাফের সন্তানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে বনূ হাশেম এবং বনূ হাশেমের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান-সন্ততি। আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আঃ) থেকে যেখানেই বংশ বিভক্ত করেছেন, আমাকে তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শাখায় রেখেছেন। [৭৪]

وأخرج البزار والطبراني وأبو نعيم من طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى وتقلبك في الساجدين قال ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب في أصلاب الانبياء حتى ولدته أمه

বাযযার, তিবরানী ও আবূ ও নয়ীম ইকরামা থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) আল্লাহ তায়ালার وتقلبك فى الساجدين (সেজদাকারীদের মধ্যে আপনার স্থান পরিবর্তন) উপরোক্ত উক্তির তফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা

[৭৩] আবূ নয়ীম ইসপাহানী (রহঃ) ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ৬৪ পৃষ্ঠা
[৭৪] ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ৬৫ পৃষ্ঠা

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পয়গাম্বরগণের ঔরসে স্থানান্তর করতে থাকেন। অবশেষে মা আমেনা তাঁকে প্রসব করেন। [৭৫]

وأخرج البزار والطبراني وأبو نعيم من طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى وتقلبك في الساجدين قال ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب في أصلاب الانبياء حتى ولدته أمه

আবূ নয়ীম ইকরামা থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) আল্লাহ তায়ালার উপরোক্ত উক্তির তফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে পয়গাম্বরগণের ঔরসে স্থানান্তর করতে থাকেন। অবশেষে মা আমেনা তাঁকে প্রসব করেন। [৭৬]

وأخرج البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بَنِي آدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا حَتَّى كُنْتُ مِنْ الْقَرْنِ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি হযরত আদমের (আঃ) -পর সর্বশ্রেষ্ঠ পরিবারে আসতে থাকি। সবশেষে সেই পরিবারে প্রেরিত হয়ে গেছি, যাতে এখন আছি। [৭৭]

---

[৭৪] সূরা-শু'আরা-২১৯ বাযযার তিবরানী
ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ৬৫ পৃষ্ঠা
আলি বিন বুরহানুদ্দীন হালবী (রহঃ): ইনসানুল উয়ূন ফি সিরাতে আমিনুল মাওমূন ১ম খন্ড ৬ পৃষ্ঠা
সাইয়্যিদ আব্দুল বাকী (রহঃ) শরহে জুরকানী আলা মাওয়াহেবুল লাদুনিয়া বিল মানহিল মুহাম্মাদিয়া ১ম খন্ড ১২৮
সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফি সিরাতে খাইরিল ইবাদ১ম খন্ড ২৩৫ পৃষ্ঠা
[৭৫] বাযযার তিবরানী ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ৬৫ পৃষ্ঠা
[৭৬] বুখারী ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ৬৫ পৃষ্ঠা
আলি বিন বুরহানুদ্দীন হালবী (রহঃ): ইনসানুল উয়ূন ফি সিরাতে আমিনুল মাওমূন ১ম খন্ড ৫১ পৃষ্ঠা দালায়েল ১৭৮ পৃষ্ঠা

وأخرج مسلم عن واثلة بن الاسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من ولد ابراهيم اسماعيل واصطفى من ولد اسماعيل بني كنانة واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم

ওয়াছেলা ইবনে আসবা বর্ণনা করেন যে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ তায়ালা হযরত ইবরাহীম (আঃ) -এর সন্তানদের মধ্য থেকে হযরত ইসমাঈল (আঃ) -কে মনোনীত করেন। অতঃপর ইসমাঈল (আঃ) -এর সন্তানদের মধ্য থেকে কেনানাকে, কেনানার মধ্য থেকে কোরায়শকে, কোরায়শের মধ্য থেকে বনী-হাশেমকে এবং বনী-হাশেমের মধ্য থেকে আমাকে মনোনীত করেছেন। [৭৮]

وأخرج الترمذي وحسنه والبيهقي وابو نعيم عن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حين خلقني جعلني من خير خلقه ثم حين خلق القبائل جعلني من خيرهم قبيلة وحين خلق الأنفس جعلني من خير أنفسهم ثم حين خلق البيوت جعلني من خير بيوتهم فأنا خيرهم بيتا وخيرهم نفسا

হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা যখন আমাকে সৃষ্টি করেন, তখন সৃষ্টির সেরা করে সৃষ্টি করেন। তিনি যখন গোত্র সৃষ্টি করেন, তখন আমাকে সর্বশ্রেষ্ট

সাইয়্যিদ আব্দুল বাকী (রহঃ) শরহে জুরকানী আলা মাওয়াহেবুল লাদুনিয়া বিল মানহিল মুহাম্মাদিয়া ১ম খন্ড ১৩৩ পৃষ্ঠা
সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফি সিরাতে খাইরিল ইবাদ ১ম খন্ড ২৫৬ পৃষ্ঠা
[৭৮] মুসলিম ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ৬৬ পৃষ্ঠা
আলি বিন বুরহানুদ্দীন হালবী (রহঃ): ইনসানুল উয়ূন ফি সিরাতে আমিনুল মাওমূন ১ম খন্ড ৬ পৃষ্ঠা

গোত্রে সৃষ্টি করেন। যখন মানবাত্মা সৃষ্টি করেন, তখন আমাকে সর্বোত্তম মানবাত্মারূপে সৃষ্টি করেন। এরপর যখন পরিবার সৃষ্টি করেন, তখন আমাকে সর্বোৎকৃষ্ট পরিবারে পয়দা করেন। সুতরাং আমি সর্বশ্রেষ্ঠ, পরিবারের দিক দিয়েও এবং মানবাত্মার দিক দিয়েও। [৭৯]

وأخرج البيهقي والطبراني وأبو نعيم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق فاختار من الخلق بني آدم واختار من بين آدم العرب واختار من العرب مضر واختار من مضر قريشا واختار من قريش بني هاشم واختارني من بني هاشم فأنا من خيار إلى خيار

আবূ নয়ীম হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা যখন মখলুক সৃষ্টি করেন, তখন সমগ্র মখলূকের মধ্যে বনী-আদমকে মনোনীত করেন। বনী-আদমের মধ্যে আরবকে পছন্দ করেন। আরবের মধ্যে মুযারকে, মুযারের মধ্যে কোরায়শকে, কোরায়শের মধ্যে বনী হাশেমকে এবং বনী হাশেমের মধ্যে আমাকে বেছে নেন। এ জন্যেই আমি সর্বোত্তমের মধ্যে সর্বোত্তম।[৮০]

وأخرج البيهقي والطبراني وأبو نعيم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قسم الخلق قسمين فجعلني في خيرهما قسما ثم جعل القسمين أثلاثا فجعلني في خيرها ثلثا ثم جعل الأثلاث قبائل فجعلني في

[৭৯] তিবরিযী বায়হাকী, আবূ নয়ীম ইসপাহানী (রহঃ) ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ৬৬ পৃষ্ঠা
আলি বিন বুরহানুদ্দীন হালবী (রহঃ): ইনসানুল উয়ূন ফি সিরাতে আমিনুল মাওমূন ১ম খন্ড ৬ পৃষ্ঠা
[৮০] বায়হাকী, তিবরানী ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ৬৬ পৃষ্ঠা
আলি বিন বুরহানুদ্দীন হালবী (রহঃ): ইনসানুল উয়ূন ফি সিরাতে আমিনুল মাওমূন ১ম খন্ড ৬ পৃষ্ঠা
সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফি সিরাতে খাইরিল ইবাদ ১ম খন্ড ২২৯ পৃষ্ঠা

خيرها قبيلة ثم جعل القبائل بيوتا فجعلني في خيرها بيتا فذلك قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الآية

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা সমগ্র সৃষ্টিকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। আমাকে এতদুভয়ের সর্বোত্তম ভাগে রেখেছেন। এরপর উভয় ভাগকে তিন প্রকারে বিভক্ত করে আমাকে সর্বোত্তম ভাগে রেখেছেন। এরপর উভয় ভাগে তিন প্রকারে বিভক্ত করে আমাকে সর্বোত্তম এক প্রকারে রেখেছেন। এরপর প্রত্যেক প্রকারকে গোত্রে বিভক্ত করে আমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ গোত্রে রেখেছেন। এরপর গোত্রকে পরিবারে ভিবক্ত করে আমাকে সর্বোত্তম পরিবারে রেখেছেন। এ কারণেই আল্লাহ বলেন, - أنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير হে নবী-পরিবার! আল্লাহ তো চান তোমাদের থেকে নাপাকী দূর করতে এবং তোমাদেরকে উত্তম রূপে পবিত্র করতে। [৮১]

واخرج البيهقي وابن عساكر من طريق مالك عن الزهري عن أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما افترق الناس فرقتين إلا جعلني الله في خيرهما فأخرجت من بين أبوي فلم يصبني شيء من عهر الجاهلية وخرجت من نكاح ولم اخرج من سفاح من لدن آدم حتى انتهيت إلى أبي وأمي فأنا خيركم نفسا وخيركم أبا

واخرج البيهقي عن محمد بن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله اختار فاختار العرب ثم اختار

[৮১] বায়হাকী, তিবরানী ও আবূ নয়ীম ইসপাহানী (রহঃ) ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ৬৬ পৃষ্ঠা

منهم كنانة ثم اختار منهم قريشا ثم اختار منهم بني هاشم ثم اختارني من بني هاشم

ইবনে আসাকির মালেক থেকে, তিনি যুহরী থেকে এবং তিনি হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখনই মানুষের দু'টি দল হয়েছে, আল্লাহ আমাকে সর্বোত্তম দলে রেখেছেন। আমি পিতা-মাতা থেকে জন্মলাভ করেছি। আমার বংশে মূর্খতা যুগের কোন অনাচার ছিল না। আদম (আঃ) থেকে নিয়ে আমার পিতা-মাতা পর্যন্ত আমার বংশে সকলেই বিবাহের মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করেছে। কোথাও ব্যভিচার নেই। আমি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম এবং আমার পিতাও ছিলেন সর্বোত্তম।

বায়হাকী মোহাম্মদ ইবনে আলী থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে আরবকে পছন্দ করেন, আরবে কেনানাকে, কেনানার মধ্যে কোরায়শকে, কোরায়শের মধ্যে বনী-হাশেমকে এবং বনী হাশেমের মধ্য আমাকে পছন্দ করেছেন। [৮২]

واخرج البيهقي والطبراني في الاوسط وابن عساكر عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي جبرئيل قلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلا أفضل من محمد ولم اجد بني أب افضل من بني هاشم

ইবনে আসকির হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন জিবরাঈল (আঃ) আমাকে বলেছেন, আমি পূর্ব পশ্চিম প্রদক্ষিণ করেছি; কিন্তু মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কাউকে পাইনি এবং বনী-হাশেমের চেয়ে উত্তমও পাইনি। [৮৩]

[৮২] বায়হাকী, ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ৬৬ পৃষ্ঠা
ইমাম বায়হাকী, দালায়েলুন নবুওয়াত ১৭৫ পৃষ্ঠা
[৮৩] বায়হাকী, তিবরানী ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ৬৭ পৃষ্ঠা
ইমাম বায়হাকী, দালায়েলুন নবুওয়াত ১৭৫ পৃষ্ঠা

وأخرج ابن عساكر عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ولدتني بغي قط منذ خرجت من صلب آدم ولم تزل تنازعني الأمم كابرا عن كابر حتى خرجت من أفضل حيين من العرب هاشم وزهرة

ইবনে আসাকির হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ হযরত আদম (আঃ) থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত আমার বংশে কোথাও অপকর্ম নেই। সমস্ত জাতি প্রজন্ম পরম্পরায় আমার সম্পর্কে বিতর্ক করেছে। অবশেষে আমি দু'টি সর্বশ্রেষ্ট গোত্রে বনী হাশেম ও বনী যাহরায় পয়দা হয়ে গেছি। [৮৪]

وأخرج ابن مردويه عن انس قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم بفتح الفاء وقال انا انفسكم نسبا وصهرا وحسبا ليس في آبائي من لدن آدم سفاح كلنا نكاح

ইবনে মরদুওয়াইহি হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করলেন, لقد جاءكم رسول من انفسكم (নিশ্চয় তোমাদের কাছে তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে একজন রাসূল আগমন করেছেন। তিনি انفسكم.এর অক্ষরে পেশের পরিবর্তে যবর যোগে তেলাওয়াত করলেন। যার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তোমাদের মধ্যে তোমাদের উৎকৃষ্টতম ব্যক্তি রাসূল হয়ে এসেছেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমি বংশমর্যাদায় উৎকৃষ্টতম। আদম (আঃ) থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত আমার বাপদাদাদের মধ্যে কোন অপকর্ম নেই; বরং সকলেই বিশুদ্ধ বিবাহের মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করেছে। [৮৫]

[৮৪] ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ৬৭ পৃষ্ঠা
[৮৫] ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ৬৭ পৃষ্ঠা
ইমাম বায়হাকী, দালায়েলুন নবুওয়াত ৪৮২ পৃষ্ঠা

وأخرج ابن ابي عمر العدني في مسنده عن ابن عباس ان قريشا كانت نورا بين يدي الله تعالى قبل ان يخلق آدم بألفي عام يسبح ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله آدم ألقى ذلك النور في صلبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهبطني الله إلى الأرض في صلب آدم وجعلني في صلب نوح وقذف بي في صلب إبراهيم ثم لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الكريمة والأرحام الطاهرة حتى أخرجني من بين أبوي لم يلتقيا على سفاح قط

ويشهد لهذا ما أخرج الحاكم والطبراني عن خريم بن أوس قال هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرفه من تبوك فسمعت العباس يقول يا رسول الله إني أريد أن امتدحك قال قل لا يفضض الله فاك فقال

من قبلها طبت في الظلال وفي-مستودع حيث يخصف الورق

ثم هبطت البلاد لا بشر-أنت ولا مضغة ولا علق

بل نطفة تركب السفين وقد-ألجم نسرا وأهله الغرق

تنقل من صالب إلى رحم-إذا مضى عالم بدا طبق

وردت نارا لخليل مستترا-في صلبه أنت كيف يحترق

حتى احتوى بيتك المهيمن من-خندق علياء تحتها النطق

وانت لما ولدت اشرقت الأرض -وضاءت بنورك الأفق

فنحن في ذلك الضياء وفي -النور وسبل الرشاد تخترق

ইবনে আবী ওমর আদনী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, আদম সৃষ্টির দু'হাজার বছর পূর্বে কোরায়শ আল্লাহ তায়ালার সামনে একটি নূরের আকারে ছিল। এই নূর যখন তসবীহ পাঠ করত, তখন ফেরেশতারাও সঙ্গে তসবীহ পাঠ করত। আল্লাহ তায়ালা আদমকে সৃষ্টি করে এই নূর তাঁর ঔরসে রেখে দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এরপর আল্লাহ আমাকে আদমের ঔরসে পৃথিবীতে নামালেন। এরপর নূহ (আঃ) -এর ঔরসে স্থানান্তর করলেন। এমনিভাবে আল্লাহ পাক আমাকে সম্মানিত বান্দাদের ঔরসে এবং পবিত্রাত্মা নারীদের গর্ভে স্থানান্তর করতে থাকেন। অবশেষে আমার পিতামাতা আমাকে জন্ম দিলেন। আমার পিতৃপুরুষদের মধ্যে কেউ কখনও ব্যভিচারের ভিত্তিতে সঙ্গম করেনি।

এ হাদীসের অর্থে আরও একটি হাদীস আছে, যা তিবরানী ও হাকেম খুরায়ম ইবনে আউস থেকে বর্ণনা করেছেন। খুরায়ম বর্ণনা করেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন আমি তাঁর কাছে গেলাম। এ সময় হযরত আব্বাস (রাঃ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আপনার প্রশংসা করতে চাই। তিনি বললেন, বল, আল্লাহ তোমার মুখ সালামত রাখুন।

সেমতে হযরত আব্বাস (রাঃ) বললেন -এর আগে আপনি ছায়ায় দিনাতিপাত করতেন এবং এমন স্থানে (জান্নাতে) থাকতেন, যেখানে পাতা মিলিত করা হয়। (হযরত আদম (আঃ) -এর ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত।

অতঃপর আপনি দুনিয়াতে (আদমের ঔরসে) এলেন। তখন আপনি না মনুষ্য ছিলেন, না মাংসপিণ্ড, না জমাট রক্ত। আপনি সেই বীর্য, যা নৌকায় সওয়ার হয়েছে এবং নসর (প্রতিমা) ও নসর পূজারীদেরকে পানি গ্রাস করেছে। (হযরত নূহ (আঃ) -এর ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত। অবশেষে আপনার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ আপনার মাহাত্ম্য খন্দকের উচ্চস্থানকে ঘিরে নিল, যার নীচে অন্যান্য পাহাড়ের মধ্যবর্তী অংশ আছে। আপনি যখন ভূমিষ্ঠ হলেন, তখন পৃথিবী আলোকময় হয়ে গেল এবং আপনার নূরে দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়ে গেল।

এখন আমরা এই নূর ও আলোর মধ্যে আছি। আমাদের সম্মুখে হেদায়াতের পথ উন্মুক্ত। [৮৬]

أخرج البيهقي وابن عساكر عن ابي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله آدم اراه بنيه فجعل يرى فضائل بعضهم على بعض فرأى نورا ساطعا في أسفلهم فقال يا رب من هذا قال هذا ابنك أحمد وهو اول وهو آخر وهو أول شافع

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আঃ) -কে সৃষ্টি করলেন, তখন তাঁকে তাঁর সন্তান-সন্ততি দেখালেন। হযরত আদম (আঃ) তাদের পারস্পারিক শ্রেষ্ঠত্ব নিরীক্ষা করতে থাকেন। অবশেষে তিনি একটি চমকদার নূর দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেনঃ পরওয়ার দেগার! এ কে? আল্লাহ তায়ালা বললেন, এ তোমার সন্তান আহমদ। সেই প্রথম এবং সেই শেষ। সেই সর্বপ্রথম শাফায়াত করবে। [৮৭]

وقال ابو نعيم وجه الدلالة على نبوته من هذه الفضيلة ان النبوة ملك وسياسة عامة والملك في ذوي الاحساب والأخطار من الناس لأن ذلك أدعى إلى انقياد الرعية له واسرع الى طاعته ولذلك سأل هرقل أبا سفيان كيف نسبه فيكم قال هو فينا ذو نسب قال هرقل وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها

[৮৬] মুসনাদে আদনি, ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ৬৭ পৃষ্ঠা
[৮৭] বায়হাকী, ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ৬৭ পৃষ্ঠা

আবূ নয়ীম এই হাদীস প্রসঙ্গে বলেন, এই শ্রেষ্ঠত্ব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুয়তের দলীল। কেননা, নবুয়ত একাধারে রাজতন্ত্র ও শাসনতন্ত্র হয়ে থাকে। যদি রাজা সম্ভ্রান্ত ও মানুষের মধ্যে সাধক বিশিষ্ট হয়, তবে মানুষ তার সামনে ঝুঁকে পড়ে এবং নির্দ্বিধায় আনুগত্য করে। এ কারণেই হিরাক্লিয়াস আবূ সুফিয়ানকে প্রশ্ন করেছেন, তোমাদের মধ্যে তার বংশমর্যাদা কিরূপ? আবূ সুফিয়ান বলল, তিনি উচ্চ বংশমর্যাদা সম্পন্ন। হিরাক্লিয়াস বললঃ পয়গাম্বরগণ আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে বংশ মর্যাদায় বিশিষ্ট হয়ে থাকেন। [৮৮]

[৮৮] দালায়েলুন নবুওয়াত
ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ৬৮ পৃষ্ঠা

শবে- মীলাদের মোজেযা

أخرج البيهقي وأبو نعيم عن حسان بن ثابت قال إني لغلام يفعة ابن سبع سنين او ثمان أعقل ما رأيت وسمعت إذا يهودي بيثرب يصرخ ذات غداة على أطمه يا معشر يهود فاجتمعوا إليه وأنا اسمع قالوا ويلك مالك قال طلع نجم أحمد الذي ولد به في هذه الليلة

বায়হাকী ও আবূ নয়ীমের রেওয়ায়েতে হাসসান ইবনে ছাবেত (রাঃ) বর্ণনা করেন- আমি সাত-আট বছরের সচেতন বালক ছিলাম। একদিন এক ইহুদী একটি টিলায় আরোহণ করে মদীনায় ইহুদী সম্প্রদায়কে ডাক দিল। তারা সমবেত হয়ে জিজ্ঞাসা করলঃ ব্যাপার কি? ইহুদী বললঃ আজ রাতে আহমদ জন্ম গ্রহণ করেছেন। তাঁর নক্ষত্র উদিত হয়ে গেছে। [৮৯]

وأخرج البيهقي والطبراني وأبو نعيم وابن عساكر عن عثمان بن أبي العاص قال حدثتني امي انها شهدت ولادة آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ولدته قالت فما شيء أنظر إليه في البيت إلا نور وإني لأنظر الى النجوم تدنو حتى أني لأقول ليقعن علي فلما وضعت خرج منها نور أضاء له البيت والدار حتى جعلت لا أرى إلا نورا

[৮৯] বায়হাকী, ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ৭৭ পৃষ্ঠা
আলি বিন বুরহানুদ্দীন হালবী (রহঃ): ইনসানুল উয়ূন ফি সিরাতে আমিনুল মাওমূন ১ম খন্ড ৮৬ পৃষ্টা
ইমাম বায়হাকী, দালায়েলুন নবুওয়াত ১১২ পৃষ্ঠা
সাইয়্যিদ আব্দুল বাকী (রহঃ) শরহে জুরকানী আলা মাওয়াহেবুল লাদুনিয়া বিল মানহিল মুহাম্মাদিয়া ১ম খন্ড ১২৫

আবূ নয়ীম ও ইবনে আসাকির হযরত ওছমান ইবনে আবুল আস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন- আমার মা আমাকে বলেছেন যে, যখন আমেনার গৃহে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্ম গ্রহণ করেন, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। ঘরের চারদিক কোন নূরের আলোক উদ্ভসিত হয়ে গিয়েছিল। তারকারাজি এমনভাবে ঝুঁকে পড়ছিল, মনে হচ্ছিল যেন আমার উপরই আছড়ে পড়বে। তাঁর জন্মের সময় আমেনার শরীর থেকে একটি নূর উদিত হয়ে সমগ্র গ্রহকে আলোকোজ্জ্বল করে তুলে। [৯০]

وأخرج احمد والبزار والطبراني والحاكم والبيهقي وأبو نعيم عن العرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني عبد الله وخاتم النبيين وان آدم لمنجدل في طينته وسأخبركم عن ذلك دعوة أبي ابراهيم وبشارة عيسى ورؤيا امي التي رأت وكذلك امهات النبيين يرين وأن ام رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন- আমি আল্লাহর বান্দা। আমি তখন খাতামুন্নাবীয়্যিন, যখন আদমের সত্তা মৃত্তিকায় লুটোপুটি খাচ্ছিল। আমার জন্যে হযরত ইবরাহীম (আঃ) দোয়া করেছেন, হযরত ঈসা (আঃ) সুসংবাদ দিয়েছেন এবং আমার মা স্বপ্ন দেখেছেন। পয়গাম্বরগণের জননীগণ এরূপ স্বপ্ন দেখে থাকেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জননী তাঁর জন্মের সময় একটি নূর দেখেন, যা দ্বারা সিরিয়ার রাজপ্রসাদ চমকে উঠে। [৯১]

[৯০] বায়হাকী, তিবরানী আবূ নইম ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ৭৮ পৃষ্ঠা
[৯১] মুসনাদে আহমদ ৪ / ৬৬ পৃষ্টা
ইমাম ইবনে কাছির:আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ২ / ৩২১ পৃষ্টা
ইবনে আব্দুল খালিক : বাযযার ৪১৯৯,১০ / ১৩৫
ইমাম বায়হাকি: শুয়াইবুল ইমান ২ / ১৩৪ পৃষ্টা
আল আনওয়ার ফি শামায়িলুন নাবিয়ীল মুখতার ১ম খন্ড ২ পৃষ্টা
আবূ নাইম ইস্পাহানী, দালায়েলুন নবুওয়াত ১ম খন্ড ৯ পৃষ্টা

واخرج الحاكم وصححه والبيهقي عن خالد بن معدان عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم قالوا يا رسول الله اخبرنا عن نفسك فقال دعوة ابي ابراهيم وبشرى- عيسى ورأت امي حين حملت كأنه خرج منها نور اضاءت له بصرى من أرض الشام

وراث امي انه يخرج منها نور اضاءت

হাকেম ও বায়হাকী খালেদ ইবনে মে'দান থেকে বর্ণনা করেন যে, সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিজের সম্পর্কে কিছু বলুন। তিনি বললেনঃ আমি হযরত ইবরাহীম (আঃ) -এর দোয়া এবং হযরত ঈসা (আঃ) -এর সুসংবাদ। আমার মা আমি গর্ভে থাকা অবস্থায় স্বপ্ন দেখেছেন যেন তাঁর শরীর থেকে একটি নূর উদিত হয়েছে, যার ফলে শামদেশের বুছরা ভূখণ্ড আলোকময় হয়ে গেছে! [১২]

وأخرج ابن سعد وابن عساكر عن ابن عباس ان آمنة قالت لقد علقت به فما وجدت له مشقة حتى وضعته فلما فصل مني خرج معه نور أضاء له ما بين المشرق إلى المغرب ثم وقع على الأرض معتمدا على يديه ثم اخذ قبضة من تراب فقبضها ورفع رأسه إلى السماء

ইবনে সা'দ ও ইবনে আসাকির হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আমেনা বলেছেন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গর্ভে ধারণ করার পর তাঁর জন্ম পর্যন্ত আমার কোন কষ্ট হয়নি। তিনি যখন ভূমিষ্ট হলেন, তখন তাঁর সাথে একটি নূর উদিত হল, যার ফলে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী সমস্ত ভূপৃষ্ঠ

ইমাম হাইছামী : আল মাজমায়ুজ জাওয়ায়েদ ৮ / ২২৬ পৃষ্ঠা
হাকেম, ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) : খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ৭৮ পৃষ্ঠা
[১২] হাকেম ও বায়হাকী, ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ৭৮ পৃষ্ঠা

আলোকময় হয়ে গেল। জন্মের সময় তিনি হাত দিয়ে মাটিতে ভর দেন। একটি মুষ্টি মাটি নিয়ে হাত বন্ধ করে নেন এবং আকাশ পানে তাকিয়ে থাকেন।"[১৩]

واخرج ابن سعد من طريق ثور بن يزيد عن ابي العجفاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأت امي حين وضعتني سطع منها نور أضاءت له قصور بصرى

ইবনে সা'দ ছওর ইবনে এয়াযিদ থেকে, তিনি আব্দুল আজফা থেকে বর্ণনা করেন যে, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন– আমি যখন ভূমিষ্ঠ হলাম, তখন আমার জননী আপন শরীর থেকে একটি নূর উদিত হতে দেখলেন, যার ফলে সিরিয়ার রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত আলোর ছটা ছড়িয়ে পড়ে। [১৪]

وأخرج ابو نعيم عن عطاء بن يسار عن ام سلمة عن آمنة قالت لقد رأيت ليلة وضعته نورا اضاءت له قصور الشام حتى رأيتها

আবূ নয়ীম আতা ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত উম্মে সালামাহ্ (রাঃ) হযরত আমেনার এই উক্তি উদ্ধৃত করেছেন– যে রাতে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্মগ্রহণ করেন, আমি একটি নূর উদিত হতে দেখি, যে কারণে সিরিয়ার প্রাসাদ এতটুকু উজ্জ্বল হয়ে যায় যে, আমি তা দেখতে পাই। [১৫]

وأخرج ابن سعد أنا عمرو بن عاصم الكلابي حدثنا همام بن يحيى عن اسحاق بن عبد الله ان ام رسول الله صلى

[১৩] ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) : খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ৭৮ পৃষ্ঠা
আলি বিন বুরহানুদ্দীন হালবী (রহঃ): ইনসানুল উয়ূন ফি সিরাতে আমিনুল মাওমূন ৮৬ পৃষ্ঠা
যুরকানি ১ম খন্ড ২১৭ পৃষ্ঠা
সালেহী : সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফি সিরাতে খাইরিল ইবাদ ১ম খন্ড ৩৪২ পৃষ্ঠা
[১৪] ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) : খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ৭৯ পৃষ্ঠা
[১৫] ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) : খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ৭৮ পৃষ্ঠা

الله عليه وسلم قالت لما ولدته خرج من فرجي نور أضاء له قصور الشام فولدته نظيفا ما به قذر ووقع إلى الأرض وهو جالس على الأرض بيده

ইবনে সা'দ আমর ইবনে আছেম থেকে, তিনি হুমাম ইবনে এয়াহইয়া থেকে, তিনি ইসহাক ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জননীর এই বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্মগ্রহণ করলে আমার শরীর থেকে একটি নূর উদিত হয়, যার ফলে সিরিয়ার রাজপ্রাসাদ আলোকময় হয়ে যায়। তিনি সম্পূর্ণ পাক পবিত্র অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন- কোন মালিন্য ছিল না। ভূমিষ্ঠ হয়েই তিনি মাটিতে হাত রাখেন। [৯৬]

وقال أنبأنا معاذ العنبري ثنا ابن عون عن ابن القبطية في مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت امه رأيت كأن شهابا خرج مني أضاءت له الأرض

ইবনে সা'দ মুয়ায আম্বরী থেকে তিনি ইবনে আওন থেকে, তিনি ইবনুল কিবতিয়া থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত আমেনা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম প্রসঙ্গে বলেছেন- আমি আমার শরীর থেকে একটি আলোকপিণ্ড উদিত হতে দেখি, যার ফলে সমগ্র ভূপৃষ্ঠ আলোকোদ্ভাসিত হয়ে উঠে। [৯৭]

وأخرج عن حسان بن عطية ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد وقع على كفيه وركبتيه شاخصا بصره إلى السماء

[৯৬] ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ৭৮ পৃষ্ঠা
সাইয়্যিদ আব্দুল বাকী (রহঃ) শরহে জুরকানী আলা মাওয়াহেবুল লাদুনিয়া বিল মানহিল মুহাম্মাদিয়া ১ম খন্ড ২২০ পৃষ্ঠা
সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফি সিরাতে খাইরিল ইবাদ ১ম খন্ড ৩৪৩ পৃষ্ঠা
[৯৭] ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ৭৮ পৃষ্ঠা

ইবনে সা'দ হাসসান ইবনে আতিয়্যা থেকে বর্ণনা করেন যে, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভূমিষ্ঠ হয়ে হাতের তালু ও হাঁটু দিয়ে মাটিতে ভর দেন। তাঁর দৃষ্টি আকাশ পানে নিবদ্ধ ছিল। [৯৮]

واخرج عن موسى بن عبيدة عن أخيه قال لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع إلى الأرض وقع على يديه رافعا رأسه إلى السماء وقبض قبضة من التراب بيده فبلغ ذلك رجلا من لهب فقال لصاحب الخبر لئن صدق هذا الفأل ليغلبن هذا المولود أهل الأرض

ইবনে সা'দ মূসা ইবনে ওবায়দা থেকে তিনি আপন ভাই থেকে বর্ণনা করেন যে, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভূমিষ্ঠ হয়ে হাত দিয়ে মাটিতে ভর দেন। মাথা আকাশ পানে উত্তোলন করেন এবং হাতে একটি মুষ্টি মাটি তুলে নেন। আবু-লাহাবের এক ব্যক্তি এই খবর পেয়ে মন্তব্য করলঃ একথা সত্য হলে এই শিশু সমগ্র বিশ্ব করতলগত করে নিবে। [৯৯]

وأخرج ابو نعيم عن عبد الرحمن بن عوف عن امه الشفاء بنت عمرو بنت عوف قالت لما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله ورحمك ربك قالت الشفاء فاضاء لي ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت الى بعض قصور الروم قالت ثم ألبسته وأضجعته فلم انشب ان غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال الى المغرب واسفر ذلك عني ثم

[৯৮] ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ৭৯ পৃষ্ঠা
[৯৯] ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ৭৯ পৃষ্ঠা

يبق ملك إلا حضر وأخذ الشيطان فغل سبعين غلا والقي منكوسا في لجة البحر الخضراء وغلت الشياطين والمردة وألبست الشمس يومئذ نورا عظيما وأقيم على رأسها سبعون الف حوراء في الهواء ينتظرون ولادة محمد صلى الله عليه وسلم وكان قد أذن الله تلك السنة لنساء الدنيا أن يحملن ذكورا كرامة لمحمد صلى الله عليه وسلم وان لا تبقى شجرة إلا حملت ولا خوف إلا عاد أمنا فلما ولد النبي صلى الله عليه وسلم امتلأت الدنيا كلها نورا وتباشرت الملائكة وضرب في كل سماء عمود من زبرجد وعمود من ياقوت قد استنار به فهي معروفة في السماء قد رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء قيل هذا

ما ضرب لك استبشارا بولادتك وقد انبت الله ليلة ولد على شاطئ نهر الكوثر سبعين الف شجرة من المسك الأذفر جعلت ثمارها بخور أهل الجنة وكل اهل السموات يدعون الله بالسلامة ونكست الأصنام كلها وأما اللات والعزى فإنهما خرجا من خزانتهما وهما يقولان ويح قريش جاءهم الأمين جاءهم الصديق لا تعلم قريش ماذا اصابها وأما البيت فأياما سمعوا من جوفه صوتا وهو يقول الآن يرد علي نوري الآن يجيئني زواري الآن

عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال الى المشرق قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت في أول الناس إسلام

আবূ নয়ীম আব্দুর রহমান ইবনে আওফ থেকে, তিনি তাঁর জননী আশশিফা বিনতে আমর ইবনে আওফের এমর্মের একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যে, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম আমার হাতে হয়েছে। তাঁর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল ছিল। আমি কাউকে বলতে শুনলাম- তোমার প্রতি আল্লাহর রহমত, তোমার প্রতি তোমার রবের রহমত। এরপর আমার সামনে পূর্ব ও পশ্চিম আলোকিত হয়ে গেল এবং আমি রোমের কিছু রাজপ্রাসাদ দেখতে পেলাম। এরপর আমি নবজাত শিশুকে কাপড় পরিয়ে শুইয়ে দিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে আমার উপর তমসা ও ভীতির একটা পর্দা যেন পড়ে গেল এবং শরীরে কম্পন এসে গেল। আমি কাউকে বলতে শুনলাম- তুমি একে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? জওয়াব দেয়া হল পশ্চিম দিকে। তারপর আমার এই অবস্থা কেটে গেল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর পুনরায় সেই অবস্থা আমাকে আচ্ছন্ন করে নিল ভীতি, অন্ধকার ও কম্পন। আবার কাউকে বলতে শুনলাম, একে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? জওয়াব এল-পূর্ব দিকে। শিফা বিনতে আমর ইবনে আওফ বলেনঃ বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুয়তপ্রাপ্তি এই কথাগুলো আমার মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে। তিনি যখন নবুওয়াত প্রাপ্ত হলেন, তখন আমি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করলাম। [১০০]

وأخرج ابو نعيم عن عمرو بن قتيبة قال سمعت أبي وكان من أوعية العلم قال لما حضرت ولادة آمنة قال الله لملائكته افتحوا ابواب السماء كلها وأبواب الجنان كلها وامر الله الملائكة بالحضور فنزلت تبشر بعضها بعضا وتطاولت جبال الدنيا وارتفعت البحار وتباشر أهلها فلم

[১০০] ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ৭৯ পৃষ্ঠা

لطهر من أنجاس الجاهلية أيتها العزى هلكت ولم تسكن
زلزلة البيت ثلاثة ايام ولياليهن وهذا اول علامة رأت
قريش من مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم

আবূ নয়ীম আমর ইবনে কোতায়বা থেকে, তিনি আপন পিতার কাছ থেকে শুনেছেন যে, হযরত আমেনার প্রসবের সময় উপস্থিত হলে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাগণকে আদেশ করলেনঃ সমস্ত আকাশ ও জান্নাতের দরজা খুলে দাও। সকল ফেরেশতা আমার সামনে উপস্থিত হোক। সে মতে ফেরেশতাগণ একে অপরকে সুসংবাদ দিতে দিতে হাযির হতে লাগল। পৃথিবীর পাহাড়সমূহ উঁচু হয়ে গেল এবং সমুদ্র স্ফীত হয়ে গেল। এসবের অধিবাসীরা একে অপরকে সুসংবাদ দিল। সকল ফেরেশতা হাযির হয়ে গেল। শয়তানকে সত্তরটি শিকল পরানো হল এবং তাকে কাস্পিয়ান সাগরে উপুড় করে ঝুলিয়ে দেয়া হল। সকল দুষ্ট ও অবাধ্য মখলুককেও শৃঙ্খলাবদ্ধ করে দেয়া হল। সূর্যকে সেদিন অসাধারণ আলো প্রদান করা হল এবং তার প্রান্তে শূন্য পরিমণ্ডলে সত্তর হাজার হুরকে দাঁড় করানো হল, যারা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মের অপেক্ষায় ছিল। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মানার্থে আল্লাহ তায়ালা সে বছর পৃথিবীর সকল নারীর জন্যে পুত্র সন্তান নির্ধারণ করে দিলেন। এটাও ঠিক করলেন যে, কোন বৃক্ষ ফলবিহীন থাকবে না এবং যেখনে অশান্তি সেখানে শান্তি স্থাপিত হয়ে যাবে।

অতঃপর যখন প্রতীক্ষিত জন্ম হল, তখন সমস্ত পৃথিবী নূরে ভরে গেল। ফেরেশতারা একে অপরকে মোবারকবাদ দিল। প্রত্যেক আকাশে পদ্মরাগ মণি ও চুনির স্তম্ভ নির্মিত হল। ফলে আকাশ আলোকোজ্জ্বল হয়ে গেল। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শবে মে'রাজে এসব স্তম্ভ দেখতে পেলে তাঁকে বলা হয় যে, এগুলো আপনার জন্মের সুসংবাদের কারণে নির্মিত হয়েছিল।

যে রাতে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম হয়, আল্লাহ তায়ালা হাওযে-কাওসারের কিনারে সত্তর হাজার মেশক-আম্বরের বৃক্ষ সৃষ্টি করেন এবং এসবের ফলকে জান্নাতীদের সুগন্ধি সাব্যস্ত করেন। সে রাতে সকল আকাশের অধিবাসীরা নিরাপত্তার জন্য দোয়া করেন। সকল প্রতিমা উপুড় হয়ে ভেঙ্গে পড়ে। লাত ও ওযযা আপন আপন ধনভাণ্ডার উদগীরণ করে দেয়। তারা বলাবলি করতে থাকে কোরায়শাদের মধ্যে আল-আমীন এসেছেন, ছিদ্দীক এসেছেন; অথচ কোরায়শরা জানেই না যে, কি হয়ে গেল। বায়তুল্লাহ থেকে কয়েকদিন পর্যন্ত এই

যারতকারীরা আগমণ করবে। এখন আমি মূর্খতার আবর্জনা থেকে পাক পবিত্র যে যাব। হে ওয্যা! তোর ধ্বংস এসে গেছে। বায়তুল্লাহর ভূকম্পন তিনদিন তিন তে বতম হল। এটা ছিল পবিত্র জন্মের প্রথম নিদর্শন, যা কোরায়শরা অবলোকন রল।[১০১]

وأخرج أبو نعيم عن ابن عباس قال كان من دلالات حمل
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كل دابة كانت لقريش
نطقت تلك الليلة وقبلت حمل برسول الله صلى الله عليه
وسلم ورب الكعبة وهو امان الدنيا وسراج اهلها ولم تبق
كاهنة في قريش ولا في قبيلة من قبائل العرب إلا حجبت
عن صاحبتها وانتزع علم الكهنة منها ولم يبق سرير ملك
من ملوك الدنيا إلا أصبح منكوسا والملك مخرسا لا ينطق
يومه ذلك ومرت وحش المشرق إلى وحش المغرب
بالبشارات وكذلك أهل البحار يبشر بعضهم بعضا له في
كل شهر من شهوره نداء في الارض ونداء في السماء ان
ابشروا فقد آن لأبي القاسم ان يخرج إلى الأرض ميمونا
مباركا

قال وبقي في بطن أمه تسعة أشهر كملا لا تشكو وجعا
ولا ريحا ولا مغصا ولا ما يعرض للنساء ذوات الحمل
وهلك ابوه عبد الله وهو في بطن أمه فقالت الملائكة إلهنا
وسيدنا بقي نبيك هذا يتيما فقال الله انا له ولي وحافظه

[১০১] ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ৭৯ পৃষ্ঠা

ير وتبركوا بمولده فمولده ميمون مبارك وفتح الله
ده ابواب السماء وجنانه فكانت آمنة تحدث عن نفسها
ول آتاني آت حين مر بي من حمله ستة اشهر
زني برجله في المنام وقال لي يا آمنة انك قد حملت
ير العالمين طرا فإذا ولدتيه فسميه محمدا فكانت تحدث
نفاسها وتقول لقد اخذني ما يأخذ النساء ولم يعلم بي
من القوم فسمعت وجبة شديدة وامرا عظيما فهالني
فرأيت كأن جناح طير أبيض قد مسح على فؤادي
ب عني كل رعب وكل وجع كنت أجد ثم التفت فإذا
بشربة بيضاء لبنا وكنت عطشى فتناولتها فشربتها
ضاء مني نور عال ثم رأيت نسوة كالنخل الطوال
هن من بنات عبد مناف يحدقن بي فبينا أنا أعجب وإذا
ديباج أبيض قد مد بين السماء والأرض وإذا بقائل يقول
وه من اعين الناس قالت ورأيت رجالا قد وقفوا في
واء بأيديهم أباريق فضة ورأيت قطعة من الطير قد
لت حتى غطت حجري مناقيرها من الزمرد وأجنحتها
ن اليواقيت فكشف الله عن بصري وأبصرت تلك الساعة
شارق الأرض ومغاربها ورأيت ثلاثة أعلام مضروبات
علما في المشرق وعلما في المغرب وعلما على ظهر
الكعبة فأخذني المخاض فولدت محمدا صلى الله عليه

وسلم فلما خرج من بطني نظرت إليه فإذا أنا به ساجدا ق
رفع إصبعيه كالمتضرع المبتهل ثم رأيت سحابة بيض
قد اقبلت من السماء حتى غشيته فغيب عن وجه
وسمعت مناديا ينادي طوفوا بمحمد شرق الأرض وغرب
وأدخلوه البحار ليعرفوه باسمه ونعته وصورته ويعلمو
انه سمى فيها الماحي لا يبقى شيء من الشرك إلا مح
في زمنه ثم تجلت عنه في السرع وقت فإذا انا به مد
في ثوب صوف أبيض وتحته حريرة خضراء وقد قبض
على ثلاثة مفاتيح من اللؤلؤ الرطب وإذا قائل يقول قب
محمد على مفاتيح النصرة ومفاتيح الريح ومفاتيح النب
ثم أقبلت سحابة اخرى يسمع منها صهيل الخيل وخفقا
الاجنحة حتى غشيته فغيب عن عيني فسمعت مناديا
ينادي طوفوا بمحمد الشرق والغرب وعلى مواليد النبيي
وأعرضوه على كل روحاني من الجن والأنس والطير
والسباع وأعطوه صفاء آدم ورقة نوح وخلة ابراه
ولسان اسماعيل وبشرى يعقوب وجمال يوسف وصو
داود وصبر أيوب وزهد يحيى وكرم عيسى وأعمروه في
اخلاق الأنبياء ثم تجلت عنه فإذا انا به قد قبض عل
حريرة خضراء مطوية وإذا قائل يقول بخ بخ قبض محم
صلى الله عليه وسلم على الدنيا كلها لم يبق خلق من أهلها

خل في قبضته وإذا انا بثلاثة نفر في يد أحدهم ابريق

ضة وفي يد الثاني طست من زمرد أخضر وفي يد

ن حريرة بيضاء فنشرها فأخرج منها خاتما تحار

ار الناظرين دونه فغسله من ذلك الإبريق

ع مرات ثم ختم بين كتفيه بالخاتم ولفه في الحريرة ثم

ل فأدخله بين اجنحته ساعة ثم رده إلي

আবূ নয়ীম বর্ণনা করেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন- গর্ভধার
নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি এই যে, সে রাতে কোরায়শরা প্রত্যেকটি জন্তু
কা'বার প্রতিপালকের কসম, গর্ভ হয়ে গেছে। তিনিই দুনিয়ার শান্তি
দুনিয়াবাসীদের প্রদীপ। সে রাতে কোরায়শদের এবং আরবের সকল গো
অতিন্দ্রীয়বাদী নারীদের সঙ্গিনী জিন আত্মগোপন করে এবং তাদের অতিন্দ্রীয়
বিদ্যা খতম হয়ে যায়। দুনিয়ার সকল বাদশাহের সিংহাসন ভেঙ্গে যায়। সে
বাদশাহরা সকলেই বোবা হয়ে যায়। এভাবে সমুদ্রের প্রাণীরা একে অপর
সুসংবাদ দেয়। গর্ভের প্রত্যেক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর আকাশে এবং পৃথিবী
ঘোষণা করা হত– সুসংবাদ হোক। এখন আব্দুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি
সাল্লাম কল্যাণ ও বরকত নিয়ে দুনিয়াতে এসে গেছেন।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জননীর উদরে পূর্ণ নয় মাস অবস্থ
করেন। কিন্তু তাঁর জননী পেটে কোন ব্যথা বা অস্থিরতা অনুভব করেননি।
কোন বিষয়ও হয়নি, যা সাধারনতঃ গর্ভাবস্থায় হয়ে থাকে। মাতৃগর্ভে থাকা কা
পিতা আব্দুল্লাহর ইন্তেকাল হয়ে যায়। এতে ফেরেশতারা বললঃ পরওয়ারদেগা
আপনার এই নবী এতীম হয়ে গেছেন। পরওয়ারদেগার এরশাদ করলেনঃ আমি
অভিভাবক, রক্ষক ও মদদগার। তোমরা তাঁর জন্ম থেকে বরকত হাসিল কর।
জন্ম বরকতময়।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর জন্মের সময় আকাশ ও জান্নাতের দ্বারা উন্মুক্ত করে দে
হযরত আমেনা নিজের সম্পর্কে বলতেনঃ গর্ভের ছয়মাস অতিবাহিত হওয়ার
আমার কাছে জনৈক আগন্তুক এসে নিদ্রায় আমার পায়ে টোকা দিয়ে বলরঃ
আমেনা! তুমি সারাবিশ্বের মনোনীত ব্যক্তিকে গর্ভে ধারণ করেছ। সে জন্মগ্র

করলে তাঁর নাম রাখবে মোহাম্মদ। আমেনা নিজের নেফাস সম্পর্কে বলেনঃ আমারও তাই হয়েছে যা মহিলাদের হয়। কিন্তু কেউ জানতে পারেনি। এরপর আমি ভীষণ গড়গড় শব্দ শুনতে পাই এবং ভীত হয়ে পড়ি। দেখি কি-যেন কোন সাদা পাখীর পাখা আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছে। ফলে সমস্ত ভয় ও কষ্ট দূর হয়ে গেল। এরপর দেখি, সাদা দুধে পূর্ণ একটি পিয়ালা রাখা আছে। আমি পিপাসার্ত ছিলাম। তাই পাত্র তুলে পান করে নিলাম। এরপর আমার শরীর থেকে একটি নূর উদিত হল। তাতে কয়েকজন মহিলা দৃষ্টি গোচর হল। তাঁরা খেজুর গাছের মত দীর্ঘ ছিলেন। মনে হচ্ছিল তাঁরা আবদে মানাফ পরিবারের কন্যা। তাঁরা আমাকে গভীরভাবে দেখতে লাগলেন। আমি হতভম্বই ছিলাম, এমন সময় একটি কিংখাব (ফুলকাটা জরিদার রেশমী বস্ত্র) আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে ছড়িয়ে পড়ল। কেউ বললঃ তাঁকে মানুষের দৃষ্টি থেকে উধাও করে নাও। এরপর কিছু লোক দেখলাম, তারা শূন্য মণ্ডলে রূপার লোটা হাতে দণ্ডায়মান ছিল। এরপর পাখীদের একটি ঝাঁক এল এবং আমার কোল আবৃত করে নিল। তাদের চঞ্চু পান্নার এবং পাখা চূনীর ছিল।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা সামনে পূর্বে ও পশ্চিমে উন্মুক্ত করে দিলেন। আমি তিনটি ঝাণ্ডা উড্ডীয়মান দেখলাম। একটি পূর্বে, একটি পশ্চিমে ও একটি কা'বা গৃহের ছাদে। এরপর আমার প্রসব যন্ত্রণা শুরু হল এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্ম গ্রহণ করলেন। তিনি যখন বাইরে এলেন, তখন আমি তাঁকে সেজদারত দেখলাম। তিনি অনুনয় সহকারে অঙ্গুলি উত্তোলিত রেখেছিলাম। এরপর আকাশে একটি সাদা মেঘ এসে আকাশকে আচ্ছন্ন করে নিল। অতঃপর অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি একজনকে বলতে শুনলামঃ মোহাম্মদকে পূর্ব ও পশ্চিমে নিয়ে যাও এবং সমুদ্রে নিয়ে যাও। যাতে মানুষ তাঁর নাম, আকৃতি ও গুণাবলী সম্পর্কে ওয়াকিফ হয়ে যায় এবং তারা জানতে পারে যে, তাঁর নাম "মাহী"। তাঁর আমলে শিরক মিটে যাবে। এর পরক্ষণেই আমি তাঁকে একটি সাদা পশমী কাপড়ে জড়িত দেখলাম। নীচে ছিল সবুজ রেশম। তিনি যেন বহু মূল্যবান ধাতু নির্মিত তিনটি চাবি হাতের মুঠিতে ধারণ করে রেখেছেন। আওয়াজ এলঃ মোহাম্মদ নবুওয়াতের চাবি গ্রহণ করেছেন। এরপর একটি মেঘখণ্ড এল, যার মধ্য থেকে অশ্বের হেষারব এবং পাখা নাড়ানোর শব্দ ভেসে আসছিল। অবশেষে সেটি আচ্ছন্ন হয়ে গেল। অতঃপর অদৃশ্য হয়ে গেল। এরপর কেউ ডেকে বললঃ মোহাম্মদকে পূর্ব ও পশ্চিমে নিয়ে যাও, পয়গাম্বরগণের জন্মভূমিতে নিয়ে যাও। জিন, মানব, পশুপাক্ষী এবং হিংস্র প্রাণীদের কাছে নিয়ে যাও। তাঁকে আদম (আঃ) -এর পরিচ্ছন্নতা, নূহ (আঃ) -এর নম্রতা, ইবরাহীম (আঃ) -এর বন্ধুত্ব, ইসমাঈল (আঃ) -এর ভাষা, ইয়াকুব (আঃ) -এর মুখমণ্ডল,

ইউসুফ (আঃ) -এর রূপ, দাউদ (আঃ) -এর কণ্ঠস্বর, আইউব (আঃ) -এর ছবর, এয়াহইয়া (আঃ) -এর বৈরাগ্য এবং ঈসা (আঃ) -এর কৃপা দান কর। তাঁকে সকল পয়গাম্বরের চরিত্রের নমূনা করে দাও। এরপর এই অবস্থাও দূর হয়ে গেল। এরপর আমি আমার শিশুর হাতে সবুজ রেশমী বস্ত্র জড়িত দেখলাম। কেউ বললঃ মোহাম্মদ সারা বিশ্ব দখল করে নিয়েছে। সৃষ্টির প্রতিটি বস্তু তাঁর মুঠিতে চলে গেছে। এরপর তিন ব্যক্তি এল। তাদের একজনের হাতে সাদা রেশম রয়েছে। সেটি খুলে সে একটি মনোমুগ্ধকর আংটি বের করল। লোটার পানি দিয়ে আংটিটি সাতবার ধৌত করতঃ সেটি দিয়ে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুই কাঁধের মধ্যস্থলে মোহর করে দিল। অতঃপর কিছুক্ষণ আপন পাখায় আবৃত রেখে আমাকে ফিরিয়ে দিল।[১০২]

وأخرج ابو نعيم بسند ضعيف عن العباس قال لما ولد اخي عبد الله وهو اصغرنا كان في وجهه نور يزهر كنور الشمس فقال أبوه ان لهذا الغلام لشأنا فرأيت في منامي انه خرج من منخره طائر أبيض فطار فبلغ الشرق والغرب ثم رجع حتى سقط على الكعبة فسجدت له قريش كلها ثم طار بين السماء والأرض فأتيت كاهنة بني مخزوم فقالت لي لئن صدقت رؤياك ليخرجن من صلبه ولد يصير أهل المشرق والمغرب له تبعا فلما ولدت آمنة قلت لها ما الذي رأيت في ولادتك قالت لما جاءني الطلق واشتد بي الأمر سمعت جلبة وكلاما لا يشبه كلام الآدميين ورأيت علما من سندس على قضيب من ياقوت قد ضرب ما بين السماء والارض ورأيت نورا ساطعا من رأسه حتى بلغ السماء ورأيت قصور الشامات كلها

[১০২] ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ৮১ পৃষ্ঠা

شعلة نار ورأيت قربي سربا من القطاء قد سجدت ل
ونشرت أجنحتها ورأيت تابعة سعيرة الأسدية قد مر
وهي تقول ما لقي الأصنام والكهان من ولدك هذا هلك
سعيرة والويل للأصنام ورأيت شابا من اتم الناس طو
وأشدهم بياضا فأخذ المولود مني فتفل في فيه ومعه طس
من ذهب فشق بطنه شقا ثم اخرج قلبه فشقه شقا فأخرج
منه نكتة سوداء فرمى بها ثم أخرج صرة من حرير
أبيض ففتحها فإذا فيها شيء كالذريرة البيضاء فحشاه ث
أخرج صرة من حرير أبيض ففتحها فإذا فيها خا
فضرب على كتفه كالبيضة وألبسه قميصا فهذا ما رأيت

قلت هذا الاثر والاثر ان قبله فيها نكارة شديدة ولم أور
في كتابي هذا اشد نكارة منها ولم تكن نفسي لتطيب
بايرادها لكني تبعت الحافظ أبا نعيم في ذلك

আবূ নয়ীম দূর্বলসনদে বর্ণনা করেন যে, হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেছেন- আমাদের ছোটভাই আব্দুল্লাহ জন্মগ্রহণ করলে তাঁর মুখমণ্ডলে নূর সূর্যের মত ঝলমল করত। আমাদের পিতা বললেনঃ এই শিশুর অদ্ভুত অবস্থা। আমি স্বপ্নে দেখলাম তাঁর নাসিকা থেকে একটি সাদা পাখী বের হয়ে উড়ে গেল এবং পূর্ব ও পশ্চিম ঘুরে কা'বা গৃহের উপর পতিত হল। সমগ্র কোরায়শ গোষ্ঠি তাঁকে সিজদা করল। অতঃপর পাখীটি আবার আকাশে উড়ে গেল। আমি বনী-মখযুমের অতিন্দ্রীয়বাদিনীর কাছে গেলে সে বললঃ তোমার এ স্বপ্ন সত্য হলে তোমার ঔরস থেকে একপুত্র জন্মগ্রহণ করবে। পূর্ব ও পশ্চিমের অধিবাসীরা তাঁর অনুসারী হযে যাবে।

অতঃপর আমেনা (রাঃ) সন্তান প্রসব করলে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলামঃ তুমি কি দেখেছ? সে বললঃ আমার প্রসব ব্যথা শুরু হলে আমি গড় গড় আওয়াজ এবং কিছু

মানুষের কথা বলার শব্দ শুনতে পেলাম। এরপর আমি ইয়াকূতের খুঁটির কিংখাবারের ঝাণ্ডা আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখনে স্থাপিত দেখলাম। আমি শিশুর যা থেকে একটি নূর উদিত হতে দেখলাম, যা আকাশ পর্যন্ত পৌছে গেল। এ আলোকে আমি সিরিয়ার প্রাসাদকে স্ফুলিঙ্গের মত জ্বলতে দেখলাম। এরপর আ নিকটেই দেখলাম। আমি সায়ীরা আসাদীর জিনকে বলতে শুনলাম- তোমার এ পুত্রের জন্মের কারণে প্রতিমা ও অতিন্দ্রীয়বাদীদের বিলয় হয়ে গেছে। সায়ীরা ধ্বং হয়ে গেছে। এরপর আমি একজন দীর্ঘদেহী সুশ্রী যুবককে দেখলাম। সে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমার কোল থেকে নিয়ে গেল এবং তাঁর মুখে থুথু দিল। তার কাছে স্বর্ণের একটি প্লেট ছিল। সে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর বুক চিরে হৃদপিণ্ড বের করল। অতঃপর হৃদপিণ্ডটি চিরে একটি কা বিন্দু বের করে দূরে নিক্ষেপ করল। প্লেটে সাদা রঙ্গের সুগন্ধি ছিল। তা হৃদপিণ্ড ভলে দেয়া হল। এরপর একটি সাদা রেশমী থলে থেকে একটি আংটি বের করে এবং তার সাহায্যে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর দুই কাঁধে মধ্যভাগে মোহর এঁটে দিল। অতঃপর তাঁকে জামা পরিয়ে দিল। [১০৩]

روى الحافظ ابو زكريا يحيى بن عائذ في مولده عن ابن عباس ان آمنة كانت تحدث عن يوم ميلاده وما رأت من العجائب قالت بينا أنا أعجب إذا بثلاثة نفر ظننت ان الشمس تطلع من خلال وجههم بيد أحدهم إبريق فضة وفي ذلك الابريق ريح كريح المسك وفي يد الثاني طست من زمردة خضراء عليها أربعة نواحي على كل ناحية من نواحيها لؤلؤة بيضاء وإذا قائل يقول هذه الدنيا شرقها وغربها وبرها وبحرها فاقبض يا حبيب الله على اي ناحية شئت منها قالت فدرت لأنظر اين قبض من الطست فإذا هو قد قبض على وسطها فسمعت القائل يقول قبض

[১০৩] ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ৮৩ পৃষ্ঠা

محمد على الكعبة ورب الكعبة اما أن الله قد جعلها له قبلة ومسكنا مباركا ورأيت بيد الثالث حريرة بيضاء مطوية طيا شديدا فنشرها فإذا فيها خاتم تحار أبصار الناظرين دونه ثم جاء إلي فتناوله صاحب الطست فغسل بذلك الإبريق سبع مرات ثم ختم بين كتفيه بالخاتم ختما واحدا ولفه في الحريرة مربوطا عليه بخيط من المسك الأذفر ثم حمله فأدخله بين أجنحته ساعة قال ابن عباس كان ذلك رضوان خازن الجنان وقال في أذنه كلاما لم أفهمه وقال ابشر يا محمد فما بقي لنبي علم إلا وقد أعطيته فأنت أكثرهم علما وأشجعهم قلبا معك مفاتيح النصرة قد ألبست الخوف والرعب لا يسمع احد بذكرك إلا وجل فؤاده وخاف قلبه وإن لم يرك يا خليفة الله-قال ابن دحية في التنوير هذا حديث غريب

হাফেয আবূ যাকারিয়া এয়াহইয়া ইবনে মায়েয মীলাদ প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত আমেনা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর জন্ম দিবসের আশ্চর্য ঘটনাবলী বর্ণনায় বলেনঃ আমি সে দিনের ঘটনাবলীতে বিস্ময়াবিষ্ট ছিলাম, এমন সময় তিন ব্যক্তি আগমন করল। তাদের সৌন্দর্য দেখে মনে হচ্ছিল সূর্য যেন তাদের মুখমণ্ড থেকে উদিত হচ্ছে। একজনের হাতে রূপার লোটা ছিল, যা থেকে মেশকের খোশবু ভেসে আসছিল। দ্বিতীয় জনের হাতে পান্নার চতুষ্কোণ প্লেট ছিল। প্রত্যেক কোণে একটি সাদা মোতি জড়ানো ছিল। কেউ বললঃ এটা সারা বিশ্ব-পূর্ব পশ্চিম, জল ও স্থল। হে আল্লাহ হাবীব! এটি ধারণ করুন যেদিক দিয়ে ইচ্ছা, একথা শুনে আমিও ঘুরে গেলাম এটা দেখার জন্যে যে, তিনি কোন দিকে ধরেন। তিনি মাঝখানে ধরলেন। আওয়াজ এলঃ কা'বার কসম, মোহাম্মদ কা'বা ধারণ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর জন্য কা'বাকে

المطلب غلام سموه محمدا فالتقى القوم حتى جاءوا اليهودي فأخبروه الخبر قال فاذهبوا معي حتى انظر اليه فخرجوا به حتى أدخلوه على آمنة فقال اخرجي إلينا ابنك فاخرجته وكشفوا له عن ظهره فرأى تلك الشامة فوقع اليهودي مغشيا عليه فلما أفاق قالوا ويلك ما لك قال والله ذهبت النبوة من بني اسرائيل أفرحتم به يا معشر قريش أما والله ليسطون بكم سطوة يخرج خبرها من المشرق إلى المغرب

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ জনৈক ইহুদী মক্কায় বাস করত এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করত। মীলাদের রাত্রিতে সে কোরায়শদের মজলিসে এসে বললঃ হে কোরায়শগণ! আজ রাতে তোমাদের মধ্যে কোন শিশু জন্মগ্রহণ করেছে কি? তারা বললঃ আমাদের জানা নেই। সে বললঃ মনে রেখ, এ রাতে আখেরী উম্মতের নবী জন্মগ্রহণ করেছেন। তার কাঁধের মাঝখানে চিহ্ন আছে, যাতে কিছু চুল রয়েছে। এই শিশু দু'দিন দুধ পান করবে না। কেননা, কোন জিন তার মুখে অঙ্গুলি রেখেছে। কোরায়শরা বিস্ময় সহকারে মজলিস ত্যাগ করল। আপন আপন গৃহে পৌছে তারা গৃহের লোকজনকেও একথা বলল। তারা বললঃ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র সন্তান হয়েছে। তারা তাঁর নাম রেখেছে মোহাম্মদ। অতঃপর কোরায়শরা ইহুদীর কাছে পৌছে সুসংবাদ জানিয়ে দিল। সে বললঃ আমাকে নিয়ে চল। আমি এই শিশুকে দেখতে চাই। সে মতে তারা ইহুদীকে দেখালেন। তারা তাঁর পিঠ খুলে সেখানে একটি তিলের ন্যায় চিহ্ন দেখতে পেল। এটা দেখে ইহুদী সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল। কিছুক্ষণ পর সংজ্ঞা ফিরে এলে কোরায়শরা জিজ্ঞাসা করল ঃ তোমার কি হয়েছিল? সে বলল ঃ হে বনী-ইসরাঈল আল্লাহর কসম সে তোমাদের উপর এমন বিজয় অর্জন করবে যে, তার খবর পূর্ব-পশ্চিম তথা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। [১০২]

[১০২] হাকেম বায়হাকী, ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ৮৪ পৃষ্ঠা

কেবলা ও বাসস্থান করে দিয়েছেন। আমি দেখলাম তৃতীয় জনের হাতে খুব উত্তমরূপে ভাঁজ করা একটি সাদা রেশমী বস্ত্র রয়েছে। সে কাপড়টি খুলল এবং তার ভিতর থেকে একটি সুশ্রী আংটি বের করল। এরপর আমার দিকে অগ্রসর হল। প্লেটওয়ালা ব্যক্তি আংটিটি নিয়ে সাতবার লোটার পানি দ্বারা ধৌত করল্ এরপর সেটি দিয়ে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর দুই কাঁধের মাঝখানে মোহর এঁকে দিল। অতঃপর সেটি রেশমে ভাঁজ করে তাতে মেশকের সূতা বেঁধে দিল। অতঃপর ছিল জান্নাতের রক্ষী রিদওয়ান। সে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কানে কিছু কথা বলল, যা আমি বুঝতে পারিনি। অতঃপর সে বললঃ হে মোহাম্মদ! আপনাকে সুসংবাদ। প্রত্যেক নবীর জ্ঞান আমি আপনাকে দিয়েছিলাম। আপনি তাদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানবান এবং সর্বাধিক বীরপুরুষ। আপনার কাছে সাফল্যের চাবি রয়েছে। আপনাকে প্রখর ব্যক্তিত্ব ও ঝাঁকজমক দান করা হয়েছে। হে আল্লাহর খলিফা! যে কেউ আপনার নাম শুনবে, আপনাকে দেখেই তার অন্তর কেঁপে উঠবে। [১০৪]

وأخرج ابن سعد والحاكم والبيهقي وأبو نعيم عن عائشة قالت كان يهودي قد سكن مكة يتجر بها فلما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مجلس من قريش يا معشر قريش هل و لد فيكم الليلة مولود فقال القوم والله ما نعلمه قال احفظوا ما اقول لكم و لد هذه الليلة نبي هذه الأمة الأخيرة بين كتفيه علامة فيها شعرات متواترات كأنهم عرف فرس لا يرضع لِيلتين وذلك ان عفريتا من الجن أدخل اصبعه في فمه فمنعه الرضاع فتصدع القوم من مجلسهم وهم يتعجبون من قوله فلما صاروا إلى منازلهم اخبر كل انسان منهم أهله فقالوا قد ولد لعبد الله بن عبد

[১০৪] ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড পৃষ্ঠা

وأخرج البيهقي وابن عساكر عن ابي الحكم التنوخي قال كان المولود إذا ولد في قريش دفعوه إلى نسوة من قريش الى الصبح فكفأن عليه برمة فلما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعه عبد المطلب إلى نسوة يكفئن عليه برمة فلما أصبحن أتين فوجدن البرمة قد انفلقت عنه باثنتين فوجدنه مفتوح العينين شاخصا ببصره إلى السماء فأتاهن عبد المطلب فقلن له ما رأينا مولودا مثله وجدناه قد انفلقت عنه البرمة ووجدناه مفتوحا عينه شاخصا ببصره إلى السماء فقال احفظنه فإني أرجو ان يصيب خيرا فلما كان اليوم السابع ذبح عنه ودعا له قريشا فلما أكلوا قالوا يا عبد المطلب ما سميته قال سميته محمدا قالوا فما رغبت به عن أسماء اهل بيتك قال اردت ان يحمده الله في السماء وخلقه في الأرض

বায়হাকী ও ইবনে আসকির আবুল হাকিম তানূখী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, কোরায়শদের মধ্যে কোন শিশু ভূমিষ্ঠ হলে তাকে হাঁড়ি দেয়ার জন্যে মহিলাদের হাতে সোর্পদ করা হত। তারা শিশুকে সকাল পর্যন্ত হাঁড়ির নিচে রাখত। সে মতে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভূমিষ্ঠ হলে আব্দুল মুত্তালিব তাঁকে মহিলাদের কাছে সোর্পদ করলেন। সকালে এসে তারা দেখল যে, হাঁড়ি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে এবং বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয় চক্ষ মেলে আকাশ পানে তাকিয়ে আছেন। মহিলারা আব্দুল মুত্তালিবের কাছে এসে বললঃ আমরা এমন শিশু কখনও দেখিনি। তার উপরে হাঁড়ি ভেঙ্গে গেছে এবং আমরা তাঁকে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখেছি। আব্দুল মুত্তালিব বললেনঃ তাকে হেফাযত কর। আমি মঙ্গলই আশা করি। সপ্তম দিনে আব্দুল মুত্তালিব জন্তু যবেহ করলেন এবং কোরায়শদেরকে দাওয়াত করলেন। আহার শেষে সকলেই জিজ্ঞাসা করলঃ আব্দুল

তালিব! শিশুর কি নাম রেখেছেন? তিনি বললেনঃ নাম রেখেছি মোহাম্মদ। তারা বলল: পারিবারিক নাম না রাখার কারণ কি? আব্দুল মুত্তালিব বললেনঃ আমি চাই যে, আকাশে আল্লাহ তায়ালা এবং পৃথিবীতে মানবজাতি তার প্রশংসা করুক। [১০১]

وأخرج ابو نعيم وابن عساكر من طريق المسيب بن شريك عن محمد بن شريك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان بمر الظهران راهب من أهل السفا يدعى عيصى وكان قد آتاه الله علما كثيرا وكان يلزم صومعة له ويدخل مكة فيلقى الناس ويقول انه يوشك ان يولد فيكم مولود يا أهل مكة تدين له العرب ويملك العجم هذا زمانه فمن أدركه واتبعه أصاب حاجته ومن أدرك وخالفه أخطأ حاجته وتالله ما تركت أرض الخمر والخمير والأمن ولا حللت أرض البؤس والجوع والخوف إلا في طلبه فكان لا يولد بمكة مولود إلا يسأل عنه فيقول ما جاء بعد فلما كان صبيحة اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عبد المطلب حتى أتى عيصى فوقف في أصل صومعته فناداه فقال من هذا قال انا عبد المطلب فاشرف عليه فقال كن أباه فقد ولد ذلك المولود الذي كنت احدثكم به عنه يوم

الإثنين وهو يبعث يوم الاثنين ويموت يوم الاثنين وان نجمه طلع البارحة وآية ذلك انه الآن وجع فيشتكي ثلاثة

[১০১] বায়হাকী, ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ৮৫ পৃষ্ঠা

يعافي فاحفظ لسانك فإنه لم يحسد حسده احد ولم يبغ

احد كما يبغى عليه قال فما عمره قال إن طال عمره

نصر لم يبلغ السبعين يموت في وتر دونها في الستين

إحدى وستين او ثلاث وستين أعمار جل امته قال

حمل برسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء

المحرم وولد يوم الاثنين لاثنتي عشرة خلت من رمضان

আবূ নয়ীম ও ইবনে আসাকির মুসাইয়ব ইবনে শরীফ থেকে, তিনি মোহাম্মদ ই শরীফ থেকে, তিনি আমর ইবনে শরীফ থেকে, তিনি আপন পিতা থেকে, তি আপন দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, মাররুয-যাহরানে ইছা নামক এক সিরীয়সন্ন্যা বাস করত। সে ছিল বিজ্ঞ আলেম। অধিকাংশ সময় গির্জার ভিতরেই অব করতো। মাঝে মাঝে মক্কায় এলে মানুষ তার সাথে সাক্ষাৎ করতে যেত। তখন বলতঃ তোমাদের মধ্যে এক শিশু জন্মগ্রহণ করবে। তার সামনে সমগ্র আরব ম নত করবে এবং সে অনারবেও মালিক হয়ে যাবে। এটাই তাঁর আগমনের সময়। তাঁর সময় পাবে এবং তাঁর অনুসরণ করবে, সে সফলকাম হবে। আর যে তাঁ বিরোধীতা করবে, সে ব্যর্থ মনোরথ হবে। আল্লাহর কসম, আমি রুটি ও শরা দেশ এবং শান্তির জায়গা ছেড়ে এই অভাব-অনটন ও ভয়ভীতির স্থানে তাঁ অন্বেষণে এসেছি।

উক্ত সন্ন্যাসী মক্কার প্রতিটি নবজাতক শিশু সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করত এ বলতগন্ন্যাসীর দ্বারে দাঁড়িয়ে তাকে ডাক দিলেন। সে প্রশ্ন করলঃ কে? উত্তর হ আমি আব্দুল মুত্তালিব।গন্ন্যাসী তাঁর কাছে এসে বললঃ সম্ভবতঃ তুমিই তার বা আজ সেই শিশু জন্মগ্রহণ করেছে, যার সম্পর্কে আমি তোমাকে বলেছিলাম যে, সোমবারে জন্মগ্রহণ করবে, নবুওয়ত প্রাপ্ত হবে এবং সোমবারে ওফাত পাবে। নক্ষত্র গত সন্ধ্যায় উদিত হয়ে গেছে। এর চিহ্ন এই যে, এখন তার ব্যথা আছে। ব্যথা তিনদিন থাকবে। তুমি মুখ বন্ধ রাখবে। কেননা, এতটুকু হিংসা কারও সা করা হয়নি, যা তাঁর সাথে করা হবে এবং এতটুকু শত্রুতা কারও সাথে করা হ যা তাঁর সাথে করা হবে।

আব্দুল মুত্তালিব জিজ্ঞাসা করলেনঃ সে কতটুকু বয়স পাবে? সন্ন্যাসী বললঃ কম হোক কিংবা বেশি। তবে সত্তর বছর হবে না; বরং এর কম কোন বেজোড় সংখ্যায় হবে-একষট্টি কিংবা তেষট্টি। তার উম্মতের লোকদেরও এরূপ বয়ঃক্রম হবে।[১০৭]

وأخرج ابو نعيم عن ابن عباس قال كان في عهد الجاهلية

إذا ولد لهم المولود من تحت الليل رموه تحت الإناء فلا

ينظرون إليه حتى يصبحوا فلما ولد النبي صلى الله عليه

وسلم طرحوه تحت البرمة فلما أصبحوا اتوا البرمة فإذا

هي قد انفلقت اثنتين وعيناه إلى السماء فعجبوا من ذلك

ورفع إلى امرأة من بني بكر ترضعه فلما أرضعته دخل

عليها الخير من كل جانب ولها شويهات فبارك الله فيها

فنمت وزادت

আবূ নয়ীম হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, জাহেলিয়াত যুগে রাতের বেলায় কোন শিশু জন্মগ্রহণ করলে তাকে হাঁড়ির নীচে রেখে দেয়া হত এবং সকাল পর্যন্ত কেউ তাকে দেখতো না। জন্মের পর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও হাঁড়ির নীচে রেখে দেয়া হয়। সকালে দেখা গেল, হাঁড়ি দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ে আছে এবং তাঁর চক্ষু আকাশের দিকে উত্থিত। এতে সকলেই আশ্চার্যান্বিত হল। এরপর তাঁকে দুধ পান করানোর জন্য বনূ-বকরের এক মহিলার হাতে সোপর্দ করা হল। সে তাঁকে দুধ পান করালে তার সংসারে চতুর্দিক থেকে কল্যাণ ও বরকত আসতে লাগল। তাঁর কাছে গুটিকতক ছাগল ছিল। আল্লাহ তাতে বরকত দিলেন এবং ছাগলের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেল।[১০৮]

وأخرج ابو نعيم عن داود بن أبي هند قال لما ولد النبي

صلى الله عليه وسلم نارت الظراب لوضعه واتقى

[১০৭] ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ৮৫ পৃষ্ঠা

[১০৮] ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ৮৬ পৃষ্ঠা

الارض بكفيه حين وقع وأصبح يتأمل السماء بعينه وكفنوا عليه برمة ضخمة فانفلقت عنه فلقتين

আবূ নয়ীম দাউদ ইবনে আবী হিন্দ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্মগ্রহণ করলে নবুওয়াতের নূরে টিলাসমূহ উজ্জ্বল হয়ে যায়, তিনি হাত দিয়ে মাটিতে ভর দেন এবং চক্ষুদ্বয় উন্মুক্ত রেখে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন। যখন তাকে বড় হাঁড়ি দিয়ে ঢেকে দেয়া হয় তখন হাঁড়ি দু'টুকরা হয়ে যায়।[১০৯]

وأخرج ابن سعد عن عكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ولدته أمه وضعته تحت برمة فانفلقت عنه قالت فنظرت إليه فإذا هو قد شق بصره ينظر إلى السماء

ইবনে সা'দ হযরত ইকরিমা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্মগ্রহণ করলে তাঁর জননী তাঁর উপর হাঁড়ি রেখে দেন, যা ভেঙ্গে যায়। তিনি বলেনঃ আমি যখন তাঁকে দেখলাম, তখন তাঁর চক্ষুদ্বয় উন্মুক্ত ছিল এবং তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। (খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ৮৭ ..পৃষ্ঠা)

وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن عكرمة قال لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم أشرقت الارض نورا وقال ابليس لقد ولد الليلة ولد يفسد علينا أمرنا فقال له جنوده فلو ذهبت اليه فخبلته فلما دنا من النبي صلى الله عليه وسلم بعث الله جبرئيل فركضه ركضة فوقع بعدن

ইবনে আবী হাতেম ইকরিমা থেকে বর্ণনা করেন যে, পবিত্র জন্মের সময় ভূপৃষ্ঠ নূরে উজ্জ্বল হয়ে যায়। ইবলীস বললঃ আজ এমন এক শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছে যে, আমাদের কাজকারবার পণ্ড করে দিবে। ইবলীসের এক সহচর বললঃ তুমি যাও এবং তাঁর

[১০৯] ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ৮৬ পৃষ্ঠা

দীন-বুদ্ধি নষ্ট করে দাও। সেমতে ইবলীস এল কিন্তু যখন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে পৌছল, তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাকে জোরে লাথি মারলেন। ফলে সে আদনে যেয়ে পতিত হল।[১১০]

وأخرج الزبير بن بكار وابن عساكر عن معروف بن خربوذ قال كان ابليس يخرق السموات السبع فلما ولد عيسى حجب من ثلاث سموات فكان يصل إلى أربع فلما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم حجب من السبع فال وولد يوم الاثنين حين طلع الفجر

যুবায়র ইবনে বাক্কার ও ইবনে আসকির মারুফ ইবনে খরবূস থেকে বর্ণনা করেন যে, ইবলীস সপ্ত আকাশ প্রদক্ষিণ করত। কিন্তু যখন হযরত ঈসা (আঃ) জন্মগ্রহণ করলেন, তখন তিন আকাশেও প্রবেশাধিকার রহিত হয়ে গেল। এরপর যখন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্মগ্রহণ করলেন, তখন তাঁর জন্যে সাত আকাশের দরজাই বন্ধ করে দেয়া হল। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোমবার দিন প্রত্যুষে জন্মগ্রহণ করেন।[১১১]

وأخرج البيهقي وأبو نعيم والخرائطي في الهواتف وابن عساكر من طريق أبي أيوب يعلى بن عمران البجلي عن مخزوم بن هاني المخزومي عن ابيه وأتت له مائة وخمسون سنة قال لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتجس إيوان كسرى وسقطت منه أربعة عشرة شرفة وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك ألف عام وغاضت بحيرة ساوة فلما أصبح كسرى

[১১০] ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ৮৭ পৃষ্ঠা
[১১১] খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ৮৭ ..পৃষ্ঠা

عه ذلك فتصبر عليه تشجعا فلما عيل صبره رأى أن
يستر ذلك عن وزرائه فلبس تاجه وقعد على سريره
سهم إليه واخبرهم بما رأى فبينما هم كذلك إذ ورد
الكتاب بخمود النار فازداد غما إلى غمه فقال له
وبذان وأنا أصلح الله الملك رأيت في هذه الليلة إبلا
صعابا تقود خيلا عرابا قد قطعت دجلة وانتشرت في
دها فقال أي شيء يكون يا موبذان قال حادث يكون
ناحية العرب فكتب كسرى إلى النعمان بن المنذر أما
فوجه إلي برجل عالم بما أريد أن أسأله عنه فوجه
بعبد المسيح بن عمرو ابن حسان الغساني فلما ورد
قال له الملك ألك علم بما أريد أن أسألك عنه قال
خبرني الملك فان كان عندي منه علم وإلا أخبرته بمن
لمه فأخبره قال علم ذلك عند خال لي يسكن مشارف
شام يقال له سطيح قال فأته فاسأله فخرج عبد المسيح
ى انتهى إلى سطيح وقد اشفى على الضريح فسلم عليه
ا سمع سطيح سلامه رفع رأسه وقال عبد المسيح على
ل مشيح أقبل إلى سطيح وقد أوفى على الضريح بعثك
بني ساسان لارتجاس الإيوان وخمود النيران ورؤيا
وبذان رأى إبلا صعابا تقود خيلا عرابا قد قطعت دجلة
نتشرت في بلادها يا عبد المسيح إذا كثرت التلاوة

وظهر صاحب الهراوة وفاض وادي السماوة وغاضت
بحيرة ساوة وخمدت نار فارس فليس الشام لسطيح ش
يملك منهم ملوك وملكات على عدد الشرفات وكل ما
آت آت ثم قضى سطيح مكانه فأتى عبد المسيح إلى
كسرى فأخبره فقال إلى ان يملك منا أربعة عشر ملك
كانت أمور وأمور فملك منهم عشرة في أربع سنين ومل
الباقون إلى خلافة عثمان

قال ابن عساكر حديث غريب لا نعرفه إلا من حد
مخزوم عن أبيه تفرد به أبو أيوب البجلي هكذا قال
ترجمة سطيح في تاريخه وقال في ترجمة عبد المس
بعد ان اخرجه من هذا الطريق ورواه معروف بن خربو
عن بشر بن تيم المكي قال لما كانت الليلة التي ولد فيه
رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه

قلت ومن هذا الطريق أخرجه عبدان في كتاب الصحاب
وقال ابن حجر في الاصابة انه مرسل

বারী, আবূ নয়ীম খারায়েতী ও ইবনে আসাকির আবূ ইয়ালা ইবনে এমরান
জালী থেকে, তিনি মখযুম ইবনে হানী থেকে এবং তিনি নিজের পিতা থেকে (যার
বয়স ছিল দেড়'শ বছর) বর্ণনা করেন যে, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লাম -এর জন্মের রাত্রিতে পারস্য রাজের প্রাসাদে ভূকম্পন হয়। ফলে চৌদ্দটি
ভূমিসাৎ হয়ে যায়। পারস্যের মহা অগ্নিকুণ্ড নির্বাপিত হয়ে যায়, যা এক হাজার
ধরে অনির্বাণ ছিল। সাদাহ্রদ শুকিয়ে যায়। ভোর বেলায় পারস্য রাজ আতঙ্কিত
গেলেন। তিনি ভাবলেন, এ বিষয়টি উযীরদের কাছে গোপন রাখা ঠিক হবে

না। সে মতে তিনি মুকুট পরিধান করে সিংহাসনে বসলেন। সকলকে একত্রিত ক
পরিস্থিতি বর্ণনা করলেন। এমনি মুহূর্তে সংবাদ এল যে, অগ্নিকুণ্ড নির্বাপিত হ
গেছে। সম্রাট খুবই দুঃখিত হলেন। প্রধান পুরোহিত বললঃ ঈশ্বর সম্রাটকে সালা
রাখুন। আমিও আজ রাতে স্বপ্ন দেখেছি যে, শক্ত উট আরবী ঘোড়াকে টেনে অন
এবং দজলা পার হয়ে সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। সম্রাট জিজ্ঞাসা করলে
পুরোহিত, এবার কি হবে? সে বললঃ আরবের দিক থেকে কোন বিরাট বি
ব্যক্তিকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। আমি তাকে কিছু প্রশ্ন করব। নো'মান অ
মসীহ ইবনে আমর ইবনে হাসসান গাসসানীকে দরবারে পাঠিয়ে দিল।

সম্রাট তাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ তুমি কি জান, আমি তোমাকে কি জিজ্ঞেস কর
চাই? সে বললঃ বাদশাহ সালামত বলুন। সঠিক জওয়াব জানা থাকলে আমি ব
দিব। নতুবা যে, জানে, তাঁর ঠিকানা বলে দিব। সম্রাট তাকে সবকিছু খুলে বললেন
আব্দুল্লাহ মসীহ বললঃ আমার মামা সাতীহ্ এ বিষয়ে সবিশেষ জ্ঞাত আছেন। তি
সিরিয়ার প্রান্ত দেশে বাস করেন। সম্রাট বললেনঃ তাকে নিয়ে এস। আমি তাকে
জিজ্ঞাসা করব। আব্দুল মসীহ রওয়ানা হয়ে সাতীহের কাছে পৌছল। তে
তখনগনুখে। আব্দুল মসীহ্ সালাম করলে সে মাথা তুলল এবং বললঃ আব্দুল মসী
একটি দ্রুতগামী উটে সওয়ার হয়ে সাতীহের কাছে এসেছে, যার মৃত্যু আসন্ন
তোমাকে সাসানীদের সম্রাট প্রেরণ করেছে। কেননা, রাজপ্রাসাদে ভূকম্পন হয়েছে
পারস্যের অগ্নিকাণ্ড নির্বাপিত হয়ে গেছে। প্রধান পুরোহিত স্বপ্ন দেখেছে যে, শক্ত উ
আরবী ঘোড়াসমূহকে টেনে নিচ্ছে এবং দজলা পার হয়ে সমগ্র দেশে ছড়িয়ে
পড়েছে। হে আব্দুল মসীহ্, যখন তেলাওয়াত বেশি হতে থাকে, লাঠি বাহন
আত্মপ্রকাশ করে সামাদাহ উপত্যকা পানিতে টগবগ করতে থাকে, সাদাহ্রদ শুকিয়ে
যায় এবং পারস্যের অগ্নিকুণ্ড শীতল হয়ে যায়, তখন সাতীহের জন্যে সিরিয়া নয়
ব্যস গম্বুজের সম সংখ্যক হবে এবং যা হবার হয়ে যাবে।

একথা বলে সাতীহ্ মারা গেল। আব্দুল মসীহ্ ফিরে সম্রাটকে সমস্ত ঘটনা বলল
শুনে সম্রাট বললেনঃ যতদিনে আমাদের চৌদ্দজন সম্রাট হবে, ততদিনে কতকি
হবে কে জানে। কিন্তু চৌদ্দজনের মধ্যেদশজনের মধ্যে দশজন সম্রাট তো চা
বছররের মধ্যেই অতিক্রান্ত হয়ে গেল। অবশিষ্ট চারজন হযরত ওছমান (রাঃ) -এ
খেলাফত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। ইবনে আসাকির বলেনঃ এ হাদীসটি গরীব
শ্রেণীভুক্ত। এটা কেবল মখযুম তাঁর পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন। অন্য
আইউব বাজালী এতে একক। ইবনে আসাকির তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে সাতীহের
আলোচনায় একথাই বলেছেন। আব্দুল মসীহের আলোচনায় উপরোক্তগনে

রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর তিনি বলেনঃ এটি মাউফ ইবনে খরবূয বিশর ইবনে
তায়ম মক্কী থেকেও রেওয়ায়েত করেছেন। আমি বলি, এইগনদে আবদানও
কিতাবুছ-ছাবাহায় রেওয়ায়েত করেছেন। ইবনে হজর "আল এছাবা" গ্রন্থে একে
মুরসাল বলেছেন। [১১২]

وأخرج الخرائطي في الهواتف وابن عساكر عن عروة
ان نفرا من قريش منهم ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو
بن نفيل وعبيد الله بن جحش وعثمان بن الحويرث كانوا
عند صنم لهم يجتمعون إليه فدخلوا عليه ليلة فراوه
مكبوبا على وجهه فانكروا ذلك فأخذوه فردوه إلى حاله
فلم يلبث ان انقلب انقلابا عنيفا فردوه إلى حاله فانقلب
الثالثة فقال عثمان بن الحويرث إن هذا لأمر قد حدث
وذلك في الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه
وسلم فجعل عثمان يقول شعرا

أيا صنم العيد الذي صف حوله

صناديد وفد من بعيد ومن قرب

تنكس مقلوبا فما ذاك قل لنا

أأذاك شيء أم تنكس للعب

فإن كان من ذنب أسأنا فإننا

نبوء باقرار ونلوي عن الذنب

[১১২] ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ৮৮ পৃষ্ঠা সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ১/৩

وإن كنت مغلوبا تتكست صاغرا

فما أنت في الأوثان بالسيد الرب

فقال فاخذوا الصنم فردوه إلى حاله فلما استوى هتف بهم

هاتف من الصنم بصوت جهير وهو يقول

تردى لمولود أنارت بنوره

جميع فجاج الأرض بالشرق والغرب

رخرت له الأوثان طرا وأرعدت(১/৮৯)

قلوب ملوك الأرض طرا من الرعب

ونار جميع الفرس باخت وأظلمت

وقد بات شاه الفرس في أعظم الكرب

وصدت عن الكهان بالغيب جنها

فلا مخبر منهم بحق ولا كذب

فبالقصي ارجعوا عن ضلالكم

وهبوا إلى الإسلام والمنزل الرحب

খারায়েতী ইবনে আসাকির ওরয়া থেকে বর্ণনা করেন যে, ওয়ারাকা ইবনে নওফেল, যায়দ ইবনে আমর ইবনে নুফায়েল, ওবায়দুল্লাহ ইবনে জাহশ, ওছমান ইবনে হুওয়ায়রিছ প্রমুখ কোরায়শ নেতা এক রাতে এক প্রতিমার কাছে সমবেত হন। তাঁরা দেখলেন যে, প্রতিমাটি উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। তাঁরা একে খারাপ মনে

করে সোজা করে দিলেন। কিছুক্ষণ পর সেটি আবার সজোরে পড়ে গেল। তাঁরা আবার সোজা করে দিলে। কিন্তু তৃতীয় বার আবার মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। ওছমান বিন হুওয়ায়রিছ বললেনঃ অবশ্যই কিছু একটি ঘটেছে। এটা ছিল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর জন্মের রাত্রি। এ স্থলে ওছমান এই কবিতা আবৃত্তি করেছিলেনঃ

হে মূর্তি, তোর দূরদূরান্ত থেকে আগত আরব-সরদারগণ রয়েছেন। আর তুই উল্টে পড়ে আছিস। ব্যাপার কি বল। তুই কি খেলা করছিস?

আমাদের দ্বারা কোন গোনাহ হয়ে থাকলে আমরা স্বীকার করি এবং গোনাহ থেকে বেঁচে থাকি। আর যদি তুই লাঞ্ছিত ও পরাভূত হয়ে মাথা নত করে থাকিস, তবে তুই প্রতিমাদের সরদার ও প্রভূ নয়। এরপর তাঁরা প্রতিমাটি পুণরায় খাড়া করে দিলেন। এরপর সেটির ভিতর থেকে আওয়াজ এলঃ এ প্রতিমা ধ্বংস হয়ে গেছে সে শিশুর কারণে, যার নূরে সমগ্র বিশ্ব আলোকময় হয়ে গেছে। তাঁর আগমনে সকল প্রতিমাই ভূমিসাৎ হয়ে গেছে। রা-রাজড়াদের অন্তর তাঁর ভয়ে কেঁপে উঠেছে। পারস্যের অগ্নিকুণ্ড নিভে গেছে। ফলে পারস্য সম্রাট খুবই মার্মাহত হয়েছেন। অতিন্দ্রীয়বাদীদের কাছ থেকে তাদের জিনেরা উধাও হয়ে গেছে। এখন তাদেরকে কেউ সত্য-মিথ্যা খবর পৌছবে না। হে বনূ-কুছাই পথভ্রষ্টতা পরিত্যাগ কর এবং প্রকৃত সত্যের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নাও।[১১৩]

واخرج الخرائطي من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن جدته اسماء بنت ابي بكر قالت كان زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل يذكران انهما اتيا النجاشي بعد رجوع أبرهة من مكة قالا فلما دخلنا عليه قال أصدقاني أيها القرشيان هل ولد فيكم مولود أراد أبوه ذبحه فضرب عليه بالقداح فسلم ونحرت عنه جمال كثيرة قلنا نعم قال فهل لكما علم به ما فعل قلنا تزوج امرأة يقال لها آمنة تركها حاملا وخرج قال فهل تعلمان ولدت أم لا قال

[১১৩] ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) খাসায়েসুল কোবরা ১ম খন্ড ৮৯ পৃষ্ঠা সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ১/৩৪৯

رقة اخبرك ايها الملك اني ليلة قد بت عند وثن لنا إذ

سمعت من جوفه هاتفا يقول

لد النبي فذلت الأملاك

ونأى الضلال وأدبر الإشراك

ثم انتكس الصنم على رأسه فقال زيد عندي كخبره ايها

الملك إني في مثل هذه الليلة خرجت حتى اتيت جبل ابي

قبيس إذ رأيت رجلا ينزل من السماء له جناحان

اخضران فوقف على أبي قبيس ثم اشرف على مكة فقال

ذل الشيطان وبطلت الأوثان وولد الأمين ثم نشر ثوبا معه

وأهوى به نحو المشرق والمغرب فرأيته قد جلل ما تحت

السماء وسطع نور كاد يخطف بصري وهالني ما رأيت

وخفق الهاتف بجناحيه حتى سقط على الكعبة فسطع له

نور أشرقت له تهامة وقال زكت الارض وأدت ريعها

وأومى إلى الأصنام التي كانت على الكعبة فسقطت كلها

قال النجاشي ويحكما أخبركما عما أصابني إني لنائم في

الليلة التي ذكرتما في قبتي وقت خلوتي إذ خرج علي من

الأرض عنق ورأس وهو يقول حل الويل بأصحاب الفيل

رمتهم طير أبابيل بحجارة من سجيل هلك الأثرم

المعتدي المجرم ولد النبي الامي الحرمي المكي من أجابه

سعد ومن أباه عند ثم دخل الأرض فغاب فذهبت أصبح

فلم أطق الكلام ورمت القيام فلم أطق القيام فأتاني اهلي

فقلت احجبوا عني الحبشة فحجبوهم عني ثم اطلق عن

لساني ورجلي

খারায়েতী হেশাম ইবনে ওরওয়া থেকে, তিনি নিজের পিতা থেকে, তাঁর দাদী আসমা বিনতে আবূ বকর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, যায়দ ইবনে আমর ইবনে নুফায়ল ও ওয়ারাকা ইবনে নওফেল বলেছেন– আমরা মক্কা থেকে আবরাহার প্রত্যাবর্তন করা পর আবিসিনিয়া সম্রাট নাজ্জাশীর কাছে গেলাম। তিনি বললেনঃ হে কোরায়শগণ সত্য বল, তোমাদের মধ্যে এমন কোন শিশু জন্মগ্রহণ করেছে, কি যার বাপ তাকে বলী দান করার ইচ্ছা করেছিল? এরপর লটারীর মাধ্যমে আরও অনেক উট যবেহ করে তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল? আমরা বললাম হ্যাঁ, এরূপ শিশু জন্মগ্রহণ করেছিল। নাজ্জাশী জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমরা জান কি যে, পরে কি করেছে? আমরা বললামঃ সে আমেনা নাম্নী এক মহিলাকে বিবাহ করেছে এবং তাকে গর্ভবর্তী রেখে ইন্তেকাল করেছে।

সম্রাট আবার প্রশ্ন করলেনঃ তোমরা কি জান, গর্ভের এই শিশু জন্মগ্রহণ করেছে কি না? জবাবে ওয়ারাকা বললেনঃ আমি এক রাতে প্রতিমার কাছে ছিলাম। আমি সেটির ভিতর থেকে এই আওয়াজ শুনেছিঃ নবী পয়দা হয়ে গেছেন। আমি সেটির ভিতর থেকে এই আওয়াজ শুনেছিঃ নবী পয়দা হয়ে গেছেন। সম্রাটেরা লাঞ্ছিত হয়েছে। গোমরাহী দূর হয়ে গেছে এবং শিরক মিটে গেছে।

এরপর প্রতিমাটি উপুড় হয়ে পড়ে গেল। যায়দ বললেনঃ হে বাদশাহ! আমার কাছেও এমনি ধরনের খবর আছে। আমি সেই পবিত্র রাতে স্বপ্ন দেখলাম তার দু'টি সবুজ পাখা ছিল। সে কিছু সময় আবূ কুবায়স পাহাড়ে অবস্থান করে মক্কায় এসে বললঃ শয়তান লাঞ্ছিত হয়েছে। মূর্তিপূজা খতম হয়ে গেছে। "আমীন" জন্মগ্রহণ করেছেন। এরপর সে একটি কাপড় খুলে পূর্ব ও পশ্চিমে ছড়িয়ে দিল। আমি দেখলাম, কাপড়টি সমগ্র আকাশের নীচে তাঁবুর মত হয়ে গেল। এরপর একটি নূর উদিত হল, যার চাকচিক্যে আমার চক্ষু ঝলসে গেল। এসব দেখে আমি ভীত হয়ে গেলাম। এ গায়েবী আওয়াজকারী আপন পাখা নাড়া দিল এবং কা'বার উপর পতিত হল। এরপর একটি নূর উদিত হলে মক্কার ভূখণ্ড উদ্ভাসিত হয়ে গেল। সে বললঃ

ভূপৃষ্ঠ পবিত্র হয়ে গেছে এবং সে তার সজীবতা উদগীরণ করেছে। এরপর সে কা'বা গৃহে রক্ষিত প্রতিমাদের প্রতি ইশারা করলে সেগুলো ভূমিসাৎ হয়ে গেল।

নাজ্জাশী বললেনঃ এখন আমার কথা শুন। আমি সে রাতেই আমার শয্যায় নিদ্রিত ছিলাম। স্বপ্নে দেখি হঠাৎ মাটি ভেদ করে একটি গ্রীবা ও মাথা বের হল। সে বললঃ ধ্বংস হয়ে গেছে। আবাবীল পাখী তাদেরকে কংকর নিক্ষেপ করে নাস্তানাবূদ করে দিয়েছে। পাপী-অপরাধীদের আশ্রমও খতম হয়ে গেছে। নবী মক্কী, জন্মগ্রহণ করেছেন। এখন যে তাঁর কথা মানবে সে সফলকাম হবে। আর যে অবাধ্য হয়ে ... এতটুকু বলে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি চিৎকার করতে চাইলাম; কিন্তু আমার মুখ দিয়ে আওয়াজ বের হল না। আমি পালাতে চাইলাম; কিন্তু দাঁড়াতে পারলাম না। এরপর আমার গৃহের লোকজন আমার কাছে এসে গেল। আমি তাদেরকে বললামঃ হাবশী লোকদেরকে আমার সম্মুখ থেকে সরিয়ে দাও। তাঁরা তাই করল।[১১৪]

[১১৪] ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) খাসায়েসুল কোবরা ৯০

হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমন প্রসঙ্গে জিব্রাইল (আ.) এর আগাম ঘোষণাঃ

وفي خبرأخر لما أراد الله عزو جل أن يظهر خيرته من خلقه •وصفوته من عباده •وأن ينير الارض بعد ظلامها •وأن يغسلها من دنسها وأثامها ويزيل طواغيتها وأصنامها •نادي طاوس الملائكة جبريل الامين عليه السلام في السموات وعند حملة العرش وعند سدرة المنتهي وفي جنة المأوي•ألا وان الله الكريم قد تمت كلمته ونفذت حكمته وآن وعده الذي وعد به من اظهار البشير النذير السراج المنير •الشافع المشفع في اليوم العسيرالذي يأمر بالمغروف وينهي عن المنكر •صاحب الأمانة والديانة والصبيانة الصيانت والمجاهد في سبيل الله حق جهاده •وخيرته الله من عباده ونور الله في بلاده • قد ختم الله به النبيين وجعله رحمة للعالمين •وسماه احمدا ومحمدا وطه ويس •وأعطاه الشفاعة في المذنبين •ونسخ بدينه وشريعته كل دين •صلي الله عليه وعلي أله اصحابه اجمعين •قال فعند ذالك ضجت الملائكة بالتسبيح والثناء لرب العالمين وفتحت أبواب الجنان وأغلقت أبواب النيران وأينعت أشجار الجنة وأزهرت بالنباتات وتعطرت الحور والولدان •وغنت الأطيار باللغات وانتفقت الأنهار بالخمور والأعسال والألبان

•وترنمت الأطيار علي الأغصان موحدة بتقديس الملك الرحمن •وضجت الأملاك يالاستبشار بمحمد المصطفي المختار صلي الله عليه وسلم ما دام الملك لله العزيز الغفار ورفعت الحجب والأستار وتجلي لهم علام الغيوب •لا اله الا الله وحده لا شريك له كشاف الكروب • قال فلما فرغ جبرئيل عليه السلام من أهل السموات أمره الله أن ينزل الي الأرض في مائة ألف من الملائكة فيتفرقون في الأرض وعلي رؤس الجبال والجزائر والبحار وسائر الأقطار حتي بشروا أهل الأرض السابعة السفلي ومستقر الحوت فمن علم الله منه القبول جعله تقيا نقيا طاهرا زكيا اللهم اجعلنا من المقبولين بجاه محمد سيد المرسلين صلي الله عليه وسلم وعلي اله وصحبه أجمعين صلوا عليه وسلموا تسليما–

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, মহান আল্লাহ পাক যখন তাঁর সৃষ্টি জগতের সর্বোত্তম ব্যক্তিকে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করলেন এবং তাঁর বান্দাদের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিকে প্রেরণ করতে ইচ্ছা করলেন, আর দুনিয়ার অন্ধকার দূর করে আলোকিত করতে এবং যমীনকে ময়লা-আবর্জনা, অপবিত্রতা ও অপরাধ হতে পবিত্র করতে এবং জমিন থেকে মূর্তি পূজা ও নাফরমানী দূর করতে ইচ্ছা করলেন, তখন ময়ূররূপী ফেরেশতা হযরত জিব্রাইল (আ.) চারটি স্থানে ঘোষণা দিলেন, যথাঃ-১. আসমানে ২. আরশ বহনকারী ফেরেস্তাদের নিকট ৩. সিদরাতুল মোনতাহার নিকট ৪. জান্নাতুল মাওয়ায়। ঘোষণাটি এই শুনুন, নিশ্চয়ই দয়াময় আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন। তাঁর হেকমত বাস্তবায়ন করেছেন। আর তিনি যে ওয়াদা দিয়েছেন যে, একজন সু-সংবাদ দাতা, ভীতি-প্রদর্শনকারী, সিরাজাম মুনীরা (উজ্জ্বল আলোক বর্তিকাময়) ও মহা সংকটের দিন, কেয়ামতের দিন শাফায়াতকারী প্রেরণ যিনি সৎ

কাজের আদেশ করবেন এবং অসৎ কাজ থেকে বাঁধা প্রদান করবেন। যিনি আমানাতদার, দীনদার, সংরক্ষণকারী, আল্লাহর পথে পরিপূর্ণভাবে জিহাদকারী, আল্লাহর ইবাদতকারী বান্দাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁর সৃষ্টি জগতের নূর যার মাধ্যমে আল্লাহ পাক নবুয়তের দরজা বন্ধ করেছেন এবং তাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছেন। আর আল্লাহ পাক নাম রেখেছেন আহমদ, মোহাম্মদ, ত্বহা, ইয়াসীন। আর তিনি তাকে গোনাহগারদের জন্য শাফায়াতের অধিকার দিয়েছেন আর তাঁর দীন ও শরীয়তের দ্বারা অন্যান্য সকল ধর্ম, শরীয়ত বাতিল ও রহিত করেছেন। রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর প্রতি তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সঙ্গীগণের উপর। বর্ণনাকারী বলেন, এই ঘোষণার পরে ফেরেশতাগন আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের তাসবীহ ও প্রশংসায় হইচই শুরু করলেন। জান্নাতের দরজাগুলো খুলে গেল, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ হয়ে গেল। জান্নাতের গাছগুলো পরিপক্ষ হয়ে গেল এবং ফুল যুক্ত ফলসে সু-সজ্জিত হলো। জান্নাতী হুর ও খাবার পরিবেশনকারী বালকগুলো সুগন্ধ ছড়ালো। পাখিগুলো বিভিন্ন ভাষা ও সুরের গান গাইতে লাগল। জান্নাতী নহরসমূহ মধুর ও দুধের সুরঙ্গ পথ তৈরী করল। আর পাখিগুলো গাছের ডালে বসে একাকী সুললিতে দয়াময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পবিত্রতা বর্ণনা করল, নির্বাচিত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমনের সু-সংবাদে সকল বাদশাহদের রাজপ্রাসাদে শোরগোল পড়ে গেল। যতক্ষণ না মার্জনাকারী মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ পাকের ক্ষমতা বিরাজমান। আর সকল আবরণ আচ্ছাদন ও পর্দা দূরীভূত হল। আর তাদের সামনে উদ্ভাসিত হলো আলিমুল গায়িব তিনি এক, অদ্বিতীয়, যার কোন শরীক নেই, যিনি দুঃখ-কষ্ট দূরকারী।

বর্ণনাকারী বলেন, অত:পর যখন হযরত জিব্রাইল (আ.) আসমান বাসীদের কাছে সু-সংবাদ পৌছানো শেষ করলেন তখন আল্লাহ পাক তাকে এক লক্ষ ফেরেশতা দিয়ে প্রেরণ করলেন এবং হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমনে সু-সংবাদ প্রদানের নির্দেশ দিলেন। অত:পর ঐ ফেরেস্তাগণ জমীনের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়লেন এমনকি তারা পাহাড়ের চূড়ার দ্বীপসমূহে এবং পৃথিবীর সকল প্রান্তে তাঁর সু-সংবাদ পৌছে দিল। আর তারা সপ্ত জমীনের সকল অধিবাসীদের কাছে, মাছের কাছেও তার সু-সংবাদ পৌছে দিলেন। আর আল্লাহ পাক যাকে চাইলেন তাকে মুত্তাকি পরহেজগার, পুত-পবিত্র করলেন। পরিশুদ্ধ করলেন, হে আল্লাহ আমাদেরকে সাইয়্যেদুল মুরছালিন হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর

মর্যাদা, গৌরবের অছিলায় মকবুল বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত করুন। দরূদ ও সালাম ... প্রতি তাঁর পরিবার ও সকল সঙ্গীগণের উপর বর্ষিত হোক।[১১৫]

হযরত আমিনা (রা.) এর সাথে আম্বিয়া (আ.)গণের ... কথোপকথন:

ل بعض العلماء رضى الله عنه من قرأ مولد النبى صلى الله
يه وسلم فى منزل حفت الملائكة ذالك المنزل سنة كاملة الى
اليوم الذى قرئ فيه مولد النبى صلى الله عليه وسلم
روى عن ابى الحسن علي ابن ابى طالب رضى الله عنه انه
ل ان الدعاء لا يصعد الى السماء ولا ينزل الى الارض حتى
صلى على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قالت امنة لما
لت بحبيبى محمد صلى الله عليه وسلم فى اول شهر من
ى وهو شهر رجب الاصم بينما انا ذات ليلة فى لذة المنام
ذ دخل على رجل مليح الوجه طيب الرائحة وانواره لائحة
وهو يقول مرحبا بك يا محمد قلت له من انت؟ قال انا ادم
و البشر • قلت له ما تريد قال ابشرى يا امنة فقد حملت بسيد
شر وفخر ربيعة ومضر • ولما كان الشهر الثانى دخل على
جل وهو يقول السلام عليك يا رسول الله قلت له من انت قال
شيث قلت له ما تريد قال ابشرى يا امنة فقد حملت بصاحب
تاويل والحديث •ولما كان الشهر الثالث دخل على رجل وهو

[১১৫] আননি'য়মাতুল কোবরা

يقول السلام عليك يا نبى الله قلت له من انت قال انا ادريس
قلت له ما تريد قال ابشرى يا امنة فقد حملت بالنبى
الرئيس•ولما كان الشهر الرابع دخل على رجل وهو يقول
السلام عليك يا حبيب الله قلت له من انت قال انا نوح قلت له
ما تريد قال ابشرى يا امنة فقد حملت النصر والفتوح• ولما
كان الشهر الخامس دخل على رجل وهو يقول السلام عليك يا
صفوة الله قلت له من انت قال انا هود قلت له ما تريد قال
ابشرى يا امنة فقد حملت بصاحب الشفاعة العظمى فى اليوم
الموعود•ولما كان الشهر السادس دخل على رجل وهو يقول
السلام عليك يا رحمة الله قلت له من انت قال انا ابراهيم
الخليل قلت له ما تريد قال ابشرى يا امنة فقد حملت بالنبى
الجليل ولما كان الشهر السابع دخل على رجل وهو يقول
السلام عليك يا من اختاره الله قلت له من انت قال انا اسماعيل
الذبيح قلت له ما تريد قال ابشرى يا امنة فقد حملت بالنبى
الرجيح المليح•ولما كان الشهر الثامن دخل على رجل وهو
يقول السلام عليك يا خيرة الله قلت له من انت قال انا موسى
بن عمران قلت له ما تريد قال ابشرى يا امنة فقد حملت بمن
ينزل عليه القران• ولما كان الشهر التاسع دخل على رجل
وهو يقول السلام عليك يا خاتم الرسول الله قلت له من انت قال

يا عيسى ابن مريم قلت له ما تريد قال ابشرى يا امنة فقد حملت بالنبى المكرم والرسول المعظم• صلى الله عليه وسلم • وزال عنك البؤس والعنا ، السقم والالم.

কতিপয় ওলামাগণ বলেছেন (রা.) যে ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মকাহিনী পাঠ করে কোন ঘর বা মজিলে, তখন ফেরেশতাগণ ঐ ঘরকে (ফেরেশতারা) তাদের পর (ডানা) দিয়ে ঢেকে ফেলে। ঐদিন হতে মিলাদ শরীফ পড়া হয়েছে। সেইদিন হতে পূর্ণ এক বৎসর পর্যন্ত পাখা দ্বারা ঢেকে রাখেন।

হযরত আবুল হাসান হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, কোন দোয়া আসমান পর্যন্ত আরোহন করে না এবং দোয়া ও জমীনে অবতরণ করে না যে পর্যন্ত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাএর উপরে দরূদ পাঠ না করা হয়।

হযরত আমিনা (রা.) বলেন, যখন আমি আমার প্রাণপ্রিয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রেহেম শরীফে ধারণ করলাম, ধারণ করার প্রথম মাস হলো রজবুল আসাম, সে মাসে এক সময় আমি এক রাত্রে স্বপ্নের আবেশে ছিলাম। তখন আমার কক্ষে প্রবেশ করেন এক ব্যক্তি যিনি ছিলেন লাবণ্যময় চেহারা বিশিষ্ট সুঘ্রাণে ভরপুর এবং আলোকোজ্জ্বল। তিনি বলেছিলেন, ইয়া মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে স্বাগতম। হযরত আমিনা (রা.) তাকে বললেন ; আপনি কে? তিনি বললেন, আমি মানব জাতির পিতা হযরত আদম (আ.) আমি বললাম, আপনার অভিপ্রায় কি? তিনি বললেন, হে হযরত আমিনা (রা.) আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আপনি মূলতঃ রেহেম শরীফে যাকে ধারণ করেছেন তিনি রবিয়া ও মুদার গোত্রের ফখর (গৌরবের কারণ) যিনি সাইয়্যেদুল বাশার।

যখন দ্বিতীয় মাস (শাবান) সমাগত হল তখন এক ব্যক্তি আমার নিকট আগমন করলেন। তিনি বললেন, আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম । হযরত আমিনা (রা.) তাকে বললেন ;, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি হযরত শীশ (আ.) আমি বললাম, আপনার অভিপ্রায় কি? তিনি বললেন হে হযরত আমিনা (রা.) আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। নিশ্চয়ই আপনি রেহেম শরীফে

মন এক জনকে ধারণ করেছেন, যিনি রহস্যের উন্মোচক এবং জাওয়ামিউল লাম, সাহেবে হাদীস।

তীয় মাস (রমজান) যখন আগমন করল, তখন আমার নিকট এলেন (স্বপ্নে) এক ক্তি। তিনি বললেন, আসসালামু আলাইকা ইয়া নাবিআল্লাহ। আমি হযরত আমিনা রা.) তাকে বললেন ; আপনি কে? তিনি বললেন, আমি হযরত ইদ্রিস (আ.) আমি লাম, আপনার অভিপ্রায় কি? তিনি বললেন, হে হযরত আমিনা (রা.) আপনি সুসংবাদ গ্রহন করুন। নিশ্চয়ই আপনি আম্বিয়া (আ.) গণের সর্দারকে রেহেম শরীফে ারণ করেছেন।

খন চতুর্থ মাস (শাওয়াল) সমাগত হল, তখন এক ব্যক্তি আমার নিকট আগমন রলেন। তিনি বললেন, আসসালামু আলাইকা ইয়া হাবীবাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি য়া সাল্লাম আমি হযরত আমিনা (রা.) তাকে বললেন ; আপনি কে? তিনি বললেন, মি হযরত নূহ (আ.)। আমি বললাম, আপনার অভিপ্রায় কি? তিনি বললেন হে যরত আমিনা (রা.) আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। নিশ্চয়ই আপনি যাকে রেহেম রীফে ধারণ করেছেন, তিনি সাহায্য ও বিজয়ের সাহিব বা অধিকারী।

খন পঞ্চম মাস (জিলক্বদ) সমাগত হল, তখন এক ব্যক্তি আমার নিকট আগমন রলেন। তিনি বললেন, আসসালামু আলাইকা ইয়া সাফওয়াতাল্লাহি সাল্লাল্লাহু লাইহি ওয়া সাল্লাম হে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন! হযরত আমিনা (রা.) তাকে লেন ; আপনি কে? তিনি বললেন, আমি হযরত হুদ (আ.)। আমি বললাম, পনার অভিপ্রায় কি? তিনি বললেন হে হযরত আমিনা (রা.) আপনি সুসংবাদ গ্রহণ রুন। নিশ্চয়ই আপনি রেহেম শরীফে ধারণ করেছেন, যিনি প্রতিশ্রুত দিবসের হাশরের) শাফায়াতে উজমার মালিক হবেন তাঁকে।

খন ষষ্ঠ মাস (জিলহজ্জ) সমাগত হল তখন এক ব্যক্তি আমার নিকট আগমন রলেন। তিনি বললেন, আসসালামু আলাইকা ইয়া রাহমাতাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি য়াসাল্লাম।হযরত আমিনা (রা.)তাকে বললেন ;, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি যরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ.)। আমি বললাম, আপনার অভিপ্রায় কি? তিনি লেন হে হযরত আমিনা (রা.) আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। নিশ্চয়ই আপনি াকে রেহেম শরীফে ধারণ করেছেন, তিনি মহা সম্মানিত নবী।

খন সপ্তম মাস (মহররম) সমাগত হল, তখন এক ব্যক্তি আমার নিকট আগমন রলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর মনোনীত ব্যক্তি, আপনার প্রতি সালাম।

হযরত আমিনা (রা.) তাকে বললেন ;, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি হযরত ইসমাঈল (আ.)। আমি বললাম, আপনার অভিপ্রায় কি? তিনি বললেন হে হযরত আমিনা (রা.) আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। নিশ্চয়ই আপনি রেহেম শরীফে ধারণ করেছেন সবিশেষ লাবণ্যময় নবীকে।

যখন অষ্টম মাস (সফর) সমাগত হল, তখন এক ব্যক্তি আমার নিকট আগমন করলেন। তিনি বললেন, আসসালামু আলাইকা ইয়া খাইরাতাল্লাহ! হে আল্লাহর সৃষ্টি কল্যাণ! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। হযরত আমিনা (রা.) তাকে বললেন আপনি কে? তিনি বললেন, আমি হযরত মুসা ইবনে ইমরান (আ.)। আমি বললাম আপনার অভিপ্রায় কি? তিনি বললেন হে হযরত আমিনা (রা.) আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। নিশ্চয়ই আপনি রেহেম শরীফে ধারণ করেছেন যার উপর আল কুরআন নাজিল হবে।

যখন নবম মাস (রবিউল আউয়াল) সমাগত হল, তখন এক ব্যক্তি আমার নিকট আগমন করলেন। তিনি বললেন, আসসালামু আলাইকা ইয়া খাতামা রুসুলিলল্লাহ, হে আল্লাহর রাসূলগনের সর্বশেষ, আপনার আগমন নিকটবর্তী ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম । হযরত আমিনা (রা.)তাকে বললেন ; আপনি কে? তিনি বললেন, আমি হযরত নূহ (আ.)। আমি বললাম, আপনার অভিপ্রায় কি? তিনি বললেন হে হযরত আমিনা (রা.) আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। নিশ্চয়ই আপনি রেহেম শরীফে ধারণ করেছেন সম্মানিত নবী মহিমান্বিত রাসূলকে। আপনার থেকে দূর হয়ে গেল দুঃখ, কষ্ট-রোগ-যন্ত্রনা। [১১৬]

[১১৬] আননি'য়মাতুল কোবরা

হযরত আমের (রা.) এর ইসলাম গ্রহণের বিস্ময়কর ঘটনা:

ولما هب النسيم الغامر نشقه من ارض اليمن * عامر فاهتدى الى الاسلام * بعد عبادةاللأصنام وفاز بتقبيل سيد الأنام ومات على محبته موت الكرام* وقصته تحير العقول والافهام .وذلك انه لما كان لعامر صنما من الاصنام وكان له بنت مبتلية بالقولنج والجذام * وكانت مقعدة فلا تستطيع النهوض والقيام * وكان عامر ينصب الصنم ويضع ابنته امامه ويقول هذه ابنتى سقيمة فداوها وان كان عندك شفاء فاشفها من بالائها وعافها واقام على ذلك سنين كثيرة وهو يطلب من الصنم حاجته فلم يقضها له .فلما هبت نسمات العنايات بالتوفيق والهدايات قال عامر لزوجته الى متى نعبد هذا الحجر الاصم الابكم الذى لا ينطق ولا يتكلم وما خالق * اظن اننا على دين اقوم قالت له زوجته اسلك بنا سبيلا عسى ان نرى الى الحق دليلا فلا بد لهذه المشارق والمغارب من اله واحد قال فبينما هما على سطح دارهما اذ شاهدا نورا قد طبق الافاق وملاء الوجود بالضياء والاشراق * ثم كشف الله عن ابصارهما من بعد ظلمتهما لينتبها من نوم غفلتهما فرأيا الملائكة قد اصطفت وبالبيت قد حفت ورأيا الجبال ساجدة والارض هامدة والاشجار قد تمايلت * والافراح قد تكاملت وسمعا مناديا ينادى قد ولد النبى الهادى ثم نظرا الى الصنم بالنظر فرأياه منكوسا وقد علته الذلة ووافت عليه العكوسا قال عامر لزوجته ما الخبر * قالت

الي الصنم بالنظر فسمعاه يقول الا وان النبأ الغظيم قد ظهر •
من شرف الكون وافتخر وهو النبى المنتظر الذى يخاطبه الشجر
الحجر وينشق له القمر * وهو سيد ربيعة ومضر *فقال لزوجته
سمعين ما يقول هذا الحجر فقالت اسأله ما اسم هذ المولود الذى نور
به الوجود * وشرف به الاباء والجدود فقال ايها الهاتف المورود
المتكلم على لسان هذا الحجر الجلمود الذى نطق فى هذا اليوم
الموعود ما اسم هذا المولود * فقال اسمه محمد المصطفي ابن زمزم
الصفا •أرضه تهامه بين كتفيه علامه *اذا مشي تظلله غمامه صلي
الله عليه وسلم الي يوم القيامه *

قال عامر لزوجته اخرجي بنا في طلبه لنهتدي الي الحق بسببه
وكانت ابنته السقيمة في أسفل الدار مطروحة مقيمة *فلم يشعرا بها
وهي علي السطح قائمة فقال لها أبوها يا ابنتي أين ألمك الذي كنت
تجديه واين سهرك الذي كنت تواصليه فقالت يا أبت بينما أنا نائمة في
أحلامي اذ رايت نورا أمامي وشخصا قد أتاني فقلت ما هذا
النور الذي أراه والشخص الذي أشرق علي نور سناه فقيل لها هذا
نور ولد عدنان الذي تعطرت به الأكوان فقلت اخبرنى عن اسمه
المسجد *فقال اسمه أحمد ومحمد يرحم العاني ويعفو عن الجاني فقلت
وما دينه فقال حنيفي رباني • فقلت ما اسم نسبه فقال قريشي عدناني
فقلت لمن يعبد *قال للمهمين الصمداني *فقلت وما انت ؟فقال أنا

ملك من الملائكة الذين شرفوا بجماله النوراني *فقلت أما تنظر الي ما
أنا فيه من الألم وأنت تراني *فقال توسلي به فقد فال ربه القديم الداني
*قد أودعت فيه سري وبرهاني *لأفرجن به عمن دعاني ولأشفعنه
يوم القيامة فيمن عصاني

* فمددت يدي وبناني ودعوت الله من خالص جناني *ثم
مررت بيدي علي وجهي وأبداني فاستيقظت وأنا صحيحة قوية
كما تراني *قال عامر لزوجته ان لهذا المولود سرا وبرهانا
*ولقد رأينا من اياته عجبا فلأقطعن في محبته أودية وربا
فساروا مجدين ولمكة قاصدين *الي أن وصلوا اليها وقدموا
عليها فسألوا عن دار أمه امنة وطرقوا عليها الباب *فبادرت
بالجواب *فقالوا لها أرينا جمال هذا المولود *الذي نور الله به
الوجود وشرف به الاباء والجدود * فقالت لن أخرجه لكم فاني
أخاف عليه من اليهود *فقالوا نحن قد فارقنا في حبه أوطاننا
وتركنا ديننا وأدياننا لنري جمال هذا الحبيب الذي من قصده لا
يخيب فقالت ان كان ولابد لكم من رؤياه فأمهلوا واصبروا علي
ساعة ولاتعجلوا *ثم انها غابت ساعة وقالت لهم ادخلوا فدخلوا
في البيت الذي فيه النبي المكرم والرسول المعظم صلي الله
عليه وسلم *فلما رأوا أنوار الحبيب ذهلوا وهللوا وكبروا ثم
كشفوا عن وجهه الغطاء فاشرق نور ضيائه الي السماء وطلع

ছিল, তাই সে সদা সর্বদা বসেই থাকত উঠে দাঁড়াতে বা দাঁড়িয়ে থাকতে পারতনা। সেজন্য আমের তার বাড়িতে একটি মূর্তি স্থাপন করলেন এবং তার কন্যাকে মূর্তির সামনে বসিয়ে মূর্তিকে লক্ষ্য করে বললেন, (হে মূর্তি!) এই আমার রোগাক্রান্ত কন্যা, তুমি তার চিকিৎসা কর। আর যদি তোমার কাছে আরোগ্য করার ক্ষমতা থেকে তাকে তাহলে তুমি থাকে বিপদ থেকে উদ্ধার কর এবং তাকে সুস্থ্যতা দান কর। এভাবে অনেক বছর থাকে (আমের তার কন্যাকে) মূর্তির সামনে বসিয়ে রাখলেন আর তার প্রয়োজন (মূর্তির কাছে থেকে) অনুসন্ধান করতে লাগল কিন্তু ঐ মূর্তিটি তার প্রয়োজন পূর্ণ করতে পারেনি।

অতঃপর যখন অনুগ্রহের বাতাস (আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে) তাওফিক ও হেদায়েতের মাধ্যমে প্রবাহিত হল, তখন আমের তার স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আর কত দিন পর্যন্ত আমরা এই বোবা,. বধির বা কাল পাথরের উপাসনা করব? অথচ এই পাথর নিজেও কথা বলতে পারে না আর অন্যের সাথে কথোপকথন ও করতে পারে না। এজন্য আমি ধারণা করিনা যে, আমরা অধিকতর সঠিক ধর্মে আছি। (অর্থাৎ আমরা সঠিক ধর্মে নাই)

তাকে (আমেরকে) তার স্ত্রী বললেন, আমাদেরকে এমন একটি পথে নিয়ে চল, (যে পথে চললে) আশাকরি আমরা দেখতে পাব সত্যের সন্ধান। যে পথের পরিচালনার জন্য আবশ্যক হচ্ছে মাশরেক এবং মাগরেবের (অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীর) একজন সৃষ্টিকর্তা প্রতিপালক।

রাবী বলেন, ইতোমধ্যে (একথা বলতে বলতে) তারা উভয়ে (আমের ও তার স্ত্রী) তাদের ঘরের ছাদে উঠেন, আর তখনই তারা একটি নূর (আলোক রাশ্মি) দেখতে পেলেন, যা সমগ্র পৃথিবী বেষ্টন করে রেখেছে এবং তা আলো ও উজ্জ্বলতা দ্বারা (পৃথিবীকে) পরিপূর্ণ করে ফেলেছে।

অত:পর আল্লাহ পাক তাদের থেকে তা (ঐ নূরের উজ্জ্বলতা) অন্ধকার প্রদানের মাধ্যমে দূরীভূত করেছিলেন, যাতে তারা অমনোযোগী ঘুম থকে জাগ্রত হতে পারেন।

অত:পর তারা উভয়ে অসংখ্য ফেরেস্তাদেরকে দেখতে পেলেন। যারা কাবা শরীফ বেষ্টন করে রেখেছে। আর তারা পাহাড় সমূহকে সেজদারত অবস্থায় এবং জমীনকে নিশ্চল ও গাছ-গাছালিকে ঝুকে পড়া অবস্থায় দেখতে পেলেন।

عمود من نور وجهه الي السماء فصاحوا وشهقوا وكادوا أن يزهقوا ثم قبلوا أقدامه وانكبوا عليه وأسلموا علي يديه صلي الله عليه وسلم ما ترضي مرض علي صاحبيه وختنه • ثم قالت لهم امنة أسرعوا الخروج فان جده عبد المطلب قلدني الأمانة ان أخفيه عن أعين الناس وأكتم شأنه •فخرجوا من عند الحبيب وفي قلوبهم نار ولهيب •ثم وضع عامر يده علي قلبه وقد غاب عن عقله ولبه ثم صاح وقال ردوني الي بيت امنة واسألوها أن تريني جماله ثانيا فرجعوا الي بيت امنة فدخلوا فلما راه بادر اليه وانكب علي قدميه ثم شهق عامر شهقة ومات من وقته فعجل الله بروحه الي الجنة •فوالله هذه أحوال المحبين والعاشقين •وهذه والله صفات الصادقين فيا أيها اللبيب اسمع صفات هذا الحبيب الذي ملأ الكون عزا وجمالا وأضحي نوره في الافاق يتلألأ.

ইয়ামন প্রদেশের 'আমের' নামক এক ব্যক্তি তাঁর (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুঘ্রাণ পেলেন। তারপরে তিনি মূর্তিপুজা ছেড়ে দিয়ে, ইসলামের হেদায়াতের পথ লাভ করলেন এবং তিনি সাইয়্যেদুল আনাম (সৃষ্টি জগতের ইমাম) এর কাছে আগমন করে থাকে গ্রহণের মাধ্যমে সফলকাম হলেন এবং তিনি তাঁর (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভালোবাসার উপর সম্মানের সহিত মৃত্যুবরণ করলেন। আর তাঁর ঘটনাটি বুদ্ধিজীবি ও জ্ঞানীদেরকে হতচকিত করে দিল।

আর সে ঘটনাটি হল এই যে, জাহেলী যুগে আমের ইহুদী ধর্মাবলম্বী ছিলেন। আমেরের একটি মূর্তি ছিল আর তার কন্যা কুষ্ঠরোগ ও পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত

আর পরিপূর্ণ আনন্দঘন মুহূর্তে তারা উভয়ে এক আহ্বানকারীর (দৃষ্টির অগোচরে) ঘোষণা শুনতে পেলেন যে, (তিনি বলছেন) "সত্যের দিশারী, পথ প্রদর্শক নবীর আবির্ভাব হয়েছে। অতঃপর তারা তাদের সেই মূর্তিটির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই সেটাকে উল্টোভাবে নোয়ানো অবস্থায় দেখতে পেলেন। তার উপর লাঞ্ছনা, অপমান পতিত হয়েছে এবং তা তিরোধানের প্রতিফলন ঘটল। এর পরিপ্রেক্ষিতে 'আমের' তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন ব্যাপারটা কি? তার স্ত্রী বললেন, "মূর্তিটির দিকে একটু ভালভাবে তাকিয়ে দেখ তো, অতঃপর তারা উভয়ে (পাথরের মূর্তিটিকে) বলতে শুনলেন, 'সাবধান! মহা সু-সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে এবং নিখিল, বিশ্বকে সম্মান ও মর্যাদা দানকারীর আবির্ভাব হয়েছে, যিনি সৃষ্টি জগতকে গর্বিত করেছেন। আর তিনি এমন নবী, যার জন্য (পৃথিবীর অধিবাসীরা) অপেক্ষায় অপেক্ষমান ছিল, যিনি গাছ ও পাথরকে উদ্দেশ্য করে কথা বলবেন এবং চন্দ্র যার (হাতের) ইশারায় বিদীর্ন হবে, আর তিনি হলেন রবীয়া ও মুদার গোত্রের সর্দার।

অতঃপর (আমের) তার স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি কি শুনতে পেয়েছো, এই পাথরের মূর্তিটি কি বলে? তার স্ত্রী বললেন, "সেই নবজাতক সন্তানের নাম কি? আল্লাহপাক যার দ্বারা গোটা পৃথিবীকে আলোকিত করেছেন এবং যার দ্বারা পিতৃবংশ ও প্রপিতৃবংশদেরকে সম্মান দান করেছেন। অতঃপর আমের বললেন, "হে আগন্তুক ঘোষণাকারী! এই নির্বাক প্রস্তর খন্ডের জবানে কথোপকথনকারী, যাকে (শুধুমাত্র) আজকের দিনেই কথা বলতে শুনি। সেই নবজাতক সন্তানের নাম কি? এর পর আগন্তুক (অদৃশ্যমান) বলল, তাঁর নাম হল 'মুহাম্মদ মুস্তফা' যিনি সাফা পাহাড় ও যমযম কূপের এলাকায় জন্ম গ্রহণ করবেন। যার বিচরন ক্ষেত্র হবে 'তিহামা' নামক স্থান। তাঁর দুই কাধের মধ্যবর্তী স্থানে (নবুওয়াতের) চিহ্ন থাকবে। যখন তিনি যমীনে বিচরণ করবেন তখন মেঘ তাকে ছায়া প্রদাণ করবে। রহমত ও শান্তি তাঁর উপর বর্ষিত হোক, মহান আল্লাহর তরফ হতে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত।

অতঃপর 'আমের তার স্ত্রীকে বললেন, তুমি আমাকে সাথে নিয়ে ঐ ব্যক্তির (মুহাম্মাদের) অনুসন্ধানে চল, যাতে আমরা সঠিক পথের সন্ধান লাভ করতে পারি। আর যখন তার অর্থাৎ আমের ও তার স্ত্রী কথাবার্তা বলছিলেন তখন তাদের কন্যাটি রোগাক্রান্ত ও প্রত্যাখ্যাত অবস্থায় ঘরের নীচে অবস্থান করছিল। অতঃপর সে (কন্যাটি) হঠাৎ করে ঘরের ছাদে উঠে দাঁড়াল, কিন্তু তার উপস্থিতি তার পিতা-মাতা কেউ উপলব্ধি করতে পারেননি। তাই তার পিতা (তাকে ছাদে দাঁড়ানো দেখে) জিজ্ঞাসা করলেন, হে আমার কন্যা! তুমি যেই রোগ ব্যাধিতে ভুগছিলে তা কোথায় গেল? এবং তুমি যে বিনিদ্র জীবন-যাপন করছিলে তার কি হল? সে (কন্যাটি) জবাব

দেয়, হে আমার পিতা! আমি ঘুমের মাঝে সন্তোষজনক একটি স্বপ্ন দেখতে ছিলাম, তখন আমার সম্মুখে একটি নূর (আলোক রশ্মি) দেখতে পেলাম এবং একজন ব্যক্তি আমার নিকটে আগমন করতে দেখলাম। অতঃপর আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে যে নূর দেখানো হয়েছে তা কার নূর? আর যে ব্যক্তির নূরের উজ্জ্বলতা আমার কাছে প্রকাশিত করা হয়েছে ইনি কে?

অতঃপর আমাকে জবাব দেয়া হলো যে, এই নূর হল আদনান সম্প্রদায়ের এমন এক সন্তানের, যার দ্বারা সুগন্ধিময় হয়েছে সকল অস্তিত্বের। তখন আমি তাকে বললাম, তাঁর গৌরবান্বিত নাম সম্পর্কে আমাকে বলুন। এরপরে সে বলল, তাঁর নাম হল আহমদ এবং মুহাম্মদ। তিনি দুর্দশাগ্রস্থ ব্যক্তির প্রতি রহম করবেন এবং অপরাধকারীকে ক্ষমা করে দিবেন। তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তাঁর দ্বীন বা ধর্ম সম্পর্কে? তারপরে তিনি বললেন, তাঁর ধর্ম হল হানীফী রব্বানী।

তখন আমি তাকে তাঁর বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম? তিনি জবাবে বললেন, তাঁর বংশ হল কুরাইশী ও আদনানী।

এরপরে আমি জানতে চাইলাম যে, সে কার ইবাদত করবে? তিনি বললেন, সে শাশ্বত, চিরন্তন কতৃত্বকারীর (প্রতিপালকের) ইবাদত করবে। অবশেষে আমি থাকে (সংবাদ প্রদান কারীকে) বললাম, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি হলাম, যে ফেরেস্তাগণ তাঁর নূরের সৌন্দর্যে মর্যাদাবান হয়েছেন তাদের একজন। এরপরে আমি তাকে বললাম, আমি যে অসুস্থাবস্থায় কষ্টের মধ্যে দিনাতিপাত করেছি তা কি তুমি লক্ষ্য করনি? অবশ্যই তুমি আমাকে দেখছো (অতএব তুমি আমার ব্যাপারে সাহায্য কর) তিনি বললেন, তুমি তাঁর (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অসিলা দিয়ে (প্রতিপালকের কাছে) দোয়া কর কেননা চিরন্তন নিকটবর্তী প্রতিপালক মহান আল্লাহ পাক বলেছেন, নিশ্চয় আমি তাঁর মাঝে আমার গোপন ভান্ডার ও দলীল প্রমাণ গচ্ছিত (আমানত) রেখেছি। তাই যে ব্যক্তি আমার কাছে (তাঁর অছিলা দিয়ে) দোয়া করবে, আমি তার কষ্ট লাঘব (দূর) করে দিব। আর কিয়ামত দিবসে আমার গুনাহগার বান্দাদের জন্য তাকে শাফায়াতকারী নিযুক্ত করব।

অতঃপর আমি আমার হস্তদ্বয় ও আঙ্গুলসমূহ প্রসারিত করলাম এবং আল্লাহ পাকের কাছে (তাঁর অসিলা দিয়ে) আমার শরীরের রোগ-ব্যধি থেকে নিস্কৃতির জন্য দোয়া করলাম। অতঃপর আমার হস্তদ্বয় দ্বারা, আমার মুখমন্ডল ও সমস্ত শরীর মাছেহ করে নিলাম। এরপরে আমি ঘুম থেকে জাগ্রত হলাম সম্পুর্ন সুস্থ-সবল অবস্থায়। যেমনি ভাবে এখন আপনারা আমাকে সুস্থ দেখছেন।

এরপর আমের তার স্ত্রীকে বললেন, নিশ্চয়ই ঐ নবজাতক সন্তান গোপন ভান্ডার ও দলীল প্রমাণ স্বরূপ। আর অবশ্যই আমরা যে তাঁর আশ্চর্যজনক নিদর্শন দেখতে পেলাম, তজ্জন্য আমরা কখনই তাঁর ভালোবাসা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারবনা, (যদিও আমরা ধ্বংস হয়ে যাই।)

অতঃপর তারা সকলে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও ইচ্ছা নিয়ে, তাঁর (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সন্নিধ্যে পৌছার জন্য ভ্রমণ করল। অতঃপর তাঁরা সকলে মক্কা শরীফে এসে তাঁর ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন এবং হযরত আমেনা (রা.) এর ঘর সম্পর্কে (লোকদের) জিজ্ঞেস করে নিশ্চিত হলেন।

অতঃপর তারা তাঁর ঘরের দরজায় করাঘাত করলেন। অপরদিকে হযরত আমেনা (রা.) জবাব দিয়ে বললেন, কে (দরজায় করাঘাত করতেছ)? তারা তাকে বললেন, আমাদেরকে এই নবজাতক সন্তানের সৌন্দর্য দেখার সুযোগ দিন, যার নূরের দ্বারা আল্লাহ পাক এই পৃথিবীকে নূরান্বিত করেছেন এবং তাঁর পিতা-দাদাদের মর্যাদায় ভূষিত করেছেন।

অতঃপর হযরত আমেনা (রা.) বললেন, আমি কখনই তাঁকে তোমাদের জন্য ঘর হতে বের করবনা, কেননা নিশ্চয়ই আমি তাঁর ব্যাপারে ঈহুদীদেরকে ভয় করি। এরপরে তারা (অনুনয়, বিনয়) করে বলল, আমরা তার ভালোবাসায় আমাদের দেশ পরিত্যাগ করেছি (তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি) শুধুমাত্র এই প্রিয় নবজাতক সন্তানের সৌন্দর্য অবলোকন করার জন্য, আর যে ব্যক্তি এরূপ ইচ্ছা করে সে ক্ষতিসাধনকারী হয় না। অতঃপর হযরত আমেনা (রা.) বললেন, হ্যাঁ যদি ঘটনা এরূপই হয় তবে অবশ্যই আমি তোমাদের জন্য তাঁকে দেখার ব্যবস্থা করে দেব, তবে একটু অবকাশ দাও এবং ঘন্টাখানেক ধৈর্য্যধারণ কর, তাড়াহুড়া করো না। এরপরে একঘন্টা অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরে হযরত আমেনা (রা.) তাদেরকে (আমর ও তার পরিবারকে) বললেন, তোমরা প্রবেশ কর। অতঃপর তারা সকলে ঘরে প্রবেশ করল, যে ঘরে অবস্থান করছিলেন, সম্মানিত নবী ও মহিমান্বিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

অতঃপর যখন তারা হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নূর দেখতে পেলেন, তখন নির্বাক হয়ে গেলেন এবং তারা হাল্লালা তথা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করলেন এবং তাকবীর তথা আল্লাহু আকবার বললেন। অতঃপর তারা হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেহারা মোবারক হতে পর্দা সরিয়ে ফেললেন, আর সাথে সাথে তাঁর নূরের আলোকরশ্মি উদ্ভাসিত হয়ে আসমানের দিকে

যেতে লাগল এবং তাঁর নূরানী চেহারা থেকে শুরু করে আসমান বরাবর একটি নূরের ধারা পরিলক্ষিত হল। তাই তারা (আশ্চার্যান্বিত হয়ে) চিৎকার শুরু করে দিলেন এবং ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস করতে থাকলেন। আর ক্রমেই সে (নূরের আলো) অদৃশ্য হয়ে গেল।

অতঃপর তারা সকলেই হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কদম (পা) মোবারক চুম্বন করলেন এবং তাঁর প্রতি তারা ঝুঁকে পড়লেন। আর তারা হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করলেন। আর এ কারণে তারা এতই আনন্দিত হলেন যে, যেমনিভাবে একজন রোগী তার দুইজন সঙ্গী ও দুইজন জামাতার (সেবার) দ্বারা সন্তুষ্ট হয়ে থাকে।

অতঃপর হযরত আমেনা (রা.) তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা তাড়াতাড়ি বের হও। কেননা তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব (বাল্য নাম শাইবাতুল হামদ) তাকে আমার কাছে আমানত অর্পন করে গিয়েছেন যে, আমি যেন থাকে লোক চক্ষুর অন্তরালে রাখি এবং তাঁর শান (মর্যাদা) গোপন রাখি।

অতঃপর তারা তাদের প্রিয়তম ব্যক্তির নিকট থেকে বেরিয়ে এলেন, কিন্তু তাদের অন্তর সমূহ (বিচ্ছেদ ব্যাথায়) প্রজ্জ্বলিত হতে লাগল ও হাঁপাতে থাকল।

অতঃপর আমের তার হাতকে নিজের অন্তর বরাবর রাখলেন, অথচ তার জ্ঞান বুদ্ধি সব বিলুপ্ত হয়ে গেল আর তিনি চিৎকার করে বলতে লাগলেন, আমাকে পুনরায় আমেনার বাড়িতে নিয়ে চল এবং দ্বিতীয়বার তাঁর (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সৌন্দর্য আমাকে দেখাবার জন্য আবেদন কর। তাই তারা (আমেরের পরিবার) তাকে নিয়ে পুনরায় হযরত আমেনা (রা.) এর গৃহে প্রবেশ করলেন। এরপরে আমের যখন হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখতে পেলেন, তখন দ্রুত তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর কদম (পা) মোবারকের উপর ঝুঁকে পড়লেন।

অতঃপর আমের (আবেগের সাথে) প্রচন্ড ভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়া অবস্থায় ঐ খানেই ইন্তেকাল করলেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)

এরপরে মহান আল্লাহ পাক তার আত্মাকে তাড়াতাড়ি জান্নাতে পৌছে দিলেন। আল্লাহর শপথ! এই হল (প্রকৃত) মুহিব্বিন ও আশেকীনদের অবস্থা। এই হল ছাদেকীনদের বৈশিষ্ট্য। হে প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি! এই প্রিয় ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যাবলী শ্রবণ কর, যিনি পৃথিবীকে সম্মান মর্যাদা ও সৌন্দর্য্য দ্বারা পরিপূর্ণ করেছেন। তাঁর নূর সমগ্র পৃথিবী বেষ্টন করে নিয়েছে। [১১৭]

[১১৭] ইবনে হাজার হাইতামী: আননি'য়মাতুল কোবরা :আল আমিন প্রকাশন

কুরূনে ছালাছা তথা সাহাবী, তাবেয়ী ও তবে তাবেীগণের যুগে মীলাদ শরীফ

হাদীস এবং সিরাতের কিতাবসমূহে এমন অনেক বর্ণনা রয়েছে, যার দ্বারা স্পষ্টতঃ জানা যায় যে, হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মবৃত্তান্ত এবং শান ও মান স্বয়ং তিনি তদীয় সাহাবায়ে কেরাম কখনো বা ঘটনাক্রমে আবার কখনো সমাবেশ ডেকে বর্ণনা করেছেন, যার কতিপয় বর্ণনা নিম্নে উদ্ধৃত করা হলোঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بَنِي آدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا حَتَّى كُنْتُ مِنْ الْقَرْنِ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ. (رواه البخارى)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন মানুষের সর্বোত্তম যামানাই আমার জন্ম হয়েছে। আর যামানার মহাত্ম্য পর্যায় ক্রমে যুগের পর যুগ ধরে এসেছে। এমনকি যে যামানায় আমি জন্মগ্রহন করেছি, সে যামানাই সর্বোত্তোম যামানা। [১১৮]

وعن واثلة بن الاسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ان الله اصطفى من ولد ابرهيم اسماعيل واصطفى من ولد

[১১৮] ইমাম বুখারী :সহিহ বোখারী
আলি বিন বুরহানুদ্দীন হালবী (রহঃ): ইনসানুল উয়ূন ফি সিরাতে আমিনুল মাওমূন ১ম / ৫১
সামহুদী:ওয়াফা বিতা"রিফি ফাদায়িলিল মুস্তফা ৩৬
সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফি সিরাতে খাইরিল ইবাদ ১ম খন্ড / ২৩৪
ইমাম জালালুদ্দীন সয়ূতী: খাসায়েসুল কোবরা ১ / ৬৫
ইবনে সাদ: তবাকাতুল কোবরা ১ / ২৪
সাইয়্যিদ আব্দুল বাকী (রহঃ) শরহে জুরকানী আলা মাওয়াহেবুল লাদুনিয়া বিল মানহিল মুহাম্মাদিয়া ১ম খন্ড / ১৩০
ইমাম বাইহাকী: সুয়াইবুল ইমান হাঃ ১৩৯২.২ / ১৩৯
আনওয়ার ফি নাবিয়্যিল মুখতার দালায়েলুন নবুওয়াত ১৭৬ ।
ইমাম ইবনে কাছির :আল বিদায়া ওয়ানিহায়া ২ / ৩১৫
ইমাম বাইহাকী: দালায়েলুন নবুওয়াত ১৭৬

اسماعيل بنى كنانة واصطفى من بنى كنانة قريشا واصطفى من قريش بنى هاشم واصطفى من بنى هاشم .

হযরত ওয়াছেলা বিন আসক্বা (রাদ্বিঃ) বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন যে, 'আল্লাহ তালা হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর আওলাদের মধ্য থেকে ইসমাইল (আঃ) কে মনোনিত করেছেন, এবং ইসমাইল এর মধ্য হতে বনী কেনানাকে, বনী কেনানার মধ্য থেকে বনী হাশিমকে আর বনী হাশিমের মধ্যে থেকে আমাকে মনোনীত করেছেন।[119]

وعن عبد المطلب بن ابى وداعة قال جاء العباس الى رسول الله صلى الله عليه و سلم فكانه سمع شيئا فقام النبى صلى الله عليه و سلم فقال من انا فقالوا انت رسول الله صلى الله عليه و سلم قال انا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ان الله خلق الخلق فجعلنى فى خير هم فرقة ثم جعلهم فرقتين فجعلنى فى خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلنى فى خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلنى فى خيرهم بيتا و خير هم نفسا (رواه الترمذى)

হযরত আব্বাস (রাদ্বিঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরের উপর দাঁড়ালেন এবং বললেনঃ বল, আমি কে? সাহাবায়ে কেরাম জবাব দিলেন, আপনি আল্লাহর রাসুল। তখন হুযূর এরশাদ করলেন আমি হলাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব। আল্লাহ তা'লা মাখলুক্বাত পয়দা করে উত্তমদের মধ্যে আমাকে রেখে আবার এদেরকে দু'ভাগে ভাগ করে আমাকে উত্তম ভাগে রাখলেন, আবার উক্ত উত্তম ভাগকে বিভিন্ন গোত্র বানিয়ে আমাকে উত্তম গোত্রে

[119] তিরমিযী

রাখলেন, তারপর উক্ত উত্তম গোত্রকে কয়েকটি খান্দান বানিয়ে আমাকে উত্তম খান্দানের মধ্যে রাখলেন, তাই আমি আমার সত্ত্বার দিক থেকেও সবার উত্তম এবং খান্দানের দিক থেকেও সবার চেয়ে উত্তম। [১২০]

ফক্বীহ আবুল লায়েছ তাম্বীহুল গাফিলীন কিতাবের মধ্যে স্বীয় মুত্তাছিল সনদের মাধ্যমে হযরত আলী (রাদ্বিঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সুরা নসর নাযিল হওয়ার পর বৃহস্পতিবার দিবসে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাহিরে তাশরীফ আনলেন এবং মিম্বরের উপর উপবেশন করে হযরত বিলাল (রাদ্বি:) কে ডেকে বললেন, "বিলাল, তুমি মদীনায় এলান করে দাও হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপদেশ শ্রবণ করার জন্য সবাই যেন এসে সমবেত হয়। হযরত বিল্লাল (রাদ্বিঃ) এর এলান শুনে ছোট-বড় সবাই এসে জড় হলো হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সল্লাম দাঁড়িয়ে আল্লাহর হামদ ও ছানা এবং আম্বিয়ায়ে কেরামদের উপর সালাত ও সালামের পর এরশাদ ফরমান, আমি হলাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশিম এবং আমি আরাবী, আমি হরমী, আমি মক্কী- আমার পর কোন নবী নেই। [১২১]

عن عائشة قالت كان رسول صلى الله عليه وسلم يضع لحسان منبرا فى المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم اوينا فح ويقول رسول الله صلى الله عليه و سلم ان الله يويد حسان بروح القدس. ما نافح او فاخر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم.

হযরত আয়েশা (রাদ্বি:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত হাসসান (রাদ্বি:) এর জন্য মসজিদে নববীতে মিম্বর স্থাপন করে দিতেন, যার উপর দাঁড়িয়ে হযরত হাসসান (রাদ্বি) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গৌরব গাঁথা এবং শান ও মান বর্ণনা করতেন। (বুখারী)

[১২০] তিরমিযী

[১২১] আল্লামা হাবিবুর রহমান, আল কাউলুল মকবুল মীলাদীর রাসূল

عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه انه كان يحدث ذات يوم فى بيته وقائع ولادته صلى الله عليه وسلم لقوم فيستبشرون ويحمدون الله ويصلون عليه السلام فاذا جاء النبى صلى الله عليه وسلم قال حلت لكم شفاعتى

হযরত আবুল খাত্তাব বিন দেহইয়া তদীয় কিতাব আততানবীর ফী মাওলিদিল বাশীর ওয়ান নাযীর এর মধ্যে হযরত ইবনে আব্বাস (রাদ্বি:) থেকে বর্ণনা করেন যেমন তিনি একদিন নিজ বাড়ীতে লোকজনের সম্মুখে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম সময়কার ঘটনাবলী বর্ণনা করতেছিলেন এবং লোকজন খুশী হয়ে আল্লাহ তালার হামদ এবং হুযূর পাকের উপর দরূদ পাঠ করিতেছিলেন, এমনি সময় হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাশরীফ আনলেন এবং ফরমালেনঃ حلت لكم شفا عت তোমাদের জন্য আমার সুপারিশ অনিবার্য হয়ে গেল।

عن ابى الدرداء رضى الله تعالى عنه مر مع النبى صلى الله عليه وسلم الى بيت عامر الانصارى وكان يعلم وقائع ولادة صلى الله عليه وسلم لابنائه وعشيرته ويقول هذا اليوم هذا اليوم فقال عليه الصلوة والسلام ان الله فتح لك ابواب الرحمة والملائكة كلهم يستغفرون لك من فعل فعلك نجاتك- اويحل بحالك-

উক্ত আততানবীর কিতাবেই হযরত আবুদ্দারদা (রাদ্বি) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে হযরত আমির আনসারীর ঘরে গেলেন এমন সময় হযরত আমির আনসারী তাঁর আওলাদ এবং গোত্রীয় লোকজনকে সমবেত করে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম সময়কার ঘটনা বর্ণনা করছিলেন, هذا اليوم هذااليوم আজই সেই দিন, আজই সেই

·১২

দিন। তখন হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমান- 'আল্লাহ তা'লা তোমাদের জন্য রহমতের দার উম্মোক্ত করে দিয়েছেন। এবং ফিরিস্তারা তোমাদের জন্য ইসতেগফার পড়ছেন, আর যে ব্যক্তি তোমাদের অনূরুপ কাজ করবে নাযাত পাবে।

হযরত খাদিজা বিনতে যায়েদ হতে বর্ণিত আছে .য, তাবেয়ীনদের একটি জামাত হযরত যায়েদ বিন ছাবিতের খেদমতে এসে আরজ করলেন, আমাদেরকে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে কিছু বর্ণনা করুন। হযরত যায়েদ বলেন, কি বর্ণনা রাখবো, তিনি তো সকল বর্ণনা ক্ষমতা উর্ধ্বে অতঃপর কিছু বর্ণনা পেশ করেন। [১২২]

হাদীস, ছিওর এবং ইতিহাস গ্রন্থ সমূহের মধ্যে এ ধরনের অনেক বর্ণনা রয়েছে। যেগুলোর দ্বারা জানা যায়, হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম বৃত্তান্ত, শান মানের আলোচনা একটি ভালো ও পছন্দনীয় কাজ যা হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্বীয় বাণী ও আমল এবং সাহাবা তাবেয়ীদের আমল দ্বারা প্রমাণিত এবং এও জানা যায় যে, লোকজনের সমাবেশে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম সময়কার ঘটনাবলী এবং শান ও মান বর্ণনা করার প্রচলন তখনো ছিল। হ্যাঁ ক্বরূনে ছালাছার মধ্যে পরবর্তী জামানার মত উক্ত আলোচনার জন্য দাওয়াত জিয়াফত, শিরনী বিতরণ এবং নানা ধরনের ছদক্বা খয়রাতের প্রচলন ছিল না, ক্বরূনে ছালাছার পর উলামা- মাশায়েখ নেক নিয়তের ভিত্তিতে উক্ত কাজগুলোর মূলতঃ মুবাহ এবং ভালো কাজগুলো বৈধ এবং ভালো হওয়ার মধ্যে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

[১২২] শামায়েলে তিরমিযী

দ্বিতীয় আধ্যায়

করনে ছালাছার পর মীলাদ শরীফ

ইতিহাস এবং সীরাতের কিতাবাদিতে উল্লেখ রয়েছে যে, হিজরী সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে সর্বপ্রথম মাওছিল শহর এবং এক বুযুর্গ হযরত শায়েখ ওমর বিন মুহাম্মদ মীলাদ শরীফের জন্য মাহফিলের ব্যবস্থাপনার সূচনা করেন এবং তাঁরই অনুকরণে ইরবলের বাদশা "মালিক মুজাফফার আবু সাঈদ" মীলাদ মাহফিলের আয়োজন করেন।

যেমন ইমাম নববীর উস্তাদ হাফিজে হাদীস শিহাব উদ্দীন বিন ইসমাঈল আবু শামা তাঁর কিতাব الباعث في انكار البدع والحوادث এর মধ্যে উল্লেখ করেন-

واول من فعل ذالك بالموصل الشيخ عمـر بـن محمـد المـلا احد الصالحين المشهورين وبـه اقتـدي فـي ذالـك صـاحب اربـل رحمهـم الله تعـالى-(الباعـث علـى إنكـار البـدع والحوادث_ص২৩)

সর্বপ্রথম যিনি মীলাদ মাহফিলের আয়োজন করেন, তিনি হচ্ছেন মাওছিলের একজন প্রখ্যাত বুযুর্গ মহাপন্ডিত শায়েখ উমর বিন মুহাম্মদ অফাৎ ৫৭০ হিজরী এবং তাঁরই অনুসরণ করে ইরবলের বাদশাহ ও মাহফিলে মীলাদের আয়োজন করতেন। বাদশাহর উক্ত মাহফিলে মীলাদে সে জামানার উলামা- মাশায়েখ নির্দ্বিধায় শরীক হতেন।[১২৩]

যেমন- ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) কিতাবে মধ্যে লিখেন -অর্থাৎ বাদশাহের উক্ত মাহফিলে উলামা মাশায়েখ নিঃসংকোচে উপস্থিত হতেন।

ইরবলের বাদশাহ অনেক গুরুত্ব সহকারে মীলাদ মাহফিলের আয়োজন করতেন, এতে উলামা মাশায়েখ এবং আপামর মুসলিম জনসাধারণের মহাসমাগম হত, যার ফলে উক্ত মাহফিলের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এ কারণে কোন কিতাবের মধ্যে উক্ত বাদশাহকেই মীলাদ মাহফিলের প্রথম আয়োজনকারী সাব্যস্ত করা হয়েছে।

[১২৩] আল বাইছ আলা ইনকারিল বিদয়ে ওয়াল হাওয়াদিছ পৃষ্ঠা নং ২৩

হুজ্জাতুদ্দীন ইমাম মুহাম্মদ বিন যুফার আল মাক্কি (রহঃ) (৪৯৭-৫৬৫হিজরী)

হুজ্জাতুদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন যুফার আল মাক্কি (রহঃ) অফাৎ ১১০৪-১১৭০খ্রীঃ আদ্দুররুল মুনাজ্জাম গ্রন্থে পবিত্র মীলাদ শরীফ সর্ম্পকে লিখেন-

: وقد عمل المحبون للنبي صلي الله عليه وآلـه وسـلم فرحـا بمولده الولائم، فمن ذلک ما عملـه بالقـاهرة المعزّيـة مـن الولائم الكبار الشيخ أبو الحسن المعـروف بـابن قُفـل قـدس الله تعالي سـره، شـيخ شـيخنا أبـي عبـد الله محمـد بـن النعمان، وعمل ذلک قبلُ جمـال الـدين العجمـي الهمـداني. وممن عمل ذلک علي قدر وسعه يوسـف الحجّـار بمـصر، وقد رأي النبي صلي الله عليه وآلـه وسـلم وهـو يحـرّض يوسف المذكور علي عمل ذلک) صالحي، سـبل الهـدي والرشـاد في سيرة خير العباد صلي الله عليه وآله وسلم ، ১. (৩৬৩ :

আহলে মহব্বত হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মীলাদের খুশীতে খানাপিনার আয়োজন করে আসছেন। কাহেরার (মিসরের) যে সকল আহলে মহব্বত ব্যক্তিত্ব বড় বড় যিয়াফতের আয়োজন করেছেন তাদের মধ্যে শায়খ আবুল হাসান (রহঃ) অন্যতম। যিনি ইবনে কুফুল কুদ্দিসা সিররুহ নামে সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন । তিনি আমাদের শায়খ হযরত আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন নুমান এর উস্তাদ। এই বরকতময় আমল জামাল উদ্দীন আজমী হামদানীও করেছেন। মিসরে ইউছুফ হাজ্জার এই অনুষ্ঠানকে বিস্তৃত আকারে উদযাপন করেন।[১২৪]

[১২৪] সুবুলুল হুদা ওয়ার রাসাদ ফী সিরাতি খাইরীল ইবাদ ১ পৃষ্ঠা নং ৩৬৩
ড. তাহিরুল কাদরী মীলাদুন্নবী পৃষ্ঠা নং ৬১২

ইবনে জুবাইর (জন্ম ৫৪০হিঃ)

ইবনে জুবাইর (জন্ম ৫৪০হিঃ (রহঃ) তাঁর রিহাল গ্রন্থের ১১৪ পৃষ্ঠায় পবিত্র মীলাদ শরীফ সম্পর্কে লিখেন-

من أقدم المصادر التي ذكر فيها إقامة احتفال عام لذكرى المولد هي كتاب رحال) ص. ১১৪ ১১৫) لابن جبير (ولد عام ৫৪০ هجرية:(

قال (يفتح هذا المكان المبارك أي منزل النبي صلى الله عليه وسلم ويدخله جميع الرجال للتبرك به في كل يوم اثنين من شهر ربيع الأول ففي هذا اليوم وذاك الشهر ولد النبي صلى الله عليه وسلم(.فكان الإحتفال في شهر ربيع الأول في يوم مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم هو عمل المسلمين قبل قدوم ابن جبير إلى مكة والمدينة و كان يحتفل به أهل السنة في أرض الله المكرمة وما ذكر عن صاحب إربل الملك المظفر كان أول من اظهر الاحتفال بالمولد وتوسع فيه وقد دخل ابن جبير مكة في عام ১৬ شوال ৫৭৯هـ ومكث أكثر من ثمانية أشهر وغادرها الخميس الثاني والعشرون من ذي الحجة ৫৭৯هـ متوجهاً إلى المدينة المنورة كما هو مذكور في رحلته و مكث ابن جبير خمسة أيام فقط بالمدينة المنورة وغادرها ضحى يوم السبت الثامن من محرم৫৮০هـ.

ইবনে জুবাইর (জন্ম ৫৪০হিঃ) পবিত্র মক্কা নগরে ১৬ই শাওয়াল ৫৭৯ হিজরীতে প্রবেশ করে সেখানে ৮ মাস থেকে বেশীদিন অবস্থান করেন, অতপর জিলহজ্জ মাসের ২২ তারিখ বৃহস্পতিবার পবিত্র মদীনা নগরী অভিমুখে রওয়ানা হন। এখানেও তিনি ৫দিন অবস্থান করেন। তিনি তাঁর সফর নামায় উল্লেখ করেন প্রতি বছর রবিউল আওয়াল মাসের প্রতি সোমবারে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গৃহটি খুলে দেওয়া হত আর সকল মানুষ বরকত লাভের জন্য সেখানে প্রবেশ করত। ইবনে জুবাইর উল্লেখ করেন মক্কা মদীনায় পূর্ব থেকেই প্রিয়নবীর জন্মদিনে মাহফিল করা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আমল ছিল।

ইরবলের (ইরাক) বাদশাহ মুজাফফর সম্পর্কে বলেন, তিনিই প্রথমে মাওলুদ শরীফের মাহফিল ঝাকঝমক করে আয়োজন করেন।[১২৫]

শাইখ ছালেহ উমর মাল্লা

-02الشخ الصالح عمر الملا (المتوفى سنة 570 (وقاهر الصليبين السلطان نور الدين زنكي والاحتفال بالمولد النبوي الشريف ومن أوائل من احتفل به من علماء أهل السنة من أهل المشرق الشيخُ الصالحُ عمر المَلاَّ الموصلي المتوفى سنة 570 مع صاحب الموصل وكان السلطان نور الدين من اخص محبيه ذكر الحافظ أبو شامة في حوادث سنة 566 من كتاب

---

[১২৫] রিহাল গ্রন্থে ১১৪পৃষ্ঠা,
আল আনিয়াতু ফি জাওয়াজিল ইহতিফায়ি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম http: / / www.2ho2.com
আল আদিল্লাতু সারিয়্যাতু ফি জাওয়াজিল ইহতিফায়ি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / www.alsunna.org
আল আদিল্লাতু সুফিয়া ফি জাওয়াজিল ইহতিফায়ি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / hitsk.in
আলমাআলিম হানিয়া ফি মাসরুআতি মাওলিদু খাইরিল বারিয়্যাহ্ শাইখ উছমান বিন উমর
আলআদিল্লাতুল কাইয়্যিম ফি ইহতেফালু বি মাওলিদিল কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম https: / / majdah. maktoob. com
আকওয়ালুল উলামায়িল আইম্মাতুল ইসলামীয়্যাহ মায়া যাওয়াহিল আমালুল মাওলুদ. www.startimes ...

الروضتين في أخبار الدولتين :فصل :قال العماد: وكان بالموصل رجل صالح يعرف بعمر الملاَّ، سمي بذلك لأنه كان يملأ تنانير الجص بأجرة يتقوَّت بها، وكل ما عليه من قميص ورداء، وكسوة وكساء، قد ملكه سواه واستعاره، فلا يملك ثوبه ولا إزاره. وكن له شئ فوهبه لأحد مريديه، وهو يتجر لنفسه فيه، فإذا جاءه ضيف قراه ذلك المريد. وكان ذا معرفة بأحكام القرآن والأحاديث النبوية.

كان العلماء والفقهاء، والملوك والأمراء، يزورونه في زاويته، ويتبركون بهمته، ويتيمَّنون ببركته. وله كل سنة دعوة يحتفل بها في أيام مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضره فيها صاحب الموصل، ويحضر الشعراء وينشدون مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحفل .وكان نور الدين من أخص محبيه يستشيرونه في حضوره، ويكاتبه في مصالح أموره. انتهى :وكذا ذكره وكذا ابنُ كثير في حوادث نفس السنة من تاريخه

শাইখ ছালেহ উমর মাল্লা (মৃ: ৫৭০হিঃ) হলেন প্রচ্যের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আলেমগণের অন্যতম একজন। যারা প্রথমে মিলাদ মহফিলের আয়োজন করেন। সুলতান নূরুউদ্দিন জঙ্গী (মৃত: ১১৭৪ইং) ছিলেন তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তিত্ব। হাফিজ আবু শামা কিতাবুর রওযাতাইন ফি আখবারিদদাওলাতাইন কিতাব থেকে ৫৬৬ সালের ঘটনা প্রবাহে উল্লেখ করেছেন। ইমাদ বলেছেন মাওছিলে এক পুন্যবান লোক ছিলেন, যিনি উমর আল মাল্লা নামে পরিচিত। কারন তিনি চুনের

তন্দুরগুলোকে ইটাদিয়ে ভরপুর করে দিতেন, একাজের মাধ্যমে তিনি জিবিকা নির্বাহ করনে। শাইখ ছালেহ (রঃ) এর সাক্ষাতের জন্য আলিমগণ, ফিকাহবিদগণ রাজা বাদশাহগণ আসতেন এবং তাঁর থেকে খয়রাত লাভ করতেন। তিনি প্রতিবছর মিলাদের মাসে মাহফিলের আয়োজন করতেন এবং মাওসিলের অধিপতি এবং কবি সাহিত্যিকগণ উপস্থিত হতেন, তারা প্রিয় নবীর প্রসংশা কবিতা আবৃত্তি করতেন। বাদশাহ নূর উদ্দিন জঙ্গী তাঁর প্রিয়জন ছিলেন। এভাবে ইমাম ইবনে কাছির (মৃত ৭৭৪হি) তাঁর তারিখে উল্লেখ করেছেন।[১২৬]

ইমাম ইমাদুদ্দিন আবুল ফিদা ইসমাইল বিন কাছির

ইমাম ইমাদুদ্দিন আবুল ফিদা ইসমাইল বিন কাছির (৭০১-৭৭৪ হিঃ) পবিত্র মীলাদ শরীফ সম্পর্কে লিখেন-

أول ما أرضعته ثويبة مولاة عمّه أبي لهب، وكانت قد بشرت عمه بميلاده فأعتقها عند ذلك، ولهذا لما رآه أخوه العباس بن عبد المطلب بعد ما مات، ورآه في شرّ حالة، فقال له : ما لقيت؟ فقال : لم ألق بعدكم خيراً، غير أني سقيت في هذه. وأشار إلي النقرة التي في الإبهام . بعتاقتي ثويبة.

---

[১২৬] আল বিদায়া ওয়ান নেহায়া ১২/২৭৮
যাহাবী: তারিখুল ইসলাম ৪/১৩০
যাহাবী: সবাতে এইয়াউন নুবালা ২০/৫৩২-৩৫
আল আদিল্লাতু ফি জাওয়াজিল ইহতিফায়ি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম http: / / www.2ho2.com
আল আদিল্লাতু সারিয়াতু ফি জাওয়াজিল ইহতিফায়ি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / www.alsunna.org
আল আদিল্লাতু সুফিয়া ফি জাওয়াজিল ইহতিফায়ি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / hitsk.in
আলাআদিল্লাহ ছানিয়া ফি মাসরুআতি মাওলিদু খাইরিল বারিয়্যাহ্ শাইখ উছমান বিন উমর
আকালিদুল কাইয়্যাম ফি ইহতেফালু বি মাওলিদিল কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম https: / / majdah. maktoob. com
কবহুল উলামায়িল আইয়িম্মাতুল ইসলামীয়াহ মায়া যাওয়াবিল আমালুল মাওলূদ, "http: / / www. Marimer...

وأصل الحديث في الصحيحين.

فلما كانت مولاته قد سقت النبي صلي الله عليه وآله وسلم، من لبنها عاد نفع ذلك علي عمه أبي لهب، فسقي بسبب ذلك، مع أنه الّذي أنزل الله في ذمّه سورة في القرآن تامة.

ابن كثير، ذكر مولد رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم ورضاعه ২৮ : ، ২৯

الملك المظفر أبو سعيد كوكبري بن زين الدين علي بن تبكتكين أحد الأجواد والسادات الكبراء والملوك الأمجاد، له آثار حسنة وقد عمر الجامع المظفري بسفح قاسيون، وكان قد همّ بسياقة الماء إليه من ماء برزة فمنعه المعظم من ذلك، واعتل بأنه قد يمر علي مقابر المسلمين بالسفوح، وكان يعمل المولد الشريف في ربيع الأول ويحتفل به احتفالاً هائلاً، وكان مع ذلك شهماً شجاعاً فاتكاً بطلاً عاقلاً عالماً عادلاً رحمه الله وأكرم مثواه. وقد صنّف الشيخ أبو الخطاب بن دحية له مجلداً في المولد النبوي سمّاه ''التنوير في مولد البشير النذير'' فأجازه علي ذلك بألف دينار، وقد طالت مدته في الملك في زمان الدولة الصلاحية، وقد كان محاصراً عكا وإلي

هذه السنة محمودَ السيرة والسريرة. قال السبط : حكي بعض من حضر سماط المظفر في بعض الموالد كان يمد في ذلك السماط خمسة آلاف رأس مشوي، وعشرة آلاف دجاجة، ومائة ألف زبدية، وثلاثين ألف صحن حلوي.

وكان يحضر عنده في المولد أعيان العلماء والصوفية فيخلع عليهم ويطلق لهم ويعمل للصوفية سماعًا من الظهر إلي العصر، ويرقص بنفسه معهم، وكانت له دار ضيافة للوافدين من أي جهة علي أي صفة. وكانت صدقاته في جميع القرب والطاعات علي الحرمين وغيرهما، ويتفك من الفرنج في كل سنة خلقًا من الأساري، حتي قيل إن جملة من استفكه من أيديهم ستون ألف أسير، قالت زوجته ربيعة خاتون بنت أيوب. وكان قد زوجه إياها أخوها صلاح الدين، لما كان معه علي عكا .قالت : كان قميصه لا يساوي خمسة دراهم فعاتبته بذلك، فقال : لبسي ثوبًا بخمسة وأتصدق بالباقي خير من أن ألبس ثوبًا مثمنًا وأدع الفقير المسكين، وكان يصرف علي المولد في كل سنة ثلاثمائة ألف دينار، وعلي دار الضيافة في كل سنة مائة ألف دينار .وعلي الحرمين والمياه بدرب الحجاز ثلاثين ألف دينار سوي صدقات

السر، رحمه الله تعالي، وكانت وفاته بقلعة إربل، وأوصي أن يحمل إلي مكة فلم يتفق فدفن بمشهد علي١ .

.ابن كثير، البداية والنهاية، 9 : 18 .2 محبي، خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، 3 .3 233 :سيوطي، حسن المقصد في عمل المولد : 42. 44 .4 سيوطي، الحاوي للفتاوي .5 200 : أحمد بن زيني دحلان، السيرة النبوية، 1 : 53، 54

ইমাম হাফেজ ইমাদুদ্দিন আবুল ফিদা ইসমাইল বিন কাছির (১৩০১-১৩৭৩ খ্রীঃ) একজন বিখ্যাত সুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফকীহ ও ঐতিহাসিক ছিলেন। তাঁর লিখিত 'তাফসীরুল কোরআনিল আজীম' একটি নির্ভরযোগ্য তাফসীর। তিনি 'জামেউল মাসানিদ ওয়াস্ সুনান' গ্রন্থে হাদিসসমূগের এক বিরাট ভাণ্ডার একত্রিত করেছেন। ইতিহাসের ময়দানে তাঁর অমর গ্রন্থ 'আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া' একটি বিরাট বিশ্বকোষের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। এই গ্রন্থে তিনি শাহে আরবুল আবু সাঈদ আল মুজাফফার-এর জশনে মীলাদ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেছেন। তাছাড়া ইমাম ইবনে কাছির 'জিকরু মাওলাদি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া রেজাইহি' নামে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকাও রচনা করেছেন। উক্ত পুস্তিকায় তিনি লিখেছেন:

সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চাচা আবু লাহাবের দাসী 'ছাওবিয়া' হুযুর আকরাম (সাঃ)-কে দুধপান করিয়েছিল। ছাওবিয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চাচা আবু লাহাবকে তাঁর জন্মের শুভ সংবাদ প্রদান করেছিল। এতে আবু লাহাব খুশীতে আত্মহারা হয়ে তখনই তাকে আজাদ করে দিয়েছিল। আবু লাহাবের মৃত্যুর পর তার সহোদর হযরত আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) স্বপ্নযোগে তাকে খারাপ অবস্থায় নিপতিত দেখলেন। জিজ্ঞেস করলেন, এখন তোমার হাল কি? উত্তরে সে বলল, "তোমাদের নিকট হতে পৃথক হওয়ার পর আমি কোন শান্তি পাইনি। তারপর স্বীয় শাহাদাত অঙ্গুলীর দিকে ইশারা করে বলতে লাগল, এই আঙ্গুলের ইশারায় ছাওবিয়াকে মুক্তিদান করেছিলাম বলে এগুলো থেকে আমাকে পানি পান করানো হয়।" (এ কাহিনীর উৎস হাদীস শরীফে বিবৃত আছে)।

সুতরাং যখন তার দাসী দুধপান করিয়েছে, তাই আল্লাহ পাক তাঁর চাচা আবু লাহাবকেও এর বিনিময় হতে মাহরুম করেননি। বরং কারণে তার উপর অনুগ্রহ প্রদর্শন করে অনন্তকালের জন্য তার পিপাসা নিবারণের বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। অথচ এই চাচার প্রতি অভিসম্পাৎ বর্ষন করে কোরআনুল কারীমে একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা

নাযিল হয়েছে। শাহ আবু সাঈদ আল মুজাফফর (রহঃ)-এর মৃত্যু ৬৩০ হিজরী। বিশ্বখ্যাত বিজয়ী বীর সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী (৫৩২-৫৮৯ হিঃ মোতাবেক ১১৩৮-১১৯৩ খ্রীঃ)- এর ভগ্নীপতি ছিলেন। সুলতানের বোন রবীয়া খাতুনের বিয়ে হয়েছিল মালিক আবু সাঈদ আল মুজাফফরের সাথে। সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী বাদশাহ আবু সাঈদকে খুবই ভালোবাসতেন। এই দুইজন ইসলামের খেদমতে মনে প্রাণে শরীক ছিলেন। বাদশাহ আবু সাঈদ ইসলামের খাদেম হওয়া সত্ত্বেও মুত্তাকী, পরহেজগার ও দানশীলতার অনন্য গুণের অধিকারী ছিলেন।. বাদশাহ-এর বৃহত্তর ধর্মীয় ও রূহানী মাকাম এবং ইসলামের খেদমতের প্রেরণা লক্ষ্য করে সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী স্নেহধন্য বোন রবীয়াকে তার সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন। এই দু'জনের সম্পর্ক ও পরিচয় তুলে ধরে ইমাম ইবনে কাছির তাদের সীরাত, কর্মকাণ্ড, তাকওয়া, পরহেজগারী ও দরিয়া দেলীর কথা বর্ণনা করেছেন এবং মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কিত বিষয়াদি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। বাদশাহ আবু সাইদ আল মুজাফফর কতখানি জোশ ও প্রেরণা, কতটুকু খুশী ও আনন্দের সাথে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন, এর আনুপূর্বিক বিবরণ তুলে ধরেছেন। ইসলাম ইবনে কাছির লিখেছেন: শাহ মুজাফফর আবু সাইদ কাউকুবরা বিন জৈনুদ্দিন আলী বিন তুবকাতকীন একজন দানশীল, শ্রেষ্ঠ সর্দার এবং বুযুর্গ বাদশাহ ছিলেন। তিনি বহু স্মরণীয় নিদর্শন রেখে গেছেন। তিনি 'কাসিয়ুন' শহরের উপকণ্ঠে 'জামে মুজাফফরী' অর্থাৎ মুজাফফরী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি 'বুরজাহ' নদীর পানিকে এইদিকে প্রবাহিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সুলতান বাহাদুর তাকে এই বলে বারণ করেছিলেন যে, পানির প্রবাহ যেন মুসলমানদের কবরস্থান 'ছাফুহ' নামক স্থানের পাশে দিয়ে প্রবাহিত করা হয়।

তিনি রবিউল আউয়াল মাসে মীলাদ অনুষ্ঠানের জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন করতেন। তার মাহফিলে মীলাদ ছিল তুলনাহীন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এর সাথে সালে তিনি বীর, বাহাদুর, সাহসী, আক্রমণকারী, তীক্ষ্ণগতি, বিদ্যান, পন্ডিত, আলেম এবং ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। আল্লাহপাক তার উপর রহমত বর্ষণ করুন এবং শীর্ষতম বুলন্দ মর্তবা এনায়েত করুন।

শায়খ আবুল খাত্তাব ইবনে দাহইয়া বাদশাহে আরবুলের জন্য মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিষয়ে একটি কিতাব রচনা করেন। কিতাবটির নাম 'আত্তানভীর ফী মাওলিদিল বাশিরি ওয়ন নাজীর'। বাদশাহ গ্রন্থটি পাঠ করে খুবই খুশী হলেন এবং লেখককে এক হাজার দীনার বখশিশ দিলেন।

বাদশাহ মুজাফফর-এর রাজত্ব সুলতান সালাউদ্দিন আইয়ুবীর রাজত্বকাল পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়েছিল। শহর 'উক্কাকে' তিনি অবরোধ করেছিলেন। সেই বছর পর্যন্ত তিনি চরিত্র মাহাত্ম্য ও কর্মকাণ্ডের জন্য প্রশংসনীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। ঐতিহাসিক 'সিবুত' বর্ণনা করেছেন যে, মালিক মুজাফফরের মীলাদ অনুষ্ঠানের দস্তরখানে উপস্থিত ছিল এমন এক ব্যক্তি বলেছেন যে, ইহাতে পাঁচ হাজার ভুনা খাসি, দশ হাজার মোরগ, এক লাখ দুধভর্তি মাটির পেয়ালা এব তিন হাজার মিঠাই-এর থাল সজ্জিত ছিল।

তারপর ইমাম ইবনে কাছির আরও লিখেছেন যে, মীলাদ অনুষ্ঠান উদযাপনের সময় বাদশাহর নিকট বড় বড় আলেম, খ্যাতিমান সূফীগণ উপস্থিত হতেন। তিনি তাদেরকে বস্ত্রদান করতেন, উপহার, উপঢৌকন প্রদান করতেন। সূফীদের জন্য জোহর হতে আসর পর্যন্ত 'ছেমা'-এর বন্দোবস্ত করতেন এবং নিজেও তাদের সাথে মিলিত হতেন ও তাদের হালের সাথে মিশে যেতেন। প্রত্যেক খাস ও আমলোকের জন্য একটি সুবৃহৎ 'জিয়াফতখানা' ছিল। তিনি হারামাইন শরীফাইন ও অন্যান্য এলাকার লোকদের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ খয়রাত করতেন। প্রতি বছর অগণিত বন্দীকে খ্রীস্টানদের জেলখানা হতে মুক্ত করিয়ে নিতেন। বলা হয়ে থাকে যে, তিনি স্বহস্তে ষাট হাজার কয়েদীকে মুক্ত করেছিলেন।

তার স্ত্রী রবীয়া খাতুনকে সাধারণ লোকেরা বিনতে আইয়ুব বলে অভিহত করত। গাজী সালাহউদ্দিন আইয়ুবই তাকে শাহে আরবুলের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিয়েছিলেন। রবীয়া খাতুন বলেন: বাদশাহর গায়ের জামা খুবই কম দামের হত। একবার আমি এ ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করলা[illegible] তিনি উত্তর করলেন, আমার পাঁচ দেরহাম মূল্যের জামা পরিধান ক[illegible] এবং এর [illegible]ক অর্থ দান-খয়রাত করা এ কথার চেয়ে উত্তম যে, আমি দামী কা[illegible]ড় পরিধান ক[illegible]ব, অথচ গরীব-মিসকীনদের দিকে লক্ষ্য করব না। এবং তিনি বছর মীলাদুন্নবী (সাঃ)-এর মাহফিলের জন্য তিন লক্ষ দীনার এবং মেহমান নাওয়াজীর [illegible]ন্য এক লক্ষ দীনার এবং হারামাইন শরীফাইন ও হেজাজের [illegible]স্তায় পানি সরবরাহের জন্য গোপনে দান করা ছাড়াও ত্রিশ হাজার দীনার দান করতেন। আল্লাহপাক তার উপর রহম করুন। তিনি অরবুলের দুর্গেই ইন্তিকাল ক[illegible]। মৃত্যুর প[illegible] তিনি অসিয়ত করেছিলেন যে, তাকে যেন মক্কায় সমাহিত [illegible] কিন্তু তা [illegible] সম্ভব হয়[illegible] এবং তাকে হযরত আলী (রাঃ)-এর সমাধিস্থলেই দাফন করা হয়।

শাহে আরবুল মীলাদ অনুষ্ঠানে তিন লক্ষ দীনার খরচ করতেন। ইমাম ইবনে কাছির এত অধিক অর্থ মীলাদন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুষ্ঠানে ব্যয় করাকে

প্রশংসনীয় বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি একটি বাক্য সমালোচনা ও কটাক্ষ করে উচ্চারণ করেননি। স্মরণ রাখা দরকার যে, তৎকালে এক দীনার দু'পাউন্ডের সমমূল্যমান ছিল। এভাবে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুষ্ঠানে ছয় লক্ষ পাউন্ড ব্যয়িত হত। দীনার এবং পাউন্ডের তুলনা বর্তমান অবস্থা ভেদে নয়। বরং তা ছিল প্রায় ৮শ' বছর পূর্বের। তবে যদি বর্তমান মূল্যমানের তুলনা করা হয় তাহলে [illegible]নকার এক দীনার সিকি তোলা স্বর্ণের সমপরিমাণ ওজনের হত। বর্তমানে স্বর্ণের যে বাজার দর লক্ষ্য করা যায়, তার সাথে তুলনা করে দীনারের মূল্যমান নির্ধারণ করা হলে টাকার পরিমাণ কত বেশি হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়।[১২৭]

---

[১২৭] ইবনে কাছির, আলবেদায়া ওয়ান নেহায়া, ৯ম খন্ড পৃষ্ঠা নং ১৮,
মুত্তাকি, খুলাছাতুল আছার ফি ইয়ানুল কোরানুলহাদী আসার, ৩য় খন্ড পৃষ্ঠা নং ২৩৩,
ইমাম সুয়ূতী, হুসনুল মাকাসিদ ফি আমালিল মাওলিদ পৃষ্ঠা নং ৪৪
ড. তাহির আল কাদরী ড. তাহিরুল কাদরী মীলাদুন্নবী পৃষ্ঠা নং ,পৃষ্ঠা নং ৬২১,
আহমদ ইবনে জাইনি দাহলান আস সিরাতুননবী ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং নং-৫৩-৫৪
আল আদিল্লাতু ফি জাওয়াজিল ইহতিফায়ি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম http: / / www.2ho2.com
আল আদিল্লাতু সারিয়াতু ফি জাওয়াজিল ইহতিফায়ি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / www.alsunna.org
আল আদিল্লাতু সুফিয়া ফি জাওয়াজিল ইহতিফায়ি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / hitsk.in
আল আদিল্লাতু হানিয়া ফি মাসরুআতি মাওলিদু খাইরিল বারিয়্যাহ- শাইখ উছমান বিন উমর
আল আদিল্লাতুল কাইয়্যিম ফি ইহতেফালু বি মাওলিদিল কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম https: /majdah. maktoob. com
[illegible] উলামায়িল আইয়িম্মাতুল ইসলামীয়্যাহ মায়া যাওয়াযিল আমালুল মাওলুদ, "http: / / www. [illegible]times.com

ইমাম আবুল খাত্তাব ইবনে দাহিয়্যাহ আল মালেকী ৬৮১হিজরী

ألف للملك المظفر ابو سعيد الكوكبري في المولد النبوي سماه التنوير في مولد البشير النذير فأجازه على ذلك بألف دينار " .وأبو الخطاب ابن دحية هو الذي قال الإمام الذهبي في ترجمته: الشَّيْخُ، العَلاَّمَةُ، المُحَدِّثُ، الرَّحَّالُ المُتَفَنِّنُ ... رَوَى عَنْهُ: ابْنُ الدُّبَيْثِيِّ. فَقَالَ: كَانَ لَهُ مَعْرِفَةٌ حَسَنَةٌ بِالنَّحْوِ وَاللُّغَةِ، وَأَنَسَةٌ بِالحَدِيْثِ، فَقِيْهاً عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ .وقال ابن خلّكان في ترجمة الحافظ أبي الخطاب بن دحية: كان أبو الخطاب المذكور من أعيان العلماء ومشاهير الفضلاء، متقناً لعلم الحديث النبوي وما- البداية والنهاية ১৩৬/১৩ سير أعلام النبلاء ৩৩৬/২২ وفيات الأعيان | ج ১ | ص ৪৩৭ و৩৮১ ورسالة حسن المقصد للسيوطي | ص ৯৫ و ৯৭ و ৮০ السيرة الحلبية | ج ১ : ص ৮৩ ৮৪ ।

ইমাম আবুল খাত্তাব ইবনে দাহিয়্যাহ বাদশা মুজাফফরের জন্য মিলাদ মাহফিল বিষয়ে তানবীর কিতাব রচনা করেন এবং হাজার দিনার পুরস্কার লাভ করেন। ইমাম জাহাবী তাঁর সম্পর্কে বলেন ইবনে দাহিয়্যাহ ছিলেন মহাজ্ঞানী, খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ পর্যটক, বহু বিষয়ে পারদর্শী এবং মালেকী মাজহাবের একজন ফকীহ। ইবনে

খাল্লিকান (মৃত: ৬৮১হিঃ) বলে- তিনি ছিলেন আলিম সমাজের মধ্যে শীর্ষস্থানী ব্যক্তিত্ব এবং প্রখ্যাত পন্ডিত।[১২৮]

ইবনে দাহিয়্যাহ ইলমি পান্ডিত্ব পারদর্শী সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা থাকার পরও হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তার উপর একটি আপত্তি রয়েছে । ইরবল বাদশার নিকটবর্তী হওয়াতে বঙ্গ ওহাবী আলিমদের আপত্তি অনেকগুলি মিথ্যা। নিম্নে এ রকম দুটি মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন করা হল।

মুফতী ইব্রাহীম খান রচিত আহমদ শফি ও নূর আহমদ কর্তিত সত্যায়িত ইসমাইল খান কর্তৃক প্রকাশিত **"শরিয়ত ও প্রচলিত কুসংস্কার"** গ্রন্থের ৪৯ পৃষ্ঠায় ওমর ইবনে ইয়াহইয়া আবুল খাত্তাব সম্পর্কে মিথ্যা বক্তব্য দেন। তিনি লিখেন- হাফেজ ইবনে হাজর আছকালানী (রহঃ) বর্ণনা করেন-

كثير الوقيعة في الائمة وفي السلف من العلماء وخبيث اللسان احمق شديد الكبر قليل النظر في امور الدين فتهاونا- (لسان الميزان ج৪ص২৯৬)

সে ওলামায়ে দ্বীন এবং ছলফে সালেহীনের মহাত্মার ব্যাপারে বেয়াদবীমুলক আচরন করতঃ আর অপবিত্র ভাষায় অভ্যস্ত এবং অতন্ত আহমক ও অহংকার প্রকৃত স্বভাবের ছিল, আর ধর্মীয় ব্যাপারে ছিল বেপরোয়া এবং উদাসীন।[১২৯]

---

[১২৮] ইমাম সুয়ূতী (রহঃ) হুসনুল মাকসিদ ফি আমালিল মাওলিদ পৃষ্ঠা নং নং৭৫-৭৭ সিরাতে হালাবী ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং ৮৪ ওয়াফি আত্তিল এইয়ান ১মখন্ড পৃষ্ঠা নং ৩৮১ সিরাতু এ"য়াউন নুবালা ২২ তম খন্ড পৃষ্ঠা নং ৩৩৬ আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া ১৩ তম খন্ড পৃষ্ঠা নং ১৩৬
আল আদিল্লাতু ফি জাওয়াজিল ইহতিফায়ি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম http: / / www.2ho2.com
আল আদিল্লাতু সারিয়াতু ফি জাওয়াজিল ইহতিফায়ি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / www.alsunna.org
আল আদিল্লাতু সুফিয়া ফি জাওয়াজিল ইহতিফায়ি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / hitsk.in
আলাআদিল্লাহ ছানিয়া ফি মাসরুআতি মাওলিদু খাইরিল বারিয়্যাহ শাইখ উছমান বিন উমর
আকাদিল্লুল কাইয়্যুম ফি ইহতেফালু বি মাওলিদিল কারিম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম https: / / majdah. maktoob. com
জমহুরুল উলামায়িল আইয়িম্মাতুল ইসলামীয়াহ মায়া যাওয়াযিল আমালুল মাওলুদ, "http: / / www. startimes.com
[১২৯] শরিয়ত ও প্রচলিত কুসংস্কার ৪৯পৃষ্ঠা

হাফেজ ইবনে হাজার আছকালানী (রহঃ) এর লিখিত ৫,১৮০৩৬ শব্দ বিশিষ্ট লিছানুল মীযান কিতাবের ৪র্থ খন্ডে উপরুক্ত কোন বাক্য পাওয়া যায় নাই। কম্পিউটার সার্চিং এর মাধ্যমেও লিছানুল মীযান পূর্ণ কিতাবে এর কোন পৃষ্ঠায় তা পাওয়া যায়নি।

অনুরুপ তিনি তার বইয়ের ৪৭-৪৮ পৃষ্ঠায় আবুল আব্বাছ সামছউদ্দীন আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন আবি বকর ইবনে খাল্লিকানের ওয়াফিয়াতিল আয়ইয়ান ওয়া আম্বাউজ জামান যা ৮খন্ডে সমাপ্ত ৬,৪১০৯২ শব্দ বিশিষ্ট কিতাবের উদৃতি দিয়ে মিথ্যা এবারত লিখেন-

كان ملكا مسرفا يأمر علماء زمانه ان يعملوا باستنباطهم واجتهادهم وان لا غيرهم حتى مالت اليه جماعة من العلماء وطائفة من الفضلاء و يحتفل لمولده صلى الله عليه وسلم فى ربيع الاول وهو اول من احدث من الملوك هذا العمل ১২(ابن خلكان)

সে ছিল এক অপচয়ী বাদশাহ, সমকালীন আলেমগণকে তাদের এজতেহাদ ও ইস্তেমবাত অনুসারে আমল করার নির্দেশ দিত এবং মাজ্হাবকে অমান্য করার নির্দেশ দিত। এই অবস্থায় জগত পুজারী কিছু সার্থবলী অলামা ফুজালার একটি জামাত তারা হীন প্রলোবনের প্রতি ঝুকে পড়ে। তার কথা মত রবিউল আউয়াল মাসে প্রচলিত মিলাদের অনুষ্ঠান করে। সেই প্রথম ব্যক্তি যে ধর্মের মধ্যে সর্বপ্রথম বিদআত আবিষ্কার করে। যা বিদআতে ছাইয়্যা। আহমদ শফি, মুফতি ইব্রাহিম খান, হেমায়েত উদ্দীন এদের কাছ থেকে মিথ্যা তথ্য বের হয়েছে।

ইমাম ইবনুল জাওযী (রহ) অফাৎ ৫১০-৫৯৭ হিজরী

৪র্থ যুগের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস প্রসিদ্ধ রিজাল শাস্ত্রবিদ মওজুআতের সংকলক, জামিউল মাসনাদিল আল আলকাব এর মুছান্নিফ আবুল ফরজ আব্দুর রহমান বিন আলী বিন বিন মাহমুদ বিন আলী বিন আব্দুল্লাহ বিন হুমাইদী কুরাইশী হাম্বলী বাগদাদী (রহ) ৫১০-৫৯৭ হিজরী তার রচিত মীলাদ শরীফের গ্রন্থ হলো (১) বয়ানু মীলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (২) মাওলিদুল উরূস । তিনি পবিত্র মীলাদ শরীফ সর্ম্পকে লিখেন-

وقد بسط الكلام فى ترغيب مولد النبى صلى الله عليه وسلم قال فلا زال اهل الحرمين الشريفين والمصر واليمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب يحتفلون بمجلس مولد النبى صلى الله عليه وسلم يفرحون بقدوم هلال ربيع الاول ويغتسلون ويلبسون بالثياب الفاخرة ويتزينون بانواع الزينة ويتطيبون ويكتحلون ويأتون بالسرور فى هذا الايام ويبذلون على الناس بما كان عندهم من المضروب والاجناس ويقيمون اهتماما بليغا على السماع والقرأة لمولد النبى صلى- الله عليه وسلم وينالون بذالك اجرا جزيلا وفوزا عظيما ومما جرب عن ذالك انه وجد فى ذالك العام كثرة الخير والبركة مع السلامة والعافية وسعة الرزق وازدياد المال والاولاد والاحفاد ودوام الامن فى البلاة والا مصار والسكون والقرار فى البيوت والدار ببركة مولد النبى صلى الله عليه وسلم- ابن جوزي، بيان الميلاد النبوي صلي الله عليه وآله وسلم

পবিত্র মক্কা মদীনার অধিবাসীরা এবং মিশর, ইয়ামেন, সিরিয়া ও পূর্ব-পশ্চিমের আরবীয় শহরগুলোতে জনসাধারণ হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিনে মজলিসে সমবেত হয়। তারা রবিউল আউয়াল মাসের চন্দ্র উদয় হলে খুব খুশি হয়। তারা মনের খুশীতে গোসল করে, উত্তম পোষাক পরিধান করে, নানা প্রকার সাজে সজ্জিত হয়, আতর ও সুগন্ধি ব্যবহার করে ও চোখে সুরমা লাগায়। আর ঐ দিনে তারা খুব আনন্দ উপভোগ করে। তারা নিজেদের কাছে টাকা পয়সা,

জিনিস পত্র সম্ভাব্য যা কিছু আছে তা গরীব মিসকীনদের দান করে। আর মীলাদ শরীফ শোনার জন্য খুব আড়ম্বর পূর্ণ ব্যবস্থা করে। এ কাজের জন্য তারা বিরাট পুণ্য লাভ করে এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভে সমর্থ হয়। যেমন বাস্তব অবস্থা থেকে জানা যায় যে, হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মীলাদ অনুষ্টানের বরকতে ঐ বছর বিপুল পরিমানে খায়র বরকত, শান্তি-নিরাপত্তা, সুস্থতা, জীবিকার প্রাচুর্যতা এবং ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততিতে প্রবৃদ্ধি হওয়া, শহরে বন্দরে শান্তি-নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা এবং বাড়ি ঘরে শান্তি ও আরাম বিরাজমান থাকে।[১৩০]

আল্লামা ইবনে যাওযী (রহঃ) আর বলেন

وجعل لمن فرح بمولده حجابًا من النار وسترًا، ومن أنفق في مولده درهمًا كان المصطفيٰ صلي الله عليه وآله وسلم له شافعًا ومشفعًا، وأخلف الله عليه بكل درهم عشرًا فيا بشري لكم أمة محمد لقد نلتم خيرًا كثيرًا في الدنيا وفي الأخري. فيا سعد من يعمل لأحمد مولدًا فيلقي الهناء والعز والخير والفخر، ويدخل جنات عدن بتيجان درّ تحتها خلع خضرًا

[১৩০] বয়ানুল মীলাদিন নাবাভিয়্যা ৫৮ পৃঃ,
আব্দুল হক এলাহাবাদী (রহঃ) :দুররুল মুনাজ্জম ফী আমলে ওয়া হুকমে মাওলুদিন নাবীয়্যিল আযম পৃষ্ঠা নং ২০২-২০৩ পৃঃ,
ড. তাহিরুল কাদরী মীলাদুন্নবী পৃষ্ঠা নং ৬১৩
আল আদিল্লাতু ফি জাওয়াজিল ইহতিফায়ি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম http: / / www.2ho2.com
আল আদিল্লাতু সারিয়াতু ফি জাওয়াজিল ইহতিফায়ি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / www.alsunna.org
আল আদিল্লাতু সুফিয়া ফি জাওয়াজিল ইহতিফায়ি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / hitsk.in
আলাআলিছ ছানিয়া ফি মাসরুআতি মাওলিদু খাইরিল বারিয়্যাহ্ শাইখ উছমান বিন উমর
আদ্দালিলুল কাইয়্যিম ফি ইহতেফালু বি মাওলিদিল কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম https: / / majdah. maktoob com
খোশাবতুল্লাহ মেদিনীপুরী (রহঃ) - হাকিকতে মুহাম্মদী মীলাদে আহমদী পৃষ্ঠা নং ২৯৫
জমহুরুল উলামায়িল আইয়িম্মাতুল ইসলামীয়াহ মায়া যাওয়াযিল আমালুল মাওলুদ, "http: / / www. startimes.com

আল্লামা ইবনে যাওযী (রহঃ) 'মাওলিদুল আরুছ' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ এবং প্রত্যেক ওই ব্যক্তি যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মীলাদের উপর খুশী হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা (এই খুশিকে) তার জন্য আগুন হতে নিরাপদ থাকার জন্য হিজাব এবং ঢাল বানিয়ে দিয়েছেন এবং যে ব্যক্তি মাওলুদে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য এক দেহরাম খরচ করেছে, তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জন্যে শাফি এবং মোশাফফা (সুপারিশকারী ও যার সুপারিশ মকবুল) হয়ে যাবেন এবং আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেকটি দেহরামের বিনিময়ে তাকে দশ দেহরাম দান করবেন।

হে উম্মতে মুহাম্মদিয়া! তোমার জন্য খোশখবরী যে, তুমি দুনিয়া এবং আখেরাতে অসংখ্য উত্তম কল্যাণ হাসিল করেছ। সুতরাং যে কেউ আহমদ মুজতাবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মীলাদের জন্য কোনও কাজ করে, তাহলে সে সৌভাগ্যশালী, সুসম্মানধারী, কল্যাণ ও মঙ্গল লাভ করে এবং সে জান্নাতের বাগিচাসমূহে মতিখচিত তাজ এবং সবুজ পোশাক পরিহিত অবস্থায় প্রবেশ করবে।[১৩১]

ইমাম নববীর উস্তাদ ইমাম আবু শামা (রহ)

ইমাম নববীর উস্তাদ ইমাম আবু শামা শাইখুল ইমাম আল্লামা নাসিরুসসুন্নাহ শিহাহব উদ্দীন আবু মুহাম্মদ আব্দুর রহমান বিন ইসমাইল বিন ইব্রাহিম শাফেয়ী (রহ) অফাৎ ৬২৫হিজরী তিনি পবিত্র শরীফ সম্পর্কে তাঁর আল বাইছ আলা ইনকারীল বিদয়ে ওয়াল হাওয়াদীস কিতাবে লিখেন-

ومن أحسن ما ابتدع في زماننا من هذا القبيل ما كان يفعل بمدينة اربل جبرها الله تعالى كل عام في اليوم

[১৩১] ইবনে যাওযী ঃ মালিদুল আরুছ ঃ পৃষ্ঠা ১১]
আল আদিল্লাতু ফি জাওয়াজিল ইহতিফায়ি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম http: / / www.2ho2.com
আল আদিল্লাতু সারিয়াতু ফি জাওয়াজিল ইহতিফায়ি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / www.alsunna.org
আল আদিল্লাতু সুফিয়া ফি জাওয়াজিল ইহতিফায়ি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / hitsk.in
আলাআলিছ ছানিয়া ফি মাসরুআতি মাওলিদু খাইরিল বারিয়্যাহ্ শাইখ উছমান বিন উমর
জমহুরুল উলামায়িল আইয়িম্মাতুল ইসলামীয়াহ মায়া যাওয়াযিল আমালুল মাওলুদ, "http: / / www. startimes.com
আদ্দালিলুল কাইয়্যিম ফি ইহতেফালু বি মাওলিদিল কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম https: / / majdah. maktoob. com

الموافــق ليــوم مولــد النبــي صــلى الله عليــه وســلم مــن الصدقات والمعروف واظهــار الزينــة والــسرور فــان ذلــك مع ما فيه من الاحسان الــى الفقــراء مــشعر بمحبــة النبــي صلى الله عليه وسلم وتعظيمــه وجلالتــه فــي قلــب فاعلــه وشكرا لله تعالى على ما من بــه مــن ايجــاد رســوله الــذي أرسله رحمة

আমাদের যামানায় প্রতি বছর আরবিল শহরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম দিনে যা কিছু নতুন কর্ম করা হয় তাও বিদআতে হাসানার অন্তর্ভূক্ত কাজ। এদিনের অনুষ্টানে গরীব লোকদেরকে দান সদকা করা হয়। আর সাজ সজ্জা ও আনন্দ প্রকাশ খুশী করা হয়। কেননা এ কাজ দ্বারা গরীব ও অভাবী লোকদের উপকার করা হয় এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি মহব্বত প্রদর্শন করা ও তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়। এ অনুষ্টান দ্বারা নবী হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহত্ব ও বুযুর্গী আয়োজকদের অন্তকরনে নিবদ্ধ হয়। আর আল্লাহ তায়ালা যে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাহমাতুললিল আলামীন রুপে প্রেরন করে আমাদের প্রতি বিরাট ইহসান করেছেন, সে জন্য বিরাট শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করা হয়।[১০২]

---

[১০২] আল বাইছ আলা ইনকারিল বিদয়ে ওয়াল হাওয়াদিছ পৃষ্ঠা নং ২৩-২৪
সিরাতে সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং ৩৬৫
সিরাতে হালবী ১মখন্ড পৃষ্ঠা নং ৮৪
আহমদ জৈনী দাহলান (রহঃ) সিরাতুন নবী খন্ড ১ম পৃষ্ঠা নং ৫৩
আল্লামা হবিবুর রহমান:আল কাউলুল মাকবুল ফি মীলাদির রাসুল
নাবহানী (রহঃ) হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামিন ফি মু"জিজাতি সাইয়্যিদিল মরছালিন পৃষ্ঠা নং ২৩৩
আব্দুল হক এলাহাবাদী (রহঃ) :দুররুল মুনাজ্জম ফী আমলে ওয়া হুকমে মাওলুদিন নাবীয়্যিল আযম পৃষ্ঠা নং ১৯৯
ড. তাহিরুল কাদরী মীলাদুন্নবী পৃষ্ঠা নং ৩১৫
আল আদিল্লাতু ফি জাওয়াজিল ইহতিফালি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম http: / / www.2ho2.com
আল আদিল্লাতু সারিহাতু ফি জাওয়াজিল ইহতিফালি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / www.alsunna.org
আল আদিল্লাতু সুফিয়া কি জাওয়াজিল ইহতিফালি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / hitsk.in
আলাআলিছ ছানিয়া কি মাসরুআতি মাওলিদু খাইরিল বারিয়্যাহ্ শাইখ উছমান বিন উমর

ইমাম জহির উদ্দিন জাফর আত্তাজামনুতী

ইমাম জহির উদ্দিন জাফর আত্তাজামনুতী আশ-শাফেয়ী (মৃত্যু ১২৮৩ খ্রীঃ)। তিনি পবিত্র শরীফ সম্পর্কে বলেন

وقال الإمام العلامة ظهير الــدين جعفــر التزمنتــي - رحمــه الله تعالى.-هذا الفعل لم يقع فــي الــصدر الأول مــن الــسلف الصالح مع تعظــيمهم وحــبهم لـــه إعظامــا ومحبــة لا يبلــغ جمعنا الواحد مــنهم ولا ذرة منـــه، وهـــي بدعــة حــسنة إذا قصد فاعلها جمع الصالحين والصلاة علــى النبــي صــلى الله عليه وسلم وإطعام الطعام للفقــراء والمــساكين، وهــذا القــدر يثاب عليه على القوال بمروديته وحــسن صــوته فــلا ينــدب بل يقارب أن يذم، ولا خير فيما لم يعملــه الــسلف الــصالح، فقد قال صلى الله عليه وسلم: " لا يــصلح آخــر هــذه الأمــة إلا ما أصلح أولها ، سبل الهدي والرشاد في ســيرة خيــر العبــاد صــلى الله عليه وآله وسلم ، ١ : ٣٦٤

মাহফিলে মীলাদ অনুষ্ঠানের সিলসিলা হিজরী প্রথম শতাব্দীতে আরম্ভ হয়নি। যদিও আমাদের পূর্ববর্তীকালে পূণ্যবান লোকদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রেম ও প্রীতি এতই অধিক ছিল যে, আমাদের সকলের মহব্বত ও ভালবাসা সেই বুজুর্গানের দ্বীনের মধ্য হতে কোন একজনের নবী প্রেমের সমপর্যায়ে পৌঁছুতে পারে না। তবুও মীলাদ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা 'বেদায়াতে হাসানা' অর্থাৎ উত্তম ও পূণ্যধর্মী বেদায়াত। যদি এই অনুষ্ঠানের আয়োজনকারী পূণ্যবান লোকদের জড় করা, দুরূদ ও সালামের মাহফিলের বন্দোবস্ত করা, গরীব-মিসকীনদের খাদ্যের

আদ্দালিলুল কাইয়্যুম ফি ইহতেফালু বি মাওলিদিল কারিম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম https: / / majdah. maktoob. com
জমহুরুল উলামায়িল আইয়িম্মাতুল ইসলামীয়াহ মায়া যাওয়াযিল আমালুল মাওলূদ, ""http: / / www. startimes.com

ব্যবস্থা করার উদ্যোশে তা করেন, তাহলে এতে যা কিছু সম্পূরক আমল করা হোক না কেন, তার সব কিছু সওয়াব ও পূণ্য লাভের পরিচায়ক হবে। [১৩৩]

ইবনে খাল্লিকান (রহঃ) অফাৎ ৬০৮-৬৮১ হিজরী

কাজী শামসুদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন ইব্রাহিম বিন আবি বকর বিন খাল্লিকান (রহঃ) অফাৎ ৬৮১ হিজরী তিনি পবিত্র শরীফ সর্ম্পকে তাঁর গ্রন্থ তরজমায়ে হাফিজ আবুল খাত্তাব বিন দিহইয়াতে লিখেন-

وقال أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان في ترجمة الحافظ أبي الخطاب ابن دحية: كان من أعيان العلماء ومشاهير الفضلاء، قدم من المغرب فدخل الشام والعراق واجتاز بإربل سنة أربع وستمائة فوجد ملكها المعظم مظفر الدين بن زين الدين يعتني بالمولد النبوي فعمل له كتاب (التنوير في مولد البشير النذير)، وقرأه عليه بنفسه فأجازه بألف دينار.

قال: وقد سمعناه على السلطان في ستة مجالس في سنة خمس وعشرين وستمائة. انتهى.

ইবনে খাল্লিকান তরজমায়ে হাফিজ আবুল খাত্তাব বিন দিহইয়াতে উল্লেখ করেন বড় বড় বিখ্যাত আলেমরা পাশ্চাত্য থেকে আগমন করতেন এবং সিরিয়া ও ইরাকে প্রবেশ করতেন এবং বাদশাহ ইরবল এর কাছে গেলেন ৬০৪ খৃষ্টাব্দে। তখন মহান বাদশাহ মুজাফ্ফর উদ্দিন বিন জয়নুদ্দিনকে পেলেন তিনি মওলুদ শরীফের চর্চা করছেন। তখন তাকে "আত-তানবীর ফি মাওলিদিল বাশির আন-নাজির" কিতাবটি দেখালেন। এবং তিনি নিজে তার কাছে এটা পড়লেন এবং তাকে এক হাজার দিনার

---

[১৩৩] সালেহী (রহঃ) : সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সীরাতি খায়রিল ইবাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, খন্ড ১, পৃষ্ঠা নং ৩৬৪

[১৩৪] তাহিরুল কাদরী মীলাদুন্নবী পৃষ্ঠা নং ৬৩১ পৃষ্ঠা

পুরস্কার দিলেন। বললেন, এটা সুলতানের কাছে ছয়টি মজলিসে শুনেছি ৬২৫ খৃষ্টাব্দে।

ইমাম ইবনুল জাওজী (রহঃ) এর নাতী ছাবাত বিন জাওজি (রহঃ)

ইমাম ইবনুল জাওজী (রহঃ) এর নাতী ছাবাত বিন জাওজি (রহঃ) তাঁর 'মির আতুজামান' গ্রন্থে পবিত্র মীলাদ শরীফ সম্পর্কে লিখেন-

حكى بعض من حضر سماط المظفر في بعض المولد أنه عد في ذلك السماط خمسة آلاف رأس غنم شوي وعشرة آلاف دجاجة ومائة فرس ومائة ألف زبدية وثلاثين ألف صحن حلوى.

قال: وكان يحضر عنده في المولد أعيان العلماء والصوفية فيخلع عليهم ويطلق لهم، ويعمل للصوفية سماعا من الظهر إلى الفجر ويرقص بنفسه معهم، وكان يصرف على المولد في كل سنة ثلاث مائة ألف دينار، وكانت له دار ضيافة للوافدين من أي جهة على أي صفة، فكان يصرف على هذه الدار في كل سنة مائة ألف دينار، وكان يستفك من الفرنج في كل سنة أسارى بمائتي ألف دينار، وكان يصرف على الحرمين والمياه بدرب الحجاز في كل سنة ثلاثين ألف دينار، هذا كله سوى صدقات السر، وحكت زوجته ربيعة خاتون بنت أيوب أخت الملك الناصر صلاح الدين أن قميصه كان من كرباس غليظ لا يساوي خمسة دراهم، قالت: فعاتبته في

ذلك فقال: لبسي ثوبا بخمسة وأتصدق بالباقي خير من أن ألبس ثوبا مثمنا وأدع الفقير والمسكين.

হাবাত বিন জাওজি 'মির আতুজামান' এর মধ্যে উল্লেখ করেন, কোন এক মওলুদ শরীফে উপস্থিত জনৈক ব্যক্তি উল্লেখ করে যাছিল মুজফফরে। আর এখানে আপ্যয়নের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছিল পাঁচ হাজার ভূনা বকরী, দশ হাজার মুরগী, এক লাখ মাখনের পাত্র এবং ত্রিশ হাজার হালুওয়ার পেয়ালা। তিনি বলেন তাঁর মওলুদ শরীফের মজলিসে বড় বড় আলেম ও সুফী তাশরীফ আনতেন । তিনি তাদের সম্মান করতেন। আর সুফীদের জন্য শোনানির ব্যবস্থা করতেন জোহর থেকে ফজর পর্যন্ত। আর তিনি ও তাদের সাথে থাকতেন। তিনি প্রতি বৎসর মওলুদ শরীফে তিন লক্ষ দিনার খরছ করতেন। আর তাঁর মেহমান খানা ছিল যে কোন দেশের যে কোন জাতীর লোকের জন্য। প্রতি বৎসর তিনি এ মেহমান খানায় খরছ করতেন এক লক্ষ দিনার। এ ছাড়া ও তিনি অন্যান্য ক্ষেত্রে হাজার হাজার দিনার খরচ করতেন। আর এ সব কিছু তাঁর গোপন সদকার বাহিরের হিসাব। অর্থাৎ তিনি গোপনে গোপনে আরো অনেক সদকা করতেন।

তাঁর স্ত্রী রাবেয়া খাতুন বিনতে আইয়ুব বর্ণনা করেন তিনি মোটা সুতার জামা পরিধাণ করতেন যার মূল্য ছিল পাঁচ দিরহামেরও কম। তখন এ বিষয়ে তাঁর স্ত্রী তাকে দোষারোপ করতেন। উত্তরে তিনি বলতেন আমি পাঁচ দিরহাম মূল্যের কাপড় পরিধাণ করি এবং বাকী টাকা সদকা করে দেই। এবং আমি মনে করি দামি কাপড় পরিধাণ না করে ফকির মিসকিনকে সদকা করা শ্রেয়।[১০৪]

[১০৪] 'মির আতুজামান',ইমাম সুয়ূতী (রহঃ) হুসনুল মাকসিদ ফি আমালিল মাওলিদ পৃষ্ঠা নং ৪৪:
ইমাম সুয়ূতী (রহঃ) আল হাবী লিল ফাতাওয়া পৃষ্ঠা নং ২০০,
সুবুলুল হুদা ওয়ার রাসাদ ফী সীরাতি খাইরিল ইবাদ ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং ৩৬৩,
আল্লামা উইসুফ নাবহানী (রহঃ) হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামিন ফী মুজিজাতি সাইয়্যিদিল মুরসালিন, পৃষ্ঠা নং ২৩৬,
আব্দুল হক এলাহাবাদী (রহঃ) :দুররুল মুনাজ্জম ফী আমলে ওয়া হুকমে মাওলুদিন নাবীয়্যিল আযম পৃষ্ঠা নং ২২০
বেলায়তুল্লাহ মেদিনীপুরী (রহঃ) - হাকিকতে মুহাম্মদী ইলাদে আহমদী পৃষ্ঠা নং২৬৬

ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (রঃ)

৪র্থ যুগের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস জলিলুল কদর গবেষক, তাফসীরে জালালাইন শরীফ ও তাফসীরে আদ দুররুল মানছুর, আল ইতকান এর মুছান্নিফ ইমাম আব্দুর রহমান বিন আবু বকর জালালুদ্দীন সূয়ুতী অফাৎ ৮৪৯-৯১১ হিজরী যিনি ৭৫ বার সপ্নযোগে সাইয়্যিদুল মুরছালিন হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ও জাগ্রত অবস্থায় ৩৫/২৫ বার সাক্ষাত লাভ করেছেন। তার অন্যতম রচনা হলো, মীলাদ বিষয়ক কিতাব হলো হুসনুল মাকসিদ ফি আমালিল মাওলুদ, যা ইমাম তাজ উদ্দীন ফাকেহানী (রহ) এর মীলাদ বিরোধী কিতাব আল মাউরিদু ফিল কালামি আল আমলিল মাওলিদ المورد في الكلام على عمل المولد, এর প্রতি উত্তর।

والجواب : عندي أن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن وراية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما في مولده من الآيات ثم يمد لهم سماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك هو من البدع الحسنة - التي يثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والا ستبشار بمولده الشريف- (حسن المقصد في عمل المولد)

উত্তর হচ্ছে মওলুদ শরীফের আমলের মূল কথা হচ্ছে, কিছু লোক একত্রিত হবে, কোরান শরীফ থেকে কিছু পাঠ করবে, হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের প্রারম্ভের কিছু ঘটনা অবতারণা করবে এবং যে সব অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে সে গুলো আলোচনা করবে। অতঃপর উপস্থিত সকলকে কিছু খাওয়াবে। আর এর চেয়ে বেশী কিছু করবেনা এটা হচ্ছে বিদআতে হাসানা যার প্রর্বতককে ছওয়াব প্রদাণ করা হবে। কারণ এতে রয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মহত্বের সম্মান, আনন্দ প্রকাশ তাঁর জন্মের শুভ সংবাদ প্রচার। [১০৫]

[১০৫] ইমাম সুয়ূতী (রহঃ) হুসনুল মাকসিদ ফি আমালিল মাওলিদ পৃষ্ঠা নং ৪১:
ইমাম সুয়ূতী (রহঃ) আল হাবী লিল ফাতাওয়া পৃষ্ঠা নং ১৯৯,

ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতী (রহঃ) এর বলেন-

قلت (امام جلال الدين سيوطى): وقد ظهر لي تخريجه على أصل آخر وهو ما أخرجه البيهقي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة مع أنه قد ورد أن جده عبد المطلب عق عنه في سابع ولا دته والعقيقة لاتعاد مرة ثانية‘ فيجعل ذلك على أن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم إظهار للشكر على إيجاد الله إياه رحمة للعالمين وتشريع لأمته كما كان يصلي على نفسه لذلك فيستحب لنا أيضاً إظهار الشكر بمولده بالا جتماع وإطعام الطعام ونحو ذلك من وجوه القربات وإظهار المسرات‘ (حسن المقصد فى عمل المولد৬৫)

আমি বলি, এর অন্য একটি আসল রয়েছে। আর সেটি হচ্ছে বায়হাকী আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুয়ত প্রাপ্তির পর

সুবুলুল হুদা ওয়ার রাসাদ ফী সীরাতি খাইরিল ইবাদ ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং ৩৬৭,
আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (রহঃ) হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামিন ফী মুজিজাতি সাইয়্যিদিল মুরসালিন, পৃষ্ঠা নং ২৩৬,
আব্দুল হক এলাহাবাদী (রহঃ) :দুররুল মুনাজ্জম ফী আমলে ওয়া হুকমে মাওলুদিন নাবীয়্যিল আযম পৃষ্ঠা নং ২২৬
আল আদিল্লাতু ফি জাওয়াজিল ইহতিফালি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম http: / / www.2ho2.com
আল আদিল্লাতু শারিয়্যাতু ফি জাওয়াজিল ইহতিফালি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / www.alsunna.org
আল আদিল্লাতু সুফিয়া ফি জাওয়াজিল ইহতিফালি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / hitsk.in
আলআদিল্লাহ হানিয়া ফি মাসরুআতি মাওলিদু খাইরিল বারিয়্যাহ্ শাইখ উছমান বিন উমর
আদ্দালিলুল কাইয়্যুম ফি ইহতেফালু বি মাওলিদিল কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম https: / / majdah. maktoob. com
জমহুরুল উলামায়িল আইম্মিয়াতুল ইসলামীয়্যাহ মায়া যাওয়াযিল আমালুল মাওলুদ, ""http: / / www. startimes.com

তাঁর আক্বিক্বা করেছেন। অথচ বর্ণিত আছে তাঁর জন্মের ৭ম দিবসে তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব তাঁর আক্বিক্বা করেছেন। আর আক্বীক্বা তো দুই বার হয়না এটাই নিয়ম। সুতরাং আমরা এর উত্তরে বলব, হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা তাঁর জন্মের শোকরিয়া স্বরূপ করেছেন, উম্মতের জন্য বিধান হিসেবে করেছেন। যেমন করতেন নিজের উপর দুরুদ পাঠ করে। সুতরাং আমাদের জন্য তাঁর জন্মের শোকরিয়া আদায় করা মুস্তাহাব। সমবেত হয়ে হউক, খাদ্য খাওয়ানো হউক, বা যে কোন কাজ হোক যার নৈকট্য লাভ করা যায় এবং আনন্দ প্রকাশ করা যায়।[১০৬]

শায়খুল ইসলাম হাফিজুল হাদীস আবুল ফজল আহমদ বিন হাজর আসকালানী (রহঃ)

৯ম যুগের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খুল ইসলাম হাফিজুল হাদীস আবুল ফজল আহমদ বিন হাজর আসকালানী (রহঃ) অফাৎ ৭৭৩-৮৫২ হিজরী। সহীহ আল বুখারীর শ্রেষ্ট ভাষ্যকার 'সারে বুখারী' নামে প্রসিদ্ধ। তিনি পবিত্র মীলাদ শরীফ সর্ম্পকে লিখেন-

وقد سئل شيخ الإسلام حافظ العصر أبو الفضل أحمد بن حجر عن عمل المولد فأجاب بما نصه: أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصاح من القرون الثلاثة ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها‘ فمن تحرى في عملها المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة وإلا فلا‘ قال: وقد ظهر لي تخرجها على أصل ثابت وهو ما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا هو يوم أغرق الله فيه فرعون

[১০৬] ইমাম সুয়ূতী (রহঃ) হুসনুল মাকসিদ ফি আমালিল মাওলিদ ৬৫,
আল হাবি লিল ফাতাওয়া পৃষ্ঠা নং ১০৬
জমহুরুল উলামায়িল আইম্মিয়াতুল ইসলামীয়্যাহ মায়া যাওয়াযিল আমালুল মাওলুদ, "http: / / www. startimes.com

ونجى موسى فنحن نصومه شكراً الله تعالى' فيستفاد منه فعل الشكر لله على ما من به في يوم معين من إسداء نعمة أو دفع نقمة ' ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة' والشكر لله يحصل بأنواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة' وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبي نبي الرحمة في ذلك اليوم' وعلى هذا فينبغي أن يتحرى اليوم بعينه حتى يطابق قصة موسى في يوم عاشوراء' ومن لم يلا حظ ذلك لا يبالي بعمل المولد في أي يوم من الشهر' بل توسع قوم فنقلوه إلى يوم من السنة وفيه ما فيه' فهذا ما يتعلق بأصل عمله- (

حسن المقصد فى عمل المولد৬৫)

শায়খুল ইসলাম হাফিজুল আছর আবুল ফজল আহমদ বিন হাজরকে মওলুদ শরীফের আমল ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। উত্তরে তিনি বলেন মওলুদ শরীফের আমল মূলত: বিদআত। কারণ সলফে সালেহীন বা তিন যুগের কোন যুগে তার প্রচলন নেই। কিন্তু এতে কিছু ভাল ও মন্দ কাজের মিশ্রণ আছে। সূতরাং যদি মন্দ ছেড়ে ভাল এর উপর আমল করা হয় তবে এটা বিদআতে হাসানা হবে। নতুবা হাসানা হবেনা।

তিনি বলেন- আমার মতে অনুষ্টানের আমল বা মুল আছে বা বুখারী/ মুসলিম শরীফে আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় তাশরীফ নিলেন তখন দেখতে পেলেন ইয়াহুদীরা আশুরার দিন রোজা রাখছে। হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কেন রোজা রাখছ? তারা উত্তরে বলল ঐ দিন আল্লাহ তায়ালা ফেরাউনকে ডুবিয়ে ছিলেন এবং হযরত মুসা (আঃ) কে মুক্তি দিয়েছিলেন। তাই আমরা এর শোকরিয়া স্বরূপ রোজা রাখি। আর এ থেকে আল্লাহর শোকরিয়া সরূপ ২ দিন রোজা রাখার প্রচলন করেছিলেন। আর এটা প্রতি বৎসর করতেন। আর আল্লাহর শোকরিয়া আদায় বিভিন্ন ভাবে হয়,

যেমন- সিজদা করে, রোজা, ছদকা বা তিলাওয়াত দ্বারা। সূতরাং বলা যায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অবির্ভাব একটা বড় নেয়ামত এর চেয়ে বড় কোন নেয়ামত পৃথিবীতে নেই। সূতরাং বলা যায় উচিৎ হল একটি নির্দিষ্ট দিন বের করা যেখানে আশুরার মত হয়। আর এটাকে একটি আসল বলা যায়। [১৩৭]

ইবনে হাজর আসকালানী আর বলেন

শাইখুল ইসলাম হাফেজে হাদীস হযরত আবুল ফজল আহমদ ইবনে আলী ইবনে হাজর আসকালানী ৭৭৩-৮৫২ (রহঃ) এর অভিমত-

عمل المولد بدعة لم ينقل عن احد من السلف الصالح من القرون الثلاثة لكنها مع ذالك قد اشتملت على محاسن وضدها من تحرى فى عمل المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة ومن لافلا انتهى كذا فى سبل الهدى

"মীলাদ মাহফিল করা বিদআত। উত্তম তিন যুগের পূর্বসূরী কোন আলেমও বুযুর্গ ব্যক্তি থেকে এ কাজ করার প্রমান পাওয়া যায় না। কিন্তু এদতসত্বে ও মীলাদ মাহফিলে অনেক ভাল ও উত্তম কাজ করা হয় এবং তার বিপরীত কাজও হয়।

---

[১৩৭] ইমাম সুয়ূতী (রহঃ) হুসনুল মাকসিদ ফি আমালিল মাওলিদ পৃষ্ঠা নং ৬৩, ৬৪।
আল হাবি লিল ফাতাওয়া পৃষ্ঠা নং ১০৫,
সুবুলুল হুদা ওয়ার রাসাদ ফী সীরাতি খাইরিল ইবাদ ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং ৩৬৬,
শরহে মাওয়াহেবুল লাদুনিয়া বিলমানহিল মুহাম্মদীয়া ১ম খন্ড ২৬৩ পৃষ্ঠা,
আস সিরাতুন নাবাভিয়্যাহ ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং ৫৪,
আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (রহঃ) হুজ্জাতুলল্লাহি আলাল আলামিন ফী মুজিজাতি সাইয়্যিদিল মুরসালিন , পৃষ্ঠা নং ২৩৭
আল আদিল্লাতু ফি জাওয়াজিল ইহতিফায়ি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম http: / / www.2ho2.com
আল আদিল্লাতু সারিয়াতু ফি জাওয়াজিল ইহতিফায়ি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / www.alsunna.org
আল আদিল্লাতু সুফিয়া ফি জাওয়াজিল ইহতিফায়ি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / hitsk.in
আলাআলিহু ছানিয়া ফি মাসরুআতি মাওলিদু খাইরিল বারিয়্যাহু শাইখ উছমান বিন উমর
আদ্দালিলুল কাইয়্যাম ফি ইহতেফালু বি মাওলিদিল কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম https: / / majdah. maktoob. com
জমহুরুল উলামায়িল আইয়িম্মাতুল ইসলামীয়াহ মায়া যাওয়ায়িল আমালুল মাওলুদ, "http: / / www. martimes.com

অতএব যারা ভাল কাজ করে এবং খারাপ কাজকে বর্জন করে তাদের এ কাজটি হয় বিদআতে হাসানা। আর যারা এ অনুষ্টানে ভাল কাজ করেনা তাদের কাজটি হয় বিদআতে সাইয়্যিয়া বা নিন্দনীয় বিদআত।[১৩৮]

পাশ্চাত্য দুই ফকীহ ঃ আবুল আব্বাছ (রহ.) অফাৎ - ৬৩৩ হিজরী ও আবুল কাছিম (রহ.) অফাৎ ঃ ৬৭৭ হিজরী -

وهما من الأئمة كما قال صاحب المعيار ج١١ ص٣٧٩.
فأما الأول فقد قال عنه ابن حجر في تبصير المنتبه ج١
ص٢٥٣: كان زاهدًا إمامًا مفننًا مُفْتِيًا أَلَّفَ كتاب المولد
وجوّده مات سنة ٦٣٣ .وأمّا الثاني فقد قال عنه الزركلي
في الأعلام ج٥ ص٢٢٣: كان فقيها فاضلا, له نظم أكمل
الدر المنظم, في مولد النبي المعظّم من تأليف أبيه أبي
العباس بن أحمد. مات سنة.٦٩٩ ومما جاء في كتابهم
في كتاب الدر المنظم والذي لم ير سبيله إلى النشر) :كان
الحجاج الأتقياء والمسافرون البارزون يشهدون أنه في

[১৩৮] সুবুলুল হুদা ওয়ার রাসাদ ফী সীরাতি খাইরিল ইবাদ পৃষ্ঠা নং ১ম খন্ড ৩৬৬
আব্দুল হক এলাহাবাদী (রহঃ) :দুররুল মুনাজ্জম ফী আমলে ওয়া হুকমে মাওলুদিন নাবীয়্যিল আযম পৃষ্ঠা নং ২২২
আল আদিল্লাতু ফি জাওয়াজিল ইহতিফায়ি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম http: / / www.2ho2.com
আল আদিল্লাতু সারিয়াতু ফি জাওয়াজিল ইহতিফায়ি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / www.alsunna.org
আল আদিল্লাতু সুফিয়া ফি জাওয়াজিল ইহতিফায়ি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / hitsk.in
আলাআলিহু ছানিয়া ফি মাসরুআতি মাওলিদু খাইরিল বারিয়্যাহ্ শাইখ উছমান বিন উমর
আদ্দালিলুল কাইয়্যম ফি ইহতেফালু বি মাওলিদিল কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম https: / / majdah. maktoob. com
জমহুরুল উলামায়িল আইয়িম্মাতুল ইসলামীয়াহ মায়া যাওয়ায়িল আমালুল মাওলুদ, "http: / / www. startimes.com

يوم المولد في مكة لا يتم بيع ولا شراء كما تتعدم
النشاطات ما خلا وفادة الناس إلى هذا الموضع الشريف.
وفي هذا اليوم أيضاً تفتح الكعبة وتزار(.

পাশ্চাত্য দুই ফকীহ ঃ আবুল আব্বাছ (রহ.) অফাৎ -৬৩৩ হিজরী ও আবুল কাছিম (রহ.) অফাৎ ঃ ৬৭৭ হিজরী -তারা উভয়েই সমসাময়িক আলেম সমাজে বহুল পরিচিত ও গ্রহণ যোগ্য আলেম ছিলেন । আবুল আব্বাছ (রহ.) ইমাম ও মুফতি হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

তিনি মাওলিদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিষয়ে একখানা কিতাব রচনা করেছেন। আবুল কাসেম (রহ.) একজন বিখ্যাত ফিকহ শাস্ত্রবিদ ছিলেন। তিনি আকমালুদ্দুর বিল মুনাযযম ফি মাওলিদিন নবীইয়্যিল আযম নামে একখানা কিতাব রচনা করেছেন।

এ কিতবে বর্ণিত আছে যে, হাজীগন, মুত্তাকীগন, ও মুসাফিরগন সকলেই মীলাদ শরীফের মাহফিলে উপস্থিত হতেন । এমনকি মাহফিলে মিলাদের সময়ে মক্কা শরীফের বাজারে বেচা কেনা বন্ধ হয়ে যেত । বাজারে কোন ক্রেতাই থাকতনা । সকলেই মাহফিলে উপস্থিত হয়ে যেত। এবং এদিন এবং কাবা শরীফের দরজা খোলা হত ও জনতা তা দর্শনে আত্বতিপ্তি লাভ করত ।[১৩৯]

[১৩৯] *তাবসীরুল মুনতাবিহ খন্ড ১ পৃঃ নং২৫৩
*ছাহেবুল মি'আর খন্ড ১১ পৃঃ নং ৩৭৯
আল.আলাম খন্ড ৫ পৃঃ নং ২২৩
আল আদিল্লাতু ফি জাওয়াজিল ইহতিফায়ি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম http: / / www.2ho2.com
আল আদিল্লাতু সারিয়াতু ফি জাওয়াজিল ইহতিফায়ি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / www.alsunna.org
আল আদিল্লাতু সুফিয়া ফি জাওয়াজিল ইহতিফায়ি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / hitsk.in
আলাআলিহু ছানিয়া ফি মাসরুআতি মাওলিদু খাইরিল বারিয়্যাহ্ শাইখ উছমান বিন উমর
আদ্দালিলুল কাইয়্যম ফি ইহতেফালু বি মাওলিদিল কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম https: / / majdah. maktoob. com
জমহুরুল উলামায়িল আইয়িম্মাতুল ইসলামীয়াহ মায়া যাওয়ায়িল আমালুল মাওলুদ, "http: / / www. startimes.com
-১৪

ইমামুল কুররা আল হাফিজ আবুল খায়ের শামছ উদ্দিন বিন আব্দুল্লাহ আল জাজরী শাফেয়ী (রহঃ)

৪র্থ যুগের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমামুল কুররা আল হাফিজ আবুল খায়ের শামছ উদ্দিন বিন আব্দুল্লাহ আল জাজরী শাফেয়ী (রহঃ) ৬৭৩-৭৩৮ হিঃ । আরফুত তায়রীফ বিল মওলিদিশ শরীফ গ্রন্থে পবিত্র মীলাদ শরীফ সর্ম্পকে লিখেন-

ثم رأيت إمام القراء الحافظ شمس الدين بن الجزري قال في كتابه المسمى عرف التعريف بالمرلد الشريف ما نصه: فد رؤي أبو لهب بعد موته في النوم فقيل له ما حالك؟ فقال: في النار إلا أنه يخفف عني كل ليلة اثنين وأمص من بين أصبعي ماء بقدر هذا- وأشار لرأس أصبعه- وإن ذلك بإعناقي لثويبة عندما بشرتني بولادة النبي صلى الله عليه وسلم وبارضاعها له' فإذا كان أبو لهب الكافر الذي نزل القرآن بذمه جوزي في النار بفرحه ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ به فما حال المسلم الموحد من أمه النبي صلى الله عليه وسلم يسر بمولده ويبذل ما تصل أليه قدرته في محبته صلى الله عليه وسلم؟ لعمري إنما يكون جزاؤه من الله الكريم أن يدخله بفضله جنات النعيم- (حسن المقصد فى عمل المولد٦٦)

ইমামুল কুররা আল হাফিজ শামছ উদ্দিন বিন আল জাজরী তার কিতাব " উরফুত তারীফ বিল মাওলিদিশ শারীফ" গ্রন্থে বলেছেন- আবু লাহাবকে তার মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখা হল। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল তোমার খবর কি? সে বলল আমি দোজখে জ্বলতেছি কিন্তু প্রতি সোমবার রাতে আমার আঙ্গুলের ফাঁক চুষে তৃপ্তি লাভ করি এর

কারণ হচ্ছে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মের খবর দেওয়ায় ছুওয়াইবিয়াকে আজাদ করার কারণে।

আমি বলব, (ইমাম সুয়ূতী (রহঃ)) আবু লাহাব একজন বড় কাফির। যার ব্যাপারে কোরআন শরীফ নাজিল হয়েছে তার নিন্দা জ্ঞাপন করে। সে যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মের খবর শোনে খুশি হওয়ায় প্রতি সোমাবার একটু তৃপ্তি লাভ করে তবে আমরা উম্মত হয়ে তাঁর জন্মের শোকরিয়া কেন উপকৃত হবনা?[১৪০]

হাফিজ শামছ উদ্দিন বিন নাসির উদ্দিন আদ দিমাস্কী

৪র্থ যুগের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হাফিজ শামছ উদ্দিন মুহাম্মদ বিন আবি বকর বিন আব্দুল্লাহ কাইছী শাফেয়ী আল মারুফ হাফিজ নাসির উদ্দিন আদদিমাস্কী অফাৎ ৭৭৭-৮৪২হিজরী। তার স্বরচিত মীলাদ বিষয়ক গ্রন্থ "মাওরিদুছ ছাদী ফী মাওলিদিল হাদী"। তিনি পবিত্র মীলাদ শরীফ সর্ম্পকে লিখেন-

وقال الحافظ شمس الدين ناصر الدين الدمشقي في كتابه المسمى مورد الصادي في مولد الهادي : قد صح أن ابا

---

[১৪০] আরফুত তায়রীফ বিল মওলিদিশ শরীফ ,
ইমাম সুয়ূতী (রহঃ) হুসনুল মাকসিদ ফি আমালিল মাওলিদ ৬৫,
আল হাবি লিল ফাতাওয়া পৃষ্ঠা নং ১০৬
আব্দুল বাকী জুরকানী শরহে মাওয়াহেব-১ম ২৬০,
আল্লামা দিয়ারে বিকরী: তারিখুল খামিছ১/২২২
কস্তলানী: মাওয়াহেবুল লাদুনিয়া ১/৬৭
আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (রহঃ) হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামিন ফী মুজিজাতি সাইয়্যিদিল মুরসালিন পৃষ্ঠা নং ২৩৭,
সুবুলুল হুদা ওয়ার রাসাদ ফী সীরাতি খাইরিল ইবাদ , ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং ৩৬৬
আল আদিল্লাতু ফি জাওয়াজিল ইহতিফায়ি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম http: / / www.2ho2.com
আল আদিল্লাতু সারিয়াতু ফি জাওয়াজিল ইহতিফায়ি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / www.alsunna.org
আল আদিল্লাতু সুফিয়া ফি জাওয়াজিল ইহতিফায়ি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / hitsk.in
আরা আকিদ জানিয়া ফি মাসরুআতি মাওলিদু খাইরিল বারিয়্যাহ্ শাইখ উছমান বিন উমর
আদালিদুল কাইয়্যাম ফি ইহতেফালু বি মাওলিদিল কারিম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম "https: / / majdah.maktoob.com
বক্তব্য উলামায়িল আইম্মাতুল ইসলামীয়াহ মারা যাওয়াযিল আমালুল মাওলুদ, "http: / / www.
...times.com

لهب يخفف عنه عذاب النار في مثــل يــوم الاثنــين لإعتاقــه ثويبة سروراً بميلاد النبي صلى الله عليــه وسـلم ثــم أنــشد: (حسن المقصد فى عمل المولد৬৬) جامع الآثـــار فـــي مولـــد النبي المختار صلي الله عليه وآلـــه وسـلم (تـــين جلـــدو پـــر مشتمل) ২. اللفظ الرائق في مولـــد خيـــر الخلائـــق صــــلي الله عليه وآله وسلم ৩. مورد الصادي في مولـــد الهـــادي صــــلي الله عليه وآله وسلم

হাফিজ শামছ উদ্দিন বিন নাসির উদ্দিন আদ্দামাশ্কি তার কিতাব মাওরিদুশ শাদী ফী মাওলিদিল হাদী" গ্রন্থে বলেন হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্মের সুসংবাদ শোনে খুশী হয়ে ছুওয়াইবিয়াকে আযাদ করে দেওয়ায় আবু লাহাবের আজাব যদি হালকা হয় প্রতি সোমবারে (আর একথা শুদ্ধ) তবে আমরা কেন উপকৃত হবনা? অত:পর তিনি একটি কবিতা আবৃত্তি করেন- এই সেই কাফির যার নিন্দায় আয়াত নাযিল হয়েছে, স্থায়ী ভাবে সে দোজখে জ্বলছে। [১৪১]

তিনি আর বলেন-

إذا كان هذا كافراً جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا

---

[১৪১] ইমাম সুয়ূতী (রহঃ) হুসনুল মাকসিদ ফি আমালিল মাওলিদ পৃষ্ঠা নং ৬৬।
আল হাবি লিল ফাতাওয়া পৃষ্ঠা নং ২০৬,
সুবুলুল হুদা ওয়ার রাসাদ ফী সীরাতি খাইরিল ইবাদ ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং ৩৬৭,
আস সিরাতুন নাবাভিয়্যাহ ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং ৫৫৪,
আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (রহঃ) হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামিন ফী মুজিজাতি সাইয়্যিদিল মুরসালিন পৃষ্ঠা নং , পৃষ্ঠা নং ২৩৮
আল আদিল্লাতু ফি জাওয়াজিল ইহতিফালি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম http: / / www.2ho2.com
আল আদিল্লাতু সারিয়াতু ফি জাওয়াজিল ইহতিফালি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / www.aisunna.org
আল আদিল্লাতু সুফিয়া ফি জাওয়াজিল ইহতিফালি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / hitsk.in
আলাআলিহ হানিয়া ফি মাসরুআতি মাওলিদু খাইরিল বারিয়্যাহ্ শাইখ উছমান বিন উমর
আল্হাকিমুল কাইয়্যুম ফি ইহতেফালু বি মাওলিদিল কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম https: / / majdah. maktoob. com

أتى أنه في يوم الثنين دائماً يخفف عنه للسرور بأحمدا

فما الظن بالعبد الذي طول عمره بأ حمد مسروراً ومات موحدا

প্রতি সোমবারে তার আজাব হালকা হয়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মের খুশীর কারণে সুতরাং যে উম্মত তাঁর সমস্ত জীবন তাঁর জন্মে খুশী হয়েছে এবং এমতাবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে তাঁর সম্বন্ধে কি ধারণা করা যায়? [১৪২]

ইবনে বতুতা (রহ.) অফাৎ ৭৭৯ হিজরী

ويروي ابن بطوطـــة ৭০৩-৭৭৯ه فـــي رحلتـــه الجـــزء الأول ص. ৩০৯ – ৩৪৭ أنه بعد كـــل صـــلاة جمعـــة وفـــي يـــوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم يفـــتح بـــاب الكعبـــة بواسـطة كبير بني شيبة، وهم حجّاب الكعبة، وأنـــه فـــي يـــوم المولـد يوزع القاضي الشافعي وهو قاضي مكة الأكبـــر نجـــم الـــدين

---

[১৪২] ইমাম সুয়ূতী (রহঃ) হুসনুল মাকসিদ ফি আমালিল মাওলিদ পৃষ্ঠা নং ৬৬।
আল হাবি লিল ফাতাওয়া পৃষ্ঠা নং ২০৬,
আল মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া বিল মানহিল মুহাম্মদীয়া ১ম খন্ড ১৪৬,
শরহে আল মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া বিল মানহিল মুহাম্মদীয়া ১ম খন্ড ২৬০,
সুবুলুল হুদা ওয়ার রাসাদ ফী সীরাতি খাইরিল ইবাদ ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং ৩৬৭,
আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (রহঃ) হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামিন ফী মুজিজাতি সাইয়্যিদিল মুরসালিন, পৃষ্ঠা নং ২৩৮
আল আদিল্লাতু ফি জাওয়াজিল ইহতিফালি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম http: / / www.2ho2.com
আল আদিল্লাতু সারিয়াতু ফি জাওয়াজিল ইহতিফায়ি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / www.alsunna.org
আল আদিল্লাতু সুফিয়া ফি জাওয়াজিল ইহতিফায়ি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / hitsk.in
আলাআলিহ হানিয়া ফি মাসরুআতি মাওলিদু খাইরিল বারিয়্যাহ্ শাইখ উছমান বিন উমর
আবহুরুল উলামায়িল আইয়িম্মাতুল ইসলামীয়াহ মায়া যাওয়াযিল আমালুল মাওলুদ, "http: / / www. stanimes.com
আল্হাকিমুল কাইয়্যুম ফি ইহতেফালু বি মাওলিদিল কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম https: / / majdah. maktoob. com

محمد ابــن الإمـــام محيــي الــدين الطبــري الطعــام علــى الأشراف وسائر الناس في مكة.

ইবনে বতুতা (রহ.) অফাৎ ৭৭৯ হিজরী ইবনে বতুতা (রহ.) তাঁর ভ্রমন কাহিনীতে বলেন, মক্কা শরীফ প্রতি শুক্রবার ও ঈদে মীলাদুন্নবীতে বনী শায়বা গোত্র প্রধানের মাধ্যমে কাবা শরীফের দরজা খোলা হয়। কাবা শরীফের গিলাফ সুবাসিত করা হয়। মীলাদ শরীফের দিনে মক্কা শরীফে শাফী মাযহারের প্রধান কাজী নজমুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে ইমাম মুহি উদ্দীন তাবারী তখনকার অভিজাত শ্রেণীসহ সকল মুসলমানকে অপ্যায়ন করে থাকেন।[১৪৩]

رحلة ابن بطوطـــة (৭৭৯৭০৩ - ه (قــال فــي ذكــر ســلطان تونسقال ابن جــزي: اختــرع مولانــا أيــده الله فــي الكــرم والصدقات أموراً لم تخطر فــي الأوهــام، ولا اهتــدت إلأيهــا السلاطين. فمنها إجراء الصدقات علــى المــساكين بكــل بلــد مــن بــلاده عليالــدوام. ومنهــا تعيــين الــصدقة الــوافرة للمسجونين فــي جميــع الــبلاد أيــضاً، ومنهــا كــون تلــك الصدقات خبزاً مخبوزاً متيسراً للانتفــاع بــه، ومنهــا كــسوة المــساكين والــضعفاء والعجــائز والمــشايخ والملازمــين للمــساجد بجميــع بــلاده، ومنهــا تعيــين الــضحايا لهــؤلاء الأصناف في عيد الأضحى، ومنها التصدق بمــا يجتمــع فــي مجابي أبواب بــلاده يــوم ســبعة وعــشرين مــن رمــضان إكراماً لذلك اليوم الكريم وقياماً بحقــه، ومنهــا إطعــام النــاس

[১৪৩] রেহলাতু ইবনি বতুতা, খন্ড ১ পৃষ্ঠা নং ৩০৯-৩৭৪,

في جميع البلاد ليلــة المولــد الكــريم، واجتمــاعهم لإقامــة رسمه

বাদশাহ তুনুছ প্রসঙ্গে ইবনে বতুতা (রহ.) ইবনুল জাওযীর বর্ণনা মতে বলেন, আল্লাহ! তাকে সাহায্য করুন। কল্পনাতীত ভাবে বাদশাহ্ এ মাসে (রাবিউল আউয়াল) মাসে দান খয়রাত করতেন। তার দেশে সকল শহরের গরীব মিসকিনদের প্রতি বছর এ মাসে স্থায়ী ভাবে দান দক্ষিণা করতেন। সে সকল শহরে বন্দীদের উন্নত খাবার পরিবেশন ও দান দক্ষিণা করা হত। এ দান দক্ষিণার সাথে শুক্রবার পরিবেশন করা হত। যাতে গরীবরা তা সংরক্ষণ করে রাখতে পারে। গরীব, দুঃখী, বৃদ্ধ ও রাজ কর্মচারীগণ উন্নত পোষাক পরীবেশন করত। মসজিদ সমূহকে সুসজ্জিত করা হত ও কর্ম চারীদেরকেও বোনাস দেয়া হত। এ সকল মানুষের জন্য ঈদুল আজহায় কুরবানীর জন্য পশু বরাদ্দ দেয়া হত। তারই প্রতি শবে কদরের রাতজাগীদের জন্য এদিনে ছদকা বরাদ্ধ করা হত। তাঁরই সাথে মীলাদুন্নবীর রাতে দেশের সকল স্থানে অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠানে সমাগত জনতার খাবারের ব্যবস্থা করা হত।[১৪৪]

[১৪৪] রেহলাতু ইবনি বতুতা, খন্ড ১ পৃষ্ঠা নং ৩০৯-৩৭৪,
আল আদিল্লাতু ফি জাওয়াজিল ইহতিফায়ি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম http: / / www.2ho2.com
আল আদিল্লাতু সারিয়াতু ফি জাওয়াজিল ইহতিফায়ি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / www.alsunna.org
আল আদিল্লাতু সুফিয়া ফি জাওয়াজিল ইহতিফায়ি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / hitsk.in
আলাআলিহু ছানিয়া ফি মাসরুআতি মাওলিদু খাইরিল বারিয়্যাহ্ শাইখ উছমান বিন উমর
মুনরুফল উলামায়িল আইম্মিয়াতুল ইসলামীয়াহ মায়া যাওয়াবিল আমানুল মাওলুদ, "http: / / www.startimes.com
আদালিলুল কাইয়্যিম ফি ইহতেফালু বি মাওলিদিল কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম https: / / majdah. maktoob. com

ইমাম ইবনে তাইমিয়া অফাৎ ৭২৮ হিজরী

ইমাম ইবনে তাইমিয়া, অফাৎ ৭২৮ হিজরী তিনি পবিত্র মীলাদ শরীফ সম্পর্কে লিখেন-

وكذا لك ما يحدثه بعض الناس اما مضاهاة للنصارى فى ميلاد عيسى عليه السلام واما محبة للنبى صلى الله عليه و سلم وتعظيما له والله قد يثيبهم على هذه المحبه والاجتهاد -فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه اجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه و سلم (اقتضاء السراط المستقيم _٢٩٧)

খৃষ্টানরা হযরত ইসা (আঃ) এর জন্মদিন পালন করে থাকে অনুরুপ তাদের দেখাদেখী বা হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুহাব্বাত ও তাজিমের খাতিরে অনেক মুসলমান তাঁর পবিত্র বেলাদতের দিন পালন করে থাকে। আল্লাহ তালা তাদের মহব্বত আয়োজন ও প্রচেষ্টার জন্য প্রতিদানকারী

(তিনি অন্যত্র বলেন) ঐ দিন যথাযথ ভাবে পালন করা এ দিনের সম্মান করা নেক নিয়ত করা এবং হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুহাব্বতের কারনে মহান প্রতিদানের সহায়ক হতে পারে । [১৪৫]

[১৪৫] ইকতেদাউ সিরাতিম মুস্তাকিম ২৯৭
আল আদিল্লাতু ফি জাওয়াজিল ইহতিফায়ি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম http: / / www.2ho2.com
আল আদিল্লাতু সারিয়াতু ফি জাওয়াজিল ইহতিফায়ি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / www.alsunna.org
আল আদিল্লাতু সুফিয়া ফি জাওয়াজিল ইহতিফায়ি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / hitsk.in
আলাআলিহ্ হানিয়া ফি মাসরুআতি মাওলিদু খাইরিল বারিয়্যাহ্ শাইখ উছমান বিন উমর
আদ্দলিলুল কাইয়্যুম ফি ইহতেফালু বি মাওলিদিল কারিম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম https: / / majdah. maktoob. com

ইমাম আবু যারআ আল ইরাকী ৭২৫-৮০৮

৪র্থ যুগের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম আবু যারআ আল ইরাকী। আবুল ফজল জইনুদ্দিন আব্দুর রহীম বিন আব্দুর রহমান মিসরী আল ইরাকী। পবিত্র মীলাদ শরীফ সম্পর্কে স্বরচিত গ্রন্থ ''المورد الهنى فى المولد السنى'' মধ্যে লিখেন-

سئل عن فعل المولد امستحب او مكروه وهل ورد فيه شى اوفعله من يقتدى به قال اطعام الطعام مستحب فى كل وقت فكيف اذا انضم لذالك السرور بظهور نور النبوة فى هذا الشهر الشريف ولا نعلم ذالك من السلف ولا يلزم من كونه بدعه كونه مكروها فكم من بدعة مستحبة بل واجبة . (تشنيف الاذان ، شيخ محمد بن صديق١٣٩)

ইমাম আবু যারআ আল ইরাকী (রহ) এর কাছ জিজ্ঞাসা করা হলো যে, মীলাদ মাহফিল করা করা মুস্তাহাব নাকি মকরুহ? বা এব্যাপারে যথাযথ কোন হুকুম মওজুদ আছে কিনা, যেটা উল্লেখ যোগ্য এবং অনুসরন যোগ্য? তিনি বলেন খানা খাওয়ানো সব সময় মুস্তাহাব। যদি কোন সুযুগে রবিউল আউয়াল শরীফের মাসে নুরে নবুওয়াত প্রকাশের স্মরণে আনন্দ আহলাদেও বিশেষ কোন কিছু করা হয়, তাহলে এটা কি যে বরকতময় হবে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। আমরা জানি আমাদেও পূর্ববর্তীগন এরকম করেন নি, এবং এটা বিদআত। কিন্তু এটাকে মকরুহ বলা যায়না। কেননা অনেক বিদআত কেবল মুস্তাহব নয় বরং ওয়াজীব হয়ে থাকে। [১৪৬]

[১৪৬] আল মাওরিদুল হানি ফি মাওলিদুছ ছানি,
শাইখ মুহাম্মদ বিন ছাদিক তাশনিফুল আজান ১৩৯
জমহুরুল উলামায়িল আইয়িম্মাতুল ইসলামীয়াহ মায়া যাওয়াযিল আমালুল মাওলুদ, "http: / / www.startimes.com
আল আদিল্লাতু ফি জাওয়াজিল ইহতিফায়ি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম http: / / www.2ho2.com
আল আদিল্লাতু সারিয়াতু ফি জাওয়াজিল ইহতিফায়ি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / www.alsunna.org
আল আদিল্লাতু সুফিয়া ফি জাওয়াজিল ইহতিফায়ি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / hitsk.in
আলাআলিহ্ হানিয়া ফি মাসরুআতি মাওলিদু খাইরিল বারিয়্যাহ্ শাইখ উছমান বিন উমর

সালাহ উদ্দীন সফাদী (রহঃ) অফাৎ ৭৬৪হিজরী

সালাহ উদ্দীন আবু সাফা খলিল বিন ইবেক বিন আব্দুল্লাহ আল বাকী আফারী সাদী শাফী (রহঃ) তার আইয়ানু আছর গ্রন্থে মীলাদ শরীফ সম্পর্কে লিখেন-

وقال صلاح الدين الصفدي في اعيان العصر واعوان العصر في ترجمة عبد الله بن الصنيعة المصري الصاحب شمس الدين غبريال) وكان يسمع البخاري في ليالي رمضان، وليلة ختمه يحتفل بذلك، ويعمل في كل سنة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ويحضره الأكابر والأمراء والقضاة والعلماء ووجوه الكتاب، ويظهر تجملاً زائداً ويخلع على الذي يقرأ المولد، ويعمل بعد ذلك سماعاً للأمراء المحتشمين(. ٣٤

সালাহ উদ্দীন সফাদী (রহ) আইয়ানু আছর গ্রন্থে আব্দুল্লাহ বিন আনিয়া মিসরী যিনি শামছুদ্দীন গিবরিয়াল নামে পরিচিত ছিলেন, তার প্রসঙ্গে বলেন, তিনি রামাদ্বান শরীফের রাত সমূহে বুখারী শরীফ শুনতেন, এবং শেষ রাতে অনুষ্ঠান করতেন। প্রতি বছর মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রাতে বুখারী শরীফ খতমের মাহফিল আয়োজন করতেন সে মাহফিলে অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ সকল শ্রেণীর আলেম উলামা, সকল মাযহাবের প্রধান কাজীগণ লেখকবর্গ উপস্থিত হতেন। অধিক সৌন্দর্য বিকাশের ব্যবস্থা করা হত। মীলাদ পাঠকারীকে উপঢৌকন দেয়া হত। পরে আশেকদের জন্য সেবা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হত।[১৪৭]

আদদালিলুল কাইয়্যুম ফি ইহতেফালু বি মাওলিদিল কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম https: / / majdah. maktoob. com

[১৪৭]আইয়ানু আছর ২৩

আল আদিল্লাতু কি জাওয়াজিল ইহতিফালি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম http: / / www.2ho2.com

আল আদিল্লাতু নাবিয়াতু কি জাওয়াজিল ইহতিফালি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / www.alsunna.org

লিছান উদ্দীন ইবনে খতিব তিলমিছানী

লিছান উদ্দীন ইবনে খতিব তিলমিছানী ইব্রাহীম বিন আবি বকর আছারী ইব্রাহিম বিন আবি বকর বিন আব্দুল্লাহ বিন মুছা আনছারী তিলমিছানী কুরাইশি অফাৎ ৯৯২-১০৪১ হিজরী তাঁর আল ইহাতা ফি গিরনাতাতে লিছান উদ্দীন ইবনে খতিব তিলমিছানীতে পবিত্র মীলাদ সম্পর্কে লিখেন-

-وفي الاحاطة بأخبار غرناطة لسان الدين ابن الخطيب التلمساني إبراهيم بن أبي بكر الأصاري إبراهيم بن أبي بكر بن عبد الله بن موسى الأنصاري تلمساني وقرشي الأصل، نزل بسبتة، يكنى أبا إسحاق ويعرف بالتلمساني.

تواليفه من ذلك الأرجوزة الشهيرة في الفرائض، لم يصنف في فنها أحسن منها. ومنظوماته في السير، وأمداح النبي، صلى الله عليه وسلم، من ذلك المعشرات على أوزان العرب، وقصيدة في المولد الكريم، وله مقالة في علم العروض الدوبيتي.انتهى

আল ইহাতা ফি গিরনাতাতে লিছান উদ্দীন ইবনে খতিব তিলমিছানীতে বর্ণিত আছে: ইবরাহীম বিন আবি বকর আনছারী, ইবরাহীম বিন আবি বকর বিন আবদিল্লাহ বিন মুছা আল আনছারী আত তিলমিছানী কুরাইশি তার উপনাম আবু ইসহাক। তিনি তিলমিছানী নামে পরিচিত ছিলেন। ফরাইদ্ব শাস্ত্রে তার থেকে উন্নত পুস্তক কেউ রচনা করেনি, এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনী ও প্রশংসায়

আল আদিল্লাতু সুফিয়া ফি জাওয়াজিল ইহতিফায়ি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / hitsk.in

আল আদিল্লাতু ছানিয়া ফি মাসরুআতি মাওলিদু খাইরিল বারিয়্যাহ্ শাইখ উছমান বিন উমর

আদদালিলুল কাইয়্যুম ফি ইহতেফালু বি মাওলিদিল কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম https: / / majdah. maktoob. com

আকওয়াল উলামায়িল আইয়িম্মাতুল ইসলামীয়াহ মায়া যাওয়াযিল আমালুল মাওলুদ, "http: / / www. startimes.com

এমন উন্নত পুস্তক কেউ রচনা করেনি, এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনী ও প্রশংসা এমন উন্নত নাআতিয়া আরবী ভাষায় তাঁর রচনা ছাড়া দেখা যায়নি। মাওলিদ শরীফের কবিতায় তিনি অন্যতম কবি। ইলমে আরুদ্ব বা আলঙ্কার শাস্ত্রে তার রচিত গ্রন্থ হচ্ছে "আছ দুবায়তি আল হাসান আল ওয়াযান উল্লেখ করেন।[১৪৮]

হাসান ওয়াজানী

হাছান মুহাম্মদ জিয়াতী ওয়াজানী (১৪৮৮খৃঃ) তিনি পবিত্র মীলাদ সম্পর্কে লিখেন-

وقد ذكر الحسن الوزان أنه في العصر المريني كان شعراء فاس يجتمعون كل عام بمناسبة المولد النبوي وينظمون القصائد وكانوا يجتمعون كل صباح في ساحة القاصل يصعدون منصة ويلقون قصائدهم الواحد تلو الآخر أمام الجماهير ويختار أحسن الشعراء نظما وترتيلا أميرا للشعراء في تلك السنة وكان ملوك بني مرين يقيمون مأدبة للشعراء في مدح الرسول يحضره السلطان وتقام منصة ويحكم الحاضرون على أحسن شاعر خلعة (مائة دينار وفرس وأمة مع خمسين دينارا للباقين) ولكن منذ مائة وثلاثين سنة تقريبا توقفت هذه العادة.

মুরিনীর শাসন আমলে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপলক্ষে মদীনা শরীফে কবি সাহিত্যিক গণের সমাবেশ হত। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রশংসার কবিতা রচনা মসজিদে নব্বীর পাশে সমাবেশের আয়োজন করত। প্রতিদিন সকালে অনুষ্ঠানের মঞ্চে আরোহন করে কবিগণ স্বরচিত

[১৪৮] আল ইয়াক্বা ফি সিরনাতাতে লিছান উদ্দীন ইবনে খতিব তিলমিছানী
জমহুরুল উলামায়িল আইম্মাতুল ইসলামীয়াহ মায়া যাওয়াযিল আমালুল মাওলুদ, এঃঃঃ: / / ীী. ঃধৎঃরসবং.পড়স

নাতিয়াসমূহ গাইতেন। একজন কবিতা আবৃত্তি করতেন অপরজন তা বিচার করতেন। এভাবে বিচার বিশ্লেষনের মাধ্যমে এবছরে কবি সম্রাট নির্বাচন করে ঘোষণা করা হত। বনি মুরি গোত্রপতিগন কবিগণের আপ্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহন করতেন। সে অনুষ্ঠানের বাদশাহ উপস্থিত হতেন এবং সর্বসাধারনের নির্বাচিত কবি সম্রাটকে এওয়ার্ড প্রদান করতেন। তাঁকে পুরুস্কার হিসেবে একশত স্বর্ণ মুদ্রা, একটি ঘোড়া ও একটি দাসী প্রদান করা হত। অনান্য কবিগণকে ৫০ স্বর্ণ মুদ্রা পুরস্কার দেয়া হত। কিন্তু এ মুবারক প্রথাটি প্রায় ১৩০ বছর থেকে বন্ধ হয়ে গেছে।[১৪৯]

মদিনা শরীফের ইতিহাস আত্-তুহফাতুল লতীফিয়া

মদিনা শরীফের ইতিহাস আত্-তুহফাতুল লতীফিয়া পবিত্র মীলাদ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়।

-وجاء في التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة إبراهيم - برهان الدين - بن جماعة الحموي: عم القاضي عز الدين بن جماعة، قال ابن صالح: جاور بالمدينة، وخطب بها جمعة واحدة آخر مرة عرضت للخطيب، وقد صحبته فيها وتحاببنا، وأخذت عنه بعض الفوائد، وكان من محافيظه: المفضل للزمخشري، وقال

[১৪৯] আল আদিল্লাতু ফি জাওয়াজিল ইহতিফায়ি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম http: / / www.2ho2.com
আল আদিল্লাতু সারিয়াতু ফি জাওয়াজিল ইহতিফায়ি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / www.alsunna.org
আল আদিল্লাতু সুফিয়া ফি জাওয়াজিল ইহতিফায়ি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / hitsk.in
আলাআলিহ ছানিয়া ফি মাসরুআতি মাওলিদু খাইরিল বারিয়্যাহ্ শাইখ উছমান বিন উমর
আমালিলুল কাইয়্যুম ফি ইহতেফালু বি মাওলিদিল কারিম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম https: / / majdah. maktoob. com
জমহুরুল উলামায়িল আইম্মাতুল ইসলামীয়াহ মায়া যাওয়াযিল আমালুল মাওলুদ, "http: / / www. startimes.com

لي: إنه ارتحل إلى القاهرة، وعرضه على عمه البدر بن جماعة، وأخذت عنه من نظم عمه المذكور قوله:

لم أطلب العلم للدنيا التي اتفقت ... من المناصب، أو للجاه والمالللكن سابقة الإسلام فيه، كما ... كانوا، فقدر ما قد كان من مالوخطب ببيت المقدس نيابة عن ابن عمه، ومات بالقدس، أظنه سنة أربع وستين وسبعمائة، ودفن هناك، وكان يعمل طعاماً في المولد النبوي ويطعم الناس، ويقول: لو تمكنت عملت بطول الشهر كل يوم مولد، انتهى.

মদিনা শরীফের ইতিহাস আত্তুহফাতুল লতীফিয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে ইব্রাহীম বুরহান উদ্দীন ইবনু জমাআতিল হামাওয়ী, কাজী ইজ্জুদ্দীন ইবু জামাআর চাচা।

ইবনে সালাহ বলেন, তিনি মদীনা শরীফ আগমন করেন, এবং এক জুমুআয় খুতবা দেন এতে আমি তাঁকে ভালবেসে ফেলি। তার থেকে আমি অনেক উপকৃত হয়েছি। তাঁর সংরক্ষনে যামাখশরীর মুফাদ্দাল নামী গ্রন্থটি ছিল। তিনি আমাকে বলেন, তিনি কায়রো সফর করেছিলেন এবং তার চাচা বদর উদ্দীন ইবনে জামাআর সাক্ষৎ হয়েছিল। আমি তার কাছ থেকে তার চাচার রচিত কবিতাটি সংগ্রহ করেছিলামঃ

لم اطلب العلم للد نيا التى التفقت من المنا صب او للجاه والمال لكن سابقر الاسلام فيه كما- كانوا فقدر ماكا ما قدكان من مال

"আমি পার্থিব সম্পদ পদ বা সম্মানের জন্য জ্ঞারার্জন করিনি বরং ইসলামের পূর্ব সূরীদের মতই আমি তা অর্জন করেছি। কেননা তাদের উদ্দেশ্য এসব ছিলনা।

তিনি তাঁর চাচাত ভাইয়ের প্রতিনিধি হয়ে বায়তুল মাকাদাছে ও খুতবা দিয়েছিলেন। কুদুছ শহরে তার ইন্তেকাল হয়েছে অনুমান ৭৬৪ হিজরীতে তাঁকে সেখানেই সমাহিত করা হয়েছে। তিনি মীলাদুন্নবী উদযাপনে লোকদের খাওয়ানোর উদ্দেশে তামদারী বা অপ্যায়ন অনুষ্ঠান করতেন এবং বলতেন যদি আমার পক্ষে সম্ভব হত তবে আমি সারাটি মাসই এমন করতাম।[১৫০]

শায়খুল ইমাম আল্লামা সদরুদ্দীন মাওহুব ইবনে উমর আল জাযরী শাফেয়ী (রহঃ)

৪র্থ যুগের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খুল ইমাম আল্লামা সদরুদ্দীন মাওহুব ইবনে উমর আল জাযরী শাফেয়ী (রহঃ) অফাৎ ৫৫৯-৬৬৫ হিজরী পবিত্র মীলাদ শরীফ সর্ম্পকে লিখেন-

هذه بدعة لاباس بها ولاتكره البدع الا اذا راغمت السنة واما اذا لم ترغمها فلا تكره ويثاب الانسان بحسب قصده فى اظهار السرور والفرح بمولد النبى عليه الصلوة والسلام-

এটা অর্থাৎ মীলাদুন্নবী অনুষ্টান বেদআত হলেও তাতে কোন দোষ নেই। আমরা প্রত্যেক বেদআত কেই দোষনীয় মনে করি না। তবে এ বেদআত দ্বারা যদি কোন সুন্নতের বিলুপ্তী ঘটানো হয় বা সুন্নতের বিপরীত কিছু করা হয় তাহলে তা দোষনীয়। সুন্নাতের পরিপন্থী না তলে তা মাহরুহ্ হবে না। হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

---

১৫০ আত্-তুহফাতুল লতীফিয়া
আল আদিল্লাতু ফি জাওয়াজিল ইহতিফায়ি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম http: / / www.2ho2.com
আল আদিল্লাতু সারিয়াতু ফি জাওয়াজিল ইহতিফায়ি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / www.alsunna.org
আল আদিল্লাতু সুফিয়া ফি জাওয়াজিল ইহতিফায়ি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / hitsk.in
আলাআলিহ ছানিয়া ফি মাসরুআতি মাওলিদু খাইরিল বারিয়্যাহ্ শাইখ উছমান বিন উমর
আদ্দালিলুল কাইয়্যম ফি ইহতেফালু বি মাওলিদিল কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম https: / / majdah. maktoob. com
জমহুরুল উলামায়িল আইয়িম্মাতুল ইসলামীয়াহ মায়া যাওয়ায়িল আমালুল মাওলূদ, "http: / / www. startimes.com

সাল্লামের জন্য দিন উপলক্ষে খুশি হওয়া ও আনন্দ প্রকাশ করা হলে মনের নিয়্যত অনুযায়ী ছওয়াব প্রদান করা হয়। [১৫১]

আল্লামা ইবনে তুগরীল (রহঃ)

আল্লামা ইবনে তুগরীর (রহঃ) স্বীয় "দূররুল মুনাজ্জম" গ্রন্থে লিখেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রেমে পাগলপারা লোকেরাই মীলাদ অনুষ্ঠান কায়েম করেন এবং তাঁর জন্মানুষ্ঠান কায়েম করে খুশীতে আনন্দিত হন। অতএব মিসরের কায়রো শহরের সর্বোচ্চ নবী প্রেমিক বুযুর্গ শায়খ আবুল হাসান ওরফে ইবনে ফজল (রহঃ) মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠান কায়েম করতেন। তিনি আমাদের ওস্তাদ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে নোমানেরও ওস্তাদ। তারও অনেক পূর্বে প্রাচ্য দেশীয় শাইখ জামাল উদ্দীন হামদানীও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিনে মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠান করতেন। [১৫২]

ইমাম কামাল আদফাবী

ইমাম কামাল উদ্দীন আবুল ফজল জাফর বিন সালাব বিন জাফর আল আদফায়ী অফাৎ ৬৮৫ হিজরী। তাঁর স্বরচিত গ্রন্থ আত্তালিউস সায়িদুল জামিউলি আছমাইনুজ্জাবা ইস সায়িদ এর মধ্যে তিনি পবিত্র মীলাদ শরীফ সর্ম্পকে লিখেন-

قال الكمال الأدفوي في الطالع السعيد: حكى لنا صاحبنا العدل نصر الدين محمود بن العماد أن أبا الطيب محمد

[১৫১] সুবুলুল হুদা ওয়ার রাসাদ ফী সীরাতি খাইরিল ইবাদ ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং ৩৬৬,
আদদুররুল মুনাজ্জাম,১৯৯
মীলাদুন্নবী- ড.তাহির আল কাদরী পৃষ্ঠা ৩১৫
আল আদিল্লাতু ফি জাওয়াজিল ইহতিফালি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম http: / / www.2ho2.com
আল আদিল্লাতু সাবিয়াতু ফি জাওয়াজিল ইহতিফালি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / www.alsunna.org
আল আদিল্লাতু সুফিয়া ফি জাওয়াজিল ইহতিফালি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / hitsk.in
আলাআলিহ হানিয়া ফি মাসরুআতি মাওলিদু খাইরিল বারিয়্যাহ,শাইখ উছমান বিন উমর
আফালিলুল কাইয়্যুম ফি ইহতেফালু বি মাওলিদিল কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম https: / / majdah. maktoob. com
জমহুরুল উলামায়িল আইম্মাতুল ইসলামীয়াহ মায়া খাওয়াবিল আমালুল মাওলুদ, "http: / / www. startimes.com
[১৫২] আদদুররুল মুনাজ্জাম

بن إبراهيم السبتي المالكي نزيل قوص أحد العلماء العاملين كان يجوز بالمكتب في اليوم الذي فيه ولد النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا فقيه هذا يوم سرور اصرف الصبيان فيصرفنا' وهذا منه دليل على تقريره وعدم إنكاره' وهذا الرجل كان فقيهاً مالكياً متفنناً في علوم متورعاً أخذ عنه أبو حيان وغيره ومات سنة خمس وتسعين وستمائة– (حسن المقصد فى عمل المولد٦٦)

ইমাম কামাল আদফায়ী "আত্তালিউস্ সাইদ" এর মধ্যে বলেন নাসির উদ্দিন মাহমুদ বিন ইব্রাহীম আমাদেরকে বর্ণনা করেন যে, আবুত্ তাইয়িব মুহাম্মদ বিন সাবতি আল মালিকী হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মের রাত্রে জনৈক আলেমকে বলেন- হে ফকীহ্! ছোটদের জন্য কিছু খরছ করেন, তখন তিনি এটা করেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি এটা অনুমোদন করেছেন, খোদাভীরু ও বিভিন্ন বিষয়ে পন্ডিত ছিলেন। আবু হাইয়ান ও অন্যান্যরা তার কাছ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি মৃত্যু হন ৬৯৫ সনে। [১৫৩]

ইমাম শামসুদ্দিন আয-যাহাবি

ইমাম শামসুদ্দিন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমাদ বিল ওসমান আয্‌যাহাবি (১২৭৪-১৩৪৮ খ্রীঃ) আলমে ইসলামীর বড় মুহাদ্দিসও ঐতিহাসিকদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তিনি উসুলে হাদীস এবং আসমাউর রিজাল শাস্ত্রের জগৎবিখ্যাত খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন এবং বহু কিতাব প্রণয়ন করেছেন। যেমন-(ক) তাজরিদুল অসুল ফী আহাদিসির রাসূল, (খ) মীযানুল ইতিদাল ফী নাকদির রিজাল, (গ) আল মুছাত্তাবাতুফী আছমায়ির রিজাল, (ঘ) তাবাকাতুল হুফ্ফাজ

[১৫৩] ইমাম সুয়ূতী (রহঃ) হুসনুল মাকসিদ ফি আমালিল মাওলিদ পৃষ্ঠা নং ৬৬।
আল হাবি লিল ফাতাওয়া পৃষ্ঠা নং ২০৬, .
আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (রহঃ) হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামিন ফী মুজিজাতি সাইয়্যিদিল মুরসালিন, পৃষ্ঠা নং ২৩৮
মীলাদুন্নবী- ড.তাহির আল কাদরী পৃষ্ঠা৬১৯
আলাবী আল মালাকী -ইয়লাম বি ফাতওয়া আয়িম্মাতুল ইসলাম হাওলি মাওলিদুহ আলাইহিস সালাতু ওস সালাম পৃষ্ঠা নং ১৩১
-১৫

ইত্যাদি। ইতিহাস বিষয়ক তাঁর একটি বৃহদাকার কিতাব হল 'তারিখুল ইসলামি ওয়া ওয়াফিয়াতিল মাশাহিরি ওয়াল আলাম।' আর আসমাউর রিজাল বিষয়ক সুবৃহৎ কিতাব 'সিয়ারু আলামিন নুবালা'। এতে কিতাবটি জ্ঞানের রাজ্যে একটি প্রদীপ্ত গ্রন্থের মর্যাদা লাভে ধন্য হয়েছে।

و أما احتفاله بالمَولِـد فيتَـصر التعبيـر عنـه؛ كـان الخلـق يقصدونه من العراق والجزيـرة . . . و يُخـرِجُ مـن البقـر والإبل والغنَم شيئاً كثيـراً فتُنحَـر وتُطـبَخ الألـوان، ويَعمَـل عدّة خِلَع للـصُّوفية، ويـتكلم الوُعَّـاظ فـي الميـدان، فينفـق أموالاً جزيلة. وقد جَمَـعَ لـه ابـن دحيـة ''كتـاب المولـد فأعطاه ألف دينار. وكان مُتواضعًا، خيراً، سُـنّ. يَـاً، يحـب الفقهاء والمحدثين . . . .وقال سـبط الجـوزي : كـانَ مُظفَـر الدّين ينفق في السنة علي المولـد ثـلاث مائــة ألـف دينـار، وعلي الخانقاه مائتي ألـف دينـار. . . . وقـال : قـال مـن حـضر المولـد مـرّة عـددت علـي سـماطه مائــة فـرس قَـشلميش، وخمـسة آلاف رأس شــوي، و عــشرة آلاف دجاجة، مائة ألف زُبدية، و ثلاثين ألف صحن حلواء.

.ذهبي، سير أعلام النبلاء، ১৬ : ২৭৪، ২৭৫ .২-ذهبي، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (৬৩০৬২১ - ٠)، ৪৫ : ৪০২ – ৪০৫

ইমাম যাহাবী এই কিতাবে সুলতান সালাহউদ্দিন আয়্যুবির (৫৩২-৫৮৯ হিঃ মোতাবেক ১১৩৮-১১৯৩ খ্রীঃ) ভগ্নিপতি আরবুলের বাদশাহ সুলতান মুজাফ্‌ফর উদ্দিন আবু সাঈদ কাওকুবরা (মৃত্যু ৬৩০ হিঃ) সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছেন এবং

তাঁর বহু প্রশংসা ও খ্যাতি বর্ণনা করেছেন। বাদশা আবু সাঈদ কাওকুবরা অধিক দান-খয়রাতকারী এবং মেহমান নাওয়াজ ছিলেন। তিনি সার্বক্ষণিক রুগ্ন এবং অন্ধদের জন্য চারটি আবাসস্থল নির্মাণ করেছিলেন এবং প্রত্যেক সোমবার ও বৃহস্পতিবারে তাদের সাথে মোলাকাত করতে গমন করতেন এবং তাদের হাল-অবস্থা জিজ্ঞেস করতেন। অনুরূপভাবে বিধবা মহিলা, এতীম ও লাওয়ারিশ শিশুদের জন্য পৃথক পৃথক আবাসস্থল নির্মাণ করেছিলেন। তিনি রোগীদের পরিচর্যার জন্য নিয়ম মাফিক হাসপাতালে গমন করতেন। তিনি মাদ্রসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর সূফীদের জন্য বহু খানকাহ নির্মাণ করেছেলিন। ইমাম যাহাবী লিখেছেন যে, সুলতান মুজাফ্‌ফর উদ্দিন ছিলেন সুন্নী আকীদায় বিশ্বাসী, নেক অন্তর বিশিষ্ট ও মুত্তাকী। তিনি এই ঘটনা স্বীয় দু'টি কিতাবে (ক) সীয়ারু আলামিন নুবালা এবং (খ) তারিখুল ইসলামি ওয়া ওয়াকিয়াতিল মাশাহিরি ওয়াল আলামি-এর মধ্যে বিস্তারিত লিখেছেন।

ইমাম যাহাবী মালিক মুজাফ্‌ফর উদ্দিনের মীলাদ অনুষ্ঠান উদযাপনের ব্যাপারে লিখেছেন যে, "এমন কোন শব্দ পাইনি, যদ্দারা মালিক মুজাফ্‌ফর উদ্দিনের মীলাদ অনুষ্ঠান আয়োজনের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পেশ করা যায়। এই মাহফিলে যোগদান করার জন্য জাযিরাতুল আরব এবং ইরাক হতে দলে দলে লোক আগমন করত। অসংখ্য গরু, উট এবং ছাগল যবেহ করা হত এবংনানা প্রকারের খাদ্য তৈরী করা হত। তিনি সুফিয়ায়ে কেরামের জন্য বহু উপহার সামগ্রী ও উপঢৌকন প্রস্তুত করতেন এবং বক্তাগণ সুবিশাল ময়দানের জনসমুদ্রের মধ্যে ওয়াজ-নসিয়ত করতেন। তিনি প্রচুর মাল-সম্পদ দান খয়রাত করতেন। ইবনে দাহ্‌ইয়া নামক বিখ্যাত এক আলেম তার জন্য 'মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' শিরোনামে একটি কিতাব লিখেছিলেন। তিনি লেখককে এক হাজার দীনার প্রদান করেছিলেন। তিনি ছিলেন চিন্তাশীল ও পরিপূর্ণ সুন্নী আকিদার অনুসারী। তিনি ফুকাহা ও মুহাদ্দেসীনদেরকে খুবই মহব্বত করতেন। ছিবতুল যুজী বলেছেন, শাহ একই সাথে সূফীদের খানকাতে

কাজের জন্য দু'লাখ দীনার ব্যয় করতেন। এই মাহফিলে অংশগ্রহণকারী জনৈক ব্যক্তি বলেছেন, তাঁর এই মীলাদ মাহফিলে অংশগ্রহণকারী অতিথিদের অভ্যর্থনার জন্য ১০০ সুসজ্জিত অশ্বারোহী বাহিনী উপস্থিত থাকত। আমি তাঁর দস্তরখানের উপর পাঁচ হাজার ভুনা ছাগল ও দশ হাজার ভুনা মুরগি, এক লাখ দুগ্ধভরা মাটির পেয়ালা এবং ত্রিশ হাজার মিঠাইয়ের বাটি দেখতে পেয়েছি।"[১০৪]

---

[১০৪] ১ যাহাবী: হয়া ওয়াফিয়াতিল মাশাহিরে ওয়াল আ'লামি ৬২১-৬৩০ হিঃ , খণ্ড ৪৫, পৃষ্ঠা নং ৪০২-৪০৫।।
সিয়াতে ইউলাউন নুবালা ১২খণ্ড ২৭৪-৫ ,

ইমাম বুরহানুদ্দীন বিন জুমায়া (৭২৫-৭৯০ হিঃ)

ইমাম বুরহানুদ্দীন আবু ইসহাক ইবরাহিম বিন আবদুর রহীম বিন ইবরাহীম বিন জুমায়া আশ শাফেয়ী (১৩২৫-১৩৮৮ খ্রীঃ) একজন নামকরা কাজী ও মুফাসসীর ছিলেন। তিনি দশ খণ্ডে সমাপ্ত কোরআনুল কারীমের তাফসীর লিখেছেন। মোল্লা আলী ক্বারী (মৃত্যু ১০১৪ হিঃ) 'আল মাওরিদুর রাভী মাওলাদিন নাবাবী কিতাবে মীলাদ শরীফ সংক্রান্ত স্বীয় কর্মকাণ্ড সম্পর্কে লিখেছেন-

فقد اتصل بنا أن الزاهد القدوة المعمر أبا إسحاق إبراهيم بن عبد الرحيم بن إبراهيم جماعة لما كان بالمدينة النبوية علي ساكنها أفضل الصلاة وأكمل التحية كان يعمل طعاماً في المولد النبوي، ويطعم الناس، ويقول : لو تمكنت عملت بطول الشهر كل يوم مولدا

বিশ্বস্ত সূত্রে আমি শুনতে পেয়েছি যে, যাহেদ ও বয়স্কদের শ্রদ্ধাবাজন আবু ইসহাক বিন ইবরাহীম বিন আবদুর রহীম যখন মদীনাতুন্নবীতে অবস্থান করছিলেন (আল্লাহপাক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময় আহার্য বস্তু প্রস্তুত করে লোকজনকে আহার করাতেন এবং এ কথা বলতেন যে, যদি আমার সামর্থ্য থাকত তাহলে পুরো মাস মীলাদ মাহফিলের আয়োজন করতাম। [১৫৫]

ইমাম আবু আব্দুল্লাহ বিন আল-হাজ-আল -মালেকী

ইমাম আবু আবদুল্লাহ বিন আল-হাজ-আলমালেকী (মৃত্যু-১৩৩৬ খ্রী) পবিত্র মীলাদ সর্ম্পকে লিখেন

ابو عبد الله ابن الحاج محمد بن محمد بن محمد المالكى (م ٩٣٩) :أشار عليه الصلاة والسلام إلي فضيلة هذا الشهر العظيم بقوله للسائل الذي سأله عن صوم يوم

মীলাদুন্নবী- ড.তাহির আল কাদরী পৃষ্ঠা ৬২০
[১৫৫] ১ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ১৭।

الاثنين، فقال له عليه الصلاة والسلام : ذلك يوم ولدت فيه.

فتشريف هذا اليوم متضمن لتشريف هذا الشهر الذي ولد فيه، فينبغي أن نحترمه حق الاحترام ونفضله بما فضل الله به الأشهر الفاضلة، وهذا منها لقوله عليه الصلاة والسلام : أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ولقوله عليه الصلاة والسلام : آدم ومن دونه تحت لوائي.

وفضيلة الأزمنة والأمكنة بما خصّها الله تعالي من العبادات التي تفعل فيها، لما قد علم أن الأمكنة والأزمنة لا تتشرف لذاتها، وإنما يحصل لها التشريف بما خصّت به من المعاني. فانظر رحمنا الله وإيّاك إلي ما خصّ الله تعالي به هذا الشهر الشريف ويوم الاثنين. ألا تري أن صوم هذا اليوم فيه فضل عظيم لأنه صلي الله عليه وآله وسلم ولد فيه؟

فعلي هذا فينبغي إذا دخل هذا الشهر الكريم أن يكرّم ويعظّم ويحترم الاحترام اللائق به وذلك بالاتّباع له صلي الله عليه وآله وسلم في كونه كان يخصّ الأوقات الفاضلة بزيادة فعل البر فيها وكثرة الخيرات. ألا تري إلي قول البخاري : كان رسول الله صلي الله عليه وآله

وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان. فنمتثل تعظيم الأوقات الفاضلة بما امتثله على قدر استطاعتنا.

فإن قال قائل : قد التزم عليه الصلاة والسلام في الأوقات الفاضلة ما التزمه مما قد علم، ولم يلتزم في هذا الشهر ما التزمه في غيره. فالجواب : أن المعني الذي لأجله لم يلتزم عليه الصلاة والسلام إنما هو ما قد عُلم من عادته الكريمة في كونه عليه الصلاة والسلام يريد التخفيف عن أمته، والرحمة لهم سيّما فيما كان يخصّه عليه الصلاة والسلام.

ألا تري إلي قوله عليه الصلاة والسلام في حق حرم المدينة : اللّهم! إن إبراهيم حرّم مكة، وإني أحرّم المدينة بما حرّم به إبراهيم مكة ومثله معه؟ ثم إنه عليه الصلاة والسلام لم يشرّع في قتل صيده ولا في قطع شجره الجزاء، تخفيفاً علي أمته ورحمة لهم، فكان عليه الصلاة والسلام ينظر إلي ما هو من جهته. . . وإن كان فاضلاً في نفسه يتركه للتخفيف عنهم.

ابن الحاج مالكى :فإن قال قائل : ما الحكمة في كونه عليه الصلاة والسلام خصّ مولده الكريم بشهر ربيع

الأول وبيوم الاثنين منه علي الصحيح والمشهور عند أكثر العلماء، ولم يكن في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وفيه ليلة القدر، واختص بفضائل عديدة، ولا في الأشهر الحرم التي جعل الله لها الحرمة يوم خلق السموات والأرض ولا في ليلة النصف من شعبان، ولا في يوم الجمعة ولا في ليلتها؟ فالجواب من أربعة أوجه

:الوجه الأول : ما ورد في الحديث من أن الله خلق الشجر يوم الاثنين. وفي ذلك تنبيه عظيم وهو أن خلق الأقوات والأرزاق والفواكه والخيرات التي يتغذي بها بنو آدم ويحيون، ويتداوون وتنشرح صدورهم لرؤيتها وتطيب بها نفوسهم وتسكن بها خواطرهم عند رؤيتها لاطمئنان نفوسهم بتحصيل ما يبقي حياتهم علي ما جرت به العادة من حكمة الحكيم سبحانه وتعالي فوجوده صلي الله عليه وآله وسلم في هذا الشهر في هذا اليوم قرّة عين بسبب ما وجد من الخير العظيم والبركة الشاملة لأمته صلوات الله عليه وسلامه.

الوجه الثاني : أن ظهوره عليه الصلاة والسلام في شهر ربيع فيه إشارة ظاهرة لمن تفطن إليها بالنسبة إلي اشتقاق لفظة ربيع إذ أن فيه تفاؤلاً حسنًا ببشارته لأمته عليه الصلاة والسلام والتفاؤل له أصل إشار إليه عليه الصلاة

والسلام. وقد قال الشيخ الإمام أبو عبد الرحمن الصقلي : لكل إنسان من اسمه نصيب .

الوجه الثالث : أن فصل الربيع أعدل الفصول وأحسنها.

الوجه الرابع : أنه قد شاء الحكيم سبحانه وتعالي أنه عليه الصلاة والسلام تتشرف به الأزمنة والأماكن لا هو يتشرف بها بل يحصل للزمان والمكان الذي يباشره عليه الصلاة والسلام الفضيلة العظمي والمزية علي ما سواه من جنسه الا ما استثني من ذلک لأجل زيادة الأعمال فيها وغير ذلک. فلو ولد صلي الله عليه وآله وسلم في الأوقات المتقدم ذكرها لكان ظاهره يوهم أنه يتشرف

بها .১.ابن الحاج، المدخل إلي تنمية الأعمال بتحسين النيات والتنبيه علي كثير من البدع المحدثة والعوائد المنتحلة، ২ : ২৬ – ২. سيوطي، حسن المقصدفي عمل المولد : ৬৭، ৬৮ .৩. سيوطي، الحاوي للفتاوي : ০৭ .৪.نبهاني، حجة الله علي العالمين في معجزات سيد المرسلين صلي الله عليه وآله وسلم২৩৮ :

ইমাম আবু আব্দুল্লাহ বিন আল-হাজ-আলমালেকী (মৃত্যু ১৬৩৬ খ্রীঃ) স্বীয় কিতাব 'আল মুদখালু ইলা হানমিয়াতিল আমালি বিতাহছিনিন্ নিয়্যাতি ওয়াত্ তাম্বিহ আলা কাছিরিম মিনাল বিদয়িল্ মুহদাছাতি ওয়াল আওয়াইছিল মুন্তাহিল্লাহি'-এ মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ফযিলত বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন:

হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় বেলাদতের মর্যাদাপূর্ণ মাসের শ্রেষ্ঠত্বকে একজন প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তরের যে ব্যক্তি সোমবার দিন রোজা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল, বলেছেন: "এটা সেই দিন, যেদিন আমার বেলাদত হয়েছে।" সুতরাং এই দিনের মর্যাদার কারণে এই মাসের (রবিউল আউয়াল) শ্রেষ্ঠত্ব

অনুধাবন করা যায়, যে মাসে তাঁর বেলাদত হয়েছে। তাই, আমাদের উচিত, এই মাসকে যথাযোগ্য সম্মান করা এবং এই মাসকে সেই বস্তুর সাথে মর্যাদা প্রদান করা, যে বস্তুর সাথে আল্লাহ ফযিলতপূর্ণ মাসগুলোকে ফযিলত প্রদান করেছেন। এরই প্রেক্ষিতে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "আমি আদম সন্তানের সর্দার, কিন্তু এতে কোন অহংকার নেই।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন, "রোজহাশরে হযরত আদম (আঃ)-সহ সকলেই আমার ঝান্ডার নীচে অবস্থান করবে।"

কালামসমূহ ও স্থানসমূহের আজমত ও ফযিলত সেই সকল ইবাদতসমূহের কারণে নির্মীত হয়, সেগুলো সেই কালে বা স্থানসমূহে অনুষ্ঠিত ও সম্পাদিত হয়। যেমন এ কথা আমাদের জানা আছে যে, স্থানের বা কালের পৃথক কোন মর্যাদা ও ফযিলত নেই। বরং সেইগুলোর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার কারণ হচ্ছে ঐ সকল বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী যেগুলোর দ্বারা সেই স্থান বা কালকে বিভূষিত করা হয়েছে। সুতরাং এ বিষয়ে চিন্তা করে দেখ যে, আল্লাহ পাক আমাদেরকে ও তোমাদেরকে স্বয়ং রহমতের দ্বারা সুষমামন্ডিত করেছেন। আর এই কারণেই আল্লাহ পাক এই মাসকে এবং সোমবার দিনকে শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদাবান করেছেন। তবে কি তুমি লক্ষ্য কর না যে, সোমবার দিন রোজা রাখা বড়ই ফযিলতপূর্ণ আমল। কেননা, হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বেলাদত এই দিনেই হয়েছে। তাই, এটা জরুরি যে, যখন এই মুবারক মাস আগমন করবে তখন বৃহত্তর পরিসরে এই মাসের তাজীম ও তাকরীম এবং সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা, যা এই মাসের একান্ত হক বা অধিকার। এর সুবর্ণ দিক হলো- রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুন্দরতম আদর্শগুলো অনুসরণ করা, অনুকরণ করা, নিজেদের জীবন ও কর্মপ্রবাহের তা বাস্তবায়িত করা।এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যিনি বিশেষ শ্রেষ্টত্বের ধারক ও বাহক, এই দিনগুলোতে বেশী বেশী নেক আমল করেছেন এবং অধিক পরিমাণে দান-খয়রাত করেছেন। আর তুমি কি (হযরত আবুদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে) ইমাম বুখারীর (রহঃ) বর্ণিত এই বাণীটি লক্ষ্য করনি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মঙ্গল ও পূণ্যকর্ম সম্পাদনে সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক দানশীল ও মহানুভব ছিলেন এবং রমজান মাসে তিনি বহু দানশীলতা ও মহানুভবতা প্রদর্শন করতেন। এই ভিত্তিতে যে, তিনি ফযিলত পূর্ণ সময়গুলোকে খুবই ইজ্জত করতেন। এ জন্য আমাদেরও উচিত ফযিলতের ধারক সময়গুলোর (যেমন রবিউল আউয়াল মাস) মাধ্যমত সম্মান ও মার্যাদা রক্ষায় যত্নবান হওয়া এবং নেক আমল ও দান-খয়রাতের মাধ্যমে এই মাসের মর্যাদাকে অধিকতর বুলন্দ করা।

যদি কেউ এই প্রশ্ন করে যে, হুযুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফযিলতপূর্ণ সময়গুলোকে ইজ্জত ও সম্মান করতেন, যা উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে জানা যায়। কিন্তু তিনি স্বয়ং যে মাসে জন্ম গ্রহণ করেছেন (এবং যে মাসে তাঁর বেলাদত হয়েছে) সেই মাসকে তিনি অন্যান্য ফযিলতপূর্ণ মাসের মত অধিক মর্যাদা প্রদর্শন করেননি কেন? একথার উত্তর হচ্ছে এই যে, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতের আসানী ও সহজীকরণের প্রতি খুবই খেয়াল রাখতেন। বিশেষ করে সেই সকল বিষয়ে যা তার ব্যক্তি সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল, সেগুলোকে তিনি যথাসম্ভব ফলাও করে প্রচার করতেন না। তিনি এ জন্য স্বীয় ব্যক্তি সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়টিকে প্রাধান্য সহকারে উপস্থাপনও করতেন না। তুমি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মদীনা মুনাওয়ারার মর্যাদা সংক্রান্ত বাণীর প্রতি লক্ষ্য করোনি? তিনি ইরশাদ করেছেন: হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মক্কা মোকাররমাকে হারাম অর্থাৎ মর্যাদাপূর্ণ স্থান (যেখানে রক্তপাত, বৃক্ষনিধন, শিকার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ) হিসেবে ঘোষণা করেছেন। আর হে আল্লাহ! আমি মদীনা মুনাওয়ারাকে ইহার মতো হারাম অর্থাৎ মর্যাদাপূর্ণ স্থান ঘোষণা করছি।

সে সকল বিষয়াদি মক্কা মুকাররমার মর্যাদার সাথে জড়িত আছে, সেই সকল বিষয় মদীনা মুনাওয়ারার মর্যাদার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবে এমন ঘোষণা তিনি প্রদান করেননি।

বরং তিনি উম্মতের জন্য সহজতর ও রহমত প্রদর্শনের নিমিত্তে মদীনা মুনাওয়ারার সীমানার মধ্যে শিকার করা ও বৃক্ষ কাটার কোন শাস্তি নির্ধারণ করেননি। হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কিত কাজকে ফযিলতপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও আসানী এবং সহজতর করার জন্য বিশেষভাবে উল্লেখ করতেন না। বস্তুতঃ উম্মতের সামগ্রিক কল্যাণকামীতাই ছিল তাঁর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তাঁর ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বকের তিনি কখনও প্রাধান্য দেননি।

ইবনুল হাজ্ব আল মালেকী অন্য এক স্থানে উল্লেখ করেছেন: "যদি কোন ব্যক্তি হুযুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রবিউল আউয়াল মাসের সোমবার দিন জন্মগ্রহণের হেকমত সম্বন্ধে প্রশ্ন করে যে, তাঁর জন্ম রমজানুল মুবারকে যা কুরআন নাজিলের মাস এবং এতে লাইলাতুল কদর রয়েছে কিংবা অন্যান্য মর্যাদপূর্ণ মাসে কিংবা শ্রেষ্ঠতম শাবান মাসে এবং জুমার দিন কেন হয়নি? তবে, এই প্রশ্নের উত্তর চারটি পর্যায়ে ও দিক থেকে প্রদান করা যায়। যথা:

১। হাদীসের ভান্ডার হতে জানা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা সোমবার দিন সকল বৃক্ষ-লতা সৃষ্টি করেছেন। এতে একটি সূক্ষ্ম দিক নির্দেশনা প্রচ্ছন্ন রয়েছে। তাহলো এই যে সোমবার দিন আল্লাহ তাআলা খাদ্য, রিজিক, রুজি, ফল-ফসলাদি এবং অন্যান্য দান-খয়রাতের বস্তুসমূহ পয়দা করেছেন। যার দ্বারা মানব ও প্রাণীকূল খাদ্য গ্রহণ করতে পারে এবং জীবন চালনা করতে পারে এবং এগুলোকে ঔষুধ হিসেবেও ব্যবহার করতে পারে। আর এগুলোকে প্রত্যক্ষ করে অন্তরকে সম্প্রসারিত করতে পারে (অন্তরে শান্তি ও খুশী পয়দা হয়) এবং এগুলোকে সাহায্যে তাদের মনে খুশী ও আনন্দের বন্যা প্রবাহিত হয় এবং আত্মিক প্রশান্তি ও স্থিরতা অর্জিত হয়। কেননা (এগুলোর দ্বারা) এ সকল বস্তু অর্জন করে, যার উপর মানুষের জীবন চালনা নির্ভরশীল এবং প্রতিটি মানুষ শান্তি লাভ করেও স্বস্তি পায়। যেমন আল্লাহ তাআলার শাশ্বত বিধান এই যে, তিনি (এ সকল বস্তুর দ্বরা জীবনকুলকে জীবিত রেখেছেন) স্থিতিশীলতা প্রদান করেছেন। সুতরাং তাঁর পবিত্র সত্তা এই বরকতময় মাসে এবং বরকতপূর্ণ দিনে আবির্ভূত হয়েছে, যা চক্ষু শীতলকারী, মন ও হৃদয়কে তৃপ্তিদানকারী। যার আগমনের দ্বারা উম্মতের মুহাম্মদীও কুলমাখলুকাতকে বৃহত্তর কল্যাণ ও শ্রেষ্ঠতর নেয়ামতের দ্বারা বিভূষিত করা হয়েছে।

২। নিঃসন্দেহে হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রবিউল আউয়াল মাসে এই ধূলার ধরণীতে আগমন করার মাঝে এই দিকের ইশারা পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক সচেতন ও জ্ঞানী ব্যক্তিই যেন আরবী 'রবী' শব্দটির উৎপত্তি, অর্থ ও মর্মের ব্যাপারে চিন্তা করে গবেষণা করে। কেননা, 'রবী' শব্দটির উৎপত্তির (বসন্ত কাল) মধ্যেও একটি নেক লক্ষ্যমাত্রা ও কল্যাণকর অভিযাত্রা লক্ষ্য করা যায়। তন্মধ্যে একটি কল্যাণকর লক্ষ্যমাত্রা এই যে, এই মাসে উম্মতে মোহাম্মদীকে খোশ-খবরী প্রদান করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমন সৃষ্টি জগতের জন্য রহমতস্বরূপ। আর প্রত্যেক পূণ্যময় লক্ষ্যমাত্রার একটি আসল বা মূল অধিষ্ঠান থাকে, যার দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং ইশারা করেছেন। আবু আবদুর রহমান ছাকালী বর্ণনা করেছেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তার নামের মধ্যে কল্যাণকর লক্ষ্যমাত্রার একটি অংশ রাখা হয়েছে। অর্থাৎ তার নামের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া তার ব্যক্তি সত্তার মধ্যেও প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে থাকে।

৩। এর একটি কারণ এই যে, 'রবী' (বসন্তকাল) সকল বস্তুর মধ্যে সর্বোত্তম আরামপ্রদ, মধূ পরিবেশ, মনোরম ও চিত্তাকর্ষক হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শরীয়ত ও অন্যান্য সকল নবী ও রাসূলগণের শরীয়তের তুলনায় উপযোগী, মাধ্যম পন্থা সম্বলিত এবং সহজ ও আসান।

৪। নিঃসন্দেহে আল্লাহপাকের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় এ ছিল যে, হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সৌভাগ্যময় অস্তিত্বের দ্বারা সকল স্থান ও কাল, সম্মান ও মর্যাদা লাভ করুক। কিন্তু স্থান ও কাল দ্বারা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মর্যাদাবান হোক, একটি অনভিপ্রেত ছিল না। বরং যে স্থান ও কালে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমন ঘটেছে, সে স্থান ও কালের মর্যাদা ও সম্মান অন্যান্য স্থান ও কাল হতে শ্রেষ্ঠতর ও মর্যাদাপূর্ণ এবং সে স্থান ও কালের কারণেই অন্যান্য স্থান ও কাল সম্মান ও মর্যাদা লাভে ধন্য হয়েছে। আর সে বিশেষ স্থান ও কালে অধিক হারে নেক আমল করাই শ্রেয় এবং কল্যাণকর। কোন স্থান এবং কালের নিজস্ব কোন মর্যাদা নেই। বরং সেই স্থান এবং কালে আগত কোন ব্যক্তি বা সত্তার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণেই তা সম্মান এবং মর্যাদা লাভের যোগ্য হয়। যেমন কোন মর্যাদাশীল ব্যক্তির আগমনের কারণে কোন স্থান বা কাল স্মরণীয় ও উল্লেখ্যযোগ্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। এটা স্থান এবং কালের মর্যাদা নয়, বরং মর্যাদাপূর্ণ সত্তার আগমনের কারণেই স্থান এবং কাল সম্মানের অধিকারী হয়।[১৫৬]

ইমাম মুহাম্মদ বিন আবি ইসহাক বিন ইবাদ আন নাফিজি অফাৎ ৭৩৩/৮০৫ হিজরী

ইমাম মুহাম্মদ বিন আবি ইসহাক বিন ইবাদ আন নাফিজি অফাৎ ৭৩৩/৮০৫ হিজরী আল মি'আরুল মাগরিব ও আল জামিউল মাগরিব গ্রন্থদ্বয়ে আফ্রিকাবাসী স্পেনবাসী উলামা গনের ফতওয়ায় ২৭৮ পৃ: ১১তম খন্ডে পবিত্র মীলাদ সম্পর্কে লিখেন-

وسئل الولي العارف بالطريقة والحقيقة أبو عبد الله بن عباد رحمه الله ونفع به عما يقع في مولد النبي صلى الله عليه وسلم من وقود الشمع وغير ذلك لأجل الفرح والسرور بمولده عليه السلام.

فأجاب :الذي يظهر أنه عيد من أعياد المسلمين، وموسم من مواسمهم، وكل ما يقتضيه الفرح والسرور بذلك

১৫৬ ইবনুল হাজ্জ: আলমুদখালু ইলা তানমিয়াতিল আমালি বিতাহছিনিন নিয়্যাতি ওয়াহ ছানিয়্যাতি আল কাফ্হিম মিনাল বিদয়ীল মুহদাছাতি ওয়াল আওয়াইদিল মুনতাহিল্লাতি, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা নং ২৬-২৯; ৯২: সুয়ূতি: হুছনুল মাকছাদি ফী আমলিল মাওলাদি: পৃষ্ঠা

المولد المبارك، من إيقاد الشمع وإمتاع البصر، وتنزه السمع والنظر، والتزين بما حسن من الثياب، وركوب فاره الدواب؛ أمر مباح لا ينكر قياساً على غيره من أوقات الفرح، والحكم بأن هذه الأشياء لا تسلم من بدعة في هذا الوقت الذي ظهر فيه سر الوجود، وارتفع فيه علم العهود، وتقشع بسببه ظلام الكفر والجحود، يُنكَر على قائله، لأنه مقْتٌ وجحود.

وادعاء أن هذا الزمان ليس من المواسم المشروعة لأهل الإيمان، ومقارنة ذلك بالنيروز والمهرجان، أمر مستثقل تشمئز منه النفوس السليمة، وترده الآراء المستقيمة.

প্রখ্যাত ওলি ও বিশিষ্ট আলেম আবু আব্দিল্লাহ বিন ইবাদ (রহ) কে মীলাদ মাহফিলের অনুষ্ঠানে বাতি জ্বালালো ও খুশি প্রকাশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে তিনি বলেন,

তা মুসলমানদের ঈদ সমূহের একটি ঈদ এবং তা মুসলামানদের উৎসব সমূহের একটি ঈদ এবং তা মুসলমানদের উৎসব সমূহের একটি। এ শুভ জন্ম দিনে উল্লাস ও উৎফুল্লতাই বাঞ্ছনীয়। দৃষ্টির তৃপ্তিতে বাতি জালানো, শ্রবণ তৃপ্ততা গীতি কাব্য ও উত্তম পোষাক। পরিধান, অথবা ঘোড়দৌড়া তা অবশ্যই জায়েজ। কোন সন্দেহ নেই। স্বাভাবিক বিবেচনায় জায়েজ। অন্যান্য খুশীর চেয়ে তা অবশ্যাই গুরুত্ববহ। তার হুকুম হচ্ছে: যে দিনে কুল কায়েনাতের গুপ্তভেদ প্রকাশিত হল- সে দিনের এসব খুশী কখনো বিদ্আত হতে পারেনা। কেননা এদিনেই তো গুপ্ত ভাণ্ডার উম্মোচিত হয়েছিল, নুরের জ্যোতি বিকরিত হয়েছিল, বাতিল ও কুফরের ধ্বজা অস্তানীত হয়েছিল। তাইতো মুমিনকে উজ্জীবিত হতে হয়, উৎফুল্ল হতে হয়। যার অন্তরে যাদের রয়েছে বিদ্বেষ তারাই হয় মর্মাহত।[১৫৭]

১৫৭ আল মি'আরুল মাগরিব ও আল জামিউল মাগরিব গ্রন্থদ্বয়ে আফ্রিকাবাসী স্পেনবাসী উলামা গনের ফতওয়ায় ২৭৮ পৃ: ১১তম খন্ডে

শায়খুল ইসলাম সিরাজ উদ্দীন বালকিনি (রহঃ)

শায়খুল ইসলাম সিরাজ উদ্দীন বালকিনি (রহ) অফাৎ ৭২৪ হিজরী। আল্লামা মাকরিযি রচিত আল মাওয়াইজ ওয়াল ইতিবার পৃ: ১৬৭ পবিত্র মীলাদ সম্পর্কে লিখেন-

فلما كانت أيام الظاهر برقوق عمل المولد النبويّ بهذا الحوض في أول ليلة جمعة من شهر ربيع الأول في كلّ عام فإذا كان وقت ذلك ضربت خيمة عظيمة بهذا الحوض وجلس السلطان وعن يمينه شيخ الإسلام سراج الدين عمر بن رسلان بن نصر البلقيني ويليه الشيخ المعتقد إبراهيم برهان الدين بن محمد بن بهادر بن أحمد بن رفاعة المغربيّ ويليه ولد شيخ الإسلام ومن دونه وعن يسار السلطان الشيخ أبو عبد الله محمد بن سلامة التوزريّ المغربيّ ويليه قضاة القضاة الأربعة وشيوخ العلم ويجلس الأمراء على بعد من السلطان فإذا فرغ القراء من قراءة القرآن الكريم قام المنشدون واحدًا بعد

আল আদিল্লাতু ফি জাওয়াজিল ইহতিফালি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম http: / / www.2ho2.com

আল আদিল্লাতু সাবিরাতু ফি জাওয়াজিল ইহতিফালি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / www.alsunna.org

আল আদিল্লাতু সুফিয়া ফি জাওয়াজিল ইহতিফালি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / hitsk.in

আলাআলিম্ব ছানিয়া ফি মাসরুআতি মাওলিদু খাইরিল বারিয়্যাহ্ শাইখ উছমান বিন উমর

আক্বালিদুল কাইয়্যিম ফি ইহতেফালু বি মাওলিদিল কারিম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম https: / / mujdah. maktoob. com

জমহুরুল উলামায়িল আহলিসসুন্নাহ ইসলামীয়াহ মারা বাওয়াখিল আমালুল মাওলুদ, "http: / / www. startimes.com

واحد وهم يزيدون على عشرين منشدًا فيدفع لكل واحد منهم صرّة فيها أربعمائة درهم فضة ومن كلّ أمير من أمراء الدولة شقة حرير فإذا انقضت صلاة المغرب مدّت أسمطة الأطعمة الفائقة فأكلت وحمل ما فيها ثم مدّت أسمطة الحلوى السكرية من الجواراشات والعقائد ونحوها فتُؤكل وتخطفها الفقهاء ثم يكون تكميل إنشاد المنشدين ووعظهم إلى نحو ثلث الليل فإذا فرغ المنشدون قام القضاة وانصرفوا وأقيم السماع بقية الليل واستمرّ ذلك مدّة أيامه ثم أيام ابنه الملك الناصر فرج.(المواعظ والاعتبار" ج৩ ص১৬৭

শায়খুল ইসলাম সিরাজ উদ্দীন বালকিনি (রহ) অফাৎ ৭২৪ হিজরী। আল্লামা মাকরিযি রচিত আল মাওয়াইজ ওয়াল ইতিবার পৃ: ১৬৭ খন্ডত ৩এ- দেখা যায়। এ ধরায় যখন নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমনের দিনগুলি আসে, রবিউল আউয়াল মাসের প্রথম শুক্রবার রাতে বিশাল শামিআন টানিয়ে এক ঝক ঝামক পূর্ণ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। বাদশাহ ডানে ও বামে আসন গ্রহন করেন শায়খ সিরাজ উদ্দীন বিন উমর বিন রাসলান বিন নছর বালকিনি। তার পিছে সমাসীন হন শায়খ মুতাকিদ ইবরাহীম বুরহান উদ্দীন বিন মুহাম্মদ বিন বাহাদুর বিন রিফাআ আল মাগরিবী, তার পেছনে বসেন শায়খুল ইসলামের ছেলে। অন্যনা বাদশাহের আস পাশে শায়খ আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ বিন ছালামাহ তুজরী মাগরিবী ও তার পেছনে চার মাযহাবের কাজীগন ও অন্যান্য আলেম উলামা আসন গ্রহণ করেন। আমির উমরাহগণ এর পর বসতেন।

অতঃপর কুরআন শরীফ থেকে তেলাওয়াত শেষে কবি ও আবৃত্তিকারগণ একের পর এক নাআত পরিবেশন করতে থাকেন। ২০ জনের ও অধিক কবির সমাগম হত সর্বদা। কবিদের নানা উপহার দেয়া হত। শত শত দিরহামের থলে তাদের প্রতি ছুঁড়ে দেয়া হত। আমীর উমরাহ যে যত পারে মর্মে দান দক্ষিণা করতেন। এমত

শুক্রবার সারাদিন চলত। শুক্রবার মাগরিবের নামাজ শেষে সকলের তরে ভোজনের আয়োজন করা হত। সুস্বাদু সকল প্রকার খাবারে সমাহার থাকত। মিষ্টি বিতরণ করা হত। অনুষ্ঠান অবীরত থাকত্ যখন আবৃত্তিকারের গাওয়া শেষ হত এবং রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হত তখন আমীর ওমরাগন ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরতেন। এমত রবিউল আউয়াল সারাটি মাস নিরন্তর অনুষ্ঠান চলতে থাকতো। তদানীন্তন বাদশাহ ও তাঁর ছেলে মালিক নাসেরে আমলেও এরূপ হত। [১৫৮]

৭ম ও ৮ম শতাব্দীর চার মাযহাবের উলামায়ে কেরাম ও রাজা বাদশাহের সময়ে মীলাদ শরীফ

قال العلامة المقريزي في كتابه "المواعظ والاعتبار" ج٣ ص١٦٧ فلما كانت أيام الظاهر برقوق عمل المولد النبويّ بهذا الحوض في أوّل ليلة جمعة من شهر ربيع الأول في كلّ عام فإذا كان وقت ذلك ضربت خيمة عظيمة بهذا الحوض وجلس السلطان وعن يمينه شيخ الإسلام سراج الدين عمر بن رسلان بن نصر البلقيني ويليه الشيخ المعتقد إبراهيم برهان الدين بن محمد بن بهادر بن أحمد بن رفاعة المغربيّ ويليه ولد شيخ الإسلام

[১৫৮] আল মাওয়াইজ ওয়াল ইতিবার পৃ: ১৬৭ আনবাইল গুমার পৃঃ ৫৬২, খন্ড, ০২ ইবনে হাজর আসকালানী রহ।
আল আদিল্লাতু ফি জাওয়াজিল ইহতিকারি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম http: / / www.2ho2.com
আল আদিল্লাতু সারিয়াতু ফি জাওয়াজিল ইহতিকারি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / www.alsunna.org
আল আদিল্লাতু সুফিয়া ফি জাওয়াজিল ইহতিকারি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / hitsk.in
আলাআলিয়্যু ছানিয়া ফি মাসরুআতি মাওলিদু খাইরিল বারিয়্যাহু শাইখ উছমান বিন উমর
আদ্দালিলুল কাইয়্যুম ফি ইহতেফালু বি মাওলিদিল কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম https: / / majdah. maktoob. com
জমহুরুল উলামায়িল আইয়িম্মাতুল ইসলামীয়াহ মাস্রা মাওয়াযিল জামালুল মাওলুদ. "http: / / www startimes.com

ومن دونه وعن يسار السلطان الشيخ أبو عبد الله محمد بن سلامة التوزريّ المغربيّ ويليه قضاة القضاة الأربعة وشيوخ العلم ويجلس الأمراء على بعد من السلطان فإذا فرغ القراء من قراءة القرآن الكريم قام المنشدون واحدًا بعد واحد وهم يزيدون على عشرين منشدًا فيدفع لكل واحد منهم صرّة فيها أربعمائة درهم فضة ومن كلّ أمير من أمراء الدولة شقة حرير فإذا انقضت صلاة المغرب مدّت أسمطة الأطعمة الفائقة فأكلت وحمل ما فيها ثم مدّت أسمطة الحلوى السكرية من الجواراشات والعقائد ونحوها فتؤكل وتخطفها الفقهاء ثم يكون تكميل إنشاد المنشدين ووعظهم إلى نحو ثلث الليل فإذا فرغ المنشدون قام القضاة وانصرفوا وأقيم السماع بقية الليل واستمرّ ذلك مدّة أيامه ثم أيام ابنه الملك الناصر فرج.

وكذلك مثله ذكره جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تَغْرِيْ بَرْدِيْ في النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ج١٢ص ٧٢-٧٤

৭ম ও ৮ম শতাব্দীর চার মাযহারের উলামায়ে কেরাম ও রাজা বাদশাহের সময়ে মীলাদ শরীফ। এ সময়ের মুসলিম শাসকবর্গ, চার মাযহারের উলামা ও কাজীগণ অত্যন্ত জাকঝমক ও আন্তরিকতার সাথে মীলাদ মাহফিলের অনুষ্ঠান আয়োজন ও মীলাদুন্নবী উদযাপন করতেন।

-১৬

আল মাওয়াইযা ও ইতেবার গ্রন্থে আল্লামা মাকরিযি ৩য় খন্ড পৃ: ১৬৭৩ বলেন, যখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মানুষ্ঠান পালনের মাস রাবিউল আউয়াল এসে উপনীত হত তখন প্রতি বছরই এ মাসের প্রথম জুমুআর রাতে বিশাল শামীয়ানা টানিয়ে সুলতান সুসজ্জিত হয়ে মঞ্চে আরোহন করতেন। ডানে থাকতেন আল্লামা সিরাজ উদ্দীন উমর বিন রিসালান নাছির বালকানি তার পাশে থাকতেন ইবরাহীম বুরহান উদ্দীন বিন মুহাম্মদ রাফায়ী মাগরেবী তার পাশে অন্যান্য ইসলামী চিন্তাবীদগণ অবস্থান করতেন। সুলতানের পাশে অবস্থান করতেন শায়খ আবু আব্দুল্লাহ বিন সালামাহ তুয়াইযুরী মাগরেবী তার পাশে চার মাযহাবের প্রধান বিচারপতিগণ ও অন্যান্য আলেমগণ সহ বিশিষ্ট রাজন্য ব্যক্তিবর্গ। তেলাওয়াতে কালামে পাক শেষে একের পর এক না'ত আবৃতি কার দাঁড়াতেন। ক্রমান্বয়ে ২০ জন আবৃত্তিকারকে মুলবান ৪০০ রৌপ্য মুদ্রাকরে উপহার দিতেন। প্রত্যেক রাজন্য ব্যক্তি বর্গ তাদেরকে রেশমী চাদর উপহার দিতেন। মাগরীরের নামায শেষে সুস্বাদু খাবারের তামাদারী করা হত পরে সকলকে মিষ্টি পরীবেশন করা হত। এর পর ফকীহগণ বিভিন্ন শরই মাসাইল বর্ণনা করতেন। এরপর আবার আবৃত্তির পালা শেষে বিভিন্ন উপদেশ মূলক বয়ান করা হত। এরপর রাজন্যকার্য ও বিচার পতিগণ চলে গেলেও পুরো রাত্রি অনুষ্ঠান চলত। এ সুলতানের যুগ শেষে তার পূত্র মালিক নাসির ফরজ এর যুগেও এমনি অনুষ্ঠান করা হত। ঠিক এমনি পরবর্তীতে জামাল উদ্দীন ইউসুফীর যুগেও ছিল। ৭দিন ব্যাপি এ অনুষ্ঠানের ব্যপ্তি ছিল। [১৫৯]

---

[১৫৯] মাকরিযি ৩য় খন্ড পৃ: ১৬৭৩,
মুলুক মিশর ওয়াল কাহিরা-খন্ড-২ পৃষ্ঠা-৮২ / ৮৪
আল আদিল্লাতু ফি জাওয়াজিল ইহতিকারি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম http: / / www.2ho2.com
আল আদিল্লাতু সারিয়াতু ফি জাওয়াজিল ইহতিকারি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / www.alsunna.org
আল আদিল্লাতু সুফিয়া ফি জাওয়াজিল ইহতিকারি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / hitsk.in
আদ্দালালিহু হানিয়া ফি মাসরুআতি মাওলিদু খাইরিল বারিয়্যাহু শাইখ উছমান বিন উমর
আম্মাজিদুল কাইয়্যুম ফি ইহতেফালু বি মাওলিদিল কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম https: / / majdah. maktoob. com
জওহরুল উলামায়িল আইম্মিয়াতুল ইসলামীয়াহ মায়া যাওয়াবিল আমালুল মাওলুদ, "http: / / www. startimes.com

আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ বিন উমর বাহরুক (রহ.) খাজরামী শাফী (রহ.) অফাৎ ৮৬৯-৯৩০হিজরী

আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ বিন উমর বাহরুক (রহ.) খাজরামী শাফী (রহ.) অফাৎ ৯৩০হিঃ হাদাইকুল আনোয়ার ওয়া মাতালিউল আসরার ফি সিরাতিন নাবিইয়িল মুখতার গ্রন্থের ৫৩-৫৮ পৃষ্টা, পবিত্র মীলাদ সর্ম্পকে লিখেন-

(فحقيقٌ بيومٍ كانَ فيــه وجــودُ المــصطفى صــلى الله عليــه وسلم أَنْ يُتَّخذَ عيدًا، وخَليقٌ بوقــتٍ أســفرتْ فيــه غُرَّتُــهُ ان يُعقَد طالِعًا ســعيدًا، فــاتَّقوا اللهَ عبــادَ الله، واحــذروا عواقــبَ الذُّنوب، وتَقرَّبوا إلى الله تعــالى بتَعظــيمِ شــأن هــذا النَّبــيِّ المحبوب، واعرِفوا حُرمتَهُ عندَ عــلاَّم الغيــوب،" ذَلِــكَ وَمَــنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِــنْ تَقْــوَى الْقُلُــوبِ.(" (حــدائق الأنــوار ومطالع الأسرار فــي ســيرة النبــي المختــار (طبعــة دار المنهــاج ص(৫৩-৫৮):

এদিনের প্রকৃত অবস্থান হল, যেহেতু এদিনে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শুভ জন্ম হয়েছে সেহেতু এদিনে ঈদ উদযাপন করাই হচ্ছে প্রকৃত দাবী। এদিনের এক শুভ ক্ষনেই তো সেই আলোকিত মহামানিক্য খচিত মুবারক চেহারা এ পৃথিবী দর্শন করেছে তবে কেন ঈদ উদযাপন করা হবেনা? হে মুসলিম জনগন! আল্লাহকে ভয় করো, পাপাচারের পরিণামে শঙ্কিত হও এবং আল্লাহর হাবীবের সম্মানে এ দিনে ঈদ উদযাপন করে আল্লাহর নৈকট্য লাভে ধন্য হও। এরই সাথে তাঁর আল্লাহর কাছে তাঁর সম্মান সম্পর্কে জ্ঞাত হও। কেননা আল্লাহ বলেন, আর তাই, যে আল্লাহর নিদর্শন সমূহকে সম্মান করবে তার অন্তর দৃঢ় হবে।[১৬০]

---

[১৬০] হাদাইকুল আনোয়ার ওয়া মাতালিউল আসরার ফি সিরাতিন নাবিইয়িল মুখতার গ্রন্থের ৫৩-৫৮ পৃষ্টা
আল আদিল্লাতু ফি জাওয়াজিল ইহতিকায়ি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম http: / / www.2ho2.com
আল আদিল্লাতু সারিয়াতু ফি জাওয়াজিল ইহতিকায়ি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / www.alsunna.org

ইমাম ইবনে কাইয়্যুম (মৃঃ ৭৫১হিঃ)

والاستماع إلى صوت حسن في احتفالات المولد النبوي أو أية مناسبة دينية أخرى في تاريخنا لهو مما يدخل الطمأنينة إلى القلوب ويعطي السامع نوراً من النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى قلبه ويسقيه مزيداً من العين المحمدية مدارج السالكين ص ৪৯৮

ইমাম ইবনে কাইয়্যুম (৭৫১হিঃ) তার মাদারিজুছছালিকীন কিতাবে বলেন নবীর মিলাদ মাহফিলে সুললিত কণ্ঠস্বর শ্রবণ করা কিংবা ধর্মীয় বিষয় শ্রবণ কারর মাধ্যমে অনন্তরে প্রশান্তি লাভ হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শ্রুতাকে নূর দেওয়া হয়ে থাকে। [১৬১]

আল আদিল্লাতু সুফিয়া ফি জাওয়াজিল ইহতিফালি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়িদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / hitsk.in

আলাআলিহু ছানিয়া ফি মাসরুআতি মাওলিদু খাইরিল বারিয়্যাহ্ শাইখ উছমান বিন উমর

আফালিলুল কাইয়্যাম ফি ইহতেফালু বি মাওলিদিল কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম https: / / majdah. maktoob. com

জমহুরুল উলামায়িল আইম্মাতুল ইসলামীয়াহ মায়া যাওয়াবিল আমালুল মাওলুদ, "http: / / www. startimes.com

[১৬৩] মাদারেজুছ ছালিকিন ৪৯৮

আল আদিল্লাতু ফি জাওয়াজিল ইহতিফালি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়িদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম http: / / www.2ho2.com

আল আদিল্লাতু সারিয়াতু ফি জাওয়াজিল ইহতিফালি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়িদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / www.alsunna.org

আল আদিল্লাতু সুফিয়া ফি জাওয়াজিল ইহতিফালি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়িদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / hitsk.in

আলাআলিহু ছানিয়া ফি মাসরুআতি মাওলিদু খাইরিল বারিয়্যাহ্ শাইখ উছমান বিন উমর

আফালিলুল কাইয়্যাম ফি ইহতেফালু বি মাওলিদিল কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম https: / / majdah. maktoob. com

জমহুরুল উলামায়িল আইম্মাতুল ইসলামীয়াহ মায়া যাওয়াবিল আমালুল মাওলুদ, "http: / / www. startimes.com

ইউসুফ আশ্ শামী (রহঃ)

সিরাত সুবুলল হুদা ওয়ার রাশাদ গ্রন্থের মুসান্নিফ ইমাম ইউসুফ আশ্ শামী (রহঃ) পবিত্র মীলাদ শরীফ সর্ম্পকে লিখেন-

قال الحافظ أبو الخير السخاوي رحمه الله تعالى في فتاويه : عمل المولد الشريف لم ينقل عن أحد من السلف الصالح في القرون الثلاثة الفاضلة، وإنما حدث بعد، ثم لا زال أهل الإسلام في سائر الأقطار والمدن الكبار يحتفلون في شهر مولده صلى الله عليه وسلم بعمل الولائم البديعة، المشتملة على الأمور البهجة الرفيعة، ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات، ويظهرون السرور ويزيدون في المبرات، ويعتنون بقراءة مولده الكريم، ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم

আবুল খায়ের সাখাবি (রহঃ) তার ফাতাওয়ার কিতাবে তিনি পবিত্র মীলাদ শরীফ সর্ম্পকে লিখেন যে, মীলাদ শরীফের অনুষ্টান করার ব্যাপারটি উত্তম তিন যুগের কোন ওলামা মাসায়েখ ও বুযুর্গ লোকদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না। এ তিন যুগে মীলাদ শরীফের কোন প্রচলন ছিল না পরবর্তী যুগেও মীলাদ শরিফ অনুষ্টানের কোন প্রচলন ছিলনা। পরবর্তী কালে মীলাদ অনুষ্টানের প্রচলন হয়। গ্রাম গঞ্জে ও বড় বড় শহরে মুসলমানরা হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জন্ম মাসে মাহফিল কায়েম করেন, এ অনুষ্টান কায়েম করতে থাকেন, তারা হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম দিনে নানা ধরণের খাদ্যের ব্যবস্থা করতে সদকা করে এবং ঐ মাসটিকে খুশী ও আনন্দ প্রকাশে উৎসব মুখর করে তুলে। আর হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম বিষয়ক বর্ণনাগুলো পাঠ করে এবং ঐ দিনের ঘটনাবলী বর্ণনা করতে থাকে। ফলে তাদের মধ্যে আরও রহমত ও বরকত প্রকাশ পেতে থাকে এবং তাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার করুনা ও অনুগ্রহ নাযিল হয়। তাই ইমাম হাফেজ আবুল খায়ের ইবনে জাযরি শাইখুল কুররা (রহঃ) মীলাদ অনুষ্টানের বৈশিষ্ট বর্ণনায় বলেছেন, মীলাদ অনুষ্টানের ফলে ঐ বছরটি সারা দেশে শান্তি ও

নিরাপত্তা বিরাজ করতে থাকে। আর এ অনুষ্টানের আয়োজনের জন্য তার মকসুদ হাসিলের সুসংবাদরুপে কার্যকর হয়। [১৬২]

গ্রন্থকার আদদুররুল মুনাজ্জাম'র' আব্দুল হক এলাহবদী বলেন, রাজ রাজাদের মধ্যে ইরবলের(ইরাক) বিজিত রাজা আবু সাঈদ কাওকারী ইবনে যয়নুদ্দীন সর্ব প্রথম (রাষ্ট্রিয়ভাবে) মীলাদ অনুষ্টানের আয়োজন করেন। তিনি মহান প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন।হাফেজ ইমাদ উদ্দিন ইবনে কাছীর (রহঃ) তার তারীখ গ্রন্থে লিখেছেন যে, ইরবলের মহান রাজা রবীউল আউয়াল মাসে মীলাদুন্নবী অনুষ্টান খুব জাক জমক ভাবে পালন করতেন। সে অনুষ্টানে অগণিত লোকের সমাগম হত। ইরবলের রাজার জন্য শাইখ আবুল খাত্তাব ইবনে দাহইয়া মীলাদ বিষয়ক একখানা কিতাব রচনা করেছিলেন, তার নাম হচ্ছে "আততানবীর ফী মাওলিদে বাশীরুন নাযীর"এতে রাজা খুশি হয়ে তাকে এক হাজার দিনার উপহার দিয়েছিলেন। এ কারণে সব ইমামগন ইরবলের রাজার খুব প্রশংসা করেছেন। তাদের মধ্যে হাফেজ আবু শামাহ ও শাইখ নববীও রয়েছেন। শাইখ নববী তার লিখিত "আল বায়েছ আলা ইনকারিল বিদয়ে ওয়াল হাওয়াদেছ গ্রন্থে বলেন একাজটি তার দ্বারা খুব ভাল কাজ রুপে অভিহিত হয় এবং এটি উদাহরণ বিশেষ এ কাজের জন্য তার প্রশংসা করা ও তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। [১৬৩]

ইমামুল আল্লামাহ নাসিরুদ্দীন মোবারক ইবনে বাতাহ (রহঃ)

৪র্থ যুগের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমামুল আল্লামাহ নাসিরুদ্দীন মোবারক ইবনে বাতাহ (রহঃ) পবিত্র মীলাদ শরীফ সর্ম্পকে লিখেন-

وقال الشيخ الامام العلامة ناصر الدين المبارك الشهير ابن البطاح فى فتوى بخطه اذا ا نفق المنفق تلك الليلة وجمع جمعا اطعمهم مايجوزواسمعهم مايحوز سماعه ودفع المستمع المشوق للاخرى ملبوسا كل ذالك سرورا

[১৬২] সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ১ম খন্ড ৩৬২ পৃষ্ঠা
আব্দুল হক এলাহাবাদী (রহঃ) :দুররুল মুনাজ্জম ফী আমলে ওয়া হুকমে মাওলুদিন নাবীয়্যিল আযম পৃষ্ঠা নং ১৯৬
[১৬৩] আব্দুল হক এলাহাবাদী (রহঃ) :দুররুল মুনাজ্জম ফী আমলে ওয়া হুকমে মাওলুদিন নাবীয়্যিল আযম পৃষ্ঠা নং ১৯৬

بمولده صلى الله عليه وسلم فجميع ذالك جائز ويثاب فاعله اذا احسن القصد-

"শায়খুল ইমাম আল্লামা নাসির উদ্দিন আল মোবারক ওরফে ইবনুল বাতাহ (রহঃ) নিজ ফতোয়ায় লিখেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম রাতে কোন ব্যক্তি কিছু অর্থকড়ি ব্যয় করলে এবং জনগণকে সমাবেত করে তাদেরকে পানাহার করালে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ এবং অলৌকিক ঘটনাবলী সে মজলিসে শুনানো হলে এবং শ্রোতা মন্ডলী একে অন্যকে উৎসাহিত করলে, তা সবই হয় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের প্রতি আনন্দ ও খুশি প্রকাশ করার জন্য। শরীয়ত অনুযায়ী এসব কাজ করা যায়েয। আর এসব কাজ করার জন্য সংশ্লীষ্ট কর্তাকে ছওয়াব প্রদান করা হয়। যদি তার উদ্দেশ্য হয় ভাল"। [১৬৪]

সুলতান সাইফুদ্দিন ঝকমক রেফায়েত বেগ এর যুগে

في عهد الظاهر سيف الدين جقمق وقايت باي وبحضور الائمة والعلماء والقضاة من المذاهب الاربعة وإحتفال الناس قال السخاوي) وفي هذا الشهر (ربيع الأول ٨٥٣ ه في عهد السلطان جقمق(كان المولد السلطاني (المولد النبوي الشريف) على العادة ..

ثم قال ولا زال أهل الإسلام يحتفلون بيوم مولده صلى الله عليه وسلم ويعملون الولائم لذلك ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات ويظهرون السرور ويزيدون في المبرات ويعتنون بقراءة مولده الكريم ويظهر عليهم من بركاته

[১৬৪] আব্দুল হক এলাহাবাদী (রহঃ) :দুররুল মুনাজ্জম ফী আমলে ওয়া হুকমে মাওলুদিন নাবীয়্যিল আযম পৃষ্ঠা নং ১৯৭-১৯৮

فضل عميم...قال ابن الجوزي ومما جرب من خواصه أمان في ذلك العام وبرشى عاجلة بنيل البغية والمرام ثم قال السخاوي ولم يكن في ذلك إلا إرغام الشيطان وسرور أهل الإيمان لكفى السيرة الحلبية ج ১ ص ৮৩ ৮৪ وراجع تاريخ الخميس ج ১ ص২২৩

ইমাম ছাখবী রহ. তার রচিত "সুলতান ঝকমক (৮৪৫হিঃ) এর আমলে রবিউল আউয়াল' গ্রন্থে বলেন, সুলতান সাইফুদ্দিন ঝকমক রেফায়েত বেগ এর যুগে মীলাদ মাহফিল অনুষ্ঠান ও ইয়াওমে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদযাপনে সকল আযহারের আলেম উলামা ও চার মাযহাবের কারীগণ উপস্থিত হতেন। তিনি আরও বলেন সুলতানী মীলাদ শরীফ অর্থাৎ মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাহফিল অনুষ্ঠান ছিল চিরাচরিত এক প্রথা। সকল প্রকার আলেম উলামা ও সকল স্তরের মুসলিম জনতার মহা উল্লাসের এক বহিঃপ্রকাশ ছিল মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাহফিল।[১৬৫]

অত:পর তিনি বলেন, কোন দিন-ই মুসলিম জনতা মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদযাপনে বিরত থাকেনি। তারা এদিন খুবই আন্তরিকতার সাথে উদযাপন করত। আপ্যায়ন অনুষ্ঠান করত, দান খয়রাত করত। রাতসমূহ নানা প্রকার উত্তম কার্যকারীনী ও নফল ইবাদতের মাধ্যমে অতিবাহিত করত, খুশী প্রকাশ, উত্তম আমলসমূহের সমাহার মীলাদ শরীফ অনুষ্ঠান ছিল এদিনের অন্যতম উত্তম কাজ। আল্লামা ইবনু জাওযী রহ. বলেন, এদিনে এসব কাজের বৈশিষ্ঠ হল যে অনুষ্ঠান করবে সারাটি বছর সুখশান্তিতে বসবাস করবে এবং পরকালের জন্য অনেক কিছু আহরণ করে ফেলবে। অত:পর ইমাম ছাখাবী (রহঃ) বলেন, এতে মুমীনের আত্মা পরিতৃপ্তি হয় ও শয়তানের আত্মা বন্ধ হয়। [১৬৬]

[১৬৪] সিরাতে হালবিয়া ১খন্ড৮৩-৮৪ সূত্রে তারিখুল খামিছ ১ম খন্ড ২২৩
[১৬৫] সীরাতে হালাবিয়া খন্ড-১ পৃষ্ঠা নং ৮৩-৮৪,
তারীখুল খামীছ খন্ড-১ পৃষ্ঠা নং ২২৩
আল আদিল্লাতু ফি জাওয়াজিল ইহতিকারি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম http: / / www.2ho2.com
আল আদিল্লাতু শারিয়াতু ফি জাওয়াজিল ইহতিকারি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / www.alsunna.org

জামাল উদ্দীন আল কাতানী (রহঃ)

শায়খুল ইমাম জামাল উদ্দীন আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল মালিক আল কাতানী (রহঃ) পবিত্র মীলাদ শরীফ সম্পর্কে লিখেন-

وقال الشيخ الامام جمال الدين عبد الرحمن بن عبد الملك مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبجل مكرم قدس يوم ولاداته وشرف عظيم وكان وجوده سبب النجاة لمن تبعه وتقليل خط جهنم من اعدله الفرح بولاداته صلى الله عليه وسلم وتمت بركاته على من اهتدى به فشابه هذا اليوم يوم الحمعة من حيث ان يوم الجمعة لا تسعرفيه جهنم هكذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم فمن المناسب اظهار السرور وانفاق الميسور واجابة من دعاه رب الوليمة للحضور-

শায়খুল ইমাম জামাল উদ্দীন আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল মালিক (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম দিনে (বা অন্য কোন সময়) জন্ম কাহিনী ও ঘটনাবলী আলোচনা করা মান সম্মান বুযুর্গী ও মহত্ব লাভের জন্য নাযাত লাভের কারণ এবং তার জন্ম দিনে যারা খুশী ও আনন্দ প্রকাশ করে তাদের পরকালে শাস্তি লঘু ও কম হওয়ার কারনে পরিণত হয়। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জন্ম দিনটি জুমুআর দিনের সঙ্গে সাদৃস্য আছে। কেননা জুমুয়ার দিনে জাহান্নামের আগুন প্রজ্বলিত হয়না। অতএব হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি

আল আদিল্লাতু সুফিয়া ফি জাওয়াজিল ইহতিফারি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / hitsk.in
আল আবালিছ ছানিয়া ফি মাসরুআতি মাওলিদু খাইরিল বারিয়্যাহ্ শাইখ উছমান বিন উমর
আল কালিমুল কাইয়্যুম ফি ইহতেফালু বি মাওলিদিল কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম https: / / majdah. maktoob. com
জমহুরুল উলামায়িল আইয়িম্মাতুল ইসলামীয়াহ মায়া যাওয়াযিল আমালুল মাওলুদ, "http: / / www. Martimes.com

সাল্লামের জন্ম দিনে আনন্দ প্রকাশ করা ও খুশী হওয়া এবং দান সদকা, অর্থ সম্পদ ব্যয় করা কর্তব্য। আর কাউকে এ খাবার অনুষ্টানে দাওয়াত করলে সে দাওয়াতে উপস্থিত হওয়া কর্তব্য।[১৬৭]

ইমামুল আল্লামা জহীর উদ্দীন ইবনে জাফর (রহঃ)

ইমামুল আল্লামা জহীর উদ্দীন ইবনে জাফর (রহঃ) পবিত্র মীলাদ শরীফ সর্ম্পকে লিখেন-

هى بدعة حسنة اذا قصد فاعلها جمع الصالحين والصلوة على النبى صلى الله عليه وسلم واطعام الطعام للفقراء والمساكين وهذا القدريثاب عليه بهذا الشرط فى كل وقت-

শরীয়াতে মিলাদুন নবীর অনুষ্টান করা হচ্ছে বিদআতে হাসানা। অনুষ্টানকারী নেককার লোকদের সমবেত করে অনুষ্টান করতে চাইলে সকলে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দুরুদ পাঠ করতে এবং গরীব মিছকিনদের পানাহার করাতে ইচ্ছা করলে। এ নিয়মে ও এ শর্তে মিলাদুন্নবী অনুষ্টান করলে সে জন্য সব সময় ছওয়াব প্রদান করা হয়। [১৬৮]

শায়খ নাসীরুদ্দীন আইদা (রহঃ)

শায়খ নাসীরুদ্দীন তায়ালিসী (রহঃ) পবিত্র মীলাদ শরীফ সর্ম্পকে লিখেন-

وقال الشيخ نصير الدين أيضا: ليس هذا من السنن، ولكن إذا أنفق في هذا اليوم وأظهر

[১৬৭] সুবুলুল হুদা ওয়ার রাসাদ ফী সীরাতি খাইরিল ইবাদ ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং ৩৬৪, আব্দুল হক এলাহাবাদী (রহঃ) :দুররুল মুনাজ্জম ফী আমলে ওয়া হুকমে মাওলুদিন নাবীয়্যিল আযম পৃষ্ঠা নং ১৯৮

[১৬৮] ড. তাহিরুল কাদরী মীলাদুন্নবী পৃষ্ঠা নং ড. তাহিরুল কাদরী পৃষ্ঠা ৬৩০

[১৬৯] সুবুলুল হুদা ওয়ার রাসাদ ফী সীরাতি খাইরিল ইবাদ ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং ৩৬৪,আব্দুল হক এলাহাবাদী (রহঃ) :দুররুল মুনাজ্জম ফী আমলে ওয়া হুকমে মাওলুদিন নাবীয়্যিল আযম পৃষ্ঠা নং

السرور فرحا بدخول النبي صلى الله عليه وسلم في الوجود واتخذ السماع الخالي عن اجتماع المردان وإنشاد ما يثير نار الشهوة من العشقيات والمشوقات للشهوات الدنيوية كالقد والخد والعين والحاجب، وإنشاد ما يشوق إلى الآخرة ويزهد في الدنيا فهذا اجتماع حسن يثاب قاصد ذلك وفاعله عليه، إلا أن سؤال الناس ما في أيديهم بذلك فقط بدون ضرورة وحاجة سؤال مكروه، واجتماع الصلحاء فقط ليأكلوا ذلك الطعام ويذكروا الله تعالى ويصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يضاعف لهم القربات والمثوبات.

শায়েখ নাসীর উদ্দীন তায়ালিসী (রহঃ) বলেন, মীলাদ অনুষ্টান করা সুন্নাত নয়। তবে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিনে অর্থকড়ি ব্যয় করা এবং এ জগতে তার শুভাগমনে আনন্দ খুশী প্রকাশ করা। আর তার জন্ম সম্পর্কীয় বিশুদ্ধ বর্ণনাসমূহ শ্রবণ করা। আর এ অনুষ্টানে এমন সব কবিতা ও গজল আবৃত্তি করা যাতে শ্রোতাদের মন হতে দুনিয়ার সব প্রেম প্রীতির আগুন নির্বাপিত হয় আর পরকালের প্রতি মানুষ অনুরাগী হয় এবং দুনিয়ার প্রতি মানুষের আকর্ষণ ভাটা পড়ে। এসব করা খুবই ভাল কাজ এবং এ ধরনের অনুষ্টান সুন্দর ও পছন্দনীয় কাজ। তবে মীলাদ অনুষ্টানে লোকদের মধ্যে বন্টন করার জন্য যা কিছু খাদ্য সামগ্রির আয়োজন করা হয় তা প্রয়োজন ব্যতিরেকে চেয়ে নেয়া মাকরুহ। আর ঐ অনুষ্টানে নেককার ও পরহেজগার লোকদের একত্রিত করবে। তারা আল্লাহ তায়ালার যিকির করবে, হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরুদ ও সালাম পাঠ করবে। এবং খাদ্য সামগ্রী পানাহার করবে। এসব কাজে আয়োজক ও শ্রোতামন্ডলী সকলকেই সওয়াব প্রদান করা হয় ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নৈকট্য লাভের সৌভাগ্য হয়। [১৬৯]

[১৬৯] সুবুলুল হুদা ওয়ার রাসাদ ফী সীরাতি খাইরিল ইবাদ ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং ৩৬৪, আব্দুল হক এলাহাবাদী (রহঃ) :দুররুল মুনাজ্জম ফী আমলে ওয়া হুকমে মাওলুদিন নাবীয়্যিল আযম পৃষ্ঠা নং ১৯৯

ইমাম ইবনে আবেদীন শামী ১২৫২

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী পবিত্র মীলাদ শরীফ সর্ম্পকে লিখেন-

الامام ابن عابدين «صاحب القول المعتمد في المذهب الحنفي قال واصفا المولد بأنه «من اعظم القربات قال ابن عابدين في شرحه على مولد ابن حجر : اعلم أن من البدع المحمودة عمل المولد الشريف من الشهر الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم(. وقال) فالاجتماع لسماع قصة صاحب المعجزات عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات أعظم القربات لما يشتمل عليه من المعجزات وكثرة الصلوات

ইমাম ইবনে আবেদীন (আল কাওলুল মুতামাদ ফিল মাযহাবিল হানাফী গ্রন্থের রচয়িতা। মাওলিদ শরীফকে তিনি আল্লাহর নৈকট্য লাভের মহান কর্ম বলে অভিহিত করে আল্লামা ইবনে হযর এর মাওলিদ গ্রন্থের ব্যাখ্যায় বলেন, জেনে রেখো। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে মাসে শুভ জন্ম গ্রহণ করেছেন, সে মাসে মীলাদ অনুষ্ঠান ও উদযাপন করা একটি উত্তম বিদআত্ তিনি আরও বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম কাহিনী, জীবনি শোনার ও দরুদ ও সালামের মাহফিল অনুষ্ঠান করা আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম মাধ্যম। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। [১৭০]

[১৭০] আল কাওলুল মুতামাদ ফিল মাযহাবিল হানাফী
আল আদিল্লাতু ফি জাওয়াজিল ইহতিফালি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম http: / / www.2ho2.com
আল আদিল্লাতু সারিয়াতু ফি জাওয়াজিল ইহতিফালি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / www.alsunna.org
আল আদিল্লাতু সুফিয়া ফি জাওয়াজিল ইহতিফালি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / hitsk.in
আলাওয়ালিহ হানিয়া ফি মাসরুআতি মাওলিদু খাইরিল বারিয়্যাহ্ শাইখ উছমান বিন উমর
আত্তালিলুল কাইয়্যুম ফি ইহতেফালু বি মাওলিদিল কারিম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম https: / / majdah. maktoob. com

ইমাম ইউসুফ বিন আলী বিন যুরাইক শামী

رأيت النبي صلي الله عليه وآله وسلم في المنام منذ عشرين سنة، وكان لي أخ في الله تعاليٰ يقال له : الشيخ أبوبكر الحجّار، فرأيت كأنني وأبا بكر هذا بين يدي النبي صلي الله عليه وآله وسلم جالسين، فأمسك أبوبكر لحية نفسه وفرّقها نصفين، وذكر للنبي صلي الله عليه وآله وسلم كلاماً لم أفهمه. فقال النبي صلي الله عليه وآله وسلم مجيباً له : لولا هذا لكانت هذه في النار. ودار إليّ، وقال : لأضرِبنک. وكان بيده قضيب، فقلت : لأيّ شيء يا رسول الله؟ فقال : حتي لا تُبطل المولد ولا السنن. قال يوسف : فعماته منذ عشرين سنة إلي الآن. قال : وسمعت يوسف المذكور، يقول : سمعت أخي أبابكر الحجار يقول : سمعت منصورا النشار يقول : رأيت النبي صلي الله عليه وآله وسلم في المنام يقول لي : قل له : لا يُبطله. يعني المولد ما عليک ممن أكل وممن لم يأكل. قال : وسمعت شيخنا أبا عبد الله بن أبي محمد النعمان يقول : سمعت الشيخ أبا موسي الزرهوني يقول : رأيت النبي صلي الله عليه وآله وسلم في النوم فذكرت له ما يقوله الفقهاءُ في عمل الولائم في المولد. فقال صلي الله عليه

জমহুরুল উলামায়িল আইয়িম্মাতুল ইসলামীয়াহ মায়া যাওয়াযিল আমালুন মাওলুদ, "http: / / www. sunnatimes.com

وآله وسلم : من فرح بنا فرحنا بـه. صـالحي، سـبل الهـدي والرشاد في سيرة خير العباد صلي الله عليـه وآلـه وسـلم ، 363/1 :

আল্লামা ইবনে জাফর বলেন যে, ইমাম ইউসুফ বিন আলী বিন যুরাইক শামী যিনি মূলত মিশরীয় ছিলেন এবং মিশরের শহর হামার-এ জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যেখানে তিনি ঘরে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাহফিল অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। তিনি বলেছেন, আমি বিশ বছর পূর্বে হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জিয়ারত স্বপ্নযোগে লাভ করি। শায়খ আবু বকর হাজ্জার আমার ধর্মীয় ভাই। আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি এবং আবুবকর হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে বসে আছি। আবু বকর হাজ্জার স্বীয় দাড়ি ধারণ করে একে দু'ভাগে বিভক্ত করলেন এবং হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে কিছু কথাবার্তা বললেন, যা আমি বুঝতে পারিনি। তারপর হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কথার উত্তর দিতে গিয়ে ইরশাদ করলেন, 'যদি এটা না হত তাহলে এটি আগুনে নিপতিত হত' এবং আমার দিকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আমি তোমাকে অবশ্যই শাস্তি প্রদান করব।'

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দন্ত মোবারকে একটা ছড়ি ছিল। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কি কারণে আমায় শাস্তি দেবেন? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যেন মীলাদ শরীফের আয়োজন বন্ধ করা না হয় এবং সুন্নতের পায়রবীও যেন পরিত্যক্ত না হয়।' ইউসূফ বলেন যে, (এই স্বপ্নের প্রেক্ষিতে) আমি বিগত বিশ বছর হতে বর্তমান দিন পর্যন্ত ক্রমাগতভাবে মীলাদ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আসছি।

ইবনে যুফার বলেন, আমি সেই ইউসুফকে এ কথা বলতে শুনেছি যে, আমি আমার ধর্মীয় ভাই আবুবকর হাজ্জারকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি মনসুর নাসারকে বলতে শুনেছি যে, 'আমি হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে স্বপ্ন দেখিছি। তিনি আমার প্রতি লক্ষ্য করে বলছেন যে, আমি যেন তাকে (অর্থাৎ ইউসুফ বিন আলীকে) বলে দেই যে, সে যেন এই আলম (মিলাদের খুশিতে খাদ্য গ্রহণের দাওয়াত) ছেড়ে না দেয়। এই আয়োজনের খাদ্য কেউ গ্রহণ করুক চাই না করুক, এর প্রতি তোমাদের লক্ষ্য রাখার দারকার নেই।"

ইবনে যুফার বলেন, আমি আমার শায়খ আবু আবদুল্লাহ বিন আবু মুহাম্মদ নুমানকে বলতে শুনেছি যে, আমি খায়খ আবু মূসা জারহুনীকে একথা বলতে শুনেছি, "আমি হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে স্বপ্নে দেখেছি। তখন আমি ওই সকল কথা তাঁর দরকারে পেশ করলাম, যা ফকীহগণ মিলাদ শরীফের যিয়াফত সম্পর্কে বলে থাকেন।" আমার কথা শুনে হুযূর নবী আকরা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'মান ফারিহা বিনা ফারিহানা বিহি'- অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার প্রতি খুশী হয়, আমিও তার প্রতি খুশী হই।[১৭১]

ইমাম সায়্যিদ আব্দুল বাকী যুরকানী (রহঃ)

৪র্থ যুগের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আওলাদে রাসূল সাইয়্যিদ মুহাম্মদ বিন আব্দুল বাকী শরহে জুরকানী আলা মাওয়াহেবুল লাদুনিয়া বিল মানহিল মুহাম্মাদিয়া আলা মাওয়াহেবুল লাদুনিয়া বিল মানহিল মুহাম্মাদিয়া (রহঃ) অফাৎ ১১২২ হিজরী তাঁর শরহে মাওয়াহেবে লাদুনিয়া কিতাবে পবিত্র মীলাদ শরীফ সর্ম্পকে লিখেন-

اى استمر (اهل الاسلام) بعـد القـرون الثلاثـة التـى شـهد المصطفـ صلى الله عليه وسـلم بخيرتهـا فهـو بدعـة وفـى انها حسنة قال السيوطى وهو مقتضى كلـم ابـن الحـج فـى مدخله فانه اغـاذم مـا احتـوة عليـه مـن المخرمـات مـع تصريحه قبل بانه ينبغى تخصيص هذا الـشهر بزيـادة فعـل البروكثـرة لـصقات والخيـرات وغيـر ذالـك مـن وجـوه القربات وهذا هـو عمـل المولـد مستحـسن والحـافظ ابـى الخطاب بن دحيه والـف فـى ذالـك التنـويرفى مولدالبـشير النـذير فاجـازه الملـك المظفـر صـاحب اربـل بـالف دينارواختاره ابو الطيب السبتى نزيل قـوص وهـو لاء مـن رجلة المالكية او مذمومـة وعليـه التـاج الفاكهـانى وتكقـل

[১৭১] সুবুলুল হুদা ওয়ার রাসাদ ফী সীরাতি খাইরিল ইবাদ ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং ৩৬৪,

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ)

৪র্থ যুগের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম নুরুদ্দীন আলী ইবনে সুলতান হারুবী মিসরী হানাফী মুল্লা আলী কারী (রহ) ওফাত ১০১৪ হিজরী। পবিত্র মীলাদ শরীফ সর্ম্পকে স্বরচিত গ্রন্থ আল মাওলিদুর রাভী ফি মাওলিদিন নাবী কিতাবে লিখেন-

قال شيخ مشائخنا الامام العلامة الحبر الفهامة شمس الدين محمد السخاوى بلغه الله المقام العالى وكنت ممن تشرف ادراك المولد فى مكة المشرفة عدة سنين وتعرف ما اشتمل عليه من البركة المشار لبعضها بالتعين تكررت زيارتى فيه لمحل المولد المستفيض وتصورت فكرتى ماهنالك من الفجر الطويل العريض قال واصل على المولد الشريف لم ينقل عن احد من السلف الصلح فى قرون الثلثة الفاضلة وانما حدث بعدها بالمقاصد الحسنة والنية التى الاخلاص شاملة ثم لازال اهل الاسلام فى سائر الاقطاز والمدن العظام يحتفلون فى شهر مولده صلى الله عليه وسلم بعمل الولائم البديعة والمطاعم

আল আদিল্লাতু ফি জাওয়াজিল ইহতিফায়ি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম http: / / www.2ho2.com

আল আদিল্লাতু সারিয়াতু ফি জাওয়াজিল ইহতিফায়ি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / www.alsunna.org

আল আদিল্লাতু সুকিয়া ফি জাওয়াজিল ইহতিফায়ি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / hitsk.in

আলাবালিহু ছানিয়া ফি মাসরুআতি মাওলিদু খাইরিল বারিয়্যাহু শাইখ উছমান বিন উমর

আজালিলুল কাইয়্যুম ফি ইহতেফালু বি মাওলিদিল কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম https: / / majdah. maktoob. com

জমহুল উলামায়িল আইয়িম্মাতুল ইসলামীয়াহ মায়া যাওয়াযিল আমালুল মাওলুদ, "http: / / www. siartimes.com

-১৭

السيوطى لرد ما استند عليه حرفا حرفا والاول اظهر لما اشتمل عليه من تاخير الكثير (يحتفلون) يهتمون (بشهر مولده عليه الصلوة والسلام ويعملون الولائم ويتصدقون فى لياليه بانواع الصدقات ويظرون السرور) به (يزيدون فى المبرات ويعتنون بقراه) قصه (مولده الكريم ويظهر عليهم من بركاته كلفضل عميم – (شرح المواهب)

ইসলামের প্রথম তিন যুগ পর সব সময় মীলাদুন্নবীর মাসে মীলাদ মাহফীল উদযাপিত হয়ে আসছে। এ আমলটি যদিও বা বিদয়াত কিন্তু বিদআতে হাছানা। ইমাম সুয়ূতীও ইমাম ইবনুল হাজ্ব তার মুদখল কিতাবেও এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অবশ্য তারা এসব মাহফীলে ঘটমান নাজায়েজ কাজের নিন্দা করেছেন। কিন্তু এর আগে সুস্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে এ পবিত্র মাসকে নেক কাজ, সদকা -খয়রাত এবং অনান্য ভাল কাজের জন্য নিদৃষ্ট করে রাখা উচিত। মীলাদ উদযাপনের এটাই পছন্দনীয় তরিকা। হাফেজ আবুল খাত্তাব বিন দেহীয়ারও এই অভিমত। তিনি এ বিষয়ে 'আত-তানবীর ফিল মওলিদিল বশীর ওয়ান নাজীর, নামে আলাদা কিতাব রচনা করেছেন, যার জন্য তৎকালীন বাদশাহ মুজাফ্ফর শাহ (আরবিল) ওনাকে এক হাজার দীনার পুরষ্কার দিয়েছেন। আবু তৈয়ব ও সয়ূতী একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি ছিলেন কাউসের অধিবাসী। **উপরোক্ত সব ওলামায়ে কিরাম মালেকী মাযহাবের বিশিষ্ট ইমামগনের অন্তর্ভূক্ত**। কারো মতে এটা নিন্দনীয় বিদআত, যেমন আত তাজুল ফাকহানী এ রকম ধারনা পোষন করেন। ইমাম সয়ূতী তাঁর প্রতি আরোপিত যাবতীয় অভিযোগ পুংখানুরূপে রদ করেছেন। যাহোক প্রথম অভিমতটা অধিক গ্রহনযোগ্য ও অধিক সুস্পষ্ট। কারন এতে অনেক কল্যান নিহিত রয়েছে। লোকেরা এখনো মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মাসে বিশেষ সমাবেশের আয়োজন করে থাকেন, নানা রকম দান খায়রাত করে থাকেন, খুশী ও আনন্দ প্রকাশ করে থাকেন, অধিক হারে নেক কাজ করে থাকেন এবং মওলুদ শরীফের ব্যবস্থা করে থাকেন, যার ফলে এর বিশেষ বরকত ও অসীম ফজল ও করম প্রকাশ পায়। [১৭২]

---

[১৭২] শরহে মাওয়াহেবে লাদুনিয়া ১ / ২৮২

المشتملة على الامور البهيجة الرفيعة ويتصدقون فى

لياليه بانواع الصدقات ويظهرون المسرات ويزيدون فى

البرت بل يعتنون بقراءة مولدة الكريم يظهر عليهم من -

بركاته كل فضل عميم بحيث كان مما جرب كما قال

الامام شمس الدين ابن الجزرى المقرى المجررى

المقرى المجرب من خواصه انه امان تام فى ذالك العام

بشرى تعجيل نبيل ما ينبغى ويرام-

আমাদের মাশায়েখদের ইমাম শায়খ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ সাখাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, পবিত্র মক্কা শরীফের মীলাদ অনুষ্টানে যারা কয়েক বছর উপস্থিত ছিলেন, আমি তাদের মধ্যে অন্যতম একজন। আমরা মীলাদ অনুষ্টানের বরকত অনুভব করছিলাম যা নির্দিষ্ট কয়েক ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়। এ অনুষ্টানের মধ্যে ও হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মস্থানের যিয়ারত আমার কয়েক বার হয়েছে। আমার চিন্তা ও মন মানসিকতা কেবল সে জিনিসটিকে ধ্যান-ধারনা করছিল, যার সময়টি ছিল সুবহি সাদিক উদয়ের প্রাক্কালে। ইমাম সাখাবী বলেন মীলাদ অনুষ্টানের কোন উত্তম তিন যুগের পূর্বসূরী কোন নেককার বুযুর্গ লোকদের থেকে পাওয়া যায় না। মীলাদ অনুষ্টান উত্তম তিন যুগের পরই ভাল উদ্দেশ্য ও নেক নিয়তের সাথে উদ্ভব হয়েছে। অতঃপর হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন, সে মাসে সব দেশ ও অঞ্চলের মুসলমানরা মীলাদ অনুষ্টানের নামে সভা সমাবেশে সমবেত হতে থাকে। আর মানুষকে দাওয়াত দিয়ে সুস্বাদু খাদ্য সামগ্রী আহার করায়। আর গরীব মিসকিনদের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের দান সদকা বিতরণ করে খুশী ও আনন্দ প্রকাশ করে। আর ঐ মাসে বহুল পরিমানে পূণ্যময় কাজ করে। আর হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম বৃত্তান্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট অলৌকিক কাহিনীসমূহ বর্ণনাকারীদের মুখে শোনার ব্যবস্থা করে। এর ফলে তাদের প্রতি বরকত প্রকাশ পেতে থাকে। যেমন বাস্তব অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণীত, ইমাম শামসুদ্দীন ইবনুল জাযরী আল মুকীরী (রহঃ) মীলাদ মাহফিল করার উপকারীতা ও বৈশিষ্ট বর্ণনা করে বলেছেন, মীলাদ অনুষ্টানের

কারণে ঐ বছর সারা দেশে শান্তি শৃঙ্খলা বিরাজ করে। আর শীঘ্রই নেক উদ্দেশ্য অর্জন হওয়ার জন্য মীলাদ অনুষ্টান হয় সুসংবাদ বিশেষ। [১৭৩]

মিসর ও সিরিয়া বাসীর মিলাদ

فاكثر هم بذالك عناية اهل مصر و الشام ولسلطان مصر

فى تلك الليلة من العام اعزم مقام . قال ولقد حضرت فى

سنه خمس وثمانين وسبعمائه لبلة المولد عند الملك

الظاهر برقوق رحمة الله.... بقلعة الجبل العلية فرايت

ماهالى وسرنى زما ساء نى وحررت ما انفق فى تلك

الليلة على القراء و الحاضرين من الوعاظ والمنشدين و

غيرهم من الاتباع والغلمان والخدام المترددين بنحو

عشرة الاف مسقال من الذهب ما بين خلع و مطعوم

ومشروب ومشموم وشموع وغيرها ما يستقيم به

الضلوع. وعددت فى ذالك خمسا وعشرين من القراء

الصيتين المرجوكونهم مثبتين ولا نزل واحد منهم الا

[১৭৩] আল্লামা মুল্লা আলী কারী :আল মাওলিদুর রাভী ৪২

আব্দুল হক এলাহাবাদী (রহঃ) :দুররুল মুনাজ্জম ফী আমলে ওয়া হুকমে মাওলুদিন নাবীয়্যিল আযম পৃষ্ঠা নং ২০৫

আল আদিল্লাতু ফি জাওয়াজিল ইহতিফালি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম http: / / www.2ho2.com

আল আদিল্লাতু সারিয়াতু ফি জাওয়াজিল ইহতিফালি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / www.alsunna.org

আল আদিল্লাতু সূফিয়া ফি জাওয়াজিল ইহতিফালি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / hitsk.in

আল আদিল্লাহ হানিয়া ফি মাসরুআতি মাওলিদু খাইরিল বারিয়্যাহ্ শাইখ উছমান বিন উমর

আদাল্লিল কাইয়্যিম ফি ইহতেফালু বি মাওলিদিল কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম https: / / majdah. maktoob. com

জামহুরুল উলামায়িল আইয়িম্মাতুল ইসলামীয়াহ মায়া যাওয়াযিল আমালুল মাওলুদ, "http: / / www. startimes.com

স্পেন ও পাশ্চাত্য দেশে মীলাদুন্নবী পালন

كيف كان ملوك الاندلس يحتلفون بلمولد ؟ واما ملوك الاندلس والغرب فلهم فيه ليلة تثير بها الركبان يجتمع فيهاائمة العلماء الاعلام فمن يليهم من كل مكان و علوابين اهل الكفر كلمة الايمان. واظن اهل الروم لا يتخلفون عن ذالك اقتفاء بغيرهم من الملوك فيما هنالك الاحتفال فى بلاد الهند وبلاد الهند تزيد على غيرها بكثير كما اعلمنيه بعض اولى النقد زالتحرير.(المورد الروى فى مولد النبى)

স্পেন ও পাশ্চাত্য দেশের শহরগুলোতে মীলাদুন্নবীর রাতে রাজা-বাদশাহগণ জুলুস বের করতেন, সেথায় বড় বড় ইমাম ও ওলামায়ে কেরাম অংশ গ্রহন করতেন। রাস্তাপথে বিভিন্ন এলাকা থেকে লোক এসে তাঁদের সাথে যোগ দিতেন এবং কাফিরদের সামনে সত্যে ও বানী তুলে ধরতেন । আমার যতটুকু ধারণ, রোমবাসীরাও কোন অংশে ওদের থেকে পিছপা ছিলনা । তারাও অনান্যা বাদশাহগনের মত মীলাদ মাহফীলের আয়োজন করতেন। হিন্দুস্থান শহরগুলোতে মীলাদুন্নবীর প্রসংগে উচ্ছস্থরের ওলামায়ে কেরাম ও বিশিষ্ট লিখকগন আমাকে বলেছেন যে হিন্দুস্থানের লোকেরা অন্যান্য দেশের তুলনায় অধীক ব্যাপক হারে এ পবিত্র ও বরকতময় দিনে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। [১৭৫]

মক্কা বাসীর মীলাদ মাহফীল

قال السخاوى واما اهل مكة معدن الخير والبركة فيتوجهون الى المكان المتواتر بين الناس انه محل مولده وهو فى سوق الليل رجاء بالوغ كل منهم بذالك المقصد

[১৭৫] আল্লামা মুল্লা আলী কারী :আল মাওলিদুর রাতী ১৯

عشرين خلعة من السلطان ومن الامراء الا عيان بنحو قال السخاوى قلت ولم يزل ملوك مصر خدام الحرمين الشريفين ممن وفقهم الله لهدم كثير من المناكير والشين ونظر وا فى امر الرعية كالوالد لولده وشهروا انفسهم بالعدل فاسعفهم الله بجنده ومدده (المورد الروى فى مولد النبى)

মীলাদ মাহফীলে সবচেয়ে অগ্রগামী ছিলেন মিসর ও সিরিয়াবাসি। মিসরের সুলতান প্রতি বছর পবিত্র বেলাদতের রাত্রে মীলাদ মাহফীলের আয়োজনের অগ্রনী ভূমিক রাখতেন। ইমাম সামছুদ্দীন সাখাবী বর্ণনা করেন- আমি ৭৮৫ হিজরীতে মীলাদে রাতে সুলতান ববকুকের উদ্যেগে আলজবলুল আলীয়া নামক কিল্লায় আয়োজিত মীলাদ মাহফীলে হাজীর হয়ে ছিলাম। ওখানে আমি যা কিছু দেখেছিলাম, তা আমাকে হতবাক করেছে অসীম তৃপ্তি দান করেছে। কোন কিছুই আমার কাছে খারাপ লাগেনি। সেই পবিত্র রাতের বাদশাহের ভাষন, উপস্থিত বক্তাগনের বক্তব্য, কারীগনের তেলাওয়াতে কোরআন এবং নাত পাঠকারীগনের না'ত আমি সাথে সাথে লিপিবদ্ধ করে নিয়েছি। এছাড়া উপস্থিত জনতা, শিশু ও নিয়োজিত সেবকদের মধ্যে প্রায় দশ হাজার মিছকাল (একশত ভরী) স্বর্ণ কাপড় ছোপড়, নানা প্রকারের পানাহার, সুগন্ধি বাতি এবং অনান্য জিনিস পত্র প্রদান করেন যেটা দ্বারা ওরা সাংসারিক জীবনে অনেকটা সচ্ছলতা অর্জন করতেন ঐ সময় আমি এমন পচিশ জন "কারী" বাছাই করেছি যাদের সুমিষ্ট কণ্ঠের জন্য অন্য সবের উপর তাদের স্থান দিয়েছি। তাদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না যিনি বাদশাহ ও বাদশাহের বিশিষ্ট লোকদের কাছ থেকে প্রায় বিশটি বিশেষ পোষাক উপহার না নিয়ে মঞ্চ থেকে অবতরন করেছেন। ইমাম ছাখাবি বলেন, আমার চাক্ষুস বর্ণনা হচ্ছে, মিসরের বাদশাহগন যারা হরমাইন শরীফের খাদিম ছিলেন, তারা এসব লোকদের অর্ন্তগত ছিলেন। যাদেরকে আল্লাহ তাআলা অধিকাংশ দোসক্রটি প্রতিরোধে তৌফিক দান করে ছিলেন। তারা প্রজাদের সাথে এমন আচরন করতেন যেমন পিতা নিজ সন্তানের সাথে করে থাকে। তারা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা দ্বারা সুনাম অর্জন করে ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এ কাজে গায়বী সাহায্য করেন। [১৭৪]

[১৭৪] আল্লামা মুল্লা আলী কারী :আল মাওলিদুর রাতী ১৯

ويزيد اهتمامهم به على يوم العيد حتى قل ان يتخلف عنه احد من صالح وطالح ومقل وسعيد سيما الشريف صاحب الحجاز بدون توار وحجاز قلت الان سيماء الشريف لاتيان ذالك المكان ولا فى ذالك الزمان قال وجود قاضيها وعالمها البرهانى الشافعى اطعام غالب الواردين وكثيرمن القاطنين المشاهدين ف اخر الاطعمنه والحلوى. ويمد للجمهور فى منزله صبحتها سماطا جامعا رجاء لكشف البلوى. وتبعه ولده الجمالى فى ذالك للقاطن والسالك قلت امالان فما بقى من تلك الاطعمة الا الدخان ولا يظهرمما ذكر الابريح الريحان فالحال كما قال.(المورد الروى فى مولد النبى ﷺ) اما اخيام فانها كخيامهم سوارى نساء الحى غير نسائهم.

ইমাম সাখাবি (রহঃ) বলেন মক্কাবাসি কল্যান ও বরকতের খনি । তারাঁ সেই প্রসিদ্ধ পবিত্র স্থানের প্রতি বিশেষ মনোনিবেশ করেন, যেটা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য স্থান । এটা 'সাউকুল লাইলে' অবস্থিত । যাতে এর বরকতে প্রত্যেকের উদ্দ্যশ্য সাধিত হয়। এসব লোক মীলাদুন্নবীর দিন আরও অনেক কিছুর আয়েজন করে থাকেন । এ আয়েজনে আবেদ, নেককার, পরহিজগার, দানবীর কেউ বাদ যায় না। বিশেষ করে হেজাজের আমির বিনা সংকোচে সানন্দে অংশ গ্রহন করেন এবং তাঁর আগমন উপলক্ষে ঔ জায়গায় এক বিশেষ নিশান তৈরী করা হতো। প্রথম যোগে এটা ছিল না । পরবর্তীতে এটা মক্কার বিছারক ও বিশিষ্ট আলেম আল- বুরহানিশ শাফেয়ী মীলাদুন্নবী উপলক্ষ্যে আগত যিয়ারতকারী খাদেম ও সমবেত লোকদেরকে খানা ও মিষ্টি খাওয়ানোকে পছন্দনীয় কাজ বলে রায় দিয়েছেন। হেজাজের আমির (মীলাদুন্নবীর উপলক্ষে স্বীয় আবাসগৃহে সাধারণ লোকদের জন্য ব্যাপক পানাহারের ব্যবস্থা করতেন যেন এর বদৌলতে বিপদ আপদ বালা মুসিবত দুরিভূত হয়ে যায়। তাঁর ছেলেও খাদেম ও মুসাফিরদের বেলায় স্বীয়

পিতার অনুসারী ছিলেন । এ সব খানাপিনার মধ্যে কোন কিছু বাদ যেতনা কেবল ধুমপান ছাড়া । আর এ সব খানাপিনার মধ্যে নানা ফুলের সুগন্ধ ভরপুর থাকতো । অবস্থাটা ছিল জনৈক কবির কবিতার মত-

. اما اخيام فانها كخيامهم سوارى نساء الحى غير نسائهم.

অর্থাঃ তাবু তো ওসব তাবুর মতোই কিন্তু আমি দেখতেছি সে গোত্রের মহিলাগন এ সব মহিলা থেকে অনেক ভিন্ন । [১৭৬]

মদীনা বাসীর মীলাদ মাহফীল

ولا هل المدينه....كثرهم الله تعالى به احتفال وعلى فعلة اقبال وكان للملك المظفر صاحب اربك بذالك فى ها اتم العنايه و اهتماما بشانه جاوز الغايه فاثنى عليه به العلامه ابو شامه احد شيوخ النووى السابق فى الا ستقامه في كتابه الباعث على البدع والحوادث وقال مثل هذا الحسن يندب اليه ويشكر فاعله ويثنى عليه زاد ابن الجزرى ولولم يكن فى ذالك الا ارغام الشيطان وسرور اهل الايمان قال يعنى الجزرى واذاكان اهل الطلب اتخذوا ليلة مولد نبيهم عيدا اكبرفاهل الاسلام اولى بالتكريم واجدر.(المورد الروى فى مولد النبى- ﷺ)

মদীনা বাসিগনও মীলাদ মাহফীলের আয়েজন করতেন এবং অনুরুপ অনুষ্ঠানাদি পালন করতেন । বাদশাহ মোজাফ্ফর শাহ আরিফ অধিক আগ্রহি এবং সীমাহীন আয়োজনকারী ছিলেন। আবু শামা যিনি ইমাম নববীর অন্যতম উস্তাদ এবং বিশেষ বুজর্গ ছিলেন, স্বীয় কিতাব আল বায়াছ আলাল বিদয়ে ওয়াল হাওয়াদিছে' বাদশাহের প্রশংসা করেছেন এবং বলেছেন এরকম ভাল কাজসমূহ তার খুবই পছন্দ এবং তিনি

[১৭৬] আল মাওলিদুর রাবী পৃষ্ঠা নং ১২

يأتيه السلطان ستغاناء بفضل الرحمن- فألح السلطان على وزيره يبرام خان- بانه لابد من تدبير للا جتماع فى الكان ولو فى قليل من الزمان- فسمع الوزيد ان الشيخ لايحصر فى دعوة من هناء وعزاء الافى مولد النبى عليه الصلاة والسلام- تعظيما لذ الك المقام فأنهى الى اللطان فأمره يتهيئة اسبابه الملو كانية من انواع الاطعمة والاسبة ومما يثم به ويتبخر فى المجلس العلمية- ونادى الاكابر والأ هالى- وحفر الشيغ مع بعض الموالى فاخذ الطلن الابريق بيد الأدب ومعاونة التوفيق- والوزير اخذ الطشت من تحت امره- رجاء لطفه ونظره وعسلا يد التسيغ المكرم وحصل لهما يبركة تواضعهما لته تعالى ولرلوله صلى الله عليه وسلم) لمقام المعظم والجاه المفخم

আরব ছাড়াও অনারবে মীলাদ মাহফিলের প্রচলন ছিল মহাসমারোহে যেমন: পবিত্র রবিউল আওয়াল মাসে এবং মহিমান্বিত দিনে (১২ই তারিখে) এতদঅঞ্চলের অধিবাসীদের মীলাদ মাহফিলের নামে জাঁকজমক পূর্ণ মাজলিসের আয়োজন হতো সে গরীব মিসকীনদের মধ্যকার বিশেষ ও সাধারনদের জন্য বহু ধরনের খাবারের বন্দোবস্ত করা হতো। তাতে ধারাবাহিক তেলাওয়াত বহু প্রকার খতম এবং উচ্ছাঙ্গ ভাষায় প্রশংসা সম্বলিত কবিতামালা আবৃত্ব হতো। বহু বরকতময় ও কল্যাণময় আমলের সমাহার ঘটতো বৈধ পন্থায় বঙ্গ আনন্দোল্লাস প্রকাশ করা হতো বহু বিশেষজ্ঞ মহা পন্ডিতগণও তাতে অংশ গ্রহণ করতেন। এমনকি কোন কোন বৃদ্ধা মহিলাগণও সে মাজলিসে সমবেত হয়ে রাসূলে পাকের শানে বহু প্রেমকাব্য ও ছন্দ-মালা সংগ্রহ করতঃ তা মাজলিসে উপবেশন করতো। তাঁদের প্রেমকাব্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গগনও জড়ো হতেন। তাঁদের (মহিলাদের) জন্য সাধ্যানুসারী আপ্যায়নের ব্যবস্থা থাকতো। তৎকালীন উলামা মাশায়েখ গণের বহুবিদ সম্মানজনক কার্যাবলীর অন্যতম হচ্ছে এ মহান মীলাদ মাহফিল এবং মহিমাময় মাজলিসের প্রতি

এধরনের অনুষ্ঠান পালন কারীদের উৎসাহদান ও প্রশংসা করতেন। ইমাম যাযরী এর সাথে আরও সংযোযন করে বলেন, এসব অনুষ্ঠানাদি পালন করার দ্বারা শয়তানকে নাজেহাল এবং ঈমানদারদের উৎসাহ উদ্দিপনা দানই উদ্দেশ্য হওয়া চাই। তিনি আর বলেন, যেহেতু ঈসায়ীরা তাদের নবীর জন্মের রাতকে খুব শান শওকতের সাথে পালন করে থাকে, সেহেতু মুসলমানগন হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইজ্জত সম্মান করার অধিক হকদার এবং তাঁর জন্ম দিনে যতদূর সম্ভব আনন্দ আহলাদ প্রকাশ করা উচিত।[১৭৭]

অনারবে মীলাদ

واما دلعجم فمن حيث دخول هذا النهد المعظم والزمان المكرم- لاهلها مجالس فخام من انواع الطعام للفقراء الكرام وللفقراء من الخاص ولعامة- وقراءة الختمات والتلاوات المتواليات والانشادات المتعاليات والبناس البرات والخيرات وانواع السرور واضاف الحبورحتى بعض العبائز من غزلهن ونسجهن يجمعن مايقمن بجمعهن الاكابر والأعيان- وبهيا فهن ما يقدرون عليه فى ذالك الزمان ومن تعظيم مشايخهم وعلمائهم هذا المولدا لمعظم والمجلس المكرم- انه لايا باه احد فى حضوده دجاء ادراك نوده وسروره وقد وقع لشيخ مشايتنا مولنازين الدين محمود البهدا نى النقشبندى (قدس سره العلى) انه اراد سلطان الزمان وخاقان الدوران هما يون بادشاه- (تغمده الله واحسن مثواه) ان يجتمع به ويحصل له المدر والامداد بسببه- فأباه السيغ وامتنع ايضا ان

[১৭৭] আল মাওলিদুর রাবী পৃষ্ঠা নং ১২

ওরুত্বারোপ ও সম্মান প্রদর্শন করা। কিন্তু তা সত্বেও উক্ত মাহফিলে সমবেত হওয়ার ব্যাপারে তাদের কারও থেকে কোন ধরনের অস্বীকৃতি মুলক কঠোক্তি প্রকাশ পায়নি। যেহেতু সকলের এ উত্তম ধারনা ও আত্মবিশ্বাস ছিল যে, উক্ত মাহফিলে সমবেত হওয়া মুলতঃ আত্মতৃপ্তি, হুজুরে পাকের শুভাগমনের খুশী যাহের এবং তাঁরা এ ধরনের বহু উপমা বিদ্যমান রয়েচে। তন্মধ্যে আমাদের মহামান্য শায়েখগনের মুরব্বী শায়েখ মাওলানা যাইনুদিদ্ন মাহমুদ আল-বাহদানী নকশবন্দী (রাঃ) এর ঘটনা উল্লেখ যোগ্য।

একবার যুগশ্রেষ্ট প্রতিভা সমপন্ন কালজয়ী, বিপ্লবী মুঘল সম্রাট বাদশা হুমায়ুন (আল্লাহ পাক তাকে করুনার আচলে ডেকে রাখুন এবং সর্বোত্তম মাকাম দান করুন) তাঁর বিশাল জাঁকজমকপূর্ণ মাজলিসে মহামান্য শেখ যাইনুদ্দিন মাহমুদ আল বাহদানী নকশেবন্দী (রাঃ) কে সমবেত করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন কিন্তু শায়খ (রাঃ) সহসাই তা প্রত্যাখ্যান করে বললেন, আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে অমুখাপেক্ষী কোন সভা- সমাবেশে তিনি সমবেত হন না। কিন্তু সম্রাট তাঁর এ উক্তিতে পিছপা না হয়ে বরং তাঁর মন্ত্রীমহোদয় জনাব বারাম খাঁনকে দিয়ে বারং বার অনুনয় ব্যক্ত করেন যে, রাজদরবারে এ ধরনের কল্যান মুলক অনুষ্টানের নিতান্তই প্রয়োজন বিধায় অল্পক্ষন হলেও উপস্থিতি কামনা করি।

সম্রাটের মন্ত্রী মহোদয় বুঝতে পারলেন যে, আল্লামা মাইনুদ্দিন ছাহেব হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মীলাদ মাহফিলে কেবল তাঁর সম্মানার্থে উপস্থিত হতে পারেন অন্য কোন অনুষ্ঠানে নয়। এবিষয়টি মন্ত্রী মহোদয় সম্রাট মহোদয়ের দরবারে অবহিত করেন। এ সুবাদে সম্রাট মহোদয় স্বীয় মন্ত্রী মহোদয়কে আন্ত র্জাতিক মানের খাদ্য ও পান সামগী প্রস্তুত করত: মাহফিলকে অপরূপ সজ্জায় সজ্জিত এবং সুরভীতি করার জন্য আতর গোলাপ, ধুপদ্বারা সুঘ্রানীত ও সুরভীত করার নির্দেশ দেন।

অনুষ্ঠানে আকাবীর তথা বড় বড় উলামা-মাশায়েখ ও তথাকার অধিবাসীদিগকে অংশ গ্রহনের আহবান করা হয়। হাজারও মানুষের সমাগমে অনুষ্টানে সজ্জিত টিক এমনই মুহুর্তেই শায়খুল আল্লামা যাইনুদ্দিন (রাঃ) কিছু সংখ্যক সহচরবৃন্দকে নিয়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। তাঁর সম্মানার্থে সম্রাট মহোদয় আপ্যায়নের জন্য স্বয়ং- শেখ মহোদয়ের হস্ত ধৌত করনের জন্য শিষ্টাচার হস্তে পানির লোটা বহন করেন এবং স্বীয় মন্ত্রী মহোদয় (বারাম খান) নির্দেশের অধীনস্ত হয়ে নীচে চিলমুচি (চিলিমচি) বহন করেন। উভয়ের উদ্দেশ্য একটিই ছিল যে, যাতে করে তাদের প্রতি শায়খ মহোদয়ের সুদৃষ্টি পরায়ন সহশীল এবং কোমলপ্রাণ হোন। এমানসে তাঁরা তাঁর হস্ত

মোবারকে মিষ্টি পরিবেশন করেন। এরই ফলে আল্লাহ ও তদীয় রাসুলের সন্তুষ্টি কামনায় তাঁর প্রতি উভয়ের সমোচ্ছ স্থান ও গৌরভয়ম মর্যাদা অর্জিত হয়।[১৭৮]

ইমাম কস্তলানী (রঃ)

ইমাম কস্তলানী (রঃ) ওফাত ৯২২ হিজরী মাওয়াহিবে লাদুনীয়ার মধ্যে পবিত্র মীলাদ শরীফ সর্ম্পকে লিখেন-

لا زال اهل الاسلام يحتفلون بشهر مولده عليه السلام و يعملون الولائم ويتصدقون فى ليالية انوعاع الصدقات ويظهرون السرور ويزيدون فى المبرات ويعتنون بقراة مولده الكريم ويظهر عليهم ومن بركاته كل فضل عظيم ومما جرب من خواصه انه امان فى ذالك العام وبشرى عاجله بنيل البغيه والمرام فصح الله امرا اتخذ ليالى شهر مولده المبارك اعيادا ليكون اشد عليه على من فى قبله مرض. (المواهب الدنيه٢٨)

সব সময় আহলে ইসলাম হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র বেলাদত মাসে মীলাদ মাহফীলের আয়োজন করে আসছে । রবিউল আউয়াল মাসে লোকদেরকে খাবার পরিবেশন করে, সদকা খয়রাতের সম্ভাব্য সব পদক্ষেপ গ্রহন করে, আনন্দ, অধিক হারে নেক কাজ এবং মীলাদ মাহফীলের আয়োজন করে । প্রত্যেক মুসলমান মীলাদ শরীফের বরকতে ফয়েজ লাভ করে। মীলাদুন্নবী এর পরীক্ষিত বিষয়সমুহের মধ্যে একটি যে, যে বছর মীলাদ পালন করা হয়, সে বছর শান্তিতে অতিবাহিত হয়। অধিকন্তু এ আমল নেক উদ্দেশ্য ও আন্তরিক বাসনার পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের সুসংবাদ । আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তির উপর রহম করেন, যিনি মিলাদুন্নবীর মাসের রাতসমূহ ঈদ হিসাবে পালন করে ঐসব লোকের রোগ যন্ত্রনা বৃদ্ধি করে যাদের অন্তর আগ থেকে নবী বিদ্বেষে মারাত্নক ভাবে আক্রান্ত।[১৭৯]

---

[১৭৮] আল মাওলিদুর রাবী পৃষ্ঠা নং ১৩
[১৭৯] কুস্তলানী,মাওয়াহেবে লাদুনিয়া ১/৬৮

ইমাম নাসিরুদ্দীন ইবনুত তাবাখ

ইমাম নাসিরুদ্দীন ইবনুত তাবাখ (রহঃ) পবিত্র মীলাদ শরীফ সম্পর্কে লিখেন-

اذا انفق المنفق تلك الليلة وجمع جمعا اطعمهم ما يجوز اطعامه واسمعهم للاخرة ملبوسا كل ذالك سرورا بمولد صلى الله عليه و سلم بجميع ذالك جائز ويثاب فاعله اذا حسن القسد.(سبل الهدىٰ والرشاد فى سيرة خير العباد ৩৬৬)

কোন ব্যক্তি মীলাদের রাত্তে লোকদেরকে একত্রিত করলো, তাদেরকে হালাল ও ভাল খানা খাওয়ালো এবং বিশুদ্ধ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত ঘটনাবলী শোনানোর ব্যবস্থা করলো। যদি এসব কিছু মীলাদে পাকের আনন্দে করা হয় এবং এর নিয়ত শুদ্ধ হয়, তাহলে এসব জায়েয এবং এ ধরনের আয়োজন কারী ছওয়াব পাবে। [১৮০]

ইমাম জামালুদ্দীন কাত্তানী

ইমাম জামালুদ্দীন কাত্তানী (রহঃ) পবিত্র মীলাদ শরীফ সম্পর্কে বলেন-

بمولد صلى الله عليه و سلم مبجل مكرم قدس يوم ولاته وشرف وعظم وكان وجوده صلى الله عليه و سلم ميداء سبب النجاة لمن اتبعه وتقليل حظ جهنم لمن اعدلها لفرجه

আল আদিল্লাতু ফি জাওয়াজিল ইহতিফালি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম http: / / www.2ho2.com
আল আদিল্লাতু সাবিয়াতু ফি জাওয়াজিল ইহতিফালি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / www.alsunna.org
আল আদিল্লাতু সুফিয়া ফি জাওয়াজিল ইহতিফালি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / hitsk.in
আলাখালিস হানিয়া ফি মাসরুআতি মাওলিদু খাইরিল বারিয়্যাহু শাইখ উছমান বিন উমর
আহাদিসুল কাইয়্যাম ফি ইহতেফালু বি মাওলিদিল কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম https: / / majdah. maktoob. com
জমহুরুল উলামায়িল আহলিস্সুন্নাতুল ইসলামীয়াহ মায়া খাওয়াখিল আমালুল মাওলুদ, http: / / www startimes.com
[১৮০] সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফি সিরাতে খাইরিল ইবাদ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং ৩৬৬

بولادته صلى الله عليه و سلم فمن المناسب اظهار السرور وانفاق الميسر. .(سبل الهدىٰ والرشاد فى سيرة خير العباد (৩৬৬

হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র বেলাদতের দিন খোবই পবিত্র, বরকতময় ও সম্মান যোগ্য। তাঁর পবিত্র সত্ত্বার বৈশিষ্ঠ হচ্ছে যদি তার অনুসারী কোন মুসলমান তাঁর বিলাদত দিবসে আনন্দ প্রকাশ করে, তাহলে সে নাজাত ও সৌভাগ্য লাভ কওে আর যদি এমন কোন ব্যক্তি আনন্দ প্রকাশ করে, যে মুসলমান নয় এবং যাকে দোযখে অবস্থানের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তাহলে তার আজাব লাগব হবে। তাই সাধ্য মোতাবিক খুশী ও আনন্দ প্রকাশার্থে মীলাদুন্নবীর বিশেষ আয়োজন খুবই সমীচীন। [১৮১]

ইমাম জহির উদ্দীন যাফর মিসরী

ইমাম জহির উদ্দীন যাফর মিসরী অভিমত পবিত্র মীলাদ শরীফ সম্পর্কে বলেন-

هذا الفعل لم يقع فى الصدر الاول من السلف الصالح مع تعظمهم وحبهم له ااعظاما ومحبة لا يبلغ جمعنا الواحد منهم ولا ذرة منه وهى بدعة حسنة اذا قصد فاعليها جمع الصلحين والصلاة على النب بولادته صلى الله عليه و سلم واطعام للفقراء والمساكين وهذا القدر يثب عليه بهذا الشرط فىكل وقت.(سبل الهدىٰ والرشاد فى سيرة خير العباد ◻◻)

মীলাদ মাহফীল অনুষ্টানের প্রচলন হিজরী প্রথম শতাব্দীতে চালু হয়নি, যদিওবা আমাদের পূর্ববর্তী নেকবান্দাগন হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রেমে এমন বিভোর ছিলেন যে আমাদের সবার ইশক মুহব্বত তাদের কোন একজনের ধারে কাছে ও পৌছতে পারবেনা। মীলাদের অনুষ্ঠানকে বিদয়াতে হাসানা বলা যাবে, যদি এর আয়োজকগন নেক বান্দাদের একত্র করে, মীলাদ ও দরূদ

[১৮১] সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফি সিরাতে খাইরিল ইবাদ ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং ৩৬৬

সালামের ব্যবস্থা করে গরীব মিসকীনদের খাওয়ার এন্তেজাম করে। এ শর্তে যখনই এ আমল করা হবে, নিশ্চই ছওয়াবের ভাগী হবে ।

ইমাম মুহাম্মদ বিন ইউসুফ আস সালেহী আশ শামী

ইমাম মুহাম্মদ বিন ইউসুফ আস সালেহী আশ শামী তার সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ গ্রন্থে লিখেন বলেন-

وامام يعمل فيه فينبغى ان يقتصر فيه على ما يفهم الشكر لله تعالى من نحوما تقدم ذكره من التلاوة الاطعام و الصدقة وانشاد شيء من المدائح النبوية والزهدية المحركة ببقلوب الى فعل الخيرات والعمل للاخرة.(سبل الهدىٰ والرشاد فى سيرة خير العباد ৩৬৬)

মীলাদ শরীফের দিনটা যেহেতু নেক আমল সমূহের সাথে সম্পর্কিত, তাই ঐ দিন এসব কাজ আমল করা চাই, যা দ্বারা আল্লাহ তা'লার শোকরীয়া প্রকাশ পায়। যেমন তেলাওয়াতে কোরআন, গরীব মিসকিনদের মধ্যে খাবার বিতরন, সদকা খয়রাত করা, নাত মাহফীলের আয়োজন করা এবং কসীদাসমূহ পরিবেশন করা, যেগুলো মানুষের মনকে পরকাল ও নেক আমলের প্রতি ধাবিত করে । [১৮২]

ইমাম কুতুবুদ্দীন আল হানাফী (রহঃ)

কুতুবুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন মুহাম্মদ হিন্দী নাহরানী মক্কী হানাফী অফাৎ ৯৮৮ হিজরী মুহাদ্দিস মসজিদে হারাম, তাঁর "ইয়লাম বিইলামি বাইতিল্লাহিল হারাম" গ্রন্থের ১৯৬ পৃষ্টায় পবিত্র মীলাদ সম্পর্কে লিখেন-

بزار مولد النبى صلى الله عليه و سلم النكانى فى الليلة الثانية عشر من ربيع الاول فى كل عام فيجتمع الفقهاء واليعان على نطام المسجد الحرام والقضاو الاربعة بمكة الشرفة بعد الصلاة المغرب بالشموع الكثيرة والمغروعات

[১৮২] সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফি সিরাতে খাইরিল ইবাদ ১ম খন্ড পৃষ্টা নং ৩৬৬

والفوانيس و المشاغل و جميع المشائخ مع طوائفهم بالاعلام الكثيرة ويخرجون من المسجد الى شوق الليل ويمشون فيه الى محل مولد الشريف بازدحام ويختب فيه شحصويدعو للسلطنه الشريفة ثم يعودون الىالمسجد الحرم و يجلسون صفوفا فى وسط المسجد من هجة الباب الشريف والقضاة قيدعو للسلطان ويلبسه الناظر خلعه ويلبس شيخ الفرلشين خلعة ثم يؤذن للعشاءويصلالناس علىعادتهمثم يمشى الفقهاء مع ناظر الحرم الى الباب الذى يخرج كمه من المسجد ثم يتفرقون وهذا من اعظم مراكب نظر الحرم الشريف بمكة المشرفة ويأتى الناس من البدو و والحضر وا اهل جدة وسكان الاودية فى تلك الليلة ويفرحون بها . (الاعلام بعلام بيت الله الحرم_ ৩৭)

শত শত বছর ধরে মক্কাবাসী মীলাদ শরীফ পালন করে আসছে । ১২ই রবিউল আউয়ালের রাতে প্রতি বছর যথারিতী মসজীদে হারামে সমবেত হওয়ার ঘোষনা দেওয়া হতো। বিভিন্ন এলাকার ওলামা ফোকাহা, গর্বণর ও চার মাজহাবের বিচারকগন মাগরীবের সময় মসজীদুল হারামে উপস্থিত হতেন। নামায আদায়ের পর সভাই 'সউকুল লাইল' হয়ে মাওলেদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (সেই পবিত্র ঘর, যে খানে তাঁর বেলাদত হয়েছে।) যেয়ারতের উদ্দেশ্যে যেতেন। তাদের হাতে অধিক হারে বাতী, ফানুস এবং মশাল থাকতো এখানে অধিক লোকের সমাগম হতো, যার ফলে জায়গা পাওয়া খুবই দুস্কর হতো। এক আলেমে দীন এখানে তাকরীর করতেন এবং সকল মুসলমানদের জন্য দোয়া করতেন। অতপর সবাই পুনরায় মসজীদে ফিরে আসতেন এবং তখনকার বাদশাহ এ ধরণের মাহফীলের আয়োজনকারীদের মাথায় পাগড়ী বেধে দিতেন। এশার আগ পর্যন্ত মাহফীল চলতো। এশার নামায আদায় করার পর লোকেরা নিজ নিজ ঘরে চলে যেত । এটা এতবড় সমাবেশ হতো যে অনেক দূর দুরান্ত থেকে লোক আসতো । এমন কি

জিদ্দার লোকেরাও এ মাহফীলে শরীক হতো। এবং প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বেলাদতের সম্মানে আনন্দ প্রকাশ করতো। [১৮৩]

আল্লামা জামাল উদ্দীন মুহাম্মদ যারাল্লাহ বিন নূর উদ্দীন ফারসী (রহঃ) ১৮৬০খৃষ্টঃ

আল্লামা জামাল উদ্দীন মুহাম্মদ যারাল্লাহ বিন নূর উদ্দীন ফারসী (রহঃ) ১৮৬০খৃষ্টঃ তার জামউল রাতাকি ফি ফাদলিল মক্কাতু ওয়া আহলাহু বিনায়িল বাইতিশ শরীফ গ্রন্থে ২০১পৃষ্ঠায় পবিত্র মীলাদ শরীফ সম্পর্কে লিখেন-

جرت العادة بمكة ليلة الثانى عشر من ربيع الاول كل عام ان قاضى مكة الشافعى يتهيا ء لزيارة هذا المحل الشريف بعد صلاة المغربفى المغرب فى جمع عظيم منه الثلاثة القضاة واكثر الا عيان من الفقهاء والفضلاء وذوى البيوت بفوانيس كثيرة وشموع عظيمة ولزدحام عظيم ويدعى غيه للسلطان ولا صيرمكة وللقضى الشافعى بعد تقدم خطبة منا سبة للمقام ثم يعود منهم الى المسجد الحرام قبل العشاء ويجلس خلف مقام الخليل عليه السلام بازاء قبه الفراشين ويدعو الداعى لمن ذكر انفا بحضور القضاة واكثر الفقهاء ثم يصلون العشاء و ينصريفون ولم اقف على اول من سن ذالك سأبت مورخى العصر فلم اجد عندهم علما بذالك .(الجامع اللطيف فى فضل مكة واهله بناء البيت الشريف٢٠١)

এটা মক্কাবাসীর রীতি ছিল যে প্রতি বছর ১২ই রবিউল আউয়াল এর রাতে মক্কা শরীফে মাগরীবের নামাযের পর শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারিরা মক্কার কাজীর

[১৮৩] "ইত্তেমাম বিহিদায়ি খাইরিজ্জাহিল হারাম" গ্রন্থের ১৯৬ পৃষ্ঠা

নেতৃত্বে এক বিরাট মিছিল নিয়ে 'মাওলেদ শরীফ' যিয়ারত করে যেতেন। ঐ মিছিলে অপর তিন মাযহাবের ফিকহের ইমামগন, অধিকাংশ ফকীহ, ওলামায়ে কেরাম ও শহর বাসী থাকতেন, তাদের হাতে বাতি ও বড় বড় মশাল থাকতো। সেখানে গিয়ে মীলাদ শরীফ বিষয়ে বয়ান হতো । অতঃপর তখনকার বাদশাহ, মক্কার গভর্ণর, এবং শাফেয়ী মাযহাবের কাজী (আয়োজক হওয়ার কারণে) এর জন্য বিশেষ দোয়া করা হতো। এ সমাবেশ এশা পর্যন্ত বলবৎ থাকতো। এশার নামাযের একটু আগে তাঁরা মসজীদে ফিরে আসতো এবং মাকামে ইব্রাহিমে একত্রিত হয়ে পুনরায় দোয়া করা হতো। এতেও সকল কাজী ও ফকীহগন শরীক হতেন। অতঃপর এশার নামায আদায় করার পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হতো। (তিনি বলেন) আমার জানা নেই যে এ প্রথাকে শুরু করেছিলেন। সমসাময়ীক অনেক ঐতিহাসিকের কাছে জজ্ঞাসা করেও যানা যায়নি । [১৮৪]

শায়খ ইসমাঈল হাক্কী

শায়খ ইসমাইল হাক্কী বরুছভী (১৬৫২-১৭২৪ খ্রীঃ) 'তফসীরে রুহুল বয়ানে' লিখেছেন-

".اور میلاد شریف منانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم میں سے ہے جب کہ وہ منکرات سے پاک ہو۔ اِمام سیوطی نے فرمایا ہے : ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادتِ باسعادت پر اِظہار شکر کرنا مستحب ہے۔"اِسماعیل حقي، تفسیر روح البیان، 9 :

: আর মীলাদ অনুষ্ঠান উদযাপন করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তাজীম ও সম্মান প্রদর্শনের অন্তর্ভূক্ত বলে গণ্য হবে, যখন এতে কোন রকম নিন্দনীয় বস্তুর বা কর্মের সংমিশ্রণ না থাকবে। ইমাম সুয়ূতী (রহঃ) বলেছেন, আমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সৌভাগ্যপূর্ণ বেলাদতের ওপর শোকরগুজারী প্রকাশ করা মোস্তাহাব। [১৮৫]

[১৮৪] জামউল রাতাকি ফি ফাদলিল মক্কাতু ওয়া আহলাহু বিনায়িল বাইতিশ শরীফ গ্রন্থে ২০১ পৃষ্টা
[১৮৫] তফসীরে রুহুল বয়ানে'
আল আদিল্লাতু ফি জাওয়াজিল ইহতিফায়ি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম http: / / www.2ho2.com
আল আদিল্লাতু সারিয়াতু ফি জাওয়াজিল ইহতিফায়ি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / www.alsunna.org

শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দীছে দেহলবী (রহঃ)

শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দীছে দেহলবী (রহঃ) এর তাঁর মাছাবাতা বিস সুন্নাহ গ্রন্থে পবিত্র মীলাদ শরীফ সম্পর্কে লিখেন -

لايزال اهل الاسلام يحتفلون بشهر مولده صلى الله عليه وسلم يعملون الولائم ويتصدقون فى لياليه بانواع الصدقات ويظهرون السرور ويزيدون فى المبرات ويعتنون بقراءة مولده الكريم ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم ومما جرب من خواصه انه امان فى ذالك العام وبشرى عاجلة نبيل البغية والمرام فرحم الله امرأ اتخذ ليالى شهر مولده المبارك اعيادا ليكون اشد علة على من فى قلبه مرض وعناد ولقد اطنب ابن الحاج فى المدخل فى انكار على ما احدثه الناس من البدع والهواء والغناء بالالات المحرمة عند عمل مولد الشريف فالله تعالى يثبت على قصده الجميل ريسلك بنا سبيل السنة فانه حسبنا ونعم الوكيل-

মুসলমানেরা সর্বদা রবিউল আউয়াল মাসে মাহফিল করে এবং উপস্থিত লোকজনকে পানাহার করায়। আর হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য রাতে সদকা দান করে এবং খুশী ও আনন্দ প্রকাশ করে। আর অনেক অনেক পূন্যময়

জমহুরুল উলামায়িল আহইশ্মাতুল ইসলামীয়াহ মায়া বাওয়াবিল আমালুল মাওলুদ, "http: / / www. startimes.com

আল আদিল্লাতু মুকিয়া ফি জাওয়াজিল ইহতিকালি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাশির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / hitsk.in

আলাআদিল্লা জালিয়া ফি মাসরুআতি মাওলিদু খাইরিল বারিয়্যাহ্ শাইখ উছমান বিন উমর

আল্লামিলুল কাইয়ুম ফি ইহতেফালু বি মাওলিদিল কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম https: / / majdah. maktoob. com

কাজ করে। হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জন্য কাহিনী সম্বলিত বর্ণনাসমূহ পাঠ করে। এর ফলে তাদের প্রতি সাধারণ ভাবে বরকত প্রকাশ পায়। মীলাদ অনুষ্ঠান করার অনেক বৈশিষ্টের মধ্যে একটি পরীলক্ষিত বৈশিষ্ট্য হল এই যে, ঐ বছর সর্বদা সব স্থানে শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজমান থাকে। মীলাদ অনুষ্টান মকসুদ হাসিলের জন্য সুসংবাদ বিশেষ। যারা হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জন্ম রাতটিকে উৎসব কওে তোলে আল্লাহ তাদের প্রতি রহমত বর্ষন করেন। আর যাদের অন্তরে হিংসা বিদ্বেষের ব্যধি আছে, তাদের প্রতি এই আনন্দ উৎসবটি দুঃখ কষ্টের কারনে পরিণত হয়। হাম্বালী মাযহাবের ইসলামী চিন্তাবিদ ইবনুল হাজ তার মাদখাল গ্রন্থে তাদের প্রতি ভৎসনা করেছেন যারা মীলাদ অনুষ্টানের মধ্যে বিদআত ও মনগড়া কাজ কর্ম করে এবং নিষিদ্ধ বাদ্যযন্ত্র নিয়ে গান বাজনা করে। যারা সৎ উদ্দেশ্যে ও নেক নিয়তে মীলাদ অনুষ্টান করে তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা এ কর্মের উপর প্রতিষ্টিত রাখুন। আর আমাদেরকে সুন্নাতের পথে পরিচালিত করুন। তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আর উত্তম কর্মবিধায়ক। [১৮৬]

শাহ ওলী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহ) -

শাহ ওলী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহ) তাঁর আদ দুররুছ ছামীন ও ফয়ূজুল হারামাইন গ্রন্থের ২২ নংহাদীস ও ফ ৮০ পৃষ্ঠায় পবিত্র মীলাদ শরীফ সম্পর্কে লিখেন

اخبرنى سيدى الوالد قال كنت اصنع فى ايام المولد طعاما صلة بالنبى صلى الله عليه وسلم فلم يفتح لى سنة من السنين شئ اصنع به طعاما فلم اجد الا حمصا مقليا فقسمت بين الناس فرايته صلى الله عليه وسلم وبين يديه هذا الحمص- وافادت ايضا مولانا الموصوف عليه رحمة الله الرؤف فى فيوض الحرمين وكنت قبل ذالك بمكة المعظمة فى مولد النبى صلى الله عليه وسلم فى يوم

---

[১৮৬] 'মা সাবাতা মিনাস সুন্নাহ ফী আইয়ামিস সুন্নাহ'

। :আব্দুল হক এলাহাবাদী (রহঃ) :দুররুল মুনাজ্জম কী আমলে ওয়া হুকমে মাওলুদিন নাবীয়্যিল আযম পৃষ্ঠা নং ২০৬-৭

ولادته والناس يصلون على النبى صلى الله عليه وسلم ويذكرون ارهاصاته التى ظهرت فى ولادته ومشا هده قبل البعثة فرايت انوارا سطعت دفعة واحدة لا قول انى ادر كتها ببصر الجسدولا اقول ادركتها ببصر الروح- والله اعلم كيف الامر بين هذا وذالك فتاملت تلك الانوار فوجدتها من قبل الملائكة الموكلين بامثال هذه المشاهد وبامثال هذاه المجالس ورايت يخالط انوار الملائكة انوار الرحمة-

আমার সম্মানিত পিতা আমাকে জানিয়েছেন যে আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য দিনে খাদ্য সামগ্রী তৈরী করে তা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য হাদিয়া সরূপ পাঠাতাম। কোন এক বছর আমার আর্থিক অবস্থা ভাল না থাকায় আমি কোন খাদ্য সামগ্রী তৈরী করতে পারলাম না। আমার ঘরে সামান্য চানাবুট ব্যতীত আর কিছু ছিলনা। অবশেষে তা যেন লোকদের মধ্যে বিতরন করলাম। আমি রাত্রে সপ্নে দেখলাম যে, হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে চানা বুট রাখা হয়েছে।187 হযরত মাওলানা শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেছে (রহঃ) তার "ফুয়ুযুল হারামাইন "গ্রন্থে আরো লেখেন, আমি এর পূর্বে পবিত্র মক্কায় হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম স্থানে মীলাদ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম। ঐ অনুষ্ঠানে লোকেরা হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দুরুদ পাঠ করেছেন। আর তাঁর জন্মকালে যে সব মুজিযা প্রকাশ পেয়েছিল এবং নবুওয়াত লাভ করার পূর্বে প্রকাশিত মুজিযাসমূহ আলোচনা করেছিলেন। হঠাৎ আমি এক উজ্বল নূর অবলোকন করলাম। আমি বলতে পারছিনা যে, এ নূর মানবীয় দৈহিক চোখে অবলোকন করছি, না আধ্যাত্মিক চোখে অবলোকন করছি তা আল্লাহ তায়ালা ভাল জানেন। ব্যাপারটি এ দুটির মধ্যে নিহিত। অতপর আমি গভীর ধ্যানে মগ্ন হলাম। অবশেষে আমি বুঝতে পারলাম

[187] আদ দুররুছ ছামীন হাদীস নং ২২

এগুলো ফেরেস্তাদের নূর, যারা এ ধরনের মজলিসে মুয়াক্কিল হিসেবে উপস্থিত হন। আমি ফেরেসতাদের নূর এবং রহমতের নূর মিশ্রিত অবস্থায় অবলোকন করলাম।[188]

হযরত শাহ আব্দুল আজিজ মোহাদ্দীসে দেহলবী (রহঃ)

وحضرت مولانا جناب شاه عبد العزيز صاحب قدس سره درجواب سائلى كه استفسار ازمجلس محرم ومرثيه خوانى نموده افاده فرموده كه درتمام سال دو مجلس درخانه فقير منعقد ميشود مجلس ذكرمولودشريف ومجلس ذكر شهادت حسنين اول كه مردم روز عاشوره بايدكرد روز بيش ازين قريب چهار صديا پانصد كس بلكه قريب هزار كس و زياده ازان فرابم مى ايند ودرود ميخوانند ازان كه فقير ايد مى نشيند وذكرفضائل حسنين كه درحديث شريف واردشده دربيان مى ايد وانچه دراحاديث اخبار شهادت اين بزرگان وتفصيل بعض حالات بدمالى قاتل ايشان واردشده نيزبيان كرده ميشود درين ضمن بعض مرثيه ها ازغير مردم يعنى جن وپرى كه حضرت ام سلمه وديگر صحابه شنيده –

اند- نيز مذ كوركرده ميشود وخوابهلى متوحش كه حضرت عباس و ديگر صحابه ديده اند ودلالت بر فرط اندوه بروح مبارك حضرت جناب رسالتماب ميكنند مذكور ميشود- وبعدازان ختم قران وپنج ايت خوانده برما حضر فاتحه نموده مى ايد ودرين بين اگر شخصى خوش الحان سلام ميخواند

[188] ফুয়ুযুল হারামাইন পৃষ্ঠা নং ৮০
: আব্দুল হক এলাহাবাদী (রহঃ) :দুররুল মুনাজ্জম ফী আমলে ওয়া হুকমে মাওলুদিন নাবীয়্যিল আযম পৃষ্ঠা নং ২০৮
বেশারতুল্লাহ মেদিনীপুরী (রহঃ) - হাক্বিকতে মুহাম্মদী মীলাদে আহমদী পৃষ্ঠা নং৩০১

بامرثیہ مشروع کثر حضارمجلس واین فقیررا بم رقت وبکا لاحق میشود اینست قدری کہ بعمل می ایدپس اگر این چیزہا نزدفقیر بھمین وضع کہ مذکورشد جائزنمی بود- اقدام بران اصلانمیکرد باقیماندہ مجلس مولودشریف پس حالش اینست کہ بتاریخ دوازدھم شھرربیع الاول بمین کہ مردم موافق معمول سابق فرام شدند ودرخواندن درود مشغول گشتند فقیرمی اید اولا بعضح از احادیث فضائل انحضرت صلعم مذکور میشود بعد ازان ذکرولادت باسعادت ونبذی ازحال رضاع وحلیہ شریف وبعضی ازاثار کہ دربن ا وان بضھورامد بمعرض بیان می اید پشتربرما حضر ازطعام باشیرینی فاتحہ خواندہ تقسیم ان بحاضرین مجلس میشود وعلاوہ بران زیارت موئی مبارک انحضرت صلعم نیز معمول قدیم است- انتھی-

হযরত শাহ আব্দুল আজিজ মোহাদ্দেসে দেহলবী (রহঃ) মুহাররাম মাসের অনুষ্টান এবং মরছিয়াখানি (শোক গাতা পাঠ) সম্পর্কে জনৈক ব্যক্তির জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেন, সারা বছরের এ ফকিরের (আমার) বাড়িতে দুটি মজলিস অনুষ্ঠিত হয়। একটি হচ্ছে মীলাদ শরীফের আলোচনা অনুষ্টান, আর অপরটি হচ্ছে শাহাদাতে হাসনাইন (রাঃ) এর আলোচনা অনুষ্টান। প্রথম মজলিসে আশুরার দিন চার শত বা পাঁচ শত বরং প্রায় হাজার লোকের সমাগম হয়। সে মজলিসে দুরুদ শরীফ পাঠ করা হয়। আমিও রাতে মজলিসে উপস্থিত হয়ে বসি। আর হযরত হুসাইন (রাঃ) সম্পর্কে হাদীসে যে সব ফজিলত বর্ণিত হয়েছে মজলিসে তাও বর্ণনা করা হয়। আর হযরত হুসাইন (রাঃ) এবং তার সাথীদের শাহাদত লাভের সম্পর্কে ও কিছু কিছু হাদীস বর্ণনা করা হয়। আর তাদের হত্যাকারীদের খারাপ পরিণতি সম্পর্কে ও বলা হয়। এ উপলক্ষে জ্বিন পরী থেকে হযরত উম্মে সালমা ও অন্যান্য সাহাবীগণ যে শোক গাতা শুনেছেন তারও কিছু কিছু আবৃত্তি করা হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) সহ অন্যান্য সাহাবীগণ যে বিস্ময়কর অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছেন তাও আলোচনা করা হয়। আর হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে, এ হৃদয় বিদারক ঘটনায়

মর্মাহত হয়েছেন তা ও আলোচনা করা হয়। এরপর কোরআন মজীদ খতম করা হয় এবং পাঁচটি আয়াত পাঠ করে উপস্থিত লোকদের রুহের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করা হয়। এর মাঝে কোন ব্যক্তি সুললিত কণ্ঠে সালাম পাঠ করলে অথবা (মরছিয়াহ) শোক গাতা পাঠ করলে উপস্থিত লোকদের ও এ ফকিরটির মনটি কোমল হয়ে মহব্বতের আবেগে নয়ন যোগল অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠে এবং কান্নায় অস্থির হয়ে যায়। এ ধরণের আরো অনেক পূণ্যময় কাজ করা হয়। অতএব এ কাজগুলো যদি বানোয়াটি ও শরীয়ত গর্হিত কাজ হলে এ ফকীরের কাছে তা বৈধ হত না এবং আদৌ তা সমর্থন করতাম না। এখন আসুন মীলাদ শরীফের আলোচনায়। বারই রবিউল আউয়াল মাসের বার তারিখ লোকজন পূর্ব অভ্যাস মাফিক আমার বাড়িতে এসে সমবেত হয় এবং দুরুদ শরীফ পাঠে তারা মশগুল হয়। আর এ ফকির ও দুরুদ শরীফ পাঠে তাদের সাথে শামিল হয়। প্রথমতঃ হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফযীলত সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস সমূহের কিছু কিছু বর্ণনা করা হয়। অতপরঃ হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম বৃত্তান্ত ঘটনাবলী, তার দেহ আবয়বের গঠন আকৃতি, দুগ্ধপান কালীন কিছু অবস্থা ও ঘটনাবলী সহ কিছু কিছু হাদীসও বর্ণনা করা হয়। অতপর উপস্থিত লোকজনের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী এবং ফাতিহার নিয়তে শিরনি এবং মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়। এরপর পুরানো দস্তুর অনুযায়ী সব শেষে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চুল মোবারক সবাইকে দেখানো হয়। [১৮৯]

আল্লামা শহীদ হাসান আল বান্না (রহ.)

আল্লামা শহীদ হাসান আল বান্না (রহ.) পবিত্র মীলাদ শরীফ সম্পর্কে লিখেন -

قاله في رسالة(فليلاحظ المسلمون هـذا وليجعلوا احتفالهم بذكرى مولد النبي- صلى الله عليه وسلم- كل عام تفهمًا لسيرته، وتعلمًا لأخلاقه، وتعرفًا لسنته- صلى الله عليه وسلم -وتواصيًا فيما بينهم بالحق والصبر؛ اقتداءً به- صلى الله عليه وسلم- وبأصحابه﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله

…আব্দুল হক এলাহাবাদী (রহঃ) :দুররুল মুনাজ্জম ফী আমলে ওয়া হুকমে মাওলুদিন নাবীয়্যিল আযম পৃষ্ঠা নং ২০৯

…কেরামতুল্লাহ মেদিনীপুরী (রহঃ) - হাকিকতে মুহাম্মদী মীলাদে আহমদী পৃষ্ঠা নং২৬৬-২৬৮

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾

(الأحزاب: (২১)

ইমাম শহীদ হাসান আলবান্না (রহ.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবন অনুধাবন, তার চরিত্র শিক্ষণ ও সুন্নাত উজ্জীবনের তরে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অবশ্যই করণীয় যে, সে যেন মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদযাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। যাতে করে সে সামাজিক সততা অর্জন ও ধর্ম শিক্ষা করতে পারবে এবং তাঁকে অনুসরনের দীক্ষা নিতে পারে। কেননা আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন। "নিশ্চয়-ই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাঝে তোমাদের জন্য রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ। যে পরকালে আল্লাহর সাম্মান ও সফলতার আশাবাদী সে যেন খুব বেশী করে আল্লাহর যিকির করে। (আহযাব-২১)[১৮০]

শায়খ আব্দুল হালীম মাহমুদ (রহঃ)

أما عن الاحتفال بالمولد النبوي فهو سنة حسنة من السنن التي أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها .وذلك لأن له أصولا ترشد إليه ، وأدلة صحيحة

[১৮০] আল আদিল্লাতু ফি জাওয়াজিল ইহতিফায়ি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম http: / / www.2ho2.com
আল আদিল্লাতু সারিয়াতু ফি জাওয়াজিল ইহতিফায়ি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / www.alsunna.org
আল আদিল্লাতু সুফিয়া ফি জাওয়াজিল ইহতিফায়ি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / hitsk.in
আলাআদিল্লাহ ছানিয়া ফি মাসরুআতি মাওলিদু খাইরিল বারিয়্যাহ্ শাইখ উছমান বিন উমর
আদ্দালিলুল কাইয়্যুম ফি ইহতেফালু বি মাওলিদিল কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম https: / / majdah. maktoob. com
জমহুরুল উলামায়িল আইয়িম্মাতুল ইসলামীয়াহ মাআ যাওয়াযিল আমালুল মাওলুদ, "http: / / www. startimes.com

تسوق إليه ، استنبط العلماء منها وجه مشروعيته- كما في

فتاواه (১: (২৭৩)

শায়খ আব্দুল হালীম মাহমুদ (রহঃ) তার ফাতওয়ায় বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম উপলক্ষে অনুষ্ঠান আয়োজন বা ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদযাপন একটি উত্তম সুন্নত (বিদআতে হাসানা)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সেই হাদীসটি একথার দলিল। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কেউ যদি ইসলামে কোন উত্তম কাজের প্রচলন করে তবে সে এর পূণ্যতো পাবেই, সাথে সে একাজটি করতে তার সমপরিমান পূণ্য প্রচলন কারীও পেতে থাকবে। আর মন্দ কাজের প্রবক্তা নিজের বোঝার সাথেও পরেও সমান বোঝা বহন করবে। এই হাদীসই মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুষ্ঠানের মূল। অনেক অকাট্য প্রমানাদি এর স্বপক্ষে রয়েছে। এরই ভিত্তিতে উলামায়ে কেরাম মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শরীয়ত সিদ্ধ পূণ্যময় কাজ বলে অভিহিত করে দেন।[১৮১]

শায়খ হাসানাইন মুহাম্মদ মাখলুফ শায়খুল আযহার (রহ.) অফাৎ (১৮৯০- ১৯৯০)

وقال الشيخ حسنين محمد مخلوف شيخ الأزهر رحمه الله تعالى إن إحياء ليلة المولد الشريف وليالي هذا الشهر الكريم الذي أشرق فيه النور المحمدي إنما

[১৮১] ফতোয়া খন্ড ১ম পৃষ্ঠা নং ২৭৩
আল আদিল্লাতু ফি জাওয়াজিল ইহতিফায়ি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম http: / / www.2ho2.com
আল আদিল্লাতু সারিয়াতু ফি জাওয়াজিল ইহতিফায়ি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / www.alsunna.org
আল আদিল্লাতু সুফিয়া ফি জাওয়াজিল ইহতিফায়ি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / hitsk.in
আলাআদিল্লাহ ছানিয়া ফি মাসরুআতি মাওলিদু খাইরিল বারিয়্যাহ্ শাইখ উছমান বিন উমর
আদ্দালিলুল কাইয়্যুম ফি ইহতেফালু বি মাওলিদিল কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম https: / / majdah. maktoob. com
জমহুরুল উলামায়িল আইয়িম্মাতুল ইসলামীয়াহ মায়া যাওয়াযিল আমালুল মাওলুদ, ন্যঃঃড়: / / ীীী. ংঃধৎঃরসবং.পড়স

يكون بذكر الله تعالى وشكره لما أنعم بــه علــى هــذه الأمــة من ظهور خير الخلق إلى عــالم الوجــود ولا يكــون ذلــك إلا في أدب وخشوع وبعد عــن المحرمــات والبــدع والمنكــرات ومن مظاهر الــشكر علــى حبــه مواســاة المحتــاجين بمــا يخفف ضائقتهم وصلة الأرحــام والإحيــاء بهــذه الطريقــة وإن لم يكن مأثورا في عهده صلى الله عليه وآلــه وســلم ولا فــي عهد السلف الصالح إلا أنه لا بأس بــه وســنة حــسنة(فتــاوى شرعية.(১/১৩১)

শায়খ হাসানাইন মুহাম্মদ মাখলূক (শায়খুল আযহার) (রহ.) বলেন, আল্লাহর যিকির আল্লাহর শুকুর এ মাসে দুনিয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমন ঘটিয়ে আল্লাহর সে অনুগ্রহ করেছেন দুনিয়া বাসীর প্রতি তারই কৃতজ্ঞতা তার রবিউল আউয়াল মাসের রাত সমূহকে উত্তম কার্যাবলী ও নফল ইবাদত বা মীলাদুন্নবী পাঠ উদযাপন করা নিঃসন্দেহে সুন্নাতে হাসানাহ। তবে যে কোন নিন্দনীয় অপছন্দনীয় কাজ থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। যদি ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্বভাব সুলভ দয়া পরশতায় উম্মতের জন্য এরাতের কোন অবশ্য করনীয় নির্ণয় করেন অথবা সলফে সালেহীন ও এদিকে কোন খেয়াল করেননি। তবুও তা সুন্নাতের হাসানাহ এতে কোন সংশয় নেই। কারন এতে রয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রেম প্রত্যাশা ভালবাসা ও আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া।[১৯২]

---

[১৯২] ফতোয়ায়ে শরীয়ত ১ম খন্ড ১৩১ পৃষ্ঠা
আল আদিল্লাতু ফি জাওয়াজিল ইহতিফালি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম http: / / www.2ho2.com
আল আদিল্লাতু সারিয়াতু ফি জাওয়াজিল ইহতিফালি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / www.alsunna.org
আল আদিল্লাতু সুফিয়া ফি জাওয়াজিল ইহতিফালি ওয়াল ইহতেফালু বি মাওলিদি সাইয়্যিদিল বাসির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "http: / / hitsk.in
আলাআদিল্লাহ হানিয়া ফি মাসরুআতি মাওলিদু খাইরিল বারিয়্যাহ্ শাইখ উছমান বিন উমর
আবদালিমুল কাইয়্যুম ফি ইহতেফালু বি মাওলিদিল কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম https: / / majdah. maktoob. com

মাওঃ শায়খ ইসহাক (রহ) বলেন

وحضرت مولانا شیخ شیوخنا جناب مولانا مولوی محمد اسحاق رحمة الله علیه درجواب سوال پانزد هم که درمائة المسائل مذكور است افاده فرموده که قیاس عرس برمولود شریف غیر صحیح است یعنی عرسیکه درے روزمعین نموده مردماں جمع شوند ولباس فاخره دپوشند ودر مقام قبر یادرد دگرجائے درن گ سازند وچیز از اختراعات خود وبدعات مثل قبص وضرب الات لهووغيره بعمل ارند- چنانچه بمیں عبارت بعینها قبیل ایں عبارت دراں موجود است پس بعد ایں عبارت که قیاس عرس برمولود شریف غیرصحیح است ایں عبارت ترقیم میفرمایند زیراکه درمولود شریف ذکر ولادت خیر البشر است واں موجب فرحت وسروراست ودرشرع اجتماع برائے فرحت وسرورکه خالی از بدعات ومنکرات باشد امده وبرائی اجتماع حزن وشرور ثابت نشد وفی الواقع فرحت مثل ولادت انحضرت صلعم در دیگر امر نیست پس د یگر امر برین قیاس صحیح نخواهد شد-

আমাদের আসাতিযায়ে কিরামের হাদীস শাস্ত্রের উস্তাদ হযরত মাওলানা ইসহাক (রহ) তার রচিত মিয়াতে মাসাইল কিতাবের পনের তম প্রশ্নের উত্তরে বলেন মীলাদ শরীফের উপর উরুসের অনুমান করা ঠিক নয়। অর্থাৎ উরুস হচ্ছে নির্দিষ্ট একদিনে লোকেরা কোন কবর স্থানে বা অন্য কোন স্থানে একত্রিত হয়ে তারা গৌরব প্রর্দশন মূলক পোশাক পরিধান করে সে উরুসে একত্রিত হয়। আর উরুসের সভার স্থান টিকে নানা সাজে সজ্জিত করে। সেখানে নানাপ্রকার মনগড়া কার্জকলাপ ও বিদয়াতী কর্মকান্ড করে। যেমন গান বাজনা করা বাধ্য যন্ত্র বাজান ইত্যাদি গুনাহর কাজ র্কম

জমহুরুল উলামায়িল আইম্মিয়াতুল ইসলামীয়াহ মায়া যাওয়াযিল আমালুল মাওলু', "http: / / www. startimes.com

করে। অতএব উরুসে এ ধরনের খারাফ কাজ হওয়ার কারনে তাকে মীলাদ শরিফের ওপর অনুমান করা যায়না এবং বৈধ বলা যায়না। একতা আমি নিজেই লিখছি। পক্ষান্তরে মীলাদ শরিফ হচেছ বিশ্বের সর্ব শ্রেষ্ট মানব হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম অনুষ্টান পালন করা। এটা মুসলমানদের জন্য আনন্দ ও খুশি হওয়ার কার্য কারন। শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন আনন্দদায়ক কোন অনুষ্টান শরিয়তের খেলাফ মুক্ত হলে তা বৈধ হয়। বাস্তব ও বরকতময় আর অনুষ্টান হতে পারেনা অতএব এর উপর অন্য কোন সমাবেশও অনুষ্টানকে কিয়াস করে সঠিক ও বৈধ বলা ঠিক হবেনা। [১৯৩]

মুফতি মুহাম্মদ সাআদুল্লাহ (রহঃ)

اقول فى الجواب مستعينا عليهم الحق والصواب قال الحافظ ابو الخير السخاوى فى فتاواه عمل المولود الشريف لم ينقل عن احد من السلف الصالح فى القرون الثلاثة الفاضلة انما حدث بعدهم-

"সঠিক সত্যের সন্ধানে আমি উত্তরে বলেছি যে, হাফেজ আবুল খায়ের সাখাবী (রহঃ) মীলাদ শরীফ সম্পর্কে বলেছেন যে, উত্তম তিন যুগের কোন আলেম ও ইসলামী চিন্তাবিদ এবং বুযুর্গানে দীন থেকে মীলাদ শরীফ অনুষ্টান করার কোন কাজ বর্ণিত পাওয়া যায়না।"

পরবর্তী কালেই মীলাদ শরীফ অনুষ্টানের কাজটি উদ্ভাবিত হয়। মীলাদ শরীফ যে ব্যক্তির দ্বারা প্রথম উদ্ভাবিত হয় তিনি হচ্ছেন ইরাকের মৌসেল শহরের অধিবাসী শাইখ উমর ইবনে মোল্লা মুহাম্মদ মৌসেলী। আর এ অনুষ্টানটি খুব ঝাকঝমকের সাথে প্রচার ও প্রসার লাভ হয়, ইরাকের আরবিল শহরের বাদসা মুজাফ্ফর আবু সাইদ কাউকীরির সহায়তায়। সপ্তম শতাব্দির প্রথম দিকে এ মহান অনুষ্টানটি জনসাধারণের কাছে সুপরিচিতি লাভ করে এবং জনসাধারণের আর্থিক অনুদানও বিভিন্ন রকমের সহায়তায় বিশ্বের মুসলমানদের মধ্যে প্রচারিত হয়। এ কথাগুলো " সাবীলুল হুদা ওয়ার রাশাদ" গ্রন্থে এবং মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ লিখিত "সীরাতে

[১৯৩]আব্দুল হক এলাহাবাদী (রহঃ) :দুররুল মুনাজ্জম ফী আমলে ওয়া হুকমে মাওলুদিন নাবীয়্যিল আযম পৃষ্ঠা নং
মাওঃ বেশারতুল্লাহ মেদিনীপুরী (রহঃ) - হাকিকতে মুহাম্মদী মীলাদে আহমদী পৃষ্ঠা নং ৩০৩-৩০৪

খাইরুল ইবাদ " গ্রন্থে বিদ্যমান। এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আরবিলের বাদশা প্রতি বছর মীলাদ মাহফিল অনুষ্টানের জন্য প্রায় তিন লাখ দিনার ব্যয় করতেন। আর ওলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দীন এবং সুফী ও মাসায়েখদেরকে এ অনুষ্টানে দাওয়াত দিয়ে আনতেন এবং তাদেরকে হাদিয়া তোহফা দিতেন। আল্লামা জাওযী আল মিরায়াতুয যমান গ্রন্থে একথা উল্লোখ করেছেন। শায়খ আবুল খাত্তাব উমর ইবনে হাসান কালবী ওরফে ইবনে দাদীয়াহ ওন্দালুসী একজন সমকালনি আলীম ছিলেন তিনি "আততানবীর ফী মাওলিদে বাশিরুন নাযির "নামক একখানা কিতাব প্রণয়ন করে ইরবলের বাদশাহকে উপহার দিয়েছিলেন। বাদশাহ তাকে এর বিনিময়ে পুরস্কার স্বরুপ এক হাজার দীনার দান করেন। এ বিষয়ে ইবনে খাল্লিকান লিখেন। [১৯৪]

শাহ আহমদ সাঈদ মুজাদ্দেদী দেহলভী অফাৎ ১২৭৭ হিজরী

শাহ আহমাদ সাঈদ মুজাদ্দেী দেহলভী (মৃত্যু ১৮৬০ খ্রীঃ) হিন্দুস্তানের বিখ্যাত এলমী ও রূহানী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি মদীনা মোনাওয়ারায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং তাঁর শেষ শয্যা রচিত হয়েছে সাইয়্যেদেনা হযরত ওসমান গণী (রাঃ) এর পাশে জান্নাতুল বাকীতে। তিনি তাঁর লিখিত কিতাব 'ইছবাতুল মাওলুদি ওয়াল কিয়াম' গ্রন্থে লিখেছেন -

أيها العلماء السائلون عن دلائل مولد الشريف لنبينا وسيدنا صلي الله عليه وآله وسلم ! فاعلموا أن محفل المولد الشريف يشتمل علي ذكر الآيات والأحاديث الصحاح الدالة علي جلالة قدره وأحوال ولادته ومعراجه ومعجزاته ووفاته صلي الله عليه وآله وسلم. كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. فإنكاركم مبني علي عدم استماعه

[১৯৪]আব্দুল হক এলাহাবাদী (রহঃ) :দুররুল মুনাজ্জম ফী আমলে ওয়া হুকমে মাওলুদিন নাবীয়্যিল আযম পৃষ্ঠা নং
মাওঃ বেশারতুল্লাহ মেদিনীপুরী (রহঃ) - হাকিকতে মুহাম্মদী মীলাদে আহমদী পৃষ্ঠা নং ৩০৭-৩২৪

আমাদের নবী ও পথ প্রদর্শক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মীলাদ শরীফ সম্পর্কে দলীল তলবকারী আলেমগণকে বলেছি, জেনে রাখ যে, মাহফিলে মীলাদ শরীফ এমন সব কোরআনের আয়াত এবং সহীহ হাদীসের বর্ণনার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুউচ্চ শান ও মর্যাদার কথা তুলে ধরা হয়েছে। তাঁর সৌভাগ্যপূর্ণ জন্ম বৃত্তান্ত, মিরাজ, মুযিজাত ও মৃত্যু সম্পর্কিত ঘটনাবলীর বিবরণ বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা স্মরণ করা, আলোচনা করা, বুযুর্গানে দ্বীনের সুন্নাত বা উজ্জ্বল আদর্শ। শুধু কেবল গাফেল, পথভ্রষ্ট ও মতিভ্রম ব্যক্তিরাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্মরণ হতে বিমুখ থাকে। সুতরাং মীলাদ শরীফকে অস্বীকার করা তোমাদের গোড়ামী ও হটধর্মী প্রবণতারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র।[১৯৫]

হযরত মাওলানা শায়খ জামাল উদ্দিন ওরফে মির্জা হাসান মুহাদ্দিস লাক্ষ্মৌভী (রহঃ) -

লাক্ষ্মৌ শহরের ভারত বিখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা মির্জা হাসান (রহঃ) বলেন, শরীয়তের দৃষ্টিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মীলাদ মাহফিল হচ্ছে মুস্তাহসান কাজ বরং মুস্তাহাব কাজ। এ কাজ দ্বারা পুণ্য লাভ হয়। "রাসায়েলে ইছবাতে মৌলুদ" পুস্তকে মীলাদ মাহফিল জায়েয ও বৈধ হওয়ার প্রমাণে বলা হয়েছে যে, পূর্বসূরী সমস্ত বিশিষ্ট শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিস ফকীহ ও ওলামায়ে কেরাম মীলাদ মাহফিলের ব্যবস্থাপনা করে আসছেন। শায়খ মাওলানা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) "শরহে নাসাঈ" গ্রন্থে এবং ইমাম নববীর লিখিত "আরবাঈন" গ্রন্থের শরাহ গ্রন্থে শায়খ ইবনে হাজার হায়তামী মীলাদ মাহফিলকে মুস্তাহসান কাজ বলেছেন। ইমাম নববীও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন। এ ছাড়া বুখারী ও মুসলিমে উল্লেখিত হাদীসে বর্ণিত সে ঘটনাও উল্লেখ করেছেন, যাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই হযরত হাস্‌সান (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে কাফির মুশরিকদের দুর্নাম রটনার বিপরীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বহুমুখী প্রশংসা করেছিলেন। আর কাফের মুশরিকদের নিন্দাবাদ করেছিলেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে যে, নবী করীম ওয়া সাল্লাম হযরত বিলাল (রাঃ)-কে বলেছেন, হে বিলাল! তুমি সোমবার রোযা রাখাকে কখনো পরিত্যাগ করবে না। কেননা, সোমবার আমার জন্মদিন। এ হাদীসটিও নির্দিষ্ট দিনে মীলাদ মাহফিল অনুষ্ঠান করার পক্ষে মূলভিত্তি

[১৯৫] 'ইছবাতুল মাওলুদি ওয়াল কিয়াম'

বিশেষ। আর মীলাদ মাহফিল বৈধ হওয়ার প্রমাণে এ হাদীসটিও উল্লেখ করা হয়, যা হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ

ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن- اخرجه محمد فى الموطا-

মুসলমানগণ যে কাজকে ভাল ও উত্তম মনে করেন, আল্লাহ তাআলার নিকটও তাই ভাল ও উত্তম।"

এ হাদীসটি ইমাম মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আল্লাহি তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

প্রায় পাঁচশত বছর বরং তারও অধিকাল পর্যন্ত সমস্ত ওলামা মুহাদ্দিস ফোকাহা মুফতী এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের শীর্ষস্থানীয় বুযুর্গগন মীলাদুন নবী মাহফিলের ব্যবস্থা করে সমাজে তা প্রচিলত রেখেছেন। আর ন্যায় পরায়ণ রাজা-বাদশাহগণ মিলাদুন নবী অনুষ্ঠানের সহায়তা দিয়ে একে সমাজে প্রচলিত রাখছেন। তারা এ কাজের জন্য বিপুল অর্থ সম্পদও ব্যয় করেছেন। এ ছাড়া সমস্ত আরব দেশে ও মক্কা মদীনায় এবং ইয়ামন, ইরাক ও অবিভক্ত ভারতেও বর্তমানে মিলাদুন নবীর অনুষ্ঠান চলছে। শীর্ষস্থানীয় ওলামা ও বুযুর্গানে দীন উপরোক্ত দলীল প্রমাণের এবং গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ অভিমত অনুযায়ী মিলাদুন নবী হচ্ছে শিশু জন্মগ্রহণ করায় খুশী প্রকাশের নাম। কিন্তু মৃত্যুবরণ করার পর কোন পশু যবাই করার বা অন্য কিছু করার নির্দেশ শরীয়ত দেয়নি। বরং কান্নাকাটি করতে এবং বিলাপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। ইবনে রজ্জব হাম্বলী কিতাবুল লাতায়েফ গ্রন্থে শিয়া সম্প্রদায়ের নিন্দায় বলেছেন যে, তারা আশুরার দিনটিকে ইমাম হুসাইন (রাহঃ) শহীদ হওয়ার কারনে শোক পালনের দিন বা বিপদের দিনে পরিণত করেছে অথচ আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবীদের ওফাত দিবসকে বিপদের দিনে পরিণত করার নির্দেশ দেননি। অতএব নবীদের অপেক্ষা নিম্নমানের লোকদের মৃত্যু দিবস পালন কিভাবে বৈধ হতে পারে?

উপরোক্ত জবাবের পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম দিবস পালনে আর কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। সীরাতে শামিয়াহ গ্রন্থে আবু আব্দুল্লাহ ইবনে আবু মুহাম্মদ নোমান থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি শাইখ আবু মুসা যারহূনী (রাহঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখে তাঁকে মৌলুদ শরীফ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে

তিনি বললেন- من فرح بنا فرحنا به অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার জন্ম গ্রহণের কারণে খুশী হয় আমিও তার প্রতি খুশী হই। [১৯৬]

পবিত্র মক্কা শরীফের হানাফী মাযহাবের মুফতী মাওলানা শায়খ জামাল (রহঃ) -এর ফতোয়াঃ

পবিত্র মক্কা শরীফের হানাফী মাযহাবের মুফতী আল্লামা শাইখ জামাল (রহঃ) এর কাছে প্রচলিত মীলাদ শরীফ জায়েয বা না জায়েয সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি জবাবে মীলাদ শরীফ পাঠ করাকে বিদআতে হাসানা বলে ফতোয়া দিয়েছেন।

سئل ما قول سيدنا لعالم العالم العلامة الشيخ جمال الحنفى المفتى بمكة المكرمة فى عمل المولد فى ربيع الاول كل سنة استبشارا بمولده صلى الله عليه وسلم عل هو حسن كما قاله كثيرون ومنهم جلال الدين السيوطى وغيره ام هوبدعة منكرة بينوا لنا-

الجواب : فاجاب العلامة الشسخ جمال رحمة الله عليه بقوله عمل المولد الشريف من البدع الحسنة وقال العلامة ابو شامه شيخ الشيخ النووى من احسن ما ابتدع فى زماننا ما يفعل كل عام فى اليوم المولفق ليوم مولده صلى الله عليه وسلم ما الصدقات والمعروف واظهار الزينة والسرور فان ذالك مع مافيه من الاحسان للفقراء مشعر بمحبة صلى الله عليه وسلم فى قلب الفاعل ذالك وشكرالله

[১৯৬] আব্দুল হক এলাহাবাদী (রহঃ) :দুররুল মুনাজ্জম ফী আমলে ওয়া হুকমে মাওলুদিন নাবীয়্যিল আযম পৃষ্ঠা নং ২১৭
মাওঃ বেশারতুল্লাহ মেদিনীপুরী (রহঃ) - হাকিকতে মুহাম্মদী মীলাদে আহমদী পৃষ্ঠা নং ৩২৫-৬

تعالى على ما من ته من ايجاد رسوله الذى ارسله رحمة للعالمين وقال السخاوى لايزال اهل الاسلام من سائر الاقطار والمدن الكبار يفعلون المولد ويتصدقون فى لياليه بانواع الصدقات ويعتنون بقراة المولد الكريم ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم قال ابن الجزرى من خواصه انه امان فى ذالك العام وبشرى عاجلة نبيل النعمة والمرام واول من احدثه من الملوك صاحب اربل صنف له ابن دحية كتابا فى المولد سماه التنوير بمولد بشير النذير فاجازه بالف دينار وقد استخرج له الحافظ بن حجر اصلا من السنة وكذا الحافظ السيوطى رد على الفاكهانى فى قوله ان عمل المولد بدعة مذمومة-

প্রশ্নঃ পবিত্র মক্কা শরীফের মুফতী আমাদের বিশ্বনেতা আল্লামা শাইখ জামাল হানাফীকে প্রতি বছর রবিউর আউয়াল মাসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিনে যে মীলাদ অনুষ্ঠান করা হয় সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, এ মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠান করা কি ভাল কাজ? যেমন অনেক ইসলামী চিন্তাবিদ বলছেন। যেমনঃ তাদের মধ্যে ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী প্রমুখও আছেন। না এটা খারাপ বিদআত? এ বিষয় আপনি আমাদেরকে আপনার সুচিন্তিত অভিমত অবহিত করুন।

উত্তরঃ আল্লামা শায়খ জামাল (রহঃ) বলেন, মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠান করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বিদআতে হাসানা অর্থাৎ নতুন ভাল কর্ম। আল্লামা নববীর ওস্তাদ শাইখ আল্লামা আবু শামাহ (রহঃ) বলেছেন, আমাদের যামানয় প্রতি বছর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি মহব্বত পয়দা হওয়ার প্রমাণ দেয়া। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারা জগতের জন্য রহমত রূপে প্রেরিত হওয়ার এর দ্বারা মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়া প্রকাশ করা হয়।

শাইখ সাখাবী বলেছেন, সমস্ত বড় বড় শহর ও অঞ্চলের মুসলমানরা সর্বদা মীলাদ মাহফিলের অনুষ্ঠান পালন করে। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের রাতে নানা প্রকার দান সদকা করে। তাঁর জন্ম কাহিনী পাঠ করে লোকদেরকে শুনানোর ব্যবস্থা করে। এর ফলে তাদের প্রতি সাধারন ভাবে বরকত নাযিল হয়।

আল্লামা ইবনে জাযরী (রহঃ) বলেছেন, মীলাদ মাহফিলের অনুষ্ঠান করা হচ্ছে সারা বছর ব্যাপী শান্তি নিরাপত্তায় থাকা এবং মাকসুদ হাসিল হওয়ার কার্যকারণ। বাদশাহদের মধ্যে যিনি সর্বপ্রথম খুব বিরাট আকারে ঝাকঝমকের সাথে মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠান পালন করেছেন তিনি হলেন আরবিল অঞ্চলের বাদশাহ। ইবনে দাহিয়া তার জন্য মীলাদ শরীফের একখানা কিতাব রচনা করেন। সে কিতাবের নাম হচ্ছে "আত্তানবীর ফিমাওলূদিল বাশীরিন নাযীরা। "আরবিলের বাদশাহ এ কাজের জন্য তাকে এক হাজার দীনার পুরস্কার দেন। আল্লামা ইবনে হাজার (রহঃ) মীলাদ শরীফের পক্ষে হাদীস থেকে একটি ভিত্তিমূল বের করেছেন। এমনিভাবে আল্লামা হাফেজ সুয়ূতী (রহঃ) - ও হাদীস থেকে মীলাদ শরীফের মূল ভিত্তি আবিস্কার করেছেন। আল্লামা ফাকেহানীর মতে মীলাদ শরীফ হচ্ছে বিদআতে মযমুমা বা খারাপ বিদআত। তার এ উক্তিকে আল্লামা সুয়ূতী দলীল প্রমাণ দ্বারা খণ্ডন করেছেন।[১৯৭]

আবদুর রহমান সিরাজ এর ফতোয়া

পবিত্র মক্কা শরীফের হানাফী মাযহাবের মুফতী মাওলানা আবদুর রহমান সিরাজ মীলাদ শরীফকে বিদআতে হাসান বলে ফতোয়া দিয়েছেন। তার লিখিত ফতোয়াটি হল ঃ

ما قولكم علماء الملة السمحة البيضاء ومفاتى الشرع الغراء فى قراة المولد النبى على صاحبها الصلوة والسلام هل بدعة سيئة ام امرمستحب اوغير ذلك-

[১৯৭] আব্দুল হক এলাহাবাদী (রহঃ) :সুররুল মুনাজ্জম ফী আমলে ওয়া হুকমে মাওলূদিন নাবীয়্যিল আযম পৃষ্ঠা নং পৃষ্ঠা নং২৩৩

الجواب: الحمد الله وحده حمدا الكون واستمد التوفيق والعون عمل المولد جائز وهومن البدع الحسنة استحسنه جمهور السلف والخلف من العلماء الكبار الاعلام قال العلامة الشهاب الخفاجى محشى البيضاوى فى رسالة فى عمل المولد قال العلامة ابن الحاج فى المدخل المولد مما احدثه الناس وقد احتوى على بدع ومحرمات كالرقص بالدف والات الطرب مما لايايق بسائر الزمان فكيف بهذا الزمان الذى من الله علينا فيه بسيد الالين والاخرين الى ان قال وقد ارتكب بعضهم فيه مالا ينبغى من اللهو فان خلاعن ذالك واقتصر فيه على الطعام والمسرة فهو بدعة حسنة ثم نقل الشهاب انه سئل الحافظ ابن حجر عنه فاجاب بما صورته اصل عمل المولد بدعة لم ينقل عن احد من السلف فى القرون الثلثة ومع ذالك قد اشتمل على محاسن وضدها فاذا جرى على المحاسن واجتنب ضدها كان بدعة حسنة والله سبحانه وتعالى اعلم برقم خادم الشريعة والمنهاج عبد الرحمن بن عبد الله سراج الحنفى مفتى مكة المكرمة كان الله لهما حامدا مصلبا ومسلما-

প্রশ্নঃ মীলাদ শরীফ পাঠ করা সম্পর্কে জাতির বিশিষ্ট ওলামা ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ ও মুফতীগন কি অভিমত পোষণ করেন? তা কি বিদআতে সাইয়্যেআহ, না মুস্তাহাব কাজ, না অন্য কিছু?

উত্তরঃ সমস্ত প্রশংসা সেই একক আল্লাহ তাআলার জন্য নিবেদিত, সৃষ্টিকুল যার প্রশংসা করে। আর সাহায্য ও তাওফীক কামনা করছি তারই নিকট। শরীয়তে মীলাদ অনুষ্ঠান করা জায়েয এবং বিদআতে হাসানার অন্তর্ভূক্ত। উত্তরসূরী পূর্বসূরী শীর্ষস্থানীয় অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠান পালনকে মুস্তাহসান (ভাল কাজ) মনে করেন। তাফসীরে বায়যাবীর টীকাকার আল্লামা শিহাব খাফাজী (রহঃ) "আমালুল মাওলুদ" পুস্তকে লিখেছেন, মাদখাল গ্রন্থে আল্লামা ইবনুল হাজ্জ বলেন, লোকেরা মীলাদ শরীফ নামে যে নবতর অনুষ্ঠান পালন করে তাতে বিদআত ও নিষিদ্ধ কাজের সংমিশ্রণ বিদ্যমান। যেমন দফ বাজিয়ে গান করা ও বাদ্যযন্ত্র বাজানো। এ কাজগুলো করা কোন সময়ই উচিত নয়। অতএব মীলাদ অনুষ্ঠানে এ সব কাজ করা কিভাবে বৈধ হতে পারে? আল্লাহ তাআলা এ দিন নবীর জন্ম দিয়ে আমাদের প্রতি বিরাট ইহসান করেছেন। ইবনুল হাজ্জ একথাও বলেছেন যে, এদিনে কিছু কিছু অর্থহীন কাজ ও হাসি-তামাশায়ও লোকেরা নিমগ্ন হয়। এসব গর্হিত কাজ থেকে মীলাদ অনুষ্ঠান মুক্ত থাকলে এবং লোকজনকে শুধু পানাহার করানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে আনন্দ প্রকাশ করলে নিঃসন্দেহে মীলাদ শরীফ বিদআতে হাসানার অন্তর্ভুক্ত অতঃপর শিহাব খাফাজী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে হাজার (রহঃ)-এর কাছে মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠান কায়েম করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে উত্তরে তিনি বলেছেন, এ কাজটি বিদআত। উত্তম তিন যুগের কোন ওলামা ও বুযুর্গ থেকে এ কাজটি উল্লেখ পাওয়া যায় না। এ কাজটিতে ভাল মন্দ উভয় শ্রেণীর কাজের সংমিশ্রণ রয়েছে। অতএব মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠানে যদি শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ না হয় এবং শরীয়ত সমর্থিত ভাল কাজের চর্চা হয় তাহলে মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠান বিদআতে হাসানা।[১৯৮]

মুফতী হযরত মাওলানা রহমাতুল্লাহ সাহেবের ফতোয়া।

উপরোক্ত ফতোয়ার পর পবিত্র মক্কা শরীফের মালেকী শাফেঈ ও হাম্বলী মাযহাবের মুফতী হযরত মাওলানা রহমাতুল্লাহ সাহেব এ ফতোয়ার সমর্থনে যে বক্তব্য রেখেছেন, তা নিম্নরূপ-

الحمد لله وحده وصلى الله على من لانبــى بعــده رب زدنــى

علما اما بعد فقد اطلعت لحمـــد لله وحـــده وصـــلى الله علـــى

[১৯৭] আব্দুল হক এলাহাবাদী (রহঃ) :দুররুল মুনাজ্জম ফী আমলে ওয়া হুকমে মাওলুদিন নাবীয়িল আযম পৃষ্ঠা নং ২৩৫

[১৯৮] [illegible] মেদিনীপুরী (রহঃ)। - হাক্কিকতে মুহাম্মদী মীলাদে আহমদী পৃষ্ঠা নং ৩৮৫

من لانبى بعده رب زدنى علما اما بعـــد فقـــد اطلعـــت علـــى

هذا السوال وما حرره مفتى الاحنـــاف بمكـــة المـــشرفة فـــى

الحال هـــو عـــين الـــصواب والموافـــق للحـــق بلاشـــك ولا

ارتياب والله سبحانه تعالى اعلم وعلمه اتم-

"সমস্ত প্রশংসা একক আল্লাহ তাআলার জন্য নিবেদিত। আর দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবীর প্রতি যার পর আর কোন নবী নেই। হে আল্লাহ! আপনি আমার ইলিম বাড়িয়ে দিন। এ অধম উপরোক্ত ফতোয়ায় লিখিত প্রশ্ন সম্পর্কে অবহিত হয়েছি। সে প্রশ্নের উত্তরে মক্কা শরীফের হানাফী মাযহাবের বর্তমান মুফতী সাহেব যে উত্তর প্রদান করেছেন, তা সম্পূর্ণরূপে বাস্তব সত্য বিষয়। এ ফতোয়ায় কোনই সন্দেহ নেই।[১৯৯]

পবিত্র মক্কা শরীফের শাফেঈ মাযহাবের মুফতী মুহাম্মদ সাঈদ ইবনে মুহাম্মদ আবসীল (রহঃ) -এর ফতোয়াঃ

الحمد لله وحـــده وصـــلى الله علـــى ســـيدنا محمـــدوعلى الـــه

وصحبه السالكين نهجهم ابعـــده اللهـــم هدايـــة للـــصواب فـــى

كتابه قصة المولد للشهاب ابن حجر مـــا ملخـــص بعـــضه ان

عمل المولد بدعة لكنها حسنة لمـــا اشـــتملت عليـــه الاحـــسان

الكثير للفقراء ومن قـــراة القـــران واكثـــار الـــذكر والـــصلوة

على النبى صلى الله عليه وســـلم واظهـــار الـــسرور والفـــرح

به صلى الله عليه وسلم والمحبة لـــه واغاضـــة اهـــل الزيـــغ

والعنـــاد مـــن الزنادقـــة والملحـــدين والكفـــرة والمـــشركين

واستدل شيخ الاسلام الحافظ ابن حجر لكونهـــا بدعـــة حـــسنة

[১৯৯] আব্দুল হক এলাহাবাদী (রহঃ) :দুররুল মুনাজ্জম ফী আমলে ওয়া হুকমে মাওলুদিন নাবীয়িল আযম পৃষ্ঠা নং ২৩৭

بخبر الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم قالوا هذا يوم اغرق الله فيه فرعون ونجى موسى نحن نصومه شكر لله تعالى فقال صلى الله عليه وسلم فنحن احق بموسى منكم فصامه وامر بصيامه وقال ان عشت الى قابل الحديث- قال اعنى الشيخ الاسلام فيتفا منه فضل الشكريهم لله تعالى بانواع العبادات على ما من به فى يوم معين من اسداء النعمة او دفع نقمة يعاد ذالك فى نظير ذالك اليوم من كل سنة واى نعمة اعظم من نعمة بروز هذا النبى نبى الرحمة فى ذالك-

"সমস্ত প্রশংসা একক আল্লাহ তায়ালার জন্য নিবেদিত। আর দরুদ পাঠ করছি আমাদের সাইয়্যিদ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পরিবার বর্গ সাহাবীগণ তাদের পথ অনুসারীদের প্রতি। আল্লাহ তাআলার কাছে সঠিক তত্ত্ব লাভের জন্য পথের দিশা লাভের প্রার্থনা জানাচ্ছি। শিহাব ইবনে হাজার লিখিত মীলাদ সংক্রান্ত কিতাব থেকে এখানে কিছু কথা উল্লেখ করছি। মীলাদ শরীফ পাঠ করা বিদআত হলেও তা হাসানার অন্তর্ভুক্ত। কেননা, মীলাদ শরীফে অনেক পুণ্যময় কাজ করা হয়। যেমন বহু গরীব মিসকীনদের প্রতি ইহসান করা হয়। কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করা হয়, বিপুল পরিমাণে যিকির আযকার করা হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দুরূদ পাঠ করা হয় এবং তাঁর জন্ম দিনকে কেন্দ্র করে খুশী ও আনন্দ প্রকাশ করা হয়। আর তাঁর প্রতি মহব্বত ও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। আর কাফের মুশরিক মুলহিদ ও নাস্তিকদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা হয়।

মীলাদ শরীফ বিদআতে হাসানা হওয়ার প্রমাণে হাফেজ ইবনে হাজার (রহঃ) বুখারী মুসলিম থেকে হাদীস পেশ করেছেন। সে হাদীসের বিবরন হল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় শুভাগমন হওয়ার পর তিনি সেখানে ইয়াহুদীদেরকে দেখলেন যে, তারা আশুরার দিন রোযা পালন করছে। এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে

তারা বলল, এদিন আল্লাহ তাআলা ফিরাউনকে সাগরে ডুবিয়ে মেরেছেন এবং নবী হযরত মূসা (আঃ) ও তাঁর সম্প্রদায়কে নাজাত দিয়েছেন। তাই এজন্য আমরা আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় কল্পে রোযা রাখি। এ কথা শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদের তুলনায় হযরত মূসা (আঃ)-এর জন্য আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া জ্ঞাপনের আমি বেশী হকদার। অতঃপর তিনি ঐদিন রোযা রাখলেন এবং মুসলমানদেরকে রোযা রাখার জন্য নির্দেশ দিলেন। আর বললেন, আমি আগামী বছর বেঁচে থাকলে দুটি রোযা রাখব। (শেষ পর্যন্ত)

শায়খুল ইসলাম ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন, এ হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহ তাআলার নেআমতের শুকরিয়া আদায় করা কর্তব্য। সে নেআমত নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট অনুদান হোক কিম্বা বিপদ আপদ ও গজব দুরীভূত করার রূপরেখায় হোক না কেন। প্রতি বছরেই এদিনের একটি নজীর বর্তমান। আর রহমতের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম ও প্রকাশ অপেক্ষা বড় ও শ্রেষ্ঠ নেয়ামত আর কি থাকতে পারে। [২০০]

পবিত্র মক্কা শরীফের বর্তমান হাম্বলী মাযহাবের মুফতী মাওলানা খালফ ইবনে ইবরাহীমের ফতোয়া ঃ

الحمد لله وحده رب زدنى علما استمد من الله التوفيق والرشاد لاقوم الطريق عمل المولد جائز باتفاق العلماء اذا خلا عن محرم مخصوصا انه يجرى من الخيرات ويتعدى نفعها للفقراء والمساكين ويشمل على الاجتماع المسنون فى قوله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم يذكرون الله الا نزلت عليهم السكينة وحتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده والله سبحانه تعالى اعلم- امر برقم الحقير خلف ابن ابراهيم خادم افتاء الحنابله بمكة

[২০০] আব্দুল হক এলাহাবাদী (রহঃ) :দুররুল মুনাজ্জম ফী আমলে ওয়া হুকমে মাওলুদিন নাবীয়্যিল আযম পৃষ্ঠা নং ২৩৮

[২০১] বেলায়তুল্লাহ মেদিনীপুরী (রহঃ) - হাকিকতে মুহাম্মদী মীলাদে আহমদী পৃষ্ঠা নং ৩৩০

المشرفة حالا حامدا مصليا مسلما- راجى غفورالرحيم

خلف ابن ابراهيم

"সমস্ত প্রশংসা একক আল্লাহ তাআলার জন্য নিবেদিত। হে আল্লাহ! আমার ইলম বাড়িয়ে দিন। আর আল্লাহ তাআলার কাছে জাতিকে পথ প্রদর্শনের তাওফীক দানের সাহায্য চাচ্ছি। ওলামায়ে কেরামদের ঐকমত্যে মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠান পালন করা জায়েয। তবে শর্ত হচ্ছে শরীয়ত নিষিদ্ধ কার্যাবলী থেকে তা মুক্ত ও পবিত্র থাকতে হবে। বিশেষ করে মীলাদ মাহফিলে অনেক কল্যাণমূলক ও পূন্যময় কাজ হয়। আর সে কাজগুলো দ্বারা ফকীর মিসকীনরা উপকৃত হয়। এ ছাড়া মীলাদ শরীফের সমাবেশটি হয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী অনুযায়ী সুন্নাত সমাবেশ। তিনি বলেছেন, মুসলমানদের যেসব সমাবেশে আল্লাহ তায়ালার যিকির হয় সেসব সমাবেশে সাকিনারূপী রহমত নাযিল হয়। ফিরিশতাগণ তাদেরকে পরিবেষ্টন করে অবস্থান নেয়া। আর আল্লাহ তাআলা ও তাঁর নিকটবর্তী ফিরিশতাদের নিয়ে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করেন। মহান আল্লাহ তাআলাই সব কিছু সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখেন।[২০১]

শাহ্ আবদুল গণী নকশবন্দী ও মুজাদ্দেদী (রহঃ) -এর মীলাদ অনুষ্ঠান সম্পর্কে আমল ও অভিমত

মাওলানা আবদুল হক এলাহাবাদী (রহঃ) বলছেন, ১২৮৭ হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসের বার তারিখে মদীনা শরীফের মসজিদে নববীতে অনুষ্ঠিত মীলাদ মাহফিলে আমার শাইখ উমদাতুল মুফাস্সিরীন যুবদাতুল মুহাদ্দিসীন জনাব মাওলানা শাহ্ আবদুল গণী নকশবন্দী ও মুজাদ্দেদী (রহঃ) অংশ গ্রহণ করেন। (আমিও তার সাথে ছিলাম)। এ মাহফিলটি মসজিদে নববীর আঙ্গিনায় মিম্বরের কাছেই অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। ইমামগণ পর পর এসে রওজা মুবারকের প্রতি মুতাওয়াজহ হয়ে মীলাদ পাঠ করতেন। আমার শাইখ ও আমি তা শুনতাম। আর মীলাদ মাহফিলের আধ্যাত্মিক অবস্থা কি ছিল এবং তার বরকত কেমন ভাবে প্রকাশ হচ্ছিল তা ভাষায় বর্ণনার অতীত। আমার শাইখ শাহ্ আবদুল গণী (রহঃ) ইলমে হাদীসসহ ইলমের বিভিন্ন শাস্ত্রে নিজ পিতা ও জনাব মাওলানা ইসহাক (রহঃ) থেকে এজাযাত লাভ করে সনদ গ্রহণ করেছেন। তার ইলম ও আমল সম্পর্কে সর্বজন বিদিত। তিনি সর্বদা নিজের ওস্তাদদেরকে অনুসরন করে চলতেন। তিনি ইলমে দীনের সর্ববিষয়ে একজন

[২০১] আব্দুল হক এলাহাবাদী (রহঃ) :দুররুল মুনাজ্জম ফী আমলে ওয়া হুকমে মাওলুদিন নাবীয়্যিল আযম পৃষ্ঠা নং ২৪০

মাওঃ বেলায়তুল্লাহ মেদিনীপুরী (রহঃ) - হাকিকতে মুহাম্মদী মীলাদে আহমদী পৃষ্ঠা নং ৩৩২

ব্যুৎপত্তিশালী আলেম ছিলেন। এ ছাড়া তিনি আধুনিক যুগের নিয়ম পদ্ধতি সম্পর্কেও ছিলেন পূর্ণ সজাগ। তিনি ইলমের সর্ব বিষয়ে সহীহ দলীলকে প্রাধান্য দিয়ে চলতেন ও আমলন করতেন।

অতএব আমার ওস্তাদ ও শায়খ হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুল গণী (রহঃ) ঐদিন মাহফিলের হালকা শেষে নিজ হাতে আমার মাথায় তার নিজ টুপী পরিধান করান। আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতে তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। তিনি ঐ সময় কয়েকটি বিষয় আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে মীলাদ শরীফ পাঠ সম্পর্কে আলোচনা করে তা মুসলিম সমাজে প্রচার করার জন্য আমাকে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেন।[২০২]

আব্দুল হক এলাহাবাদী (রহঃ)

আব্দুল হক এলাহাবাদী (রহঃ) তাঁর আদদুররুল মুনাজ্জাম গ্রন্থে লিখেন-

মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আশ্শামী (রহঃ) -এর তাঁর রচিত গ্রন্থ "ফী সাবীলিল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সীরাতি খাইরিল ইবাদ ওরফে সীরাতুশ্ শামীয়াহ" গ্রন্থে লিখেন, আবুল খায়ের সাখাবী (রহঃ) তাঁর ফাতাওয়া কিতাবে লিখেন যে, মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠান কায়েম করার ব্যাপারটি উত্তম তিন যুগের কোন ওলামা মাশায়েখ ও বুযুর্গ লোকেদের থেকে পাওয়া যায় না। এ তিন যুগে মীলাদ শরীফ অনুষ্ঠানের কোন প্রচলন ছিল না। পরবর্তী কালে মীলাদ অনুষ্ঠানের প্রচলন হয়। গ্রামগঞ্জ ও বড় বড় শহরের মুসলমানরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম মাসে মাহফিল কায়েম করে, এ অনুষ্ঠান কায়েম করতে থাকে। তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিনে নানা ধরনের খাদ্যের ব্যবস্থা করা, দান সদকা করা এবং ঐ মাসটিকে খুশী ও আনন্দ প্রকাশে উৎসব মুখর করে তোলে। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম বিষয়ক বর্ণনাগুলো পাঠ করে এবং ঐ দিনের অলৌকিক ঘটনাবলী বর্ণনা করেন যার ফলে তাদের মধ্যে নানা প্রকার বরকত প্রকাশ পেতে থাকে এবং তাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার করুণা ও অনুগ্রহ নাযিল হয়। তাই ইমাম হাফেজ আবুল খায়ের ইবনে জাযরী শাইখুল কুররা (রহঃ) মীলাদ অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় বলেছেন। মীলাদ অনুষ্ঠানের ফলে ঐ বছরটি সারাদেশে শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করতে থাকে। আর এ অনুষ্ঠানের আয়োজনের জন্য তার মাকসুদ হাসিলের সুসংবাদ রূপে কার্যকর হয়।

[২০২] আব্দুল হক এলাহাবাদী (রহঃ) :দুররুল মুনাজ্জম ফী আমলে ওয়া হুকমে মাওলুদিন নাবীয়্যিল আযম পৃষ্ঠা নং ২৪১

গ্রন্থকার আবদুল হক এলাহবাদী (রহঃ) বলেন, রাজ রাজাদের মধ্যে আরবলের (বর্তমান ইরাকের একটি অঞ্চল) বিজিত রাজা আবু সাঈদ কাওকাবুরী ইবনে যয়নুদ্দীন সর্বপ্রথম মীলাদ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। তিনি মহান ও প্রসিদ্ধ দানশীল রাজা ছিলেন। হাফেজ ইমাদ উদ্দিন ইবনে কাছীর (রহঃ) তার "তারীখ" গ্রন্থে লিখেছেন যে, আরবলের মহান রাজা রবিউল আউয়াল মাসে মীলাদুন নবী অনুষ্ঠান খুব ঝাকঝমকের সাথে পালন করতেন। সে অনুষ্ঠানে অগণিত লোকের সমাগম হত। আরবলের রাজার জন্য শাইখ আবুল খাত্তাব ইবনে দাহইয়া মীলাদ বিষয়ক একখানা কিতাব রচনা করেছিলেন, যার নাম হচ্ছে- "আত্তানবীর ফী মাওলিদিল বাশীরুন নাযীর" এতে রাজা সন্তুষ্ট হয়ে তাকে এক হাজার দীনার উপহার দিয়েছিলেন। এ কারণে সব ইমামগণ আরবলের রাজার খুব প্রশংসা করেছেন। তাদের মধ্যে হাফেজ আবু শামাহ ও শাইখ নববীও রয়েছেন। শাইখ তার লিখিত "আল বায়েছ আলা ইনকারিল

বিদয়ে ওয়াল হাওয়াদেছ" (الباعث على انكار البدع والحوادث) গ্রন্থে বলেন, এ কাজটি তার দ্বারা খুব ভাল কাজ রূপে অভিহিত হয় এবং এটি উদাহরণ বিশেষ। এ কাজের জন্য তার প্রশংসা করা এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। [২৩৩]

আল্লামা আব্দুল হক এলাহাবাদী (রহঃ) আর বলেন

ইমাম হাফেজ আবু মুহাম্মদ আবদুর রহমান ইবনে ইসমাঈল ওরফে আবু শামাহ (রহঃ) তার স্বলিখিত "আল্ বায়েছু আলা ইনকারিল বিদই ওয়াল হাওয়াদিস" ((الباعث على انكار البدع والحوادث নাম গ্রন্থে লিখেন-

قال الربيع قال الشافعي رحمه الله عليه المحدثان من الامور نوعان..

হযরত রাবি' (রহঃ) বলেন, ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেছেন, নতুন কাজকর্মসমূহ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণী হচ্ছে সেসব নতুন কাজ যা কুরআন, হাদীস, সাহাবীদের আছার ও ইজমার পরিপন্থী। এগুলোর নাম হচ্ছে ভ্রান্ত বিদআত। আর দ্বিতীয় হচ্ছে সে সব নতুন কর্ম যা ভাল ও পছন্দনীয়। যে কাজের ব্যাপারে কারো

[২৩৩] আব্দুল হক এলাহাবাদী (রহঃ) ঃদুররুল মুনাজ্জম ফী আমলে ওয়া হুকমে মাওলুদিন নাবীয়্যিল আযম পৃষ্ঠা নং

কোন অভিযোগ নেই এবং বিরূপ অভিমতও পোষণ করে না। সে সব নতুন কাজগুলো খারাপ ও দোষণীয় নয়। হযরত উমর ফারুক (রাঃ) রমযান মাসে তারাবীর নামায জামাআতে আদায় করা সম্পর্কে বলেছেন, নি'মাল বিদআত। অর্থাৎ এটা নতুন ভাল কর্ম, যা পূর্বে ছিল না। কিন্তু যখন এটার উদ্ভাবন হয়েছে, তখন এটাকে প্রত্যাখ্যান ও বাতিল করা যায় না। অতএব বিদআতে হাসানা নতুন ভাল কর্মগুলো পালন করা মুস্তাহাব এবং সে কাজের জন্য নিয়ত খালেস থাকলে ছওয়াব প্রদান করা হয়। সে সব কাজ কর্মকেই বিদআতে হাসান বলা হয় যা শরীয়তের নীতিমালা অনুযায়ী হয়। আর সেগুলো করা শরীয়াতের পরিপন্থী কোন কাজ করা অপরিহার্য হয় না। যেমন মিম্বর তৈয়ার করা, সরাই খানা তৈয়ার করা, মাদ্‌রাসা নির্মাণ করা ইত্যাদি। আর এ ধরনের কাজ করা, যা ইসলামের প্রথম যুগে ছিলনা। কেননা এসব কাজ করা হচ্ছে সুন্নাত। আমাদেরকে ভাল কাজের সহায়তা করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমাদের এ যুগে আরবিল শহরে প্রতি বছর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিবসে যে অনুষ্ঠান পালন করা হয়, তা খুব ভাল কাজ ও বিদআতে হাসানার অন্তর্ভূক্ত। ঐদিনে নানা প্রকার দান ও সদকা করা হয়। সাজ সজ্জা করা হয় এবং খুশী ও আনন্দ প্রকাশ করা হয়। গরীব-দুঃখী ও অভাবী লোকদের প্রতি ইহসান করা ছাড়াও এ অনুষ্ঠান পালনকারীদের মনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি মহব্বত, তাজীম ও শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তাআলা তার রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুনিয়ায় পাঠিয়ে আমাদের প্রতি যে বিরাট ইহসান করেছেন, যিনি সমগ্র সৃষ্টির জন্য রহমত স্বরূপ। মীলাদ অনুষ্ঠান দ্বারা সেই ইহসানের জন্য আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া প্রকাশ করা হয়। সর্বপ্রথম যে পুণ্যবান ব্যক্তি ইরাকের মৌসেল শহরে মিলাদুন নবীর অনুষ্ঠান কায়েম করেন, তিনি হচ্ছেন উমর ইবনে মুহাম্মদ। তিনি ছিলেন একজন পূণ্যাত্মা আর আরবিলের রাজা তারই অনুকরণ করেছেন। আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি করুণা বর্ষণ করুন।

এখানে আমাদের এ কথা জেনে রাখা উচিত যে, সীরাতে আবু শামাহ গ্রন্থে গ্রন্থকারের অভিমত দ্বারা স্ববিরোধীতা প্রকাশ পায়। তিনি প্রথমত লিখেছেন যে, মীলাদ শরীফের প্রথম উদ্যোক্তা হচ্ছেন আরবিলের রাজা। পরে তিনি লিখেছেন যে, সর্বপ্রথম মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠান করেন ইরাকের মৌসেল শহরের উমর ইবনে মুহাম্মদ। অতঃপর আরবিলের রাজা ও অন্যান্যরা সে মহাত্মার অনুসরণ করেন। ফলে উভয় কথার মধ্যে বৈসাদৃশ্য ও স্ববিরোধীতা প্রকাশ পায়।

এ সন্দেহ ও স্ববিরোধীতা নিরসনের উত্তর এই যে, প্রথম উদ্যোক্তা দ্বারা তিনি রাজা বাদশাহদের মধ্যে প্রথম উদ্যোক্তা বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ আরবিলের রাজাই এ ভালকাজটি সমর্থন করে খুব ঝাকঝমকের সাথে পালন করেছেন। মূলতঃ এ ভাল কাজটির প্রথম উদ্যোক্তা ব্যক্তি হচ্ছেন মৌসেল শহরের অধিবাসী উমর ইবনে মুহাম্মদ। তার দ্বারাই সর্বপ্রথম মীলাদ অনুষ্ঠান উদ্ভাবিত হয়। পরবর্তীতে তাকে অনুসরণ করেই অন্যান্যেরা এ অনুষ্ঠান পালন করতে থাকে। রাজা-বাদশাহদের মধ্যে সর্বপ্রথম আরবিলের রাজা এ অনুষ্ঠান পালন করেন। অতএব গ্রন্থকারের বক্তব্যে কোন স্ববিরোধীতা থাকে না।

ইরাকের বাগদাদ শহরে এক ব্যক্তি প্রতি বছর মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুষ্ঠান পালন করত। এক ইহুদী মহিলা ছিল তার প্রতিবেশী। সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বীকার করত না এবং সে ছিল অত্যন্ত গোঁড়া ইহুদী ধর্মের অনুসারী। সে একদিন তার স্বামীর কাছে বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করল যে, আমাদের মুসলমান প্রতিবেশী লোকটির হল কি যে, সে প্রতি বছর এ মাসে অনেক ধন-সম্পদ ও টাকা-পয়সা ব্যয় করে এবং ফকীর মিসকীনকে দান করে। আর রকমারী খাদ্য সামগ্রী তৈয়ার করে মানুষদের খাওয়ায়। এতে তার ফায়দা কি? তখন তার স্বামী বলল, হয়ত সে লোক মনে করে যে, তার একজন নবী আছে আর সে নবী এ মাসে জন্মগ্রহণ করেছে তাই সে তাঁর জন্মদিবস পালন করে। আনন্দ লাভ করে এবং তার নবীকেও সন্তুষ্ট করে। কিন্তু ইহুদী মহিলা তার কথাকে স্বীকার করল না। অতঃপর মহিলাটি রাতের আগমনে যথারীতি ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমের ঘোরে স্বপ্নে দেখে যে, এক ব্যক্তি তার সামনে উপস্থিত হয়েছে। তার চেহারা মোবারকে আল্লাহর নূরের আলোকমালা ঝলমল করছে। আর তার সাথে রয়েছে অনেক সাথীবৃন্দ। ইহুদী মহিলা এদৃশ্য অবলোকন করে বিস্ময়ে তার সাথীদের কাছে জিজ্ঞেস করল যে, এ ব্যক্তি কে, যিনি তোমাদের মধ্যে খুব সম্মানিত ও বুযুর্গ মনে হচ্ছে। তাঁর সাথীরা বলল, ইনি হচ্ছেন আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। ইহুদী মহিলা বলল, আমি তাঁর সাথে কিছু কথা বলতে চাই। তিনি কি আমার সাথে কথা বলবেন? সাথীরা বললেন, কেন বলবেন না। তখন সে মহিলা কথা বলার উদ্দেশ্য সামনে অগ্রসর হয়ে বলল, আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ ! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আল্লাহর দাসী! আমি উপস্থিত। তখন ইহুদী মহিলা কেঁদে কেঁদে বললেন, আপনি কি উদ্দেশ্যে আমাকে ভালবেসে এসেছেন এবং কেন আপনি আমি উপস্থিত বলেছেন? অথচ আমি হচ্ছি ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মহিলা। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি তোমাকে এমনিতেই ভালবাসিনি এবং আমি উপস্থিত বলিনি, আমি

অবহিত হয়েছি যে, আল্লাহ তাআলা তোমাকে হেদায়েত দান করেছেন এ কথা শুনে ইহুদী মহিলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাত বাড়িয়ে দেন এবং কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করার করার পর নিদ্রা হতে জাগ্রত হন। মহিলা এ স্বপ্ন দেখে খুব আনন্দিত হয়। এ স্বপ্নে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তার যিয়ারত ও কথা-বার্তা হওয়ায় সে খুব খুশী হয়। আর স্বপ্নের মধ্যে এ মহিলা এই প্রতিশ্রুতি করেছিল যে, আমার সমস্ত ধন-সম্পদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তুষ্টির জন্য দান করব এবং মীলাদ অনুষ্ঠান করব। রাত প্রভাত হওয়ার পর সে তার ধন-সম্পদ ব্যয় করার জন্য উদ্যোগী হল। তখন সে নিজ স্বামীকে খুব খুশী ও প্রফুল্ল দেখল। আর দেখল যে, তার স্বামীও তার ধন-সম্পদ ব্যয় করার জন্য উদ্যোগী হচ্ছে। তখন ইহুদী মহিলা তার স্বামীকে জিজ্ঞেস করল, কার জন্য আপনি এ ধনস্পদ ব্যয় করতে চাচ্ছেন? তখন তার স্বামী বলল, এসব সম্পদ তার উদ্দেশ্যেই ব্যয় করা হবে, যার হাতে তুমি গতকাল রাতে মুসলমান হয়েছ। ইহুদী মহিলা বললেন, আল্লাহ তাআলা তোমার প্রতি সদয় হোন। তোমাকে আমার এ গোপন তথ্যটি সম্পর্কে কে অবহিত করেছে? তখন স্বামী বলল, সে মহান ব্যক্তিই অবহিত করেছেন যার হাতে তোমার পর আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। অতঃপর বলল, সমস্ত প্রশংসা সেই মহান সত্তার জন্য নিবেদিত, যিনি আমাদের উভয়কে ইসলাম গ্রহণ করার তাওফীক দান করেছেন এবং শিরক ও গোমরাহী থেকে রক্ষা করেছেন। আর আমাদের উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছেন উম্মতে মুহাম্মাদী জামায়াতে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি হচ্ছেন সমস্ত সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক। [২০৪]

দারুণ উলুম দেওবন্দের ফতোয়া

আলা হযরত আহমদ রেযা খান বেরলবী (রহ) উলামায়ে দেওবন্দ এর কিছু বক্তব্য উর্দু ভাষা থেকে আরবী ভাষায় ভাষান্তর করে ও ঐ বক্তব্যর উপর মন্তব্য করে হরামাইন শরীফাইনে উলামায়ে কেরামের নিকট উপস্থাপনা করলে উলামায়ে হারামাইনের আলেমগন দ্যর্থহীন ভাবে বলেন যে যদি এমন হয় তবে (উলামায়ে দেওবন্দে আলেমগন)তারা কাফের । এমনকি এতে যারা সন্দেহ করবে তারাও কাফের (আল্লাহু আলম)। মাওঃ হুসাইন আহমদ মাদানীর অস্থান হরমাইন শরীফ হওয়াতে তাঁর মাধ্যেমে হারামাইন শরীফের আলেমগন জানতে পারেন বিষয়টি সঠিক

[২০৪] সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ,
আব্দুল হক এলাহাবাদী (রহঃ) :দুররুল মুনাজ্জম ফী আমলে ওয়া হুকমে মাওলুদিন নাবীয়্যিল আযম পৃষ্ঠা নং